যতীন্দ্রনাথ-কাব্যসম্ভার

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, মহালয়া, ১৩৫২

—সাড়ে বারো টাকা—



মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
তাপসী প্রেস, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

স্মৃতিকথা

যতীন আমার সমবয়স্ক, অন্তরঙ্গ ও অভেদাত্মা বাল্যবন্ধু।

এত কাল পরে সেদিন তার ইচ্ছা হয়েছে নিজের জন্মদিন নিয়ে একটা কবিতা লেখে। কিন্তু জন্মদিনটা মনে নেই, কারণ সেটার প্রয়োজন জীবনে হয়নি। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'ভাই, তোর ত সবই মনে থাকে, আমার জন্ম-তারিখটা বলে দে।' আমি হেসে বললাম, 'মনে হচ্ছে, তোর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল আষাঢ়স্য ত্রয়োদশ দিবসে।' কোষ্ঠী খুলে দেখা গেল সে জায়গাটা ছিন্ন..কীটদষ্ট। প্রায় ৬৪ বৎসরের পুরানো কাগজ, দোষ দেওয়া যায় না। যাই হোক, আমার কথায় বিশ্বাস ক'রেই যতীন জন্মদিন শীর্ষক কবিতা লিখে এনে আমায় শোনাল :—

মেঘের আড়ালে তেরই আষাঢ় চুপি চুপি চ'লে যায়,
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায়?
বার বার বার তেরই আষাঢ় এসেছে গিয়েছে চলি',
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি।
এবার সাধিয়া শুধাও তাহারে কি চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করিনি স্মরণ, বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজল শ্বাসে ভরি' লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারা জীবনের মুখ।
আজিকার কালো, রবি-শশাঙ্কে হয়নি কলংকিত,
কাল-সাগরের কৃষ্ণ কমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত!
ঢল ঢল তার নির্মম শোভা সনির্বন্ধ ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সকল গগন ঢাকে,
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হ'ল গুঞ্জনহীন,
মর্মের কোষে তপন তারকা তারি মধুপানে লীন।
চির কলংকী ওরে কবি, তোর কী সৌভাগ্য বল্
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল॥

পেরেছিস্ কি রে চিন্‌তে?
মরণ-কমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।

চেয়ে থাক্ চেয়ে থাক্
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল নির্বাক্।

এই কুড়ি ছত্রের কবিতাটি ১৩ই আষাঢ়ে আরম্ভ কোরে ১৫ই আষাঢ় শেষ হ'য়েছে; আর জন্মদিন উপলক্ষে মৃত্যুকে টেনে এনে হাজির করেছে। যতীনের এই রকমই হয়। কবিতা শুনে বাহবা দিলাম; কারণ, বুঝলাম, বন্ধু তাই চায়।

বাল্যে বা কৈশোরে যতীনের কবিতা-রোগ দেখিনি। ৮ বছর বয়সে সেই যে ম্যালেরিয়ায় ধরল, স্বরূপে বা বহুরূপী হ'য়ে আজ পর্যন্ত তাকে আর রেহাই দেয়নি। নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রাম যার পিতৃভূমি, আর বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া যার মাতৃভূমি এবং জন্মভূমি, সে যে এখনও বেঁচে আছে এই আশ্চর্য! তার পাঁচ-ছয় ভাই-বোন কেউ শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি।

১২ বছর বয়সে গ্রামের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস ক'রে সে কলকাতায় গেল কাকার বাসায় থেকে পড়াশুনা করতে। বছর দেড়েক স্কুলে অধ্যয়ন করার পর হ'ল তার বিউবনিক প্লেগ। আমাদের পল্লীবাসীর দেহ তখনকার দিনে ম্যালেরিয়ার কাছে বন্ধক দেওয়া, শহরের প্লেগ আমল পেল না, যতীন সেরে উঠল। মাস ছয়েক পরে আবার তাকে ধরল তখনকার বাতশ্লৈষ্মিক বিকার, এখনকার টাইফয়েড। নাড়ী-টাড়ি ছেড়ে গেল, কিন্তু প্রাণ রইল। আমরা বললাম, 'যতীন, আর কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই, পাশের গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে, সেইখানে পড়ি চল্।' তাই হ'ল।

মাস কয়েক সেখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার পর যতীন আরও শীর্ণ হ'য়ে পড়ল। তার পিতা তখন বালেশ্বরে সামান্য চাকরি করেন। তিনি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি কোরে দিলেন। জলহাওয়ার গুণে যতীন কয়েক মাসে মোটা হ'য়ে উঠল; কিন্তু বাপের গেল চাকরি। কলকাতায় ফিরে এসে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও ১৯০৩ খৃঃএ এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তরণ। বেনেটোলার মেসে যখন একসঙ্গে থাকতাম, তখন এক-এক দিন বলতাম —যতীন, তোর জ্বর এলে লেপ্ চাপা দিয়ে স্কুলে যাই, ফিরে এসে কোন্ দিন দেখব মরে প'ড়ে আছিস্। সে বিস্কুট খায়, বীজগণিত কষে, আর হাসে।

সেদিনের জেনারাল এ্যাসেম্ব্লি (এখনকার স্কটিস্ চার্চ) কলেজ থেকে ১৮ বছর বয়সে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কোন্ লাইনে যাওয়া যায় এই নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন এক বন্ধু এসে বললেন, 'শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেলে থাকতে পেলে জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে। অভিভাবকের

কোন বালাই নেই, তার উপর হোস্টেল-প্রাঙ্গণের পুকুরে যে পদ্ম ফুটে থাকে তা তুলনাহীন।' পদ্মের লোভেই যতীন অভিভাবকদের মত করিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হ'তে গেল। এই ব্যাপারে তার কবিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আমাদের মনে প্রথম জাগে।...কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যে কি বস্তু, সে বিষয়ে যতীন বা তার অভিভাবকদের কোনই ধারণা ছিল না। পদ্ম-পুকুরের সন্নিকটে বসেই প্রাবেশিক পরীক্ষা করলেন সেখানকার ডাক্তার। বুকের মাপ, দেহের ওজন, সবই কম হ'ল। তখন ডাক্তারবাবু আর একটা পরীক্ষা করলেন। সেই তৃতীয় প্রহরের নিদাঘ-রৌদ্রে দূরের একটা অশ্বত্থ গাছ দেখিয়ে বললেন—ঐ পর্যন্ত জোরে ছুটে গিয়েই ছুটে ফিরে এস। হাঁপিয়ে গেলেও যতীন সেটা ভালোই পারল। কিন্তু সেই অবস্থায় তাকে যখন 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজ উল্টো ক'রে পড়তে দেওয়া হ'ল তখন আর পাস ফেল বোঝা গেল না। ডাক্তার বললেন তুমি বি-এ পড়গে যাও। সে যখন বারান্দা ছেড়ে নেমে যাচ্ছে, তখন ডাক্তারবাবু করুণাপরবশ হয়ে পাস করিয়ে দিলেন ; অর্থাৎ বুকের মাপ দেহের ওজন ইত্যাদি বাড়িয়ে লিখে দিলেন। আমরা ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য কোমর বাঁধলাম।

লেখাপড়া যা হয় হ'তে লাগল, কিন্তু মুশকিলে পড়া গেল ওয়ার্কশপ নিয়ে। প্রথম বৎসর ছুতারখানার কাজ। প্রথমেই প্রত্যেককে রেলের স্লিপারের মত এক-একটা কাঠ দিয়ে হাতকরাতের সাহায্যে সেটাকে ফালা-ফালা কোরে চিরতে বলা হ'ল। সেই সামান্য কাজটুকু সুসম্পন্ন করার পর আসল কাজ শেখানো হবে। দু'-তিন দিনের মধ্যে দু'হাতে ফোস্কা প'ড়ে গ'লে, ঘা হ'য়ে গেল, কিন্তু কাঠ বিদীর্ণ হ'ল না। দু'-চার জন তার পরই সরে পড়লেন অভিভাবকদের বহু টাকা নষ্ট ক'রে। মনে হচ্ছে, বর্তমানের এক জন রাজ্যমন্ত্রী তাঁদেরই অন্যতম। ব্যাড্‌মিণ্টন খেলার মাঠে তিনি বাঁ হাতের কর্কে কিছুতেই ডান হাতের ব্যাট্ ঠেকাতে পারতেন না ; সেও বোধ হয় কলেজ ছাড়বার আর একটা কারণ। ভালোই করেছিলেন ; আজ তিনি ত্যাগধন্য ও দেশমান্য।

যাই হোক্, আমরা গরীবের ছেলে, প্রাণপণে কাজ ও পড়া চালিয়ে যেতে লাগলাম। যতীনের মাঝে মাঝে জ্বর হয়, কিন্তু ডাক্তারখানায় কুইনাইনের দাম লাগে না, এবং কুইনাইন মিক্সচার খেয়েও যতীনের আর মুখ ধোবার বিশেষ দরকার হয় না। ডাক্তার পথ্য পাঠান—পাঁউরুটি আর মাংসের ঝোল। সে ডাক্তারটির বিশ্বাস ছিল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই বাঙ্গালীর ছেলেদের অত ম্যালেরিয়া হয়, বিশেষত শিবপুর কলেজের ঐ খাটুনির পর, মাত্র ডাল-ভাত

খেয়ে। যারা সুস্থ তাদের কোন সাহায্য তিনি করতে পারতেন না, কিন্তু রোগী হ'লে তিনি ঐ প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করতেন।

বন্ধু মিহিরলালের সঙ্গে যতীনের তর্ক বেধেছে। মিহির বলে, রবীন্দ্রনাথের মত কবি বাংলায় জন্মায়নি। যতীন উত্তপ্ত হ'য়ে জানায়, নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' যে প'ড়েছে সে ও-কথা বলবে না। কিছু দিন পূর্বে আমরা কুরুক্ষেত্র পড়েছিলাম, মাইকেলের 'সীতা ও সরমা' অংশ, হেমচন্দ্রের 'অশোক তরু' প্রভৃতি দশ-বিশটা কবিতাও পড়া ছিল। বাল্যকালে পিসিমার কাশীরাম দাসের মহাভারতখানি যতীন দেখিয়ে-লুকিয়ে কয়েক বার শেষ করেছিল। গ্রামের মুচিপাড়া ও কুলোপাড়ায় বারোয়ারি পূজায় কবির গান ও তর্জার লড়াই আমরা শুনেছি। কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আমরা তখনও পড়িনি, গান দু'-দশটা শুনেছি। মিহির মৃদু হেসে বলল—নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথে কি তফাত সেটা বোঝাবার জন্য রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী তোমাদের দেব, আগামী বর্ষাবকাশে প'ড়ে দেখো, তার পরে তর্ক কোরো। মিহির প্রদত্ত, আড়ে-দীঘে সমান, একখানি প্রকাণ্ড রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলী নিয়ে ছুটির সময় হরিপুরে এলাম। পড়ে দেখে আমরা তো অবাক! হায় নবীন সেন! এই বিদ্যে নিয়ে মিহিরের সঙ্গে তর্ক করা হচ্ছিল। বয়স তখন উনিশ উত্তীর্ণপ্রায়। যতীন বললে, ধরিত্রী দ্বিধা হও।

যাক্, ছুতারশাল-কামারশাল-কণ্টকিত বিদ্যার পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে পাস কোরে যতীন ট্রেনিং নিতে ঢাকায় গেল। সেখান থেকে ফিরে পিতৃভূমি নদীয়ার জেলা-বোর্ডে চাকরি জুটল ১৯১৩ খৃঃএ। এই তার কর্মজীবনের সূত্রপাত। তখনকার জেলা-বোর্ডের প্রবীণ ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী কৃষ্ণনগরেই। প্রথম বয়সে কিছুদিন P. W. D.তে চাকরি ক'রে তিনি অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের বংশেরও ধনখ্যাতি ছিল। তার উপর তাঁর পরিবারবর্গ বলতে তিনি ও তাঁর পরিবার। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন তেমন নয়। তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় ও সহকারী হিসাবে চাকরি আরম্ভ ক'রে যতীনের আর উপরি-পাওনা নেবার অবকাশ বা অভ্যাস হ'ল না। আমি বলেছিলাম, 'শুকনো মাহিনায় তোমার চলবে না! সংযম থাকলে মদ খেলেও মাতাল হয় না, চুরি করলেও চোর হয় না; আর শতকরা হিসাবে ঠিকাদারদের লাভের অংশমাত্র গ্রহণ করলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সেটা চুরি নয়।' যতীনের সাহসে কুলিয়ে উঠল না। ক্রমে দেখলাম, এ বিষয়ে তার একটা অহমিকাও জন্মে গেল।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের একটি প্রধান দোষ ছিল, তিনি সে সময় চোখে বিশেষ

কিছু দেখতে পেতেন না। জেলা-বোর্ডের চাকুরিতেই একটা অ্যাকসিডেণ্ট হ'য়ে একটি চোখ পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায় এবং বাকিটিতে বেশ ঝাপ্‌সা দেখতেন। অতিশয় অমায়িক, সদাশয় পুরুষ; বোর্ডের সদস্যদের বিশেষ প্রিয়। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ বোর্ডের চেয়ারম্যান্‌ বাঙ্গালী এবং তাঁর কৈশোরের বন্ধু। কার্যে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সুতরাং সেই ঝাপসা-দেখা একটি চোখেই জেলা-বোর্ডের কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছিল। কার্য পরিদর্শনে গিয়ে পল্লীপথে সাদা গরুকে ভদ্রমহিলা মনে কোরে তিনি পথের এক পাশে দাঁড়াতেন, আবার ভদ্রমহিলাকে গরু মনে কোরে লাঠি উঁচিয়ে পূর্বের ভ্রম সংশোধন ক'রে নিতেন, এমন ঘটনাও ওভারসিয়াররা করত। কিন্তু সে সব অবিশ্বাস্য কথা কোন দিন বোর্ডের মিটিঙে ওঠেনি।

এমন সময় এক জন বঙ্গবিশ্রুত দুষ্টপ্রকৃতি আধখ্যাপা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আগমন সম্ভাবনায় ইঞ্জিনিয়ার বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। ঐ সাহেবের এমন বদনাম ছিল যে, পূর্বে তিনি আর এক জন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রহার দিয়েছিলেন। তিনি সত্য সত্যই এলেন এবং প্রথমেই বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানকে ছোট এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠালেন—'এই অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার কত দিন হ'তে বোর্ডকে প্রতারিত করছে এবং বোর্ড তার নিকট কি পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দাবি করতে পারে, আমায় জানানো হউক।' বিষয়টি বোর্ডের অধিবেশনে পেশ করতে হ'ল এবং সদস্যদের নির্বন্ধাতিশয়ে সাহেব-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ারকে এক বৎসরের ছুটি দিলেন, আর যতীনের উপর ভার পড়ল অস্থায়ীভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার। সাহেবের ইচ্ছা, ইতিমধ্যে এক জন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে নেবেন।

এ-সাহেব যে-কোন সময় দু'-চার ঘা বসিয়ে দিতে পারে; সুতরাং যতীনকে প্রাণপণে চাকরি করতে হ'ল। সাহেব খুশি হলেন এবং অন্য ইঞ্জিনিয়ার খোঁজা বন্ধ করলেন। কিন্তু নদীয়া জেলার আবহাওয়ায় অতি পরিশ্রমে যতীনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'ল। সেটা হ'তে অবশ্য বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। তার মধ্যে বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ছুটি পান, আর যতীন কাজ চালিয়ে যান। এই অবস্থা। যতীনের চাকরি যখন পাকা হওয়ার কোন বাধা দেখা যাচ্ছে না তখন ঘুঁটি কেঁচে গেল। সাহেব বদলি হ'য়ে গিয়েছেন, অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার অস্ত্রোপচারের ফলে আবার ঝাপ্‌সা দেখছেন, ম্যাজিস্ট্রেট-চেয়ারম্যানের পরিবর্তিত হওয়ায় বেসরকারী চেয়ারম্যান পেয়ে বোর্ড পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন করায়ত্ত

করেছে। সুযোগ বুঝে ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার মাত্র ছয় মাসের জন্য কাজে যোগ দেবার প্রার্থনা জানিয়ে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু তার একটা অন্তরায় উপস্থিত হ'ল। বোর্ডের কাগজপত্রে দেখা গেল, তাঁর বয়ঃক্রম তখন চাকরির সীমারেখা অতিক্রম করেছে, অর্থাৎ আইনানুসারে তাঁর আর চাকরি করা চলে না। তিনি আর একটা সরকারী নথি থেকে নজীর দেখালেন, বয়স এখনও সীমারেখার মধ্যেই আছে। দু'টি বয়সের মধ্যে মাত্র ৫ বৎসর তফাত। আসলে, ছাপার দোষে ইংরাজি আট এক স্থানে তিন হ'য়েছে : আর আটটাই যে ঠিক সে বিষয়ে তাঁর বা অপর কারও কোন সন্দেহ ছিল না। যাই হোক্, দু'টি বয়সের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাঁকে এফিডেবিট করতে বলা হ'ল। এফিডেবিট না ক'রে তাঁর বয়স কত, সে বিষয় সিদ্ধান্ত করবার ভার তিনি বোর্ডের উপর দিলেন। বোর্ডের অধিবেশনে ভোটে তাঁর বয়স ধার্য করা হ'ল এবং তাঁকে ৬ মাসের জন্য কাজে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হ'ল। যতীন পেল ঐ ছ'মাসের ছুটি।

চাকা বিপরীত দিকে ঘুরছে। ভগ্নস্বাস্থ্য যতীন নেয় ছুটি, আর ঝাপ্সা-দৃষ্টি ইঞ্জিনিয়ার পান extension। স্বগ্রামে ব'সে যতীন চরকা চালায়, খদ্দর বোনায়, কিন্তু জেল খাটে না। একটা দেশলাইএর হাতকল কিনে গ্রামস্থ বালক-শ্রমিকের সাহায্য নিয়ে ভাবে এই দুই কুটিরশিল্পের দৌলতে গ্রামের উপকার এবং তারও জীবিকার সংস্থান হবে। স্বাস্থ্যের যে প্রকার অবস্থা তাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বোর্ডের চাকরি করবার আশা বা ইচ্ছা তার আর নেই। খদ্দরে আর সেদিনকার দেশী দেশলাইএ যে পেট ভরবে না, সে কথা সবাই বুঝছে, যতীন বুঝছে না। এমন সময়, প্রায় তিন বৎসর পরে তার জুটে গেল কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের এস্টেটে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি। অত্যন্ত অনিচ্ছায়, আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহে দেশলাই ফেলে এবং চরকা নিয়ে যতীন যোগ দিলে সেই কাজে ১৯২৩ সালে, যখন তার বয়স ৩৬ বৎসর। সেই বৎসর তার প্রথম কবিতা-পুস্তক 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি কৃষ্ণনগরে চাকরি করবার সময় ও তৎপূর্বে রচিত। স্বাস্থ্য-ভঙ্গের তিন বৎসর যতীন কোন কবিতা লেখেনি।

কাশিমবাজারের চাকরিতে যোগ দিয়েই যতীনের ঘাড়ে আবার সাহেবই চাপল। ঋণগ্রস্ত মহারাজা স্থির করেছেন নিজের একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের পরিবর্তে এক দুঁদে ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান সাহেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। তাই হ'ল এবং সাহেব এলেন। কৃষ্ণ-

নগরের সাহেবটির মত এঁরও সুনাম আছে, প্রয়োজন হ'লে চাবুক চালাতে দ্বিধা করেন না। কাশিমবাজারের বৈষ্ণবরাজ্যে সাহেবি আমল প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কর্মচারীদের প্রায় সকলেরই চাকরি গেল, যতীন নূতন ব'লেই বোধ হয় চাকরিটা থাকল।

মহারাজা যে সাহেবটিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন, তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে ছয় বৎসর রাজদণ্ড চালনা করেছিলেন। সাহেব প্রথমেই পুরাতন কর্মচারী ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন ক'রে নূতন নূতন লোক নিযুক্ত করতে লাগলেন। জমিদারী সেরেস্তার পুরোনো পদবী বাতিল হ'য়ে অ্যাকাউন্টেন্ট, সুপারিনটেন্‌ডেন্‌ট, অডিটার ইত্যাদি নূতন পদে নিত্য নব লোকের আগমন শুরু হ'ল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই গবর্নমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কর্মচারী। বেতন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী, যোগ্যতাও বোধ হয় বেশী। প্রত্যহ নূতন নূতন বৃদ্ধের আগমন দেখে মহারাজারই এক বৃদ্ধ সুরসিক কর্মচারী এক দিন বললেন, এমনি ঘটনা এ রাজ্যে আরি একবার ঘটেছিল। সকলে বিস্মিত হ'য়ে তাঁকে ঘিরে বসলে তিনি গল্প শুরু করলেন:

"তখনকার রাজা বর্তমান মহারাজার ন্যায় এমন খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন না, মাঝে মাঝে একটু-আধটু শক্তিপথেও চলতেন! পূজার সময় রাজবাটীর সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে যাত্রাগান চলছে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একমনে শুনছে! রাজা চলেছেন সদর থেকে অন্দরমহলে। মাঝে নাটমন্দির পার হবার সময় দেখলেন, যাত্রার আসরে কে এক জন লম্বিতশ্মশ্রু বৃদ্ধ চমৎকার বক্তৃতা করছে। রাজা পার্শ্বস্থ পারিষদকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ও কোন্ হ্যায়?' পারিষদ করজোড়ে নিবেদন করল—'হুজুর, ও নারদ মুনি হ্যায়।' রাজা বললেন—'ও ত বহুৎ আচ্ছা বোলতা হায়, অউর মুনি হ্যায়?' চারিদিকে সাড়া প'ড়ে গেল, যাত্রার অধিকারী রাজ-ইচ্ছা বুঝে তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠ মুনিকে আসরে নামালেন, যদিও বশিষ্ঠ মুনির সে সময় আসবার কোন কারণ ছিল না। রাজা বশিষ্ঠকে দেখে আরও মুগ্ধ হলেন, এবং হুকুম করলেন, 'অউর মুনি লে আও।' তখনি আর এক জনকে পাকা দাড়ি পরিয়ে মুনি সাজিয়ে আনা হ'ল। রাজা তখন আসরে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন এবং হুকুম দিচ্ছেন—'অউর মুনি লে আও।' যাত্রার দলে যে কয়টা পাকা, ডাঁসা দাড়ি ছিল ফুরিয়ে গেল, তখনও রাজা মুগ্ধ হয়ে বলছেন—'অউর মুনি লে আও।' শেষে রাজবাড়ীর গুদাম থেকে শণ পাট বার করে তারি সাহায্যে মুনি সাজানো আরম্ভ হ'ল, এবং ডজন কয়েক

মুনি যখন সারবন্দী হ'য়ে আসরে দাঁড়াল, তখন অধিকারী শাল বকশিশ পেলেন। মশায়, সেই ইতিহাসই চোখের উপর পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।”

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কথায় আর একটা দৃষ্টান্ত মনে আসছে। শোনা যায়, দিল্লীর খেয়ালী সম্রাট্ মুহম্মদ বিন তোগলক্ তিন বার দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং প্রতিবারই হুকুমজারি হয়েছিল সমস্ত নাগরিকদের তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। কাশিমবাজারের সাহেবটিও প্রথমে তাঁর রাজধানী কাশিমবাজার থেকে বহরমপুরে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে আবার তাকে কলকাতায় টেনে নিয়ে যান। তিনিও প্রত্যেক বার হুকুম দিয়েছেন, চেয়ার টেবিল আলমারি কাগজ-পত্তর এবং আমলাবর্গ সকলে তাঁরই সঙ্গে স্থানান্তরিত হবে। আবার এমন ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে স্থানান্তর-করণের সময় আমলাদের একটি দিনও অফিস কামাই না হয়, অর্থাৎ শনিবারের দিন যে টেবিল-চেয়ারে ব'সে সাহেব ও আমলাবর্গ বহরমপুরে চাকরি করলেন সোমবারে ঠিক সেই-সেই চেয়ার-টেবিলে তাঁরা কলকাতায় যথারীতি অফিস করবেন। এর ভার প্রধানত ইঞ্জিনিয়ারের উপর। কাশিম-বাজারে মহারাজার সদর-অফিস এক বিরাট ব্যাপার। সুতরাং বানপ্রস্থী মহারাজা প্রত্যেক বারই নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। চেয়ার-টেবিল-কাগজের পাহাড়-প্রমাণ স্তূপ, সপরিবার আমলাদের ঠেলাঠেলি ভিড, বর্ষার অবিশ্রাম বারিবর্ষণ ইত্যাদিতে মিলে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু জবরদস্ত সাহেবের এমনই প্রতাপ ও দক্ষতা যে প্রকৃতই শনিবারের অফিস বহরমপুরে সেরে সোমবারের অফিস কলকাতায় বসেছিল। দেশ থেকে সাহেব তাড়িয়ে ভাল কাজ হয়নি।

ক্রমে মহারাজা বিরক্ত হয়ে এই প্রচণ্ড সাহেবটিকে সরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কণ্টক তুলতে কণ্টক চাই, সাহেব তাড়াতে সাহেবেরই প্রয়োজন।

নানা কৌশলে মহারাজা এস্টেট দিলেন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্-এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এবারও যে সাহেবটি কর্ণধার হয়ে এলেন তিনি হাল হাতে করেই বললেন, ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে অফিস অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। নিজেই চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক বাড়ী ভাড়া করলেন—যার উপরিতলে থাকবেন স্বয়ং সপরিবারে, আর নিম্নতলে বসবে অফিস। নিজের সুবিধা অনুযায়ী, সাহেব কারও সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই বাড়ী নির্বাচন কোরে রেখেছেন, এখন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারকে করতে হবে তারই মধ্যে সকলের স্থান-সংকুলান। অনেক

মাপ-জোখ হিসেব কোরে যতীন বললে—কোন উপায়েই এ-বাড়ীর নিম্নতলে সমস্ত আমলার বসবার স্থান করা যাচ্ছে না, উপরতলের কিছুটা না নিলে অন্তত কুড়িটি লোকের স্থানাভাব ঘটছে। সাহেব অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলেন —ঐ কুড়ি জন আমলাকে বরখাস্ত করে দিলেই হবে। যতীন বললে—সাহেব, আর একবার মেপে দেখি। তার পর ভগ্নপ্রায় আস্তাবল মেরামত করিয়ে, বাথরুমগুলির কমোড ইউরিন্যাল সরিয়ে, বারান্দায় পর্দা টাঙ্গিয়ে, কোন রকমে ঐ কুড়ি জনের জায়গাও হ'ল। এ সাহেব রাজত্ব করলেন প্রায় পাঁচ বৎসর। এঁরই রাজত্বকালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র দেহরক্ষা করেন।

তার পর থেকে বাঙ্গালী সাহেবের পালা। মহারাজার ঋণ শোধ না হ'য়ে ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। সুতরাং বাঙ্গালী সাহেবদের বেতন খাঁটি সাহেবদের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এই রকম নামতে লাগল। এঁরা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত পাকা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাহেব হ'লেও বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক। যিনি যখন এসেছেন তিনিই বলেছেন, পূর্বসূরিগণের দোষেই এস্টেট ঋণমুক্ত হয়নি, আমার আমলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু ক্রমেই সব বেঠিক হ'তে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪২ সালে জাপানীরা ভাবছিল কলকাতায় বোমা ফেলবে কি না। বোমা তখনও পড়েনি, কিন্তু কলকাতা প্রায় জনশূন্য হ'য়ে গেল। সেই সময় রাজধানী আবার কলকাতা থেকে বহরমপুরে ফিরে এল। আবার সেই আমলাদের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার টেবিল আলমারি কাগজের বস্তা সচল হ'য়ে উঠল। সেই হুড়োহুড়ি, বিশৃঙ্খলা, অর্থের শ্রাদ্ধ। দীর্ঘ ১৩ বৎসর কলকাতায় কাটিয়ে যতীনও ফিরে এল বহরমপুরে।

কোর্ট-অব ওয়ার্ডস্ ঋণমুক্তির কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না। দাঁড়ি-মাঝি মিলে যতই মারে টান্ হেঁইয়ো, ঋণভারে ভারী তরণী ততই যেন ভরাডুবির দিকে এগিয়ে যায়। শেষে, ১৯৪৪ সালে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁর বহুমূল্য কয়লাখনির অংশবিশেষ বিক্রয় কোরে নিজেকে ঋণমুক্ত করলেন, এবং জমিদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

১৯২৩ থেকে ১৯৫০; এই দীর্ঘকাল নানা বিপর্যয়ের মধ্যে যতীন কাশিম-বাজার এস্টেটেই চাকরি কোরেছে। সেই সূত্রে তাকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করতে হ'য়েছে। তার কর্মজীবনে যে-সব দুষ্টগ্রহের দৃষ্টি পড়েছিল, যে কারণেই হোক্, তারা কেউ মারাত্মক হয়নি; যতীনও তাদের ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষ এড়িয়ে মাঝে মাঝে কবিতা লিখেছে, চরকাও কেটেছে।

"মরীচিকা"র পরের সমস্ত কবিতাই তার কাশিমবাজারের চাকরির সময় লেখা। সে খবর মহারাজা শ্রীশচন্দ্র ব্যতীত কর্তৃপক্ষের অপর কেহই বড় একটা রাখতেন না। কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরই যতীন আমায় তার নতুন কবিতা শুনিয়ে দিল :—

ইট কাঠ চুন বালি আনাইয়া গাড়ী গাড়ী
সারাটা জীবন শুধু গাঁথিনু পরের বাড়ী।
কত দুশ্চিন্তাই ঘটাতে বাসের সুখ,
আলো হাওয়া জল ড্রেন,—পাছে কোন হয় চুক্
সে সব বাড়ীতে মোর কোন অধিকার নাই,
পথে পথে খুঁজি আজ মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।

ছন্দ অর্থ আর ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বাছি',
সকলই পরের তরে, কবিতা যা গাঁথিয়াছি!
অশ্রুসাগর সেচি' অহেতুক কৌতুকে
গাঁথিয়া গাঁথিয়া মালা দুলায়েছি বুকে বুকে।
হায় রে, আমার বলি সে-বুক সে-মালা কোথা,
যার পরশনে মোর জুড়াবে বুকের ব্যথা?

বরাত সঙ্গে চলে, কিছু নাই বলিবার,
মিথ্যে হইনু কবি, মিছে ইঞ্জিনিয়ার।

এই ইঞ্জিনিয়ার-কবির, বা লোহার ফুলদানির, কর্মজীবনের কিছু পরিচয় দিলাম; কাব্যপরিচয় দেবে তার কবিতা। তবে আমি জানি, এই পরিচয়ও খাঁটি সত্য হবে না। তার অধিকাংশ কবিতার পিছনে একটি ছোট্ট সূচের ইতিহাস আছে, সেই সূচটাই আসল সত্য, সঙ্গে সঙ্গে যে সব সুতো ঘোরাফেরা করেছে তারাই যতীনকে মিথ্যা কবি-খ্যাতি দিতে বসেছে। এদিক্ দিয়ে তার বরাত ভাল। আমার এমনও মনে হয়, যতীনের বাল্যের ম্যালেরিয়াই কুইনাইন দ্বারা অবদমিত হ'য়ে পরিণত বয়সে কাব্যরূপ গ্রহণ করেছে। এদিক্ থেকে দেখলে তার কবিতার প্রধান উৎসটি হয়ত ধরা পড়তে পারে।

* শ্রীবিপ্রতীপ গুপ্ত ছদ্মনামে লিখিত কবির এই আত্মস্মৃতি ১৩৩৬ সালে মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সূচীপত্র

মরুমায়া

সায়ম্

ত্রিযামা



স্বচ্ছ নদীর ব
একক শয়নে
মুগ্ধ তৃণ
উইলো পাত

মরীচিকা

৩৪।৪

বাহ্নিস্তুতি

তপন তপ্ত, চিরঅতৃপ্ত, অনন্তরূপ বহ্নি!
শিবললাটিকা, প্রলয়াত্মিকা তুমি দীপশিখা তন্বী।
রক্তবসন, ভস্মআসন, বিশ্বশাসন জ্যোতি,
কান্ত ভয়াল, আঁধারের আলো, তোমায় করি গো নতি।
শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধর মরীচিকা।
নিখিল বিশ্বে খুঁজে' ফিরি' তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবিনশ্বর ভস্মে শান্তি লভে।
বিদ্যুতে তব ইঙ্গিত ঝলে, বজ্রে জাগিছে বাণী,
মানব চিত্তে, আণব নৃত্যে তোমারি সে টানাটানি।
বুকে বুকে আর জঠরে জঠরে তোমারি কঠোর দাহ,
প্রাণ হ'তে প্রাণে প্রণয়তন্ত্রী, তোমারি সে পরিবাহ।
জীবনে কি বনে, মাঝে মাঝে তুমি জ্বলে' উঠ দাবানলে,
বক্ষে চক্ষে পেতেছ আসন তৃষ্ণার শতদলে!
ধুক্‌ধুক্ এই হৃদিমূলে তব ধিকিধিকি কৌতুক,
সাগরে ডুবে'ও দগ্ধগিরির সমান দহিছে বুক!
শনির আঁখিতে তোমারি দৃষ্টি নিয়ত হানিছে শ্লেষ;
অনাবৃষ্টিতে শুষিয়া জ্যৈষ্ঠে, ভাদ্রে ডুবাও দেশ;
দুর্ঘট মিল তুমিই মিলাও লোহায় লোহায় জুড়ে';
চিতার ফুল্‌কি উড়ে' লাগে পুনঃ চিত্তের জতুপুরে!
দুর্দ্দিনে তোমা সাধিয়া জ্বালাই সুদিনের সঞ্চয়ে,
সব সম্বল ভস্ম করিয়া উঠ যে দীপ্ত হয়ে।

আজ ভাবিতেছি তাই—
সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই!
মিলন বিরহ ভাব ও অভাব যোগবিয়োগের কাজ,
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ,

বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেই কালে,
তখনো কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাঁহারি ভালে?
হে সর্ব্বভুক্, এ দীন শমীর লক্ষ প্রণাম লহ,
কঠিন শীতল অন্তর তার আশীষদাহনে দহ।

শিবের গাজন

পাগলা শিবের বছুরে গাজনে
বেজেছে ঢাক!
কাল হবে দেনা-পাওনার কথা,
আজকে থাক্।
আগুন জ্বালিয়ে সন্ন্যাসী সবে
ওই 'ফুল' খেলে ব্যোম্ ব্যোম্ রবে;
পিঠ্‌ফোড়া বাঁধা খায় ওরা বুঝি
চড়ক পাক!
থেকে থেকে থেকে বাজে ঝোঁকে ঝোঁকে
গাজুনে ঢাক।

ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোমে লেগেছে রে ঐ
চড়ক পাক!
বন্ বন্ ঘুরে অনন্ত জুড়ে'
কালের চাক।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাদল
লুটিয়া লুটিয়া ঘুরে নভোতল
আগুন ফুল্‌কি উল্কা উড়ায়ে
লাখের লাখ।
রশি ছিঁড়ে' ছুটে' ধূমকেতু দেয়
আগুনে পাক।

মাঝখানে তার রুদ্র পুরুষ
কে নাচে ওই,
মরা বছরের বুকের উপর—
তাথৈ থৈ !
চরণে ধ্বনিছে প্রলয় ছন্দ,
নিমীল নয়নে সৃজনানন্দ,
ধবল অঙ্গে বিভল ভঙ্গী
মরণজয়ী ।
ডম্বরু ডিমি, মিশায়ে বিষাণে
কে নাচে ওই !

দিগন্ত হ'তে সভয়ে ইন্দ্র
জুড়িছে কর ;
অরুণ বরুণ ধরণী নমিছে
চরণ 'পর ।
আলোক-ছায়ার বাঘছাল ওরে,
খসিয়া লুটায় বনে প্রান্তরে,
সিন্ধু ফণায় ফুঁসিয়া ফেনায়
মরণ-চর ।
নাচে শিব, নাচে রুদ্র নাচে রে
মহেশ্বর ।

নাচে শিব নাচে সুন্দর নাচে
রুদ্রকাল !
জটায় গঙ্গা, ভালে শশী, গলে
অস্থিমাল ।
সাথে নেচে ফিরে আদি ও অন্ত,
ঘোরে দিক ওরে ঘোরে দিগন্ত,
সুখে দুখে ঠুকে' ঘুরপাকে বাজে
রুদ্রতাল ।

উছলে গঙ্গা, হাসে শশী, দোলে
অস্থিমাল।

জড়জীব তাঁর চড়কে ঘুরিয়া
হ'ল 'বেভুল';
তথাপি পড়ে না পাগল শিবের
মাথার ফুল!
বল্ সন্ন্যাসী মুখ ফুটে' বল্,
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস্ জল?
রক্তনয়ন ডুবিছে তপন
না পেয়ে কূল।
দিন যায়, কেন পড়ে না শিবের
মাথার ফুল!

লক্ষ্মীর উদ্ধার

আজিকে সহসা চৌদিকে মোর উঠিল জাগি'
একি কলকল্লোল!
অন্ধ অচল সাগরের তল কিসের লাগি'
উন্মদ উতরোল!
একি এ ঝঞ্ঝা নৃত্যে মাতিল সাগর মাঝে,
কি রুদ্র গরজন!
শঙ্কাহরণ এ মহাশঙ্খ কোথায় বাজে,
নারায়ণ! নারায়ণ!

আমার বুকের ঘূর্ণিশ্বাস পেয়ে কি ছাড়া
লাগিল সাগরজলে!
সিন্ধুমর্ম্ম বিপাকের পাকে কেন্দ্রহারা
ঘূর্ণনে ঘুরে' চলে!

ফণী কি হানিছে সুধার ভাণ্ড ভাঙিবে বলে'
ফণার আস্ফালন !
কাহার চক্রে সাগর দোলে রে নাগরদোলে ?
নারায়ণ ! নারায়ণ !

বরুণপুরীর রুদ্ধ কবাট ভেদিল কি রে
সকরুণ প্রার্থনা ?
লক্ষ উর্ম্মিমুখে ফুঁকে' উঠে কণ্ঠ চিরে'
আর্ত্তনাদের ফণা ।
মন্দারে কিগো মন্থদণ্ড করেছে সবে,
শেষে কি করেছে রশি !
অনন্ত মম দুঃখ মথি' উঠিবে কবে
সুধাভরা শিশু শশী ?
ঝলকি ছলকি লুটে' ছুটে' চলে প্রলয়ে মাতি'
জীবনের নিবেদন ;
কার গদাঘায় ছিঁড়ে সরে' যায় আঁচল রাতি ?
নারায়ণ ! নারায়ণ !

কতকাল, ওগো ! কতকাল আছি তোমায় ছাড়ি'
অতল জলধি-দহে ?
অশ্রুতে মোর লবণ হ'ল যে সাগরবারি,
বাড়বে বেদনা বহে !
পাল তুলে' মোর আশার বাতাসে, যুগের খেয়া
কত করে পারাপার ।
মেঘে মেঘে দূত দিকে দিকে বৃথা পাঠায়ে দেওয়া—
কেঁদে ফিরে বারবার ।
শঙ্খে চক্রে গদায় উড়িছে প্রলয় অণু
পাব না কি দরশন !
কার চারু করপরশপদ্মে অবশ তনু,
এলে কিগো নারায়ণ !

ঘুমের ঘোরে

প্রথম ঝোঁক

এস ত বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা ;
তোমায় আমায় হয়ে যাক্ দু'টো কাটাছাঁটা সোজা কথা।
জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খাম-খেয়ালি।
পৃথিবী ঘুরিছে বেমালুম যেন মাখম-মাখান পথে,
ছোট বড় কত টানে অবিরত টলে না সে কোন মতে
সৃষ্টি চমৎকার—
ঠোকাঠুকি নাই, গতি-বিজ্ঞানে বাঁধা আছে চারিধার।
সে দিন বন্ধু, পথে পড়েছিনু, ছুটাইলে তুমি ঘোড়া,
লোহা-বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া!
দেখি চলিবার কালে,
গতি-বিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া ঠ্যাংই পড়ে খালে।

সেদিন আবার টেনে নিয়ে গেলে ভক্তের সভাতলে,
"ঠাকুরের, আহা! অপার করুণা" কেঁদে ফেঁদে তারা বলে ;
"দেখিছ যেটারে দুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।"
ঠাওর করিতে দুখ সুখ হ'ল, সুখ হয়ে গেল দুখ,
মোটের উপরে বুঝিতে নারিনু লাভ হ'ল কতটুক্!
একাকী ফিরিনু ঘরে,
প্রাণের দুঃখ যায় না কিছুতে, আঁখি আসে জলে ভরে'!
ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান,
"প্রাণের দুঃখ না যাক্ কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।"
বন্ধু, প্রণাম হই,—
শীতের বাতাসে জমে' যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই?

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিঃঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম!
সেই জুড়াবার ঠাঁই;
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
যুগ যুগ ধরে' কেন এ প্রয়াস গরমিলে মিলাইতে।
কোন যম নাই হিসাব করিয়া সুখ ও দুঃখ দিতে।
মুক্তির চাবি আঁটা;
এ জগৎ মাঝে সেই তত সুখী, যার গায়ে যত ঘাঁটা!
বন্ধু গো, আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হয়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা!
আমি বলি, কিনে' কুলো—
পিঠে বেঁধে, দাও গভীর নিদ্রা দু'কানে গুঁজিয়া তুলো।

কেন ভাই রবি, বিরক্তি কর? তুমি দেখি সব-ওঁচা,
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাটিতে কেন চোখে মার খোঁচা!
জানি তুমি ভাল ছেলে,
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে!
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে,
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?
সবার খাদ্য প্রতিদিন তুমি বহি' আন ডালা ভরি';
ক্ষুধিত মানব কেঁদে বলে "তাঁর অপার করুণা, মরি।"
ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,
"গরু মেরে জুতো দান" অপেক্ষা নহে কভু বেশী পুণ্য!

প্রভাতে উঠিয়া বাহির হইনু সিক্ত গ্রাম্য পথে,
ঘুম ভেঙেছিল, এমন শপথ করিব'না কোন মতে।
ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেত্তিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও করে ছুঁড়ে ফেলে।

বন্-বন্-বন্ ঘুর-ঘুর-পাক চিতেন কেতেন সোজা ;
লাট্টু বলিছে, "হায় হায় হায় ! ঘুরে' ঘুরে' কারে খোঁজা !
জীবন যে আসে ফুরায়ে"—
বলিতে বলিতে ফুরাল ঘুরণ—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেত্তিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্তে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,—
ফাটা-লাট্টুটা ছুঁড়ে' ফেলে দিল দূরে কণ্টকবনে।

বন্ধু, এখনো ঘুম দাও, নহে কহিব অনেক কথা,
অনেকের 'পরে হইবে সেটা যে কঠোর নির্ম্মমতা ;
ঈশা, মুশা আর বুদ্ধ,
কন্‌ফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান ;
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর—তোমাদেরি তিনি চান ;
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
রবে না নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ ;
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল ;
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল !
কি হবে কথার ছলে ?
ভগবান চান—তবু হয় না'ক, একথা পাগলে বলে !

বড় কৃতজ্ঞ রব তোমা কাছে, হৃদয়-বন্ধু মোর,
চিরতরে যদি বুলাও নয়নে বিস্মৃতি ঘুমঘোর !
থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টা—
নিখিল বিশ্ব ঘুরে' ঘুরে' মরে, তুমি তার চির দ্রষ্টা।
ঘুরণের পাকে কেউ কাছে থাকে, কেউ চলে' যায় দূরে,
তব আনন্দ রয়েছে কেবল তোমারি হৃদয় জুড়ে'।
অনিমেষ আঁখি 'পরে
তোমার অশ্রু তোমার হাস্য নহে সে মোদের তরে।

মোরা ভুল করে' প্রণমি তোমায়, ভুল করে' করি রোষ,
তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ নাহিক অসন্তোষ।
আমরা তোমায় ডাকি,—
যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই—আপনারে দিই ফাঁকি!

আমরা যখন সুখে সুখী হই—সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধান নহে যে—আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ।
কেন যে এসব আছে,
সে কৈফিয়ৎ তুমি কোনদিন দেবে না কাহারও কাছে।
সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মূরতি জগন্নাথ ;—
রথের চাকায় লোক পিষে' যায়, তোমার নাহিক হাত।
তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!
ছুটেছে তোমার মৃত্যুতিলক মুক্ত যজ্ঞ-ঘোড়া ;
মোদেরি পাকান প্রেমের দড়িতে বাঁধিতে চলেছি মোরা।
ছিন্ন গিঁঠান' দড়ি ;
তারি সাহায্যে, বাসনা—তোমার যজ্ঞ-অশ্ব ধরি!

বন্ধু, আমার হৃদয়-বন্ধু, তবু তোমা ভালবাসি ;
স্বপ্নবিহীন ঘুমের আড়ালে তুমি দেখা দাও আসি'।
তখন তোমাতে থাকি,
বিয়ের বাজনা মরার কান্না মিছে করে ডাকাডাকি ;
শান্ত তখন শ্রান্ত হৃদয়, ক্লান্ত তখন মন,
নাহি আশা প্রেম নাহি আশঙ্কা সাঙ্গ সকল রণ।
মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি!!
প্রেমে ও ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন—বলিনে আমি এ কথা,
মিথ্যামাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।
অসীম ঝড়ের মাঝে
চেতনা শুক্তি—ঘুমের ভিতর স্বপ্নেরি মত রাজে।

শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায় ;
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তি পানে ধায়।
বন্ধু, বন্ধুবর !
সকল শক্তি সংহত করে' হয়ে আছ মহা জড়।
সেই মহাঘুমে সাঁতারি বেড়াই মোরা স্বপনের ফেনা ;
পলকে ফুটিয়া মিছে ঘাড়ে করি তোমারি প্রেমের দেনা।
জগতের শৃঙ্খলা,—
স্বপ্নেরি মত উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা।
বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি
। প্রেম বলে' কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

দ্বিতীয় ঝোঁক

আজি দুর্দ্দিনে ঝড়ে,
তোমায় আমায় দেখা গো বন্ধু, পুনঃ বহুদিন পরে।
জলদগর্জ্জে ভাঙালে নিদ্রা বিদ্যুতে ধাঁধি' আঁখি,
শোন মোর কথা—ওসবের আমি তোয়াক্কা নাহি রাখি !
হান বর্ষার জল,
নিরন্ধ্র মেঘে ঘেরিয়া বজ্রে ভেঙে ফেল ধরাতল।
ও তর্জ্জনের অর্থ বুঝিতে হয় না আমার ক্লেশ ;
আমি বেশ জানি—সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ !
জোড় করি দুটি কর,
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়।
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহ না, সে জানি আমি ;
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি।

এ ধরা গোরস্থান ;—
মরণের ভিতে স্মরণের টিপি দু'দিনে ভূমি-সমান।

কত না অশ্রু কত হাহুতাশ কত হাতে পায়ে ধরা,
শ্রান্ত হইয়া শান্তি লভিতে কত না ফন্দি করা।
সব হয়ে যায় বৃথা,
আসে, হাসে, কাঁদে, চলে' যায় ঘুরে' বায়স্কোপের ফিতা!
আমারি মতন এসেছে হেসেছে কেঁদেছে কত না প্রাণী,
আজ তাহাদের একটিরও কেহ সন্ধান নাহি জানি।
আমারও দুঃখ সুখ,
ধূলা হয়ে যাবে—চাহি বা না চাহি তোমার পাষাণ মুখ।
তোমারে নাহিক বুঝি;
নিজ ধন নিয়ে পার করিবারে যখন যা তব খুসি।
একটি নিয়ম মান তুমি, সেটি কোন নিয়ম না রাখা;
আঁখি মুদে' দেখি, পাগলের মত ঘুরিছে কালের চাকা!

যে দিকেই আমি যাই—
তার সাথে দেখা হবে পথে একা সহসা মরণ ঠাঁই।
অতঃপর যে কি হবে তা নিয়ে নাহিক চিন্তা লেশ,
সহজসত্য আমার পক্ষে ইহকালেরই সে শেষ;
চাহিনা প্যাঁচাল যুক্তি—
অদৃষ্টসাথে উপায়-হীনের নিত্য নূতন চুক্তি!
পূর্ব্বকালে যা ছিনু' আজ তার হয়না ত প্রয়োজন,
পরকালেতেও যা হবে তা হবে—কেন বৃথা আয়োজন?
মিছে দিন যায় বয়ে;
উপরে ও নীচে ঘুমের তুলসী—শুই শালগ্রাম হয়ে!
বন্ধু আমার, সব নিয়ে দাও তোফা ঘুম দিনে-রেতে;
নাকের বদলে নরুন যে পায়—ব্যবসায় সেই জেতে।

বন্ধু, ত্বরিত যাও—
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসিপিসিদের মোর পাশে ডেকে দাও।
তন্দ্রিত চোখে দেখিতেছি তব স্বরূপ খোলস-ছাড়া—
দেবতা গড়িলে পাষাণে আর সে ঢালে না নির্ঝর ধারা;

চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদুর চেটে,
বিশ্বম্ভর হে গণেশবর, যোগায় তোমারি পেটে!
গরু-পোষাণির প্রায়—
জননীর কোলে ছেলে বড় করে' কে পুনঃ কাড়িছে, হায়!
ব্যাপার দেখিয়া শুদ্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দেঁতো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক;
অন্য অর্থটি—
যাহার পাঁটা সে যেদিকে কাটুক্, তাতে অপরের কি?
ছোলা কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এককোপে বলিদান—
পাঁটার মধ্যে সে পাঁটাটি—আহা কত না ভাগ্যবান্!
পাঁটার দুঃখ সুখ—
মার পায়ে দিতে নূতন সরায় রক্তে জমায়ে থুক!

চারি দিক দেখে' চারি দিকে ঠেক' বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
যদি বল তুমি, সুখদুখ নাই—দুটাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম!
জারি কর তবে খ্যাতি,
এ ভব-রোগের নব চিকিৎসা আমার "ঘুমিওপ্যাথি"!
ঝুম্ ঝুম্ নিঃঝুম—
মেঘের উপরে মেঘ জমে' আর—ঘুমের উপরে ঘুম!
ঝিম্ ঝিম্ নিশ্চিন্ত—
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন্ ত।
রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্—
পাকে পাকে কসে কিসের বাঁধন সাপের মতন হিম!
ঘর্ ঘর্ শাঁই শাঁই,
আর ভয় ম্নাই নাই;
আঁধারের ঢেউয়ে ঐ ভেসে এল জমাট ঘুমের চাঁই!

নাই উঁচুনীচু নাই আগুপিছু—
নাই সুখদুখ আলো কালো কিছু;
নিতল হইয়া ডুবে' নেমে যাই—দাঁড়াবার নাই ঠাঁই।
ডা'নে বাঁয়ে মোর ব্যাস বাল্মীকি
ছেড়ে বকাবকি মিছে লেখালেখি,
সব সাধনার অন্তে বুঝেছে ঘুম পদার্থটি কি!
কেন আর গোলমাল?
বন্ধু, এবারি বন্ধ হ'ল কি বুকের কামারশাল!
চির নীরবতা চাই—
—দোহাই তোমার, মাঝে মাঝে আর ঘুম ভাঙিওনা ভাই!

তৃতীয় ঝোঁক

আজিকে সুখের দিনে,
তোমার দুয়ারে এসেছি বন্ধু, স্বপ্নের পথ চিনে'।
পথের দু'ধারে দুলিছে দেখিনু ঘনছায়া তরুশ্রেণী,
এলায়ে দিয়েছে পিঠের উপরে পুষ্পিত লতাবেণী;
পিক পাপিয়ার দল
হৃদয়-মাতান' মধু সঙ্গীতে ভরে অম্বরতল।
খেয়ালের বশে কুড়াইনু ধূলি, হল সে সোনার কুচি,
ক্ষুধা না পেতেই কোথা হ'তে এল গরম ফুল্‌কো লুচি!
এ হেন সুখের দিনে
খোস খবরটা শুনাব কাহারে বন্ধু গো তোমা বিনে?
আজিকার শুভরাতে
বদ্ধ হইব পরিণয়-ডোরে সৌভাগ্যের সাথে।

আমার প্রাসাদে জ্বালাও লক্ষ নক্ষত্রের বাতি,
রাহুকে বল'—সে গিলুক সূর্য্যে, না কাটে যেন এ রাতি
বজ্রে বাঁকায়ে মেঘের মুকুট পরাও প্রিয়ার শিরে,
কণ্ঠের হার রচ গো তাহার তড়িতের তার ছিঁড়ে'।

পুরাও প্রিয়ার আশ,
রামধনু দিয়ে জ্যোৎস্না ধুনিয়ে রচ তাহে রাঙা বাস।
সোহাগে গলিয়া অঙ্গে ঢলিয়া প্রিয়া কানে কানে বলে,
তোমাতে আমাতে বদ্ধ হইনু অক্ষয় শৃঙ্খলে।
'বন্ধু, ভুলিনি আমি—
পবন করিছে ব্যজন তবুও ললাট উঠে যে ঘামি'।

কোথা হ'তে তুমি এলে গো লক্ষ্মি! কোথা ছিলে এতদিন!
আমার প্রমোদ-ভবনের তরে কারা হ'ল ভিটা-হীন?
আমার দীপালি রাতি,
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন বাতি!
অশ্রু-সাগরে শোভে সহস্র নয়ন কমলদল,
তারি 'পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চরণ-তল!
তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি'
যে ছায়া পড়েছে, তাহাতে লুকায় কত শোক বিভাবরী!
ভরেছ আতর-দানি,
কত প্রভাতের আধ-ফোটা ফুল-মর্ম্ম নিঙাড়ি' ছানি'?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্যছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা!

'মিটেছে সকল আশা—
দিয়েছি নিয়েছি হরেক রকম সুখ দুখ ভালবাসা।
ফুরায়েছে সব অশ্রু ও হাসি, জুড়ায়েছে বহু জ্বালা,
আর কেন বৃথা করি বক্তৃতা—এ যে বারোয়ারিতলা!
প্রকাণ্ড ধরা ভাড়াটে' মহল—মরণ আদায়কারী,
পলে পলে তার চোখরাঙানিতে জীবন যাপিতে নারি।
সহে না এ বেঁচে থাকা—
বাপ পিতাম'র মামুলি ধরনে প্রতিদিন মরে' রাখা!
মরণও, সে যদি এইরূপই হয় তিলে তিলে বেঁচে যাওয়া!
অন্ত কোথায় ভেবে হাসি পায়,—এল কি ঘুমের হাওয়া?

ঐ যায় বুঝি শোনা—
খস্ খস্ ঠক্ চলেছে চলেছে তাঁতীদের তাঁত বোনা।
এ হাত ও হাত ফিরিতেছে মাকু—ধৈর্য্যের নাহি চ্যুতি,
কার সুতা খুলে' দিয়ে বুক থেকে কার তরে বুনে ধুতি!
কোন মাকুটার দশ টাকা জোড়া কোনটার দশ সিকা—
লোহার মাকু সে লোহাই রয়েছে জন্মায় অহমিকা।
দেখিনু তন্দ্রাভরে—
তাঁতীর টাকার বড দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে!

চতুর্থ ঝোঁক

হায় রে ভ্রান্ত কবি!
নয়নের আলো ম্লান হয়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি!
সারা জীবন এ কোন্ অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা;
জগৎ ভরিয়া দিয়ে যাও হৃদি-রক্তের আলিম্পনা?
দহিলে আপন রূপ
কোন্ অজানার পূজা-উপচারে অমল গন্ধধূপ!
এই অফুরান স্নেহ,
পঞ্চপ্রদীপ ভরিয়া জ্বালায়ে ধরিলে আপন দেহ!
পেয়েছ কি সেই লক্ষ্মীব দেখা হয়েছে কি বর চাওয়া,
কত দক্ষিণা মিলিল গো বিনা ফাঁকা দক্ষিণা হাওয়া?
ছেঁদো কথা কয়ে গেল দিন বয়ে আপন ছন্দে বন্দী.
পেয়েছ তৃপ্তি! প্রবলেব সাথে একতরফা সে সন্ধি।
অজানাটা অজানাই—
কেন ছোটাছুটি শোন মোটামুটি কোনখানে সে যে নাই

সে কেবল মরীচিকা!
বাহিরে শ্রান্তি ভিতরে ভ্রান্তি, না থাকাই তার থাকা।
প্রভাত হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছি নিজ গলা,
সন্ধ্যাবেলাও ভগ্নকণ্ঠে সে কথা হবে না বলা!

কেন এ প্রয়াস ভাই,
যে কথা তোমার হ'ল নাক বলা, নেই সেই কথাটাই ! !
অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে' ;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে' !
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান ;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান !
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা !

কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস— গেরুয়ার বিলাসিতা ?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্ত্তিখানি !
কালোকে দেখাবে কালো করে' আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো ;
পুড়ে' উড়ে' যাবে বাজারের যত বর্ণ-ফেরানো গুঁড়ো !
খেলোয়ারি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা,
বর্ম্ম ভেদিয়া মর্ম্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম্ম-ব্যথা ?
এ কথা বুঝিব কবে—
ধান ভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে !

বন্ধু, কোথায় ছিলে ?
স্বপনের ঝোঁকে এক ঝাঁক পাখী মেরেছি একটি ঢিলে।
উড়ে' গেল পাশ দিয়ে,—
কিন্তু এবার ত্রাণ পাওয়া ভার—মরিবে বাসায় গিয়ে।
বন্ধু গো, আর ভাঙায়োনা ঘুম, কত বার বল' বলি ?
মার খেয়ে কবে হাড় গুঁড়ো হবে, যেমন অপথে চলি।
বন্ধু, বন্ধু গো,—
গর্জ্জিয়া আসে আমার পাশে কি মরণ-সিন্ধু ও ?
নিষেধ কর সে অত করে' যেন সোরগোল নাহি করে ;
ঘুমের অতলে টেনে নিক্ বলে—যেমন কুমীরে ধরে !

পঞ্চম ঝোঁক

তোমাতে আমাতে বহুদিন হ'তে হয়নিক কোন কথা,
ইদানি, বন্ধু, পাঁজরে একটা ধরেছে নূতন ব্যথা।
ডাকি ডাক্তারে, শুনে' ঘাড় নাড়ে, কবিরাজ বলে 'হুঁউ'।
সহিয়াছি সাঁঝে মাখম সেখের মুধামৃতমাখা ফুঁউ।
কিছুতে কমেনি ভাই—
এই প্রসঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা কব দু'টো তাই।
গোপনে তোমারে কহিব কারণ, ব্যাপার হচ্ছে এই—
গত বসন্তে গলা ভিজাইতে একটি চুমুক নেই!
কি কব তাহার জোর—
বছর কাটিল, কাটিল না তবু বিষম নেশার ঘোর।

সহসা সেদিন—বেজায় কুদিন, সন্ধ্যা অন্ধকারে,
ঘাড় মোড় ভেঙে ড্রেনের ভিতর পড়িলাম একেবারে!
কাদা মেখে উঠি' নেশা গেল ছুটি', পাঁজরে বিষম ব্যথা;
গুণে' দেখি ভাই, একখানা হাড় খসিয়া পড়েছে কোথা!
কথা নহে বলিবার;—
আপনিই তাই গোপনে সেখানে জুড়িনু ভেড়ার হাড়।
উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঙান' চামড়া-পটি;
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খট্‌খটি!
হ'ল হাড় জ্বালাতন;
তোমায় আমায় প্রাণের কথায় হবে তাই প্রলাপন।

প্রাণের কথা যে কয়ে যাই নিজে—বুঝে কি তোমার প্রাণে?
প্রাণের কথার অর্থ খুঁজিলে মিলে তব অভিধানে?
জানি জানি সব ফাঁকি!
তবুও খোঁচাই; তোমা ছেড়ে মোর থাকে না কিছুই বাকী।
আমার প্রাণটা যতদূর যায়, যতদূর যেতে পারে,
তুমি ছাড়া আর সাধ্য কাহার সেথা সাথে যাইবারে?

জীবনের মূল খুঁড়িতে খুঁড়িতে যত তলাইয়া যাই,
জীবনের ফুল খুঁজিতে যখনি আকাশটা হাতড়াই,
সকল সময় রহস্যময়! তুমি রহ পাছে পাছে,
হে চিরপ্রহরী, তোমারেই প্রাণ বন্ধু বলিয়া বাঁচে।
বার বার জাগরণে,
যন্ত্রণা যত বাড়ে অবিরত তোমারেই পড়ে মনে।

গুপ্ত ব্যথায় সুপ্তি না হয়, সন্ধ্যা তন্দ্রাভারে,
'হেরিলাম কাল—নির্জীব আমি পড়ে' আছি এক ধারে;
চারি পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো-আঁধারের গরাদে বসান' অপার বিশ্ব-কারা!
এরি মাঝে ঘুরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা;
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়িচাঁচা, কাদাখোঁচা
পথ নাই পালাবার;
উঠে পড়ে ছুটে, ঘুরে' ঘুরে' লুটে, কেবল শ্রান্তি সার।
যুগযুগান্ত ভ্রমণক্লান্ত নিশ্চল কত গতি,
ফাঁকি খুঁজে' কত মহা তপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি!
তবু নাই কারো ছুটি,
অভ্যাস ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি'।
অসীমের কারাগার,—
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ার মিলে না পার।

মশার কামড়ে শুই পাশ ফিরে', নিশ্বাস লই টানি';
দেখিনু সকলে সে অকূল 'জেল'-এ টানিছে বিপুল ঘানি!
কট্ কট্ কট্ চোখ বাঁধা গরু দূরে দূরে ঘুরে' মরে,
খুঁটির চরণে বিশ্রামহীন বিশ্বের তেল ঝরে;
খুঁটি-সে নির্ব্বিকার!
ভাবটা এমনি, তেলে কিছু যেন প্রয়োজন নাই তাঁর।
অনেক দিনের আলাপ আমার, বন্ধু, তোমার সনে,
ঘানির উপরে শু'তে দাও মোরে, গাহিব আপন মনে;

গাহিব ঘানির গান,—
পাষাণের ভারে কেমনে যে বাড়ে তৈলের পরিমাণ।
তোমারি সে পরামর্শে,
গত বৎসরে প্রাণের ভিটায় পাইনু যে কটা সর্ষে ;
মনে ভাবিতেছি ঢেলে দিব আজ তোমার ঘানির খোলে,
ভীষণ পেষণে টোপাবে তৈল তোমারি পায়ের কোলে।
তন্দ্রার ভারে পাশ ফিরে' চোখে পড়িল পুনর্ব্বার,
আলো-আঁধারের গরাদে বসানো অনন্ত কারাগার।
উঠে চারিদিকে চিরবন্ধনে ক্রন্দন কোলাহল,
চরণে চরণে বাজে ঝন্ ঝন্ সুকঠিন শৃঙ্খল।
বন্ধু, কি তব ফন্দি,—
প্রহরে প্রহরে প্রহরায় ফিরে—তারাও কারারই বন্দী।
সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি
শ্যাওড়া-তলায় ফুটে' চেয়ে থাকে সখের সূর্য্যমুখী!
বন্ধু, আমারে খাটো পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখ,
এত বড় খাঁচা—মুক্তির ধাঁচা—বিদ্রূপ করোনাক'।
সীমা নাই যার, নাহিক দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি ?
কয়েদে যখন—ব্যবস্থা কর—কয়েদীরই মত রহি।

নচেৎ মুক্তি দাও—
চারিদিকে এই অসীমের সীমা একেবারে খুলে' নাও।
জীবনে মরণে কর্ম্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন ;
নাহি যবে প্রয়োজন,
আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবে না গরজন।
বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন, প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি,
আপনারে ঘিরে' প্রতি মুহূর্ত্তে গড়িব আপন সৃষ্টি।

যবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণ ভরে' কেঁদে ধুয়ে মুছে', দেব নিজে-গড়া অপরাধ।
যদি ভাল লাগে, ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু বলে',
সমানে সমানে ছলনা-বিহীন দিন যাবে কুতূহলে।

চাহিতে মুক্তি হাসি আসে, হায়! পাকাইতে কাঁচা হাত—
কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ?
কেমনে আমারে বুঝাবে বন্ধু, কেমনে বুঝি এ কথা,
কোমল গড়ান' যে বুক, সেখানে কেন সুকঠিন ব্যথা?
মোর চেয়ে কেবা জানে?
হাতুড়ি পেটার পূর্ব্বে লোহারে আগুনে দেওয়ার মানে!
কিন্তু আমি যে মেপেছি বন্ধু, লোহার প্রাণের তাপ,
চৌদিকে তার দেখেছি ছড়ান' ফুল্‌কির অভিশাপ!
যে রয়েছে জেগে তার কাছে, ভাই, যুক্তিটা নহে খাঁটি,
ঝাঁঝরা গড়ান', পুড়িয়ে পিটিয়ে আস্ত লোহার পাটি।
বন্ধু, করুণা কর',—
তন্দ্রার জাল ছিঁড়িয়া ডুবাও ঘুমেতে গভীরতর।

ষষ্ঠ ঝোঁক

ক' বছর ধরে', বন্ধুর দোরে' পড়ে' আছি দিয়ে ধন্না,
বন্ধু বোধ হয় নারেন চিনিতে, ফিরে'ও ত কথা কন্ না।
রাজ রাজড়ার কাণ্ড সকলি—স্তুতি প্রণতি ও ভক্তি,
জয় জয় জয় সবাই চেঁচায় কণ্ঠে যতটা শক্তি।
দেখাশোনা নেই তবু সকলেই ভক্তি ও প্রেমে হারা,
যেখানে যা পায়, খুঁটে' খুঁটে' খায়, চোখে বহে জলধারা।
না হয় আজিকে কাঙাল হয়েছি, ক্যাঙালী ত আমি নই,
সকলের সাথে পাতাপাতি করে' প্রসাদ বাঁটিয়া লই।
হেথা হ'তে মোর পলা'তে হইল, আগাগোড়া সব মিছে,
অশ্রু জমায়ে গড়ায় যে আঁখি, কেন ঘোরা তারি পিছে!

ঘুমের শরণ নিয়েছিনু আগে, সেটাও দেখি যে ফাঁকি,
ঘুম আসা আর না আসা—সেখানে আমারি বা হাতটা কি ?

উড়ে' যায় আয়ু কালের আকাশে—ডানার শব্দ নাই,
খসে' পড়ে বুঝি দেহের পালক, সে ভয় সর্ব্বদাই ;
ওগো কল্পনা, সাথে সাথে চল'—হালকা তোমার পাখা,
কানে কানে তারে বলে' দাও, ও রে ! সামনে সকলি ফাঁকা !
ধীরে গো বন্ধু, ধীরে !
দেহটা পিছায়ে পড়ে' গেল কিনা—দেখো ভাল ফিরে' ফিরে'।
অকূলের মাঝে বারেক হারালে, আর বৃথা তারে খোঁজা !
যার যৌবনে ফাগুন কাটালে সেটা কি এমনি বোঝা ?
কল্পনা তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারমাস খেটে' লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস।
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশী, বিরহের ফাঁসি, হাঁসা কাঁদা গলাগলি !
নব ফরমাস, দিই তোমা, সাজ' কল্‌কের পর কল্‌কে,
বুকের রক্ত ছল্‌কে উঠুক, হাড়গুলো যাক্ পল্‌কে !
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়, ওই ছুটে' যায়—লক্ষ মরণ ঘোড়া,
প্রেমের বল্‌গা বৃথাই কসিছে সোয়ায় সে জোড়া জোড়া।
ঢেলে সাজ', সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা সব কালো !

সপ্তম ঝোঁক

তন্দ্রা টুটিয়া সহসা আজি হে সন্দেহ মনে জাগে,
হয়ত তোমায় বৃথা অনুযোগ করিয়াছি আগে আগে !
যাহা আছে যার, তাহা ছাড়া আর কি পারে সে পরে দিতে ?
অপার দুঃখ তোমা হ'তে তাই ঝরে' পড়ে চারিভিতে !
হে বিরাট ! আজ হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ওর ;
চির বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান' আঁখিলোর।

অগো অক্ষয় বট !
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও, শত দুঃখের জট ।
তাই কাঁদাকাটি মাথা কোটা-কুটি সকল জগৎময়,
দুঃখ হইতে জনম এদের, দুঃখেই পরিচয় !
সকল দুখের খনি !
শিহরিয়া উঠে পরাণ, তোমার ব্যথার অঙ্ক গণি' ।
সারা বিশ্বের বেদনা বহিয়া কেমনে জীবন চলে !
বুঝেছি প্রাণটা ঠাণ্ডা রেখেছ 'ঘুমিওপ্যাথি'র বলে !

আনন্দ লহ লহ ;
দিচ্ছ দুঃখ নিচ্ছ দুঃখ—দুঃখেরি ফেরি বহ !
যা প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর দুঃখ, তারে মায়া ভ্রম বলি,
টেনে' বুনে' তাঁরে আনন্দ বলে' আপনারে কেন ছলি ?
চোখ বুঁজে যারে আনন্দ বলে' আনন্দ কর দাদা,
চোখ চেয়ে যদি দুঃখই বলি, কি তাহে এমন বাধা ?
বেদ বেদান্ত প্রাণ প্রাণান্ত আফিং গাঁজার চাষ,—
খুব সস্তায় তাঁর আশে পাশে হয় নাক' বারমাস ।
কিছু আনন্দ কিছু সুখ আর বাকী আঁখিভরা জল,
তোমার আমার যেমন কাটিছে তাঁরো তাই অবিকল !
অশ্রু পরশি' অগত্যা আজ করিলাম আধাসন্ধি ;
হে চিরদুঃখী ! ব্যথার বাঁধনে ব্যথিতে করিলে বন্দী !
প্রণাম প্রণাম – ভাই !
শত ঝঞ্ঝাটে তোমা হেন যেন অঘোরে ঘুমাতে পাই ।

চামড়ার কারখানা

এতদিন হেথা ঘুরি ফিরি—কই, ছিলনা ত মোর জানা,
গোপনে এখানে খুলেছ বন্ধু, চামড়ার কারখানা !
বৃষ্টি শিশিরে নয়নের নীরে লোনা মিঠা কস্ জলে,
দিনরাত শুধু কাঁচা চামড়ার শত প্রসাধন চলে !

ব্যথার গুমটে এ ধরণী সদা পচিয়া উঠিতে-চায়,
পবন তপন কত রসায়ন লেপন করিছে তায়।
আকাশে ও মেঘে উদয়ে অস্তে গাছে গাছে ঘরে ঘরে,
নানা চামড়ার রঙিন পসরা খুলে' রাখ থরে থরে।
প্রেমের প্রলেপ ঘষিয়া ঘষিয়া চক্‌চকে করে' রাখা,
থেকে থেকে সেই আদিমগন্ধ তবুও পড়েনা ঢাকা!
গোপনে আড়ালে কাটাইছ দিন এ হীন ব্যবসা ধরে';-
প্রাণের বন্ধু তুমি যে—না হ'লে করিতাম একঘরে'!

সর্ষে ফুল

বন্ধুর পরামর্শে—
প্রাণের ভিটায় লাঙ্গল চালায়ে ছিটায়ে দিলাম সর্ষে।
ভেবেছিনু মনে, শেষ করে' দিনু অতীতের যত স্মৃতি,
উঠিবে দুপ'রে, বড জোর, হেথা ঘুঘুর চরম গীতি!
চাষের উপর আগামী বর্ষে নেমে বর্ষার জল,
ফসল হ'ক বা না হ'ক, ভিটাটি হয়ে যাবে সমতল।
তাই—বন্ধুর কথা শুনে',
অতীতের সাথে বাঁধন ঘুচাতে দিলাম সর্ষে বুনে'!

কে জানিত ওরে, সর্ষেগাছেও ফুটিবে এমন ফুল—
বর্ত্তমানের সাদা চোখেতেও ঘুরে অতীতের ভুল!
মদির গন্ধে মরা আনন্দ স্পন্দিত হয়ে উঠে;
আমারো বক্ষে মধু লুটিবারে লাখো মৌমাছি জুটে।
দুপ'র বেলার স্বপ্নসায়র চৌদিকে মোর দুলে,
রূপের খেয়াল, গন্ধের ঢেউ, ভাঙে হৃদয়ের কূলে;
এ পোড়া ভিটের সুরকী ও ইঁটে কোথা এত রস ছিল?
শীতের শুক্‌নো বাতাসের বুকে বসন্ত এনে দিল!

সার্থক

সার্থক তোরা ফুলকলি ;
আপনার হাতে ছিঁড়ে' মালা গাঁথে
প্রিয়া, মোর গলে দিবে বলি'

কান্না কিসের ভাই ?
মোদের মিলনে গন্ধ মিলাবে—
এতেও তৃপ্তি নাই ?

সার্থক তোরা ফুলদল ;
সাজি ভ'রে আজ করেছিঁ চয়ন
পূজিতে দেবতা-পদতল !

কান্না কিসের ভাই ?
দেবতা-চরণে মরণ লভিবে—
এতেও তৃপ্তি নাই ?

সার্থক ছাগশিশু তুই ;
আমার শিশুর অন্নপ্রাসনে,—
সবুর কর রে দিন দুই !

কান্না কিসের ভাই ?
ঘৃত মসলায় রান্না হইবি,
তবু কি তৃপ্তি নাই ?

সার্থক তোরা ছাগদল ;
মায়ের পূজায় খড়্গের ঘায়,
চতুর্ব্বর্গ পাবি ফল !

কান্না কিসের ভাই ?
বাজ্‌না বাজায়ে স্বর্গে চলেছ,
তবু কি তৃপ্তি নাই ?

আবেদন

ওগো নিখিলের রাণি !
কোন্ পথে তব কর্ম্মশালায়
দিব আবেদনখানি ?
উপন্যাসের বণিকের মত
মিছা মাণিকের লোভে হই হত !
মনে নাই আর ঘরে ফিরিবার
মায়াসঙ্কেতবাণী ।
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা ।
শুধু শুনি কানে হৃৎস্পন্দনে
দূর হাতুড়ির ঘা ।

ধোলাই রঙাই ঘর,—
যেথায় কোমল সরমের রঙে
রাঙিছ ইন্দিবর !
বর্ষামলিন যত মেঘবাসে
কাচিয়া শুকাও শারদ আকাশে,
কিরণে ডুবায়ে নিতেছ ছোবায়ে
মেঘগিরিনির্ঝর !
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা !
রঞ্জিত তব বসন ছড়ায়ে
ভর হৃদি-আঙিনা ।

গন্ধ চোলাইখানা,
দূর অতীতের পূর্ব্বজনমে
ছিল মা আমার জানা।
কোন্ রসায়ন গূঢ় কৌশলে
মিশাইয়ে শুধু মাটি আর জলে,
শিকড়ের নলে গোলাপে কমলে
চুয়ায় গন্ধ নানা!
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা!
কোটি ফাগুনের সুরভিসুরায়
উঠে প্রাণ মাতিয়া!

মা তোর জোড়াই-ঘর,
শুক্তি মুড়িয়া মুক্তা যেথায়
গড়িছ নিরন্তর!
ক্ষুদ্র এ দেহে করিছ যুক্ত
সীমাহীন প্রাণ অবাধ মুক্ত—
যুগ যুগ যায়, শত সাধনায়
জোড়ের মেলেনা শুর!
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা!
অণুতে যে আর জুড়ে' জুড়ে' অণু
দূরবীণে ধরে না!

গালাই ঢালাই শালা;—
নক্তন্দিব রয়েছে যেথায়
রক্তবহ্নি জ্বালা।
অগ্নিগিরির চিম্‌নির মুখে
রুদ্ধ বাষ্প থেকে থেকে ফুঁকে;

গোপন শুষ্ক সাগরের ছাঁচে
গলান' পাহাড় ঢালা।
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা!
অঙ্গার যেথা হীরা হয়—সহি'
প্রাণান্ত বেদনা।

তব বিদ্যুতাগার—
অসংখ্য বাতি জ্বলে দিবারাতি
ভরিয়া অন্ধকার!
কোথা সে চক্র ঘুরে সারাবেলা—
বজ্র যাহার স্ফুলিঙ্গ-খেলা;
যার উত্তাপ-হরণে ব্যজন
চলিতেছে ঝঞ্ঝার।
খোল গো দুয়ার কর্ম্মশালার—
দুয়ার খোল গো মা।
কোন্ তড়িতের স্রোতসঞ্চারে
কেঁপে কেঁপে উঠে গা।

ওগো নিখিলের রাণি!
বিনা বেতনের দাস হ'তে চাই—
লহ আবেদনখানি।
কেবল বিলাস অলস শয়নে
র'ব না আকাশকুসুম চয়নে!
ফুল ফুলাইয়ে পাখা দুলাইয়ে
গাঁথিব না শুধু বাণী;
কর্ম্মশালার সর্ব্বদুয়ার
খুলে' ডেকে লও মোরে,
কর্ম্মের তাপে ঘর্ম্ম ঝরুক
শিলাজতু নির্ঝরে!

'বউ কথা ক'ও'

কথা ক'ও, বউ কথা কও!
চিরবঞ্চিত বাঞ্ছিত এল—
দুয়ার খুলিয়া ডেকে লও।
ঘরকন্নার এতই কি কাজ—
সাঁঝের আঁধারে এত বা কি লাজ!
যত যতনের কবরীর সাজ
গুণ্ঠনে কেন ঢেকে রও?
কথা-ভরা প্রাণে অভিমান ঝাঁপি'
ব্যাকুলিত ব্যথা কেন সও—
বউ কথা কও।

কথা কও, নারী কথা কও!
কত কল্পের কবি-কল্পিত
কাহিনীর ভার কেন বও?
লজ্জাজড়ানো অঙ্গের বাসে
ইঙ্গিত শুধু কাঁপিছে আভাসে;
শত কবি গাহে সহস্র ভাগে—
মনে মনে হেসে সারা হও!
কেন ইঙ্গিত? সুখে ও দুঃখে,
কি তার অর্থ! কথা কও—
নারী কথা কও।

কথা ক'ও, গোপী কথা কও!
আকুল বাঁশরী কাঁদিয়া সাধিছে—
কেমনে এমন স্থির রও?
গাছে গাছে ওই কদম্ব ফুটে,
নদীতে নদীতে কালিন্দী ছুটে!

তব শ্যামে ধরা শ্যাম হয়ে উঠে—
সুন্দরী তারে চিনে' লও।
কত সোহাগের বুকের ধন যে
চরণে লুটায়; কথা কও—
রাই, কথা কও।

কথা কও, দেবী কথা কও!
কত পূজারীর পূজা শেষ হ'ল—
পাষাণী, পাষাণই কভু নও।
কত না কুসুম চরণে শুকায়,
চন্দন মরে ঘষে' নিজ কায়;
ধূপ দীপ কত দহে' জ্বলে' যায়,
মৌন তুমি যে চেয়ে রও!
মিছা যদি পূজা, বৃথা আয়োজন,
মুখ ফুটে' সেই কথা কও,—
দেবী কথা কও।

কথা কও, সতী কথা কও!
মৃত্যুঞ্জয় নিরুপায় বলে'
মৃত্যুর আড়ে নাহি রও।
বিরাট বিরাগী শোকে সারা হয়ে,
ধরাময় তোমা দিল ছড়াইয়ে;
খুঁজে' ফিরে আজ মহাউন্মাদ,
জননী, তাহারে ডেকে লও!
নিদাঘ জ্বালিয়া ব্যোমকেশ পুনঃ
তপে বসে বুঝি, কথা কও—
সতী কথা কও।

কথা কও, বউ কথা কও।
বিশ্বমর্ম্ম-অন্তপুরিকা,
গুণ্ঠন আজি তুলে' লও।

ভোগী ভাবে ওই, কবি সাধে গানে ;
একই কথা জপে যোগী প্রাণে প্রাণে ;
যুগ যুগান্ত ফুকারিব কত ?
চির মৌন ত তুমি নও !
সতী, সুন্দরী, দেবী, বধূ, নারী,
নিখিল হৃদয়ে কথা কও—
'বউ কথা কও !'

ডাক-হরকরা

প্রভাতে ছুটিয়া আসি, অপরাহ্নে ছুটে' যাই আমি
পুলিন্দা বহিয়া ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু উড়ায় বিদগ্ধ বালুকণা
রহিয়া রহিয়া।
জ্বরক্লিষ্টা ধরণীর শীর্ণ তীব্র তপ্ত নাড়ী, তার
স্পন্দনের মত,
দীর্ঘ দগ্ধ রাজপথে আমার দুর্ব্বর পদক্ষেপ
পড়ে অবিরত !
পান্থ ! তুমি ভাবিতেছ বটচ্ছায়ে বসি'—কে ছুটেরে
কি আশার টানে ?
আমার সময় নাই, ভেবে নিতে—কেন ছুটে' যাই,
কিসের সন্ধানে !

শুধু জানি, যেতে হবে—সেই সেথা নদীর ওপারে,
শূন্য রণভূমে ;
বৃদ্ধ ক্লান্ত দিবা যেথা লক্ষ রক্ত-কর বিদ্ধ হয়ে
শরশয্যা চুমে !

রাত্রি যেথা ছেয়ে আসে একটানা লয়ের মতন
ছন্দতাল হীন;
পুলিন্দা নামায়ে সেথা একবার মুছিব ললাট,
ঘর্ম্মাক্ত মলিন।
সেথায় পড়িয়া আছে অপর নূতন বাঁধা বোঝা—
স্কন্ধে তুলি' লব;
প্রভাতের পানে ফিরি', নৌকা খুলি' সেই রাতে পুনঃ
নদী পার হব।
বঁধু, তুমি ভাবিতেছ, 'ঝম্ ঝম্ ঝম—কে যায় রে
কার অভিসারে?'
কোথা যাই? থাক্ চিন্তা, ওই উষা রাঙাইছে আঁখি
পূর্ব্বাশার দ্বারে।

যে বোঝা বহিয়া আনি, শুনিয়াছি আছে এর মাঝে
নূতন বারতা;
কত বিরহের শাস্তি, হৃদয়ের কত না স্পন্দন—
মিলনের কথা!
শুনিয়াছি জগতের সব চেয়ে তীব্র প্রয়োজন
আছে এরি মাঝে;
ত্রস্তে পথ ছাড়ে সবে, ডেকে কথা শুধায় না কেহ,
দেরী হয় পাছে!
কে জানে, কাহার বোঝা কেন সর্ব্ব বিপদ হইতে
প্রাণ দিয়ে রাখি!
দুর্দ্দিনের বৃষ্টিধারে নিজ শির হ'তে ছত্র লয়ে
কেন তারে ঢাকি?
ওগো, একদিন কেহ পথপার্শ্বে বাতায়ন হ'তে
ডেকে কথা কও;
চির আনাগোনা হ'তে একদিন কোনও ছলে মোরে
ছিনাইয়ে লও।

ক্ষণিক বিশ্রামে মোরে দাও বুঝাইয়ে, কত শ্রান্তি
সঞ্চিয়াছে প্রাণে।
আমারে লওয়াও ছুটি এ অনন্ত ছুটাছুটি হ'তে
ব্যর্থ শূন্য পানে।

পল্লীর দোকানী

কত দিন তুমি ব্যবসা করিয়া—
ওগো পল্লীর দোকানী,
এই যে খড়ের জীর্ণ দোচালা,
গড়িয়া তুলেছ এখানি ?

মাঝে মাঝে চালে রয় ফাঁক,
চঞ্চু ঘসিছে দাঁড়কাক ;
উত্তরদিকে হেলেছে ভিত্তি,
কখন ভাঙে যে, না জানি !
কত কাল ধরে' ব্যবসা করিছ,
ওগো পল্লীর দোকানী ?

"আজীবন, ভাই আজীবন,
ভাঙা চালে আর হেলা দেওয়ালে
লাগিয়াছে মোর প্রাণপণ।"

প্রথমে যখন ব্যবসা খুলিলে,
ছিলনাক বুঝি মূলধন—
পাঁচ হাট ঘুরে' জিনিষ কেনোনি,
অলস ছিলে কি সারা খন !

নব যৌবনে কভু ভাই,
হেন দিন কিগো আসে নাই !
শূন্য তরীতে সাহস ভরিয়া
যেদিন করিলে বিচরণ—
অকূলে অকূলে, কোথা ফলে বলে'
মণি-মুকুতার উপবন ?

"সব ছিল, সবই ছিল ভাই,
যা নিয়েছি তাঁর অধিক দিয়েছি,
তাই আজ মোর কিছু নাই।"

তোমার ঘরের সম্মুখ দিয়ে
গেছে গঞ্জের সিধা পথ ;
তা'নে সোজাসুজি, প্রতি সন বুঝি
ওইখানে বসে বড় রথ !
পাশে অশথের শান্ত ছায়,
হাঁপায় তপ্ত ক্লান্ত বায় !
এমন দোকানে শ্রান্তি জুড়ায়
কত না পান্থ সদসৎ !
এমন পথিক কেহ কি আসেনি,
পূরাতে পারে যে মনোরথ ?

"এসেছিল ভাই—এসেছিল,
সহসা সেদিন ফাগুনের সাঁঝে
ফিরে' দেব বলে' চেয়ে নিল !"

তবে কেন বৃথা থাক' হেথা আর—
একেলা শ্মশান জাগায়ে ?
যেতে পার কোন' বন্ধুর বাড়ী,
দুয়ারে শিকল লাগায়ে !

কেন বা সাজায়ে রজনীদিন—
ভগ্নপাত্র পসরাহীন,
বসে' আছ বৃথা,—এসবের ক্রেতা
জুটিবে কি তব এ গাঁয়ে!
ভগ্ন ছিন্ন শূন্যের মাঝে
কোন্ স্মৃতি রাখ' জাগায়ে?

"শূন্য পাত্র গুছিয়ে,
বসে' আছি—যদি সে আসে আবার,
হিসেবটা নেব বুঝিয়ে!"

হাট

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি,
মাঝে একখানি হাট:
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলেনা প্রদীপ
প্রভাতে পড়েনা ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে' যায়;
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পূবের মাঠ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে' উঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে!

হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রূপ-বাঁশী
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জ্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে ;
কতনা ছিন্ন চরণচিহ্ন
ছড়ান' সে ঠাঁই ঘিরে'।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কাণাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি করে' কেউ নিল ভরে',
কেউ গেল খালি ফিরে'।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে !

কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি' পরখের ছল—
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল
কত ক্রেতা বিক্রেতা।

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী,
নিত্য নাটের খেলা !
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁ'টে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা !

সাগরতীরের পাখী

কুটো দিয়ে এরা বাঁধিয়াছে নীড়
তমাল তরুর শিরে,
মহাসাগরের তীরে।
অরুণ জাগালে তবে,
জাগে এরা কলরবে ;
সোনার আলোকে পালক মেলিয়া
উধাও উড়িয়া ফিরে ;
মাটির কণাটি খুঁটে' খেতে পুনঃ
ধরণীতে নামে ধীরে।

উড়ে' বলে এরা—পাখা নাড়ি' নাড়ি',
কুলাবার নাহি ঠাঁই—
আরো চাই, আরো চাই।
শ্রান্ত সন্ধ্যাকালে,
ফিরিয়া তরুর ডালে,

এত বড় নীড় কেন রচেছিল,
দুইজনে ভাবে তাই।
প্রভাতে যে তারা আকাশে ধরেনি—
সে কথা স্মরণে নাই।

আঁখিতে যখন ঘোরনীল ঘন
মরণাঞ্জন আঁকে,
শ্যাম পল্লব ফাঁকে ;—
কাল বৈশাখী ঝড়ে
নীড় টলমল' করে,—
গরজি' সিন্ধু উচ্ছসি' আসি'
তরুমূল ধরি' ঝাঁকে,—
কি দূর দুরাশে তৃণে গড়া' বাসে
মৌন বসিয়া থাকে !

কোথা তীর, আর কোথা নীর, দুয়ে
মিশেছে বা কোন্ খানে,
এরা সে সকলি জানে।
তথাপি থাকিতে বেলা,
শেষ হয়নাক খেলা ;
লক্ষ্য হারানো পক্ষ ঝাপটি'
সন্ধ্যা আঁধার টানে !
কোথা নীর শেষ, কোথা তীরদেশ,
নীড় হায় ! কোন্ খানে ?

হেঁয়ালীর মত জীবন এদের
কুটো-বাঁধা ছোট নীড়ে,
মহাসাগরের তীরে।
কখন' নীলিমামগ্ন,
কভু মৃত্তিকালগ্ন,

অনেক দেখিয়া অনেক ঠেকিয়া
বুঝিয়াছে এরা কি রে ?
এ পাখা বৃথাই, মুক্তি ত নাই,
উড়ে' বসা ফিরে' ফিরে' !

আত্মজগৎ

ফিরে' আয় মন, ফিরে' আয় তুই,
আপনার মাঝে ফিরে' আয়—
আর ঘুরিসনে মিছে বাহিরে ;
তোর মাঝে যাহা মিলিবে না তাহা
জগতে কোথাও ন্যাহি রে !
ভাল মন্দর কত সাদা কালো,
এ প্রাণে বিছানো কত ছায়া আলো,
হৃদয়-কাননে মানস গহনে—
আপনারে দেখ্ চাহি রে।
বৃথা ঘুরিসনে আর বাহিরে।

সত্য করিয়া বল্ দেখি মন,
আপনারে ভুলে' ছুটে যাস্—
তোর কি চাই, নূতন কিবা চাই ?
স্বর্গে যে তব স্তবগান উঠে,
নরকেও তোর স্থান নাই !
হিমালয় হ'তে তুই যে উচ্চ,
তৃণ হ'তে পুনঃ অধিক তুচ্ছ ;
কুঞ্চিত প্রাণে স্বচ্ছ-উদার
আকাশেরও বেশী আছে ঠাঁই।
বল্, কি চাই রে তোর কিবা চাই ?

যৌবনে কত ফুটে' উঠে ফুল,
লুটে সুরভিত লালসা ;
কত পিককুল মুহু কুহরে !
প্রেম নির্ঝরে মিলন বিরহ
দুটি সখী সুখে বিহরে।
মর্ম্মরময় মর্ম্ম চূড়ায়,
জ্যোৎস্না আঁচলে স্বপ্ন কুড়ায় ;
মানস-সরসীবাসী অপ্সরী
বসি' তোরই ঘুমশিয়রে।
যবে যৌবনে পিক কুহরে !

দুঃখে রুক্ষ, ধৈর্য্য উচ্চ
তোরি মত গিরি কোথা রে—
কোথা বিপদের বাড়া ঘনজাল ?
আঁখি হ'তে কোথা অফুরান ঝোরা,
ভেবে দেখ মন ক্ষণকাল।
জাহ্নবীতীরে, পূত করুণায়,
গোপন হিংসা খুঁজিছে শিকার !
জন্ম মৃত্যু গিঁঠানো সূত্রে
দোলে জীবনের বনমাল !
ওরে ভেবে দেখ্ মন ক্ষণকাল।

সন্ধ্যা আকাশ ম্লান হয়ে যায়
দেখি' দেখি' তোর পরাণের
ওই অতিবিচিত্র বরণে !
পূজার কুসুম লালসার শ্বাসে,
ঝরে তোরি তরু-চরণে।
তোর পুণ্য যে তপনের সাথী,
তোরি পাপে ওরে, শিহরিছে রাতি ;

এ কি বিচিত্র পথ চলেছিস্
জীবন হইতে মরণে ?
কত কাঁটা ফুল দলি' চরণে !

ফিরে' আয় মন ফিরে' আয় ওরে—
অন্তর-পথে ফিরে' আয়,
আর, ঘুরিসনে মিছে বাহিরে ;
আপনার চেয়ে সাধনার ধন
জগতে কোথাও নাহিরে ।
আলো কি আঁধার ভাল কি মন্দ,
ছন্দের পাশে বেস্থরো দ্বন্দ্ব ;
অমৃত গরল—যা চাবি, পাইবি
এ জীবনে অবগাহি' রে ;
বৃথা ঘুরিসনে আর বাহিরে ।

শেষ যাত্রী

সাঙ্গ করে' শীতের খেয়া
পশ্চিমেরি ঘাটে,
ভাঙা পাড়ির আড়াল ধরে'
সূর্য্য গেল পাটে ।
এমন সময় গ্রামের পাশে
শ্রান্ত দেহে ঊর্দ্ধশ্বাসে,
ছুটোছুটি ওই কে আসে
সন্ধ্যা-ধূসর মাঠে ?
শীতের খেয়া বন্ধ হ'ল
পশ্চিমেরি ঘাটে ।

ভরা সাঁঝে রশি খুলে'
একলা উঠে' নায়ে,
শুধাও দেখি, এত ত্বরা
যাবে ও কোন্ গাঁয়ে ?
জীর্ণ তরী নেইক মাঝি,
পার হ'তে কি হবে আজই ?
আঁধার রাতে কেমন করে'
বাইবে ডানে বাঁয়ে ?
নিষেধ কর, ও যেন আজ
উঠেনাক নায়ে।

কাল প্রভাতে ফাগুন হাওয়ায়
জম্‌বে প্রথম পাড়ি ;
শ্রান্ত পথিক তখন উঠো,
কিসের তাড়াতাড়ি !
আজও যে বয় শীতের বাতাস,
কুজ্ঝটিতে ঝাপ্‌সা আকাশ,
এখন কি কেউ নৌকা খুলে'
অকূলে দেয় ছাড়ি' !
কালকে যখন ফাগুন হাওয়ায়
জম্‌বে নূতন পাড়ি ?

উজান বাতাস লাগে যদি
পালের 'পরে সোজা,
কঠিন হবে এই আঁধারে
বাঁধা ঘাটটি খোঁজা !
যে 'আঘাটে' শীতের খেয়া
কর্‌তেছিল দেওয়া নেওয়া,
ক'মাস শুধু পার করেছে
শুকনো পাতার বোঝা,-

সেই আঘাটে লাগবে তরী
শীতের বায়ে সোজা !

কালকে যখন ফাগুন দিনে
দখিন হাওয়ার ভরে,
ভিড়বে তরী বকুল তলে
বাঁধা ঘাটের 'পরে ;
ফুট্‌বে কুসুম, ডাক্‌বে পাখী,
সখার তরে আসবে সখী,
যাহার কাছে যাচ্ছ, সেকি
থাক্‌বে বসে' ঘরে ?
কাল ফাগুনে তোমায় চেয়ে
আসবে ঘাটের 'পরে।

থেকে থেকে যাচ্ছে ডেকে
উত্তুরে বাতাস—
হিম অঙ্গ মুমূর্ষু শীত
টান্‌ছে নাভিশ্বাস !
এই অকালে, এই অকূলে,
দিয়োনাক বাঁধন খুলে',
সাধ করে' কি পরবে গলে
ঘূর্ণাজলের ফাঁস ?
একটি রাত্রি দেরী কর,
আসছে মধু মাস !

'ক্ষমা কর বন্ধু আমার—
দিলাম রশি খুলে' ;
ফাগুন দিনে আমায় চেয়ে—
আসবে না কেউ ভুলে'।

কন্‌কনে এই শীতের হাওয়া,
অনেকটা মোর আছে সওয়া ;
সকল চেয়ে দখিণ বায়ে—
প্রাণটা ভয়ে দুলে ;
যাই গো বন্ধু, শুক্‌নো পাতা
ভিড়েছে যেই কুলে !

বংশীধারী

কেগো তুমি বংশীধারী—
বাজাও বাঁশী কোন্ কূলে ?
হৃদয় মম উদাসপারা
বেড়ায় ঘুরে' দিক ভুলে' ।
ধরার বুকে ঋতুর ঘটা,
বাঁশীর বুঝি রন্ধ্রছ'টা ।
বাজছে বাঁশী বারোমাসই
মোহন তব অঙ্গুলে ;
কালিন্দীর ঐ কোন্ কূলে ?

যখন বাঁশী আঁধার রাতে
ধড়্‌জস্বরে তান পূরে,
রিম্‌ঝিমি ঝিমি বর্ষা নামে
আকাশ গিরি বন জুড়ে' ।
জমাট সুরে সেই আসরে
মেলায় গলা নিখুঁত করে'
বনের শিখী, আকাশে মেঘ,
জলের ধারে দর্দ্দুরে ;
ঝিল্লী ঝাঁঝে সেই সুরে ।

লীলায় আঙুল নাচিয়ে এনে
পঞ্চমেতে গাও যবে ;—
শরৎ হিম আর শিশির বেজে
ফাগুন বাজে সেই রবে !
কোকিল ডাকে অখিল মজে,
ফুলের কলি সরম ত্যজে,
ঝরণা ছেড়ে তুষার গেহ
ছুট্‌ছে পেতে দুর্লভে,—
পঞ্চমেতে গাও যবে।

চৈত্রে ছুঁয়ে ধৈবতেরে
নিদাঘে গাও নিখাদে।
চাতক চিলের কণ্ঠে ধ্বনি
ফির্‌ছে কেঁদে বিষাদে।
তীব্র অনুরণন্ নিয়ে,
রৌদ্র কাঁপে ঝন্‌ঝনিয়ে ;
সুরের ভরে ধরার বাঁশী
ফাটিয়ে তোলো কি সাধে !
তোমার লীলার বিষাদে।

সপ্তমে আর তোলনা তান
ওগো সুরের সন্ধানী !
তারার সুরে ছিঁড়তে পারে
তারায় তারায় বন্ধনই !
ষড়্‌জে পুনঃ নামিয়ে তানে,
উতল কত বাদল গানে,
সকল সুরের রাখাল রাজা
কোন্ বনে তোর রাজধানী ?
পাইনে যে গো সন্ধানই !

শীত

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি' শবাসন,
সাধিতেছ প্রলয় সাধন—
কে তুমি সন্ন্যাসী!
বর্ণ-গন্ধ-গীত-বিচিত্রিত জগতের নিত্য প্রাণস্পন্দ,
কি স্বতন্ত্র মায়ামন্ত্র বলে পলে পলে হয়ে আসে বন্ধ!
মরণের আবাহন তরে কেন এই তীব্র আরাধন,
চেষ্টা সর্ব্বনাশী?
বর্ষপরে বিশ্ব জুড়ে' বসিলে আবার, হে রুদ্র সন্ন্যাসী!

তোমার বিশাল বক্ষ উঠিছে পড়িছে
রেচকে পূরকে দীর্ঘশ্বাসে,
ওগো যোগীশ্বর!
তব প্রতি পূরকনিশ্বাস আকর্ষিছে দুর্নিবার টানে,
মৃত্যুভয়ভীত সর্ব্বজনে, তব বক্ষগহ্বরের পানে!
হি হি কম্প লাগিয়াছে বিশ্বে সন্ সন্ নিশ্বাসে তোমার
শীত ভয়ঙ্কর।
আকর্ষিছ মরণের পানে, শবাসন কেগো যোগীশ্বর!

রেচক প্রশ্বাস তব ছড়ায় চৌদিকে
কর্ম্মহীন নির্ম্মম নির্ব্বেদ,
শূন্যে জলে স্থলে!
পত্রপুষ্পলতাবন্ধহীন বন—যেন সন্ন্যাসীর মেলা!
শুষ্ক সিন্ধু ভাবে—বালুতটে শুক্তি লয়ে মিছে ছেলেখেলা!
নিরুদ্ধ নির্ঝর গিরি; শৈলসিন্ধুময়ী পৃথ্বী লয়ে যেন
দণ্ড কমণ্ডলে,
বাহিরায় ম্লান জ্যোৎস্নারাতে ব্যোমচারী ভৈরবীর দলে!

সদ্য প্রজ্বালনধূমায়িত তব চিতা
উদ্গারিছে রাশি রাশি রাশি
কবোষ্ণ কুজ্ঝটি !
পীত পাণ্ডু শ্যামলতা, শীর্ণ জরাজীর্ণ যৌবন নবীন,
মৃত প্রাণ, দগ্ধ আশা, স্তব্ধ শব্দ, চূর্ণ পূর্ণতা প্রবীণ,
কোন্ মহা আকর্ষণবলে পড়ে তব চিতা 'পরে আসি'
দলে দলে ছুটি',
স্পর্শ করি' মৃত্যুমন্ত্রপূত চিতোত্থিত কবোষ্ণ কুজ্ঝটি !

কবে শেষ হবে এই রুদ্র আহরণ—
যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সম্ভার,
হে মহাঋত্বিক !
কবে তব একটি ফুৎকারে, এই ঘন ধূমপুঞ্জ ছেদি'
লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখা সহসা উঠিবে অভ্র ভেদি' ?
দহনান্তে রবে পড়ে' চির হাহাকার, করি' ভস্মসার
নিত্য নৈমিত্তিক !
কত দিনে যজ্ঞে তব দিবে পূর্ণাহুতি হে মহা ঋত্বিক !

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ
নব নিদাঘের ঘোর ;
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া
সকল কর্ম্ম তোর !
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর
শ্লথ আঁচলের প্রায় ;
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্দ্ধ শয়নে
আধখোলা জানালায় ।

দুপ'র বেলার রূপালি রৌদ্রে
ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি'
উড়ে' যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ;
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া
গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মত
ঘুরে' বেড়া মোর কাছে !

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র
ঝিঁঝির পাখার মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি' কে হাপরে
ফুঁ দিতেছে অবিরত !
দিকে দিকে দিকে, জানিনা কি পাখী
হাতুড়ি ঠুকিছে তালে,
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা
গড়িছে বিশ্বশালে !

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে
নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জ্জন ঘাটে
জাগিছে এ কার মায়া ;
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক
ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়ে
ছাড়ে না অশথতল ।

আজিরে বিশ্ব কি মধু মধুর
মদির নেশায় ভোর !

মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার
ঘূর্ণিহাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরীচিকা হয়ে
আঁকা পড়ে দূর পটে ;
কল্পনা তার গুন্ গুন্ করে'
অলিগুঞ্জনে রটে।

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে
শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ
মিলন স্বপন দেখে!
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ
কি গোপন সেতু বাহি' ;
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন
মোর মুখপানে চাহি'।

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা
সাহারা প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে কারা কোন্ বসোরায়
খর্জ্জুরবীথি পথে ;
কত বেদুয়ীন্ পার করে' মরু
দীপ্ত অগ্নি ঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে
তরুণী ইরাণী বালা।

মর্ম্মরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে,
কে পাতি' পদ্মপাতা,
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ
ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা!

আঁখি মুদে' একা পড়ে' আছি এই
সুখস্মৃতি ঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভরে' যায় চেনা অচেনার
মিলনমধুর ভিড়ে !

বেলা পড়ে' আসে, বধূ চলে ঘাটে
ভরিতে সাঁজের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে' নিল
চ্যুত ছায়া অঞ্চল !
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে
নিদাঘ নিশীথ ঘোর,
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে' ফেলে' আয়
সকল কর্ম্ম-ডোর ।

নিদাঘ

কি মন্ত্র পড়িয়া আজ ছড়াইয়া দিলে ধূলা,
হে নিদাঘ, মায়াবীপ্রধান ?
স্বপ্নময় অতীন্দ্রিয় আশা আশঙ্কায় দুলি,
রুদ্ধকণ্ঠে নাহি ফুটে গান ।
বসন্ত, বালক সে ত, সম্মোহন তরে তার
পুষ্পে গানে কত আয়োজন ;—
মন্ত্রসিদ্ধ হে প্রবীণ, হেলায় শাসিয়া তারে
পাতিয়াছ আপন আসন ।

কাননে আনত ফুল, কুহর ভুলিল পিক,
শুরু বায়ু গন্ধ নাহি বহে ;
তব স্থির নীল নেত্রে রাখি' মুগ্ধ আঁখি তার,
দ্বিপ্রহর স্তব্ধ হয়ে রহে !

তোমার কুহক-স্পর্শে মাঝে মাঝে উঠে জেগে
তীব্র দাহ, উত্তপ্ত নীরস ;
ক্ষণে পুনঃ বহি' আন কত শত বরাঙ্গের
স্নিগ্ধতম উশীর পরশ !
অন্তরে অন্তর শুধু রসে ভরি' ভরি' উঠে,
পূর্ণ পক্ক আঙুরের প্রায় ;
মর্ম্মে টল টল ব্যথা মুখে নাহি ফুটে কথা
মাথা ঢুলে' পড়িছে তন্দ্রায় !

মেরোনা মেরোনা ছুড়ে', হে নির্ম্মম, বসোরার
লুপ্তবাস গোলাপ-পরাগ ;
জড়ায়ে দিওনা কণ্ঠে জন্মান্তবিস্মৃত মৃত
সাজাদির গুপ্ত অনুরাগ ।
ধোরোনা ধোরোনা মুখে, খুলে' যুগান্তের ঢাকা
ফেনোচ্ছল উগ্র দ্রাক্ষারস ;—
কোরোনা কোরোনা আর, হে মধুমরণ, মোর
মায়ামন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ বিবশ !

অকাল বর্ষায়

ফাগুন-প্রভাতে অসময়ে, ওরে,
বাদল নেমেছে আজ ,
কি জানি কি দেখে' ধরণীরাণীর
নয়নে লাগিল লাজ !
কটিতট হ'তে করি' আহরণ
আঁচলে অঙ্গ করে' আবরণ ;
ভরা যৌবন লেপি' কেন দিল
মেঘপাংশুল সাজ ?

ফাগুন-প্রভাতে অসময়ে কেন
বাদল নামিল আজ !

সিক্ত দোয়েল আম্রশাখায়
বসে' আছে যেন আঁকা ;
বসন্ত কোথা ভিজিছে, কে জানে,
গুটায়ে স্বর্ণপাখা !
ভুলে ডেকে উঠে পিক গেল থেমে,
শিষ দিয়ে উড়ে' ফিঙে এল নেমে,
মেঘঅঞ্চলে স্নিগ্ধ নয়ন
পাপিয়া ছেড়েছে ডাকা ;
বসন্ত ঝুরে মেঘ-পিঞ্জরে
গুটায়ে স্বর্ণপাখা।

পাতার কুঞ্জে ঘুমায় এখনো
গোলাপ, যূথিকা, বেলা,—
দখিণা বাতাস কহে নাই কানে
হয়েছে এত যে বেলা !
কাল এসেছিল ফাগুন-সন্ধ্যা,
ফুটেছিল তাই রজনীগন্ধা ;
রূঢ় বিদ্রূপে বাদল বাতাস
দিয়ে যায় তারে ঠেলা—
কে দেখে রে তার বুক ছেপে ছেপে
নীরবে অশ্রু ফেলা !

ফাগুন প্রভাতে অসময়ে, ওরে,
বাদল নামিল আজ ;—
খেয়ালে ছিলাম, সহসা ধ্রুপদ
বাজিল প্রাণের মাঝ !

এই বিশ্বের কারখানা মাঝে,
ছুটির ঘণ্টা মেঘে মেঘে বাজে ;
ছুটি, আজ ছুটি ! চিরতরে কি রে
বন্ধ হইল কাজ ?
অসময়ে এই আশার অতীত
বাদল নেমেছে আজ !

অভিমান

(গান)

কার অভিমানে এমন ফাগুনে ঘনাল বরষা আজি—
কে মানিনী আজ, ফেলি' ফুলসাজ এলাল চিকুররাজি !

কার সোহাগেতে কি ঘটিল ত্রুটি,
গাঁথা মালা বালা করে কুটিকুটি !
ছুড়ে' ফেলি' ফুল লয়ে মুঠিমুঠি
খালি করে ভরা সাজি !

কে কোথা করিলে তিল অযতন !
অঞ্চলে বালা ঝাঁপিল বদন ;
গুমরি' গুমরি' করিছে রোদন
সকল ভূষণ ত্যজি' !

এ বসন্তে কোথা কে ফিরিল কেঁদে,
পায়ে ধরে' তারে ফিরাওগো সেধে ;
(শুধু) তোমারি তন্ত্রে বিশ্ব-যন্ত্রে
বেসুর উঠে যে বাজি !

শরতের ব্যথা

মনে ভাবি—মেঘ কেটে গেল যদি,
আশার কথাই কহি।
আকাশেরি জল ফুরাল, নয়নে
আর কেন জল বহি;
এখন দুপরে রুদ্রস্বরে
বজ্র পড়ে না ভেঙে;
নিশীথের নদী ভাঙে না দু' কূল
তড়িৎপ্রভায় রেঙে।
নাহি শ্রাবণের সেই ঘন ঘটা
দুঃখের সমারোহ;
দুর্দ্দিনে রুধি সকল দুয়ার
সুদিনের মিছা মোহ!
আর্ত্তকণ্ঠে আকাশে আর ত
বেড়ায় না কেহ কেঁদে,
বাদলের রাতি বিদায়ের ভোরে
ফিরে না সবারে সেধে;
বহে না বাতাসে জলে-ভরা কারো
বুক-খালি করা শ্বাস;
সে সকল ব্যথা সে সকল কথা
আজি যেন পরিহাস!

এখন ফুটেছে শুভ্র শেফালি
রঙিন বৃন্ত 'পরে;
ভোরের অরুণ আলোকের দল
মেলিছে নীলাম্বরে!
কমলে কমলে অমল হাস্য
ফুটে সরোবর জলে;
নীরবে নিশীথে বিমল জ্যোৎস্না
নির্ম্মল নভোতলে।

চারিদিকে শুধু আশা আনন্দ
হাসি আলো আগমনী ;
কে চাহে তুলিতে কে চাহে শুনিতে
আজি বিষাদের ধ্বনি !

তবু মনে হয়, আষাঢ় আসিতে
কেঁদে বেঁচেছিল প্রাণ ;
বিশ্বরোদনে অশ্রু মেশানো,
ছিল না ত লাজ মান !
ব্যথা নিয়ে যবে ঊর্দ্ধে চেয়েছি
আকাশে জমেছে মেঘ ;
নিশ্বাস যদি টানিয়া ফেলেছি—
বাতাসে উঠেছে বেগ !
আঁখির বাষ্প যতবার মুছে'
চাহিয়াছি দিক্‌পারে,
অমনি দেখেছি আবছায়া মাঠ
ভেসে যায় বারিধারে !
সবুজ ধান্য বন্যার জলে
আধেক ডুবিয়া বহে,
তখনো পাশের পাটের ক্ষেতের
গায়ে পড়ে' কথা কহে !
গোপনে নিশীথে ভরা মেঘ সাথে
ঝুরে' ঝুরে' প্রাণ খোলা,
মাটি-চাপা যত অতীতের বীজে
'কাঁদায়ে ফাটায়ে তোলা !
ঘরে পরে সে কি রোদন মিলন
বেদনা বাঁধনে বাঁধি' ;
ব্যথাতুর বুক সুখ না পেলেও
স্বস্তিতে ছিল কাঁদি' ।

কিন্তু ফুটিল শুভ্র শেফালি,
রঙিন বৃন্ত 'পরে,
ভোরের অরুণ আলোকের দল
মেলিছে নীলাম্বরে!
ভাসে চারিদিকে আশা আনন্দ
হাসি আলো আগমনী ;—
কে চাহে তুলিতে কে চাহে শুনিতে
আজি বিষাদের ধ্বনি!

প্রবাসী

ঝুম্‌কোলতা ফুলের বেড়া-ঘেরা
কুটিরখানি তার প্রবাসের এক কোণে ;
রাত্রিদিনে ঘরের কথা ছাড়া
অন্য কথা আর পড়েনা তার মনে।
যে গানে তার উঠে ভোরের রবি,
সেই গানেতে ফুটে সাঁজের তারা ;
চোখের 'পরে ভাসে হাজার ছবি.
বুকের তলে মুক্তা এক জ্বলে
সকল আলো-করা!

আল্‌তা-পরা পায়ের পাতা ফেলে'
ফুলের পাতে পাতে, এল ফাগুন-রাণী!
হাজারো বার পঞ্চমেতে তুলে'
যাচ্ছে নেমে নেমে, পিকের গলাখানি!
কে অলক্ষ্যে বাঁকিয়ে চাঁদের ধনু
ঝর্‌ঝরিয়ে হান্‌ল জ্যোৎস্নাশর ;
জর্জ্জরিয়ে দিল যে তার তনু—
তবুও তার থাম্‌ল না সে গান,
কাঁপলনাকো স্বর!

বর্ষা এল বাজিয়ে বিজয় ঢাক
বলির তরে নিঁয়ে, কালো মেঘের দল ;
বিজ্‌লী খাঁড়ায় কোপের পর কোপে
রক্তে হ'ল রাঙা ভাগীরথীর জল !
দিগম্বরী দাঁড়িয়ে প্রলয় মুখে,
উড়িয়ে দিল বৃষ্টিধারার চুল ;
ঝঞ্ঝা নেচে চাপ্‌ল ধরার বুকে,
তবুও তার কাটলনাকো তাল—
সুর হ'লনা ভুল !

এমনি করে' সারা প্রবাসজীবন
একতারাটি নিয়ে গাইল একই গান—
হঠাৎ সে দিন এল উপর হ'তে
মঞ্জুরীসই-দেওয়া ছুটির চিঠিখান !
চমক ভেঙে একতারাটি ফেলে',
দেশের মুখে ভাসিয়ে দিল তরী ;
দাঁড়িয়ে কে ওই সন্ধ্যা-প্রদীপ জেলে !
মিলন-সাঁঝে কাঁকনে কার বাজে
একতারাটির সুরই !

অবগুণ্ঠিতা

রহিলে যে তুমি অবগুণ্ঠিতা,
সেই ভাল মোর সেই ভাল ;
অঞ্চল-আড়ে সন্ধ্যার দীপ—
সেই আলো মোর সেই আলো।
শিখাহীন ওই আলোকের আভা,
জ্বালাহীন ওই জ্যোতি,
গোধূলি আবৃত সন্ধ্যার মত,
ধূপে ঢাকা দীপারতি—

তাই জ্বাল ওগো তাই জ্বাল,
গোধূলি-আঁচলে সন্ধ্যার তারা
সেই আলো মোর সেই আলো।

চলে' গেলে তুমি অবগুণ্ঠিতা,
সেও ভাল কিগো সেও ভাল?
সাঁঝ-দীপ দিলে তুলসীর মূলে,
কই আলো, ঘরে কই আলো?
ঘুমন্ত চোখে দুটি কালো তারা,
নিভন্ত দুটি দীপ—
কালবোশেখীর ঝঞ্ঝামগ্ন
সন্ধ্যাতারার টিপ।
তাই ঢালো প্রাণে তাই ঢালো—
ও আঁখিতারায় যে কালো ঘুমালো,
সে কালো ওগো সেই কালো।

যৌবন-বিস্ময়

(গান)

জীবনে আমার ফুটাইলে কে গো
যৌবন-শতদল?
একি বিস্ময়, একি সৌরভ—
একি শোভা ঢল ঢল!
উথলে দু' কূলে ঘন কালো বারি,
নিজ কলগান বুঝিতে না পারি;
জানি না যে কেন হেসে লুটে' পড়ি—
কেন চোখে আসে জল
কে দাঁড়ায়ে তীরে তরুণ তপন,
মাখালে জীবনে সোনার স্বপন!

ঢেউ বাড়ায়ে যে পাইনা চরণ,
বৃথা হই চঞ্চল।
এস গো সাঁতারি' তরঙ্গ উঠায়ে,
চরণলীলায় জীবন ছিটায়ে,
ছিঁড়ে' নাও তীরে, বাসনা মিটায়ে,
লাজে রাঙা এ কমল-
মোর যৌবন-শতদল।

রূপহীনা

পেয়েছি তার ভালবাসা, সে উদার মনে
দিয়েছে বলে'—
এই কথাটি কাঁটার মত রয়েছে বিঁধে'
প্রাণের তলে!
রূপবিহীনা করলে কেন হায় গো বিধি!
জীবনে মোরে এমন সুখী করবে যদি?
জীর্ণ তরীখানা—
পাঠিয়ে দিলে সাগরকূলে
বইতে সোনা দানা।

কাঙাল করে' পাঠিয়ে দিলে দাতার পাশে
দীনের বেশে,
দেবার কিছু নেইক তবু নিতেই হবে
নম্র হেসে।
আর সকলে উচ্চশিরে আসে ও যায়,
উচিত দাম চুকিয়ে দিয়ে জিনিস চায়;
আমি দুয়ার ধরে'
জয়ধ্বনি করব লয়ে
দানের বোঝা শিরে।

চুমুক দেছি মর্ম্ম চিরে', ওষ্ঠাধর
হয়নি লাল।
বক্ষশিরা জুড়েছি ছিঁড়ে', পায়নি তনু
বীণার হাল।
সকল আশা সহসা জ্বেলে ধরেছি আলো,
বেড়েছে শুধু চোখের জ্বালা দেহের কালো।
শুভ্র প্রেম শিখা
ধূমাঙ্কিত তনুর কাছে
রক্তে যেন লিখা।

কাননে মোর সরসী-শোভা, সুরভিফুল
নেইক বলে',—
সে বলে, সে ত তৃপ্ত শুধু ধুতরো ফুল
গঙ্গা জলে!
আমার রূপশ্মশানে বসি' মাখে সে ছাঁই,
সে আরাধনে পরাণে কই তৃপ্তি পাই!
বুঝেছি নিশ্চয়—
গলালে প্রেমে রূপের হেম
নারীর ভূষা হয়।

হে আরাধ্য মম!
ইচ্ছা মোর ছিল না তবু তোমায় আমি
দিলাম ফাঁকি!
তুমিও কিছু চাইলেনা গো, পুরালে মোর
সকল বাকি।
ছিল না মোর কিছুই তবু চাইলে পরে,
নিতাম যেচে ক্রুটির ক্ষমা চরণে ধরে'!
পাত্রাতীত দানে,
ভাসিয়ে দিলে নারীর মান
যেটুকু ছিল প্রাণে।

স্বামী-দেবতা

হৃদয়টাকে কোমল বলে' তুচ্ছ করো পাছে,
তাই ত আরও লোকদেখানো কঠিন হয়ে থাকি।
প্রাণের মাঝে অগাধ বারি মৌন হয়ে আছে,
উপরে তারে অসাড় করে' তুষার দিয়ে ঢাকি।
হায় গো মোর প্রিয়া,
বুকের ব্যথা রেখেছি চেপে, পাষাণ বুকে দিয়া।

কাঙাল তুমি ভাব্‌বে বলে' আসিনে দীন বেশে,
ক্ষুধার ফল, তৃষার জল, জুটেনা প্রতিদিন।
আপনা খেয়ে-আপনি বাঁচি, বেড়াই মুখে হেসে,
তোমার কাছে দাতা যে সাজি, গোপনে করি ঋণ।
হায় গো মোর নারী,
সব দীনতা তোমার কাছে খুল্‌তে নাহি পারি!

আকাশ তার আলোকগুলি নিত্য ধরে জ্বেলে,
নিবিয়ে রাখে প্রাণের মাঝে আঁধার শত শত।
অগ্নিগিরি পাথর সোনা উগ্‌রে ফেলে ঢেলে,
দেখায় না যে বুকের মাঝে গভীর কত ক্ষত!
হায় গো মোর কবি,
সাহস নাই দেখাই তোমা অন্তরেরি ছবি।

মানুষ হয়ে পাইনে তোমা, দেবতা আমি তাই,
দেহের ছায়া কুড়ায়ে লয়ে প্রাণের মাঝে ধরি।
পূজার কালে পলকহারা নয়ন মেলে' চাই;
চলিয়া গেলে আসন ছেড়ে লুটায়ে আমি পড়ি।
ভক্ত মোর হায়,
সাহস্‌ নাই বল্‌তে, প্রাণ নূপুর হ'তে চায়।

আজকে সাঁঝে বাদল বায়ু বইছে এলোমেলো—
কবাট-ভাঙা মন্দিরে এ প্রদীপ নাহি জ্বেলো।
থাক্ আরতি চাইনে পূজা, সরিয়ে রাখো ডালা,
একটিবার সহজ নামে ডাকো আমায় বালা;
আমার মাঝে দৈন্যভরা মানুষটিকে চাও,
তোমার রচা আসনখানা তুমিই ভেঙে দাও।
ভক্তি হ'তে তৃপ্তি লয়ে আশীষ বহি' শিরে,
একলা ফেলে' যেয়োনা মোরে জীর্ণ মন্দিরে।
কঠিনা হায় নারী,—
ফুলে ও ফলে অর্ঘ্য দিলে, দিলেনা আঁখিবারি।

প্রেমের স্পর্দ্ধা

বিষম বোশেখী রোদে পোড়াদহ স্টেশনে,
আগুন হয়েছে তেতে টিন্;
যাত্রীর হুড়োহুড়ি, কার কথা কে শোনে,
ঘেমে পুড়ে' ধূলায় মলিন।
আসে গাড়ী, হাঁকে ফেরি, ছুটে যত মুটিয়া
বেঁকে বহি' পোঁটলার ভার;
ছেলে বুড়ো ধায় সবে পড়িয়া ও উঠিয়া,
মুখে যেন মাখা হাহাকার!
উড়িছে কাঁকর ধূলা আগুনের বাতাসে,
ইঞ্জিনে ফুঁসে বাঁধা তাপ;
টিকিট-ফুকোর মুখে নিদারুণ হতাশে,
লোকে লোকে বেঁধে গেছে চাপ!
এ হেন দারুণ ঠাঁইএ তৃষাতুর দু'পরে
কয়েকটি সঙ্গীর সাথ,
চেলি জাঁতি ঘড়ি চেনে গয়নে ও টোপরে
বসি' বর সুতাবাঁধা হাত!

শুকায়ে গিয়াছে মুখ, চোখ গেছে বসিয়া,
কণ্ঠে মলিন ফুলমালা,
সারাদিন অনাহারে, রাঙা পানে রসিয়া
ঠোঁট দুটি মোহরের গালা !
নিঙাড়ি সে নীরসতা রসিকতা যা মেলে,
সঙ্গীরা ঢালিতেছে কানে ;
অদূরে অশথছায়ে অজ অজা গা ঢেলে,
আঁখি মুদে' সমঝায় মানে !
বায়স বসিয়া ডালে শ্বসিতেছে হাঁ করি',
ডাকিবে যে, না যুয়ায় রস ;
ঘোরাল তেঁতুল গাছে ডালে ডালে আঁকড়ি'
বাদুড়েরা তন্দ্রাবিবশ ।
আগুন টিনের তলে, বসি' প্ল্যাটফরমে
বেঞ্চি-আসনে করি' ভর,
অনিদ্রা অনাহারে চোখ তুলি' চরমে
কোন্ তপে বসি' ভাবী-বর !
বহে কি মলয় বায়ু, ফুটে কি রে জ্যোছনা,
থেকে থেকে ডাকে কি কোকিল ?
চন্দন-নন্দিত পাতা ফুল-বিছানা,
ফুলে ফুলে ভরিল নিখিল !
তারি মাঝে হেমছবি প্রেমময় আঁখিরে,
আঁখিপানে চেয়ে নত হয় ;
জীবনের যা বাসনা মিটিতে কি বাকী রে,
প্রেম আজি প্রাণ করে জয় !
যে গরমে মেলট্রেনে, বরফ তা ফুরাল,
প্রেম তার কোথা পেল রস ?
কর্ম্মের তাপভূমে লাল চেলি উড়াল,
সূতা বেঁধে হাত করি বশ ।
মানুষে সাজাল সঙ্, দূর করি' সরমে
এ গরমে পরাল টকিন্ ;

ভুলাইল চারিদিকে, রেল প্ল্যাটফরমে
বসি' গেল লয়ে তার বীণ।
ধূ ধূ করে মরুভূমি, যত চলি জীবনে,
মরীচিকা পিছাইয়া যায় ;
শুধু দাহ শুধু তাপ এ মানব ভবনে,
কোথা প্রেম নিত্য রস পায় ?
অসীম ব্যাপিয়া নীল মরণের সাগরে,
কে ডুবায়ে দিলরে জগৎ ?
বিদ্ধ মীন সম ছুটে, কাটে কত যুগরে,
নাহি ত্রাণ নাহি মিলে পথ।
এই নীল টানে বুকে, পানে বাড়ে পিয়াসা,
লোমে লোমে পশিছে এ নীল,
ঢোকে ঢোকে মৃত্যু পিয়ে জীবনের যে আশা,
নিবে' আসে করে' তিল তিল।
টানাটানি ঠেলাঠেলি, পথ যায় হারায়ে,
মরণের নাহি মিলে পার ;
অসীমের বেড়া-দেওয়া নিদারুণ কারা এ,
কেন প্রেম আনে মিছা ছাড ?

অকাজের জীবন

(কৈশোরে)

জন্ম আমার নহে নহে বুঝি
জগতের কোন হিতে,
ফুলের মতন ফুটেছি বৃথাই,
ভালবাসা দিতে নিতে !
যে দিকে যখন বহিছে পবন,
দুলে' দুলে' কেঁপে মরি ;

পরিচয়হীন লুব্ধ অলির
চরণ জড়ায়ে ধরি।
জলে ভয়ে আঁখি চেয়ে চেয়ে থাকি
রঙিন উষার পানে;
সন্ধ্যার আলো কোথায় মিলায়,
কোন্ সুদূরের ধ্যানে!
অচেনা তারার আলোকের ধারা
অযাচিতে বুকে ঝরে;
প্রাণের গন্ধ কবরীর মত
সোহাগে এলায়ে পড়ে।
"আলসে আড়ালে কিশোর জীবন
বিনা প্রয়োজনে কাটে,
বুঝেছি এবার, পরিচয় মোর
হবেনা ভবের হাটে।"

(যৌবনে)

তবু যত দিন দেখা নাহি হ'ল,
জীবনে তাহার সনে,
ধরণীর সাথে কিছু পরিচয়
হবে আশা ছিল মনে।
সে আশা এখন আশঙ্কা হয়ে
মাঝে মাঝে বুকে জাগে;
মোর স্নায়ুজালে তারি কুন্তলে
গ্রন্থি ছাড়াতে লাগে।
আজ বুঝিয়াছি এত কাল আমি
সবেতে খুঁজেছি কারে;
না পেয়ে পেয়েছি ভাবিতাম, তাই
হারাতাম বারে বারে।

ফুলের গন্ধে, মন্দ মলয়ে,
কিশলয় শিহরণে,
উষার ভূষণে, সন্ধ্যা গগনে
জ্যোৎস্নার জাগরণে,
ফুলদোল শাখে, কোকিলের ডাকে,
ভুলভরা মধু মাসে ;
বৈশাখী ঝড়ে, জ্যৈষ্ঠ দু'পরে
আষাঢ়ের নীলবাসে,
শ্রাবণে ভাদরে, বিজুরি বাদরে,
মাতাল বায়ুর হাঁকে,
শরতের হাসে, শিউলির বাসে,
শীতের কুয়াশা ফাঁকে,
সাথীর মিলনে, কবির কাননে,
কাহিনী কথায় গানে,
বুঝিনি ত হায় খুঁজেছি তাহায়
সকলের মাঝখানে।
আজ সে সকল মিথ্যা নকল,
সে মোর দাঁড়ায়ে পাশে,
মোদের জগতে আছে তারা শুধু—
উপমার অভিলাষে।
প্রাণের প্রেমের পরশ না পেলে,
জগতই অর্থহীন ;
বাহুতে বেঁধেছি যারে, তারি কাছে
জগৎ করিছে ঋণ।//

(শেষে)

জানি জানি জানি অতল সিন্ধু
চঞ্চল তার বুক,
জানি দিনরাত ঢেউএর আঘাত,
উঠে পড়ে সুখ দুখ!

যদি কোন ফুল ফুটে' থাকে হেথা,
নহে সে চিরন্তন ;
ফুলে ফুলে উঠে মৃত অতীতের
সুগভীর ক্রন্দন।
তবু এও জানি, এরি মাঝে আমি
খুঁজিয়া পেয়েছি তারে ;
না জেনে না চিনে' পেয়েছি যখন
আশঙ্কা করি না রে।
নব নব দেহে, নব নব গেহে,
লব লব তারে খুঁজি',
হারায়ে হারায়ে আপনার ধন
বারে বারে লব বুঝি'।

অলির প্রণয়

আপন হৃদয়-মধু ঢালি ফুলে পাত্রে,
প্রাণ ভরি' পান করি পূর্ণিমারাত্রে।
ফুল হ'তে ফুলে যাই,—
উড়ে' উড়ে' মধু খাই,
জ্যোছনা পিছলি' পড়ে রেণুমাখা গাত্রে,
পূর্ণ রাত্রি কাটে পুষ্পেরি পাত্রে।

কুঞ্জে কুসুমবালা স্নেহদোলা বক্ষ,
গুঞ্জরি' বুকে ধরি বিথারি দু'পক্ষ।
মুগ্ধ আলিঙ্গনে,
দু'জনেরই হয় মনে,
জন্ম জন্ম যেন মোদেরি এ সখ্য,
নিমেষে পড়েছে ধরা চিরহারা লক্ষ্য

সহসা মলয়ে জাগে ছোট এক ঘূর্ণ,
কাঁপিয়া পাপড়ি খসে, প্রেম মোহ চূর্ণ।
ব্যাকুল বাঁধন টুটে'
ভূমিতে সে পড়ে লুটে'—
তখনো পক্ষপুটে সৌরভ পূর্ণ ;
ঘূর্ণিতে ঘুরে তারি পরাগেরি চূর্ণ।

ধূলায় লুটায় ফুল পাংশুল অঙ্গ ;
আমি অলি কেঁদে বলি 'লব তব সঙ্গ।'
শ্রান্ত নিমীল আঁখি
মোর মুখ 'পরে রাখি',
সান্ত্বনা দিয়ে মোরে খেলা করে সাঙ্গ।
জীবন পাতিয়া লই মরণেরি ব্যঙ্গ।

উদাস আমারে লয়ে বাতাস বহিয়া যায়,
ফুলের সুরভি স্মৃতি কোথায় হারায়, হায়!
ছায়াঢাকা আলোমাখা
কাননে মেলিয়া পাখা,
উড়ে' যেতে মধুরাতে হৃদয় কাহারে চায়!
শূন্য বক্ষকোষে পুনঃ মধু উথলায়।

সে মধু ভুঞ্জিবারে খুঁজি নবপাত্র,
দেখি না রয়েছে বাকী কতটুকু রাত্র।
আধফোটা নব কলি
অঙ্গে পড়ি যে ঢলি' ;
সে দেয় হৃদয় খুলি' মোরে দেখামাত্র—
প্রণয় পরশে কাঁপে কুসুমেরি গাত্র।

এমনি ঢালিয়া মধু নব নব পাত্রে,
বার বার করি পান পূর্ণিমা রাত্রে।

এ ফুলে ও ফুলে উড়ে'
আপনারে মরি চুঁড়ে',
জ্যোছনা পিছলি' পড়ে রেণুমাখা গাত্রে
পূর্ণরাত্রি কাটে পুষ্পেরি পাত্রে।

বারনারী

ধরণী তোমার প্রমোদপ্রবাস,
বাঁধনিক হেথা ঘর ;
বিশ্বশুদ্ধ বুকে টেনে, বল
সবাই আমার পর।
নিষ্কলঙ্ক-নিকষ হৃদয়
প্রেমলেখা-রেখাহীন ;
রূপের গরব ভেঙেছে, করিয়া
রূপা হ'তে তারে দীন।
অজেয় অতনু ফুলধনু টানি'
এসেছিল তব পাশ,
রুষিয়া ভস্ম করনি, আছে সে
দ্বারে বাঁধা ক্রীতদাস।
মায়ার অতীত অয়ি মায়াবিনি,
কতই না রূপ ধর ;
যৌবনখানি বসনের মত
খুলে' রাখ, তুলে' পর !
কার কল্যাণে করে কঙ্কণ
সিন্দুর সিঁথা 'পরে ;
অমর কাহারে বরিয়া লয়েছ
বিশ্ব-স্বয়ম্বরে।

ধরণীর বুকে চরণ আঘাতি'
নাচ যবে নানা ছাঁদে,
পা-দুটি জড়ায়ে মায়া মমতায়
নূপুর বৃথাই কাঁদে।
ফুলধূলিমাখা অয়ি ভৈরবি,
কোথা তব বাসভূমি ?
প্রেমে নেমে এল মন্দাকিনী যে,
তাহারও উর্দ্ধে তুমি ?
হে বহ্নি ! ওই লালসা লইয়া
পুড়ে পতঙ্গদল ;
সমিধ যোগালে জ্বলিত তোমাতে
উজ্জ্বল হোমানল !
স্নেহ-প্রেমাতীতা হে নির্লিপ্তা,
নাহি তব সুখদুখ ;
পুণ্য তোমারে করে না লুব্ধ,
পাপে নাহি কাঁপে বুক !
নহ মা ঘৃণ্য, কৃপার পাত্র,
আজ যে বুঝেছি খাঁটি—
মায়ের পূজায় কেন লাগে তোর
চরণে দলিত মাটি !

মানুষ

পাঁচনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে ;
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিক আঁটে !
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষানদী,
জুটেনা পারের কড়ি,

হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায় কাঁটায় পড়ি'।
ক্ষুধায় অন্ন, পরণের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের করগো স্নেহ—
তারা মানুষেরি ছেলে।

জ্যৈষ্ঠ দুপ'রে গলদ্‌ঘর্ম্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কতনা ঝঞ্ঝা মুষলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি;
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের ধুকে,
ধরণী গর্ভে ধন;
বোকামি পড়েনা ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,
ধূলা কাদা আভরণ:
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের, শ্রদ্ধা কর,
তারা মানুষেরি ভাই।

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুক্—
জুটে নাই হেন বাস;
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ,
তুলিছে মাটির রাশ;
যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্ম্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষ'পরে
লক্ষ দুঃখ ঝড়;
মাঝপথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী—

ঘৃণা কি কামনা কোরোনা তাদের, কয় গো নতি,
তারা মানুষেরি স্ত্রী !

নির্ব্বোধ যারা, দুর্ব্বোধ যারা পল্লীপারে,
অশ্লীল যার ভাষা ;
আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির নাবালক চাষা !
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে ;
বেতসের মত সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি !

চাষার বেগার

রাজার পাইক বেগার ধরেছে,
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হ'ল আজ ;
পরের কাজে কাটবে সারাদিন,
রইল পড়ে' ঘরের যত কাজ ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে,
খাটচে সব দিনে ও রেতে,
শেষ 'জো'য়েতে রুইব বলে'
বেরিয়েছিলাম আজ ;—
প'ল রাজার বাড়ী কাজ !

লোকের ক্ষেতে নূতন চারাগুলি
সবুজ, যেন টিয়ে পাখীর পাখা ;
পাটের ডগা লক্‌লকিয়ে উঠে'
বালুরঘাটের বাজার দিল ঢাকা।
গাঙের জল বানের টানে,
আস্‌ল ধেয়ে গ্রামের পানে ;
পল্লীপথ গরুর ক্ষুরে
হ'ল যে কাদামাখা ;
শস্যভারে পড়্‌ল চরা ঢাকা।

উপর্ঝরণ দারুণ বাদলে
ভাসছে জলে জীর্ণ কুঁড়েখান ;
মোড়লের ঝি ভাব্‌ছে অধোমুখে—
বাঁচবে কিসে ছেলে দুটির প্রাণ !
'শ্যামলা' মোর দুঃখ বুঝে'
দাঁড়িয়ে ভেজে চক্ষু বুঁজে',
সুদের দায়ে দাদাঠাকুর
গোয়্যালে দিলে টান ;
রুইতে পেলে হ'ত ক'বিশ ধান।

জীর্ণচালে হ'ল না আর দেওয়া
কোথাও দুটি পচাখড়ের গুঁজি,
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিল্‌ল না কি পল্লীখানি খুঁজি' ?
সারা সনের অন্ন ছাড়ি'
যেতেই হবে রাজার বাড়ী !
স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথায়
মলিন হ'ল বুঝি !
যাচ্ছি চল, চক্ষু কান বুঁজি'।

যথাস্থানে সংস্কার

স্বর্গ হ'তে ঘুরে' এসে বলে বৃষ্টিজল—
ধরা নহে বাসযোগ্য, ধূলাই কেবল !
যাই হ'ক, এ যখন জননী আমার,
আমারই লইতে হয় সংস্কারের ভার ।
পান্থ বলে "সাধু, কিন্তু মাঠে যাও দাদা,
পথে ধূলা-গুলে' আর ক'রোনাক কাদা ।"

পথের চাকরি

বৈশাখে চূতশাখে ডাকে পিককুল,
তরুছায়ে মধুবায়ে ফুটে কত ফুল ।
দুপ'রে দারুণ রোদে
মাদুরে নয়ন মোদে—
কবিসনে কবিপ্রিয়া প্রেমে মশগুল !
আমি কি করি ?
যা'-তা' উদরে ভরি,
খুঁজিতে পথের ত্রুটি
'বাই-সাইকেলে' উঠি—
সাড়ে-দশ ক্রোশ ছুটি ;—এই চাকুরি !

জ্যৈষ্ঠে দেশটা যবে তৃষ্ণা-বিকল,
ছুটি নাই, ছুটে তবু এ 'বাইসিকল' !
শুকায় সরিৎ কূপ,
ছুটে ঘাম ফুটে ধূপ,
ডানে বাঁয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে নাই নাই জল !

আমি কি করি ?
যত মোড়লে ধরি,
হেঁকে কই 'শুন সবে—
এ গাঁয়ে ইঁদারা হবে,
কত চাঁদা দেবে ?'—মোর এই চাকুরি !

আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে জেয়াদা—
দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা !
সহরে বরষা ঝরে,
মেঘদূত ঘরে ঘরে,
গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁধা !
আমি কি করি ?
ঘুরি 'বাইকে' চড়ি',
আল্-পথে টাল রেখে,
বেড়াই ইঁদারা দেখে' ;
যোগাই যে চায় তারে কলসি দড়ি !

শ্রাবণে আমন কিছু হয়েছে রোয়া ;
নূতন পাটের ডগা সবুজে ধোয়া ।
অবিরল ঝরে জল,
কবিদল চঞ্চল,
পাকা পথে থাক্ দেওয়া সাজানো খোয়া ।
দো-চাকা দাঁড়ে,
'বর্ষাতি'টি ঘাড়ে,
পন্ পন্ চলে' যাই,
পড়ি-পড়ি—সামলাই,
নিজে ভিজে' সুখে রাখি চাকুরিটারে !

ভাদ্রেতে ভদ্রতা চলেনাক আর,
কাদায় দো-চাকা ঠেলা—বিষম ব্যাপার !

উপায় গরুর গাড়ী,
—হোক্ না শ্বশুর বাড়ী !
ঘাটে বাটে ধানে পাটে বানে একাকার।
সেবন করি
চা—এবং বড়ি ;
কোন্ পথে কত জল ?
বন্ধ কি চলাচল ?
তদন্তে প্রাণান্ত ;—এই চাকুরি !

আশ্বিনে আশমানে আলোর খেলা,
নদীকূলে কাশফুলে সাদার মেলা।
প্রবাসী স্ববাসে আসি',
উভয়তঃ কত হাসি ;
আগমনী গায় বাঁশী ভোরের বেলা।
তারি বিকেলে,
শোভি 'বাই-সিকেলে' !
আমি কভু তার 'পরে,
সে কভু আমাতে চড়ে,
রাখি এ চাকুরিটারে এ ওরে ঠেলে !

কার্ত্তিকে চারদিকে পেকে উঠে ধান,
মাঝপথে ছুটে মোর দ্বিচক্র-যান।
উড়ে ধূলি ঘুরে চাকা,
অগ্রাণ দেয় দেখা,
শীতে হিমে আসে জমে' কুলিদের প্রাণ।
ভোরে বেরিয়ে,
আর কত ঘুরি হে !
পাগ্‌লী খেজুর গাছে,
এত রসও জমে' আছে !
'কুমার'-কুমারী পিয়ে গলা জড়িয়ে।

অঘ্রাণ পেয়ে ত্রাণ ক্রমে দিল পাশ ;
আমা ছাড়া সকলেরই এল পোষমাস
ছুটে' ছুটে' দিকভুল,
ফুটে সরিষার ফুল !
কুয়াশায় ঢাকা গায় মাঘের প্রকাশ।
আমি কি করি,
সেই পা-গাড়ি চড়ি,
পথগুলি দেখি ঘাঁটি'
মাটি বিনা হয় মাটি,
কভু ছুটি কভু হাঁটি, এই চাকুরি !

ফাল্গুন ঝাল্-নুন দু'হাতে ছিটায়,
নিস্তার নাই যার পড়ে কাটা ঘায় !
হায় হায় উহু আহা,—
'হুঁহু' সব চায় দোঁহা,
কুহু কুহু পিয়া কাঁহা—বহে মধু বায় !
আশঙ্কা কি ?
মোর পরনে থাকি ;
শ্রীচরণে সু-ভীষণ
ঘুরে দু' সুদর্শন,
খাদ মেপে দেখি—প্রেমে সকলই ফাঁকি !

চৈত্রের ক্ষেত্রে যা ফলিল ফসল,
কেটে মেড়ে মেপে দেখি—উঠেনি আসল !
ধূ ধূ করে চারিদিক,
তখনো ডাকিছে পিক—
নূতনে ও পুরাতনে শুধায় কুশল।
আমার যা হয়—
কহ-তব্য তা নয়।

ক্রিং ক্রিং—সর' ভাই,
নহে যে আছাড় খাই !
যা করি চাকরি করি—জয় তারি জয় !

বেহালা

আমি বোধ হয় কোন্ জীবনে,
দূর অতীতের কোন্ ভুবনে,
ছিলাম কোন গুণীর হাতের বেহালা ;
অকারণের কান্না হাসি
মুখে যে মোর উঠ্‌ছে ভাসি'
এ বুঝি সেই পূব্‌জনমের দেয়ালা ।

কালের কীটে কেটেছে তার,
নূতন জুড়ি,—সাধ্য কি আর,
বাজারে' তাঁত এ বেহালায় লাগে নি ;
শূন্য আমার বুকের ফাঁকে,
পঞ্জরেরি বাঁকে বাঁকে—
গুন্‌গুনিয়ে ঘুরে হাজার রাগিণী ।

প্রভাত শিশুর কল রাগে,
সন্ধ্যা যতির গৃহত্যাগে,
নিশাযোগীর স্তব্ধ ধ্যানের আসনে,
ফাগুন সাঁঝে, শরৎ প্রাতে,
নিদাঘ দিনে, বর্ষা রাতে,
বেহালাকে রাখ্‌তে নারি শাসনে ।

ক্ষুব্ধ প্রাণের ব্যাকুলতা,
মৌন সুরের গভীর ব্যথা,
ফুটিয়ে তোলায় তীব্র করুণ বেদনায়,

ছিন্ন তারে সহেনা টান,
লোহিত হয়ে উঠে দু'খান,
সাধ্য কি মোর গুণীর সুর সাধনায় ।

বিশ্বরাজের বাজার মাঝে,
যায় আসে লোক হাজার কাজে,
হেথায় মোরে টাঙিয়ে রাখি আলোকে-
সেই গুণী এই পথে গেলে,
চিন্‌বে হাতের যন্ত্র পেলে,—
পরশে তার উঠ্‌ব বেজে পুলকে ।

মন-কবি

কাব্যবিহীন মন-কবিরে !
ডুবে' থাক এই ভোবা গভীরে ।
নূতন সত্য আর
নাই তোর শোনাবার—
সে কথা চেঁচিয়ে বলে' অপমান হবি রে !
লেখা তোর ছাই—সে তো
জানে, তবু চাইছে তো,
এঁকে যাও, বেপরোয়া হিজিবিজি ছবি্‌রে ।
'বাক্য' উলটি' নিলে
'কাব্য' আপনি মিলে—
এ কাজও না পার যদি, মর গে আফিং গিলে' ।
বঙ্গবাণীর সাথ
যে দিন অকস্মাৎ
কমল-দ্বীপান্তরে হয়ে গেল সাক্ষাৎ !

যেমন ছুঁয়েছি পা,
চমকি উঠিল মা ;
কঠিন পরশে মার চরণে লাগিল ঘা ।
কমল হ'তেও যার অধিক কোমল পাণি—
তারাই পূজেছে আর পূজিবে বঙ্গবাণী !
তা বলে' কি কর্ব্বি—
ওরে হতগর্ব্বী ?
কিছু দিন ধরে' হাতে লাগা তেল চর্ব্বি !
পেতে নে রে শয্যা,
দেখে' শেখ্ চারিদিকে ঘট্‌তেছে রোজ যা !
অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে'
মামুলি প্রেমের নেট্-মশারিটা টাঙিয়ে নে ।
তার মাঝে শুয়ে বল্ মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি !

যদিও এ জগতের কলকেটা জ্বলছে,
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে ;
তুইও তাই বল্‌বি ;
বাঁধা পথে চল্‌বি—
আগে পিছে আগাগোড়া আপনাকে ছল্‌বি ।
যত কথা লিখে' যায় মহাজন অন্ধ,
তুই না টুকিবি যদি, সে কথা কি জন্য ?
এ কথাটা বোঝনি—
যাই কর—কেটে যাবে জীবনের রজনী
মাঝে মাঝে সাঁঝ বেলা
ভিতরে কি দেয় ঠেলা—
হ'লেও তা হ'তে পারে মহাকাব্যের ডেলা ।
প্রথমেতে না পোষায়, না পোষাক খরচা—
ছেড়োনাক ছেড়োনাক ছেড়োনাক চর্চ্চা ।

হাতে থাকে সঙ্গতি, কানে যদি ছন্দ—
না হয় হইলে কবি, কথাটা কি মন্দ !
ভয় কি, না ভুলে যদি ভবিষ্য-ভবীরে,
তুই তো তখন নাহি রবি রে—
কাব্যবিহীন মন-কবি রে।

অভাগার ভাগ্য

কি নক্ষত্রে জনমি, পড়িনু
বিধাতার আক্রোশে,
যাহা চাই তাহা পাইনা, যা পাই
হারাই কপাল-দোষে।
মুঠা করে' যত চেপে ধরি' এই
জীবনটাকে,
পথের ধূলায় ছিটাইয়ে যায়
হাতের ফাঁকে !
সমুখ হইতে তাড়াই মরণে,
পিছনে সে ফেরে চরণে চরণে
দারুণ রোষে ;—
যাহা চাই তার বিপরীত পাই
কপাল-দোষে।

ভালবেসে যারে বুকে রাখি, কভু
চরণে সাধি ;
আদর-দোলায় সে যবে ঘুমায়,
লুকায়ে কাঁদি ;
ভরা গান ভেঙে বীণা যায় থামি',
সহসা সে বলে—আসি তবে আমি—

কাঁদি যে বসে' ;
যারে চাই তারে পেলেও হারাই
কপাল-দোষে !

চাই ধন জন স্বাস্থ্য শান্তি,
অভাবে পাই—
রুগ্‌ণা পত্নী, মূর্খ পুত্র,
গোঁয়ার ভাই !
তোমারে জীবনে চাব কি চাব না,
ভুলেও কখনো এমন ভাবনা
ভাবিনে বসে'—
তাই, চাইনে বলিয়া পেয়ে বস যদি
কপাল-দোষে ।

মধ্য-পথে

দীর্ঘ পথের পান্থ !
এখনি কি হলি শ্রান্ত ?
এখনো সূর্য্য পড়ে নাই হেলে,
সমুখের ছায়া আগে আগে চলে,—
এরি মাঝে বোঝা নামাইয়া ফেলে'
হ তে চাস্ তুই ক্ষান্ত ?
ওরে দুর্ভাগা পান্থ !

এত'খন পথ ছিল সিধা,
আসে নাই তাই কোন দ্বিধা ।
পথপাশে ছিল পাখীদের গান,
তরুশাখে ছিল মর্ম্মর তান,

তাতেনাই বালু অগ্নিসমান,
ছিল না বিশেষ অসুবিধা—
এত'খন তাই এলি সিধা!
হেথা হ'তে পথচিহ্ন
শত দিকে বিচ্ছিন্ন!
ছায়াতরু পাশে হয়েছে বিরল,
তপ্ত বালুকা জ্বলে ঝলমল,
নিকটে কোথাও নাহি মিলে জল
আপনার আঁখি ভিন্ন;
লুপ্ত পথের চিহ্ন।

"তুলে' নে আবার বোঝা রে।
ফিরে' যাওয়া—সে কি সোজা রে?
সাথের যাত্রী, পিছালি যাদের,
ফিরে' কি জবাব দিবি রে তাদের?
জীবনে না হয়, মরণে পশিবি
মরীচিকা-রেখা মাঝারে,
বোঝা তুলে' চল্ সোজা রে।"

বিফলতার দিনে

আজি এ বিফল জীবনের ভার
তুমি নাও—তুমি নাও;
মহিমাবিহীন হৃদয়ের লাজ
ধূলি দিয়ে ঢেকে দাও।
মলিন তোমার ধূলি-অঞ্চলে
কত না পড়েছে ঢাকা—

ভ্রষ্ট কুসুম চ্যুত পল্লব
ঝটিকাছিন্ন শাখা !
তাদের সঙ্গে এক শয্যায়
শোয়াইয়ে দাও মোরে,
আবর্জ্জনার ছিন্ন কন্থা
দাও আবরণ করে'।

আজি দুর্দ্দিনে তুহিনপবনে
জমে' গেছে মোর গান,
থেমে গেছে ছল চঞ্চল লীলা,
কলগীতি অবসান।
আকাশ হইতে করগো পরশ
অনল রুদ্র করে,
কেঁদে গলে' বেঁচে যাক এ পরাণ,
অসাড়তা যাক্ ঝরে',
কূলে কূলে যাব প্রাণ বিলাইয়ে—
সে প্রসার আর নাই,
ফল্গুর মত ধূলির নিম্নে
তাই বহিবারে চাই !

আমার ছিল যে কোন সৌরভ,
কোন শোভা শ্যামলতা,
কণ্ঠে যে ছিল কোন সঙ্গীত
ভুলোনা সে সব কথা।
চাহিনাক আমি সহানুভূতির
করুণ অশ্রুপাত—
তৃণের আড়ালে পথে ফেলে' রাখ,
স'ব শত পদাঘাত।

সাদা পাতা

কবির খাতার সাদা পাতাখানি
সব চেয়ে মোর ভাল লাগে—
আঁকে নাই কবি এখনো সেখানে
ব্যর্থ-প্রয়াস কালো দাগে !
জগতের লোক মিলিয়া সেখানে,
গোল করে চেয়ে কবিমুখপানে—
শুনাও শুনাও নব বাণী।
ঋষির মতন নিরাকার-লীন
কবি বসে' আছে স্পন্দবিহীন—
চেয়ে তার সাদা পাতাখানি !
নিরাকার ছানি' আঁকিয়াছে কবি
পাতায় পাতায় অসংখ্য ছবি—
তেত্রিশকোটি দেবতা !
সবার ভক্ত মিলে পৃথিবীতে,
কবি বলে তবু পারি নাই দিতে—
ভেবেছিলাম যা দেব তা !

আদিম শুভ্র ভাব-নীহারিকা
বিছান রয়েছে পাতাখানি—
কল্পনা সেথা সৃজেনি এখনো
ভাষা ও ছন্দে টানাটানি !
সৃজন উষার রহস্যে ঢাকা,
অত্যাসন্ন সফলতা মাখা
ছায়ালোকহীন অসীমতা ;
স্পন্দবিহীন নিবিড়ানন্দ,
নিক্কণহীন নিখিল ছন্দ,
শব্দবিহীন কলকথা।

অফোটা ফুলের গন্ধ উঠিছে,
অজাত নদীর বন্ধ টুটিছে,
অচেত কণ্ঠে কাকলি।
কবি বসে' আছে সাদা পাতা খুলে',
আশা আশঙ্কা অন্তরে দুলে
হৃদয়-সিন্ধু উথলি'।

কবির খাতার সাদা পাতাখানি
তাই সব চেয়ে লাগে ভালো ;—
দিব্য শুভ্র কল্পনা যেথা
কালির আঁচড়ে নহে কালো।

সংশয়

বাধাহীন পথে স্বাধীন যাত্রী উড়ে' চলেছিনু একা,
নব বসন্তে কুটীরোপান্তে ভাগ্যে দুজনে দেখা!
চাহিনু কুঞ্জে, মুক্ত কাননে,
পিঞ্জরে, তব মুগ্ধ আননে,
চমকি' বলিনু চিনেছি তোমায় চিনেছি—
চকিতের শুভদৃষ্টিমূল্যে
অপরিচিতা গো, চিরপরিচয় কিনেছি।

হায় সখি, সেকি সত্য যে আজ মিলিয়াছে পরিচয়?
দুজনার মাঝে নাই এতটুকু অচেনার সংশয়!
মাঝে-মাঝে ভয় হয় না কি মনে,
কি ফাঁকে কখন কে পলায় বনে?
কাছাকাছি দুই খাঁচায় দুজনে দুলিয়া,
পাখা কি মোদের হয়েছে বন্ধ,
চিরকাল তরে আকাশ কি গেছি ভুলিয়া?

মিলন স্বপনে চমকে জাগিয়া পাওনা তাহার দেখা কি—
পরাণ নিভৃতে জেগে বসে' এক বন্ধনহীন একাকী!
এই প্রাণপণ প্রণয়ের মেলা,
সে তারে কেবল ভাবে ছেলেখেলা;
সে চলেছে যেন জীবনে মরণে ছুটিয়া,
নূতন নূতন মিলনে বিরহে
অসীম পথের পাথেয় লুটিয়া লুটিয়া!

পায়ে পায়ে তাই কসেছি শিকল, হয় যদি কভু ছিন্ন,
থেকে যাবে চির-রক্ত-নিবিড় গভীর বেদনাচিহ্ন।
জন্মান্তের মিলনের রশি
আর কারো সনে বেঁধে দিলে কসি',
চমকিয়া যেন কেঁদে উঠি মোরা জাগিয়া;
তোমার আমার এই জনমের
বিরহ ব্যথার লাগিয়া, তীব্র লাগিয়া!

আহুতি

তোমাতে দিলাম আমার আহুতি, হে চির বহ্নিশিখা!
সকল ব্যর্থ প্রয়াস যেখানে লিখিছে মৃত্যুলিখা।
খাঁটি যে সে হয় উজ্জ্বলতর তোমার পুণ্যস্নানে
তোমার দাহন মাটির প্রাণের কালিমা ফুটায়ে আনে;
বিফল সাধনা সফল বেদনা তোমারে দিলাম তাই,
দুঃখ নিরাশা ধোঁয়া হয়ে যাক্, সুখ আশা হোক ছাই।

কুসুম চয়ন করিনি তা নয়, গাঁথিতে চাহিনি মালা;—
আদরে কণ্ঠে তুলি' কেহ পাছে পায় কণ্টকজ্বালা!
হয়ত বালিকা দোলাবে বক্ষে মিলন সাঁঝের ঘোরে,
বাতায়ন-পথে ছুঁড়ে ফেলে দেবে মলিন বিদায় ভোরে,

নিপুণ মালায় দ্বিগুণ জ্বালা যে, বুঝিয়াছি আমি সার—
তোমার ভস্ম ছাড়া এ বিশ্বে নশ্বর সবি আর।

তোমার শিখায় না করিয়া ভয় তাই সাজালাম ডালি,—
ফুল চন্দন, বেল কাঁটা, হবি—সবি দিব তোমা ঢালি'।
স্বর্ণ আপনি হয় উজ্জ্বল তোমারে করিয়া স্নান,
আমারি মতন অঙ্গারে দহি' আছগো জ্যোতিষ্মান!
আমা হ'তে তব ক্ষণিক দীপ্তি
আনে মোর প্রাণে অসীম তৃপ্তি,
জ্বলে' উঠ তব আহুতি লইয়া আজি আছে মোর যাহা—
তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, ওঁ স্বধা, ওঁ স্বাহা।

মরুশিখা

মুখবন্ধ

প্রভাতে হৃদয়-বনে ছুটে মায়া-মৃগ,
দুপ'রে বুকের মরুপারে মরীচিকা,
আঁখির 'জলা'য় সাঁঝে আলেয়ার খেলা,
নিশীথে হারায় পথ প্রাণ-খদ্যোতিকা।
হায় কবি, কথা কেটে কোন ফল নেই,
দুঃখ বল' সুখই বল', জীবন ত এই !

শিব-স্তোত্র

'জয় শিব, জয় শঙ্কর, জয় স্বর্গ-মোক্ষ দাতা,
জয় কৃপাময়, মৃত্যুঞ্জয়, সর্ব্বদুঃখত্রাতা,
চির-সুন্দর, হে শুভঙ্কর, জয় হর ব্যথাহারী,
চন্দ্রশেখর, পাপ-তাপহর, জয় ভব-কাণ্ডারী!'—
এ সব মন্ত্রে জাগে না হৃদয়, লাগে যেন পরিহাস;
ব্যথার দেবতা, কহ গো গোপন বেদনার ইতিহাস।
ভালে ছিল লিখা সুধাকর-টীকা, ফলে মিলে কালকূট;
তরুণ ললাট ঘেরি বাঁধা কেন দুঃখের জটাজুট?
সে জটার বাঁধে কুলুকুলু নাদে কাঁদে চির-ক্রন্দন,
চাপা বেদনার হাসি কাঁপে মুখে, ব্যথাতুর ত্রিনয়ন।
নবীন-নিন্দী সুন্দর তনু—কামেরও কামনা ঠাঁই,
কত অভিমানে লেপিলে কে জানে অজানা চিতার ছাই!
কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া প'রেছ হাড়ের মালা,
কটির কাপড় দিয়েছ ফেলিয়া,—না জানি সে কত জ্বালা!
বেছে বেছে তুলে ধুতুরার ফুলে ভরা বসন্ত-রাতে,
কি জানি কি মনে ভ্রম' হে কিশোর ভূত-ভুজঙ্গ সাথে!
সুরের জনম যার কণ্ঠে, সে রেণু বীণা তেয়াগিয়া
সাধারণ দুখে কাটায় কি দিন শিঙা ডুগ্‌ডুগি নিয়া?
কি জ্বালা ভুলিতে, জ্ঞানের আকর, ধ'রেছ ভাঙের নেশা?
অন্নপূর্ণা-পতি কম দুখে ভিক্ষা করেনি পেশা
কহ কহ দিগ্‌বাস!
পূজার অর্ঘ্যে চাপা-পড়া যত বেদনার ইতিহাস।

সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর,—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
বিরাট বক্ষে চিরনিরুপায় বিশ্বের ব্যথা বহি',
মাঝে মাঝে বুঝি বম্‌ বম্‌ জেগে উঠে বিদ্রোহী!

পূজা পেয়ে হেসে আবার ঘুমাও আশুতোষ উদাসীন !
তোমার ব্যথার ম্লান সায়াহ্নে মিলায় দীনের দিন।

তবু শেষ হবে খেলা,
—এই চির অবহেলা—
প্রলয়-সন্ধ্যাবেলা

যবে—দুঃখ-সিন্ধু ছাপায়ে উঠিবে তোমারও ধৈর্য্য-বেলা।
তখন জাগিবে রাঙা কল্লোল ভীষণ বিষাণ রবে,
লণ্ড ভণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড হবে শিব-তাণ্ডবে !
সহস্র-ফণ অনন্ত ফণী আস্ফালি' লাঙ্গুল
তোমার নৃত্য-ঘূর্ণাবর্ত্তে হ'বে বিচূর্ণ ধূল।
পলকে জ্বলিয়া লেলিহ শিখায় লক্ষ সুখের বাতি
পলকে নিভিয়া আনিবে প্রলয়-চিরান্ধ-দুখ-রাতি।
জাগিবে একক বিরাট দুঃখী রাখি দুঃখের মান,
মহাশব-বুকে মহাশিব সুখে জাগাবে মহাশ্মশান।
সে দিনের আশে পরম নিরাশে বাজা'রে বগল রাজা',
শঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর জয় দুঃখের রাজা !

অন্ধকার

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !
আজি ভাদ্র-অমানিশাযোগে
ক্ষুদ্র ঘরে বন্ধ করি দ্বার,
তোমারে করিব আবাহন,
তোমারে করিব নমস্কার।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !
জ্যোতিঃরূপ এ বিশ্বের তুমি সুনিশ্চিত মহাভবিষ্যৎ ;
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ

ছুটাইয়ে সপ্তরশ্মি-রথ
অন্ধবৎ হারাইবে পথ।
বিচিত্র আলোকচিত্র করি একাকার
দিকে দিকে ব্যাপিবে তোমার
সর্ব্বগ্রাসী স্থির কৃষ্ণহাসি;
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!

তোমার নিঃশূন্য গর্ভ হ'তে
রক্তালোক-স্রোতে
ভরি দিয়া ব্যোম্
যে দিন প্রথম
জন্মমাত্র শিশু-বিশ্ব করিল ক্রন্দন
ওম্ ওম্ ওম্;—
তুমি মাতা মূর্চ্ছাগতা কে করে সান্ত্বন?
অদ্যাবধি তাই,
বিশ্ব হায়
কেঁদে কেঁদে ফিরে নিঃসহায়;
কেঁদে ফিরি আমরা সবাই।

সম্মুখে আলোকে খুঁজে যতটুকু পাই.
পিছনে ছায়ায়,
অনন্তব্যাপিনী তব ঘুমন্ত মায়ায়
দ্বিগুণ হারাই।
জনম-ক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন
যুগে যুগে জীবে জীবে হ'ল চিরন্তন।
দিশাহারা বিদেশী সবাই,
কেহ নাই
ঘুচাইতে ভ্রমণের ভ্রম,
যত কাঁদি তত জপি আদি আলোকের
ক্রন্দনের বীজ—ওম্ ওম্ ওম্।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
আঁখির এ ক্ষুদ্র তরণীতে যে হ'য়েছে পার
আলো-পারাবার,
শুধু তার কাছে ধরা দেছে তব অপরূপ
কালোরূপ।
সে দেখেছে,—
আলোরূপী শিবে করি শব চরণে চাপিয়া
কালরূপী মহাকালী নৃত্যপরা নিখিল ব্যাপিয়া।
আঁখি মুদে'
সে ব'লেছে কেঁদে,—
'তিমিরে তিমিরহরা সর্ব্বনাশী তুমি মা আমার;'
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!

তাহার শ্রবণে
জীবনের বাদল পবনে
কেবলই পশিছে আসি'
তমঃপুঞ্জ তমালের কুঞ্জ হ'তে
তোমারই সুদূর সেই আহ্বানের বাঁশী।
ঘনঘোর ভাদরের রাতে
সুরের পশ্চাতে
তোমারই গহনে এসে
পেয়েছে সে
নবঘন-শ্যাম শ্যামে তার।
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
বন্ধ ঘরে মুক্ত করি' দ্বার,
আজি এ অনিদ্র আঁখি-তারা
হেরিছে অগণ্য তারা তোমার মাঝার।

ওরা নাকি নহে ক্ষুদ্র, সব সুবৃহৎ,
তেজে ও বিদ্যুতে ভরা জনে জনে বিশাল জগৎ ?
এত শক্তি, এত তেজ আলো,
না জানি তাহারা
তোমার সাহারা-গায় বিন্দু বিন্দু বারি-প্রায়
কোথায় মিলালো ?
শত সূর্য্য নাকি
তব মহারণ্যপুরে
দূরে দূরে হয়েছে জোনাকি ?
তাই ভাবি আমি,—
আলোরে ক'রেছে ক্ষুদ্র আলোকের স্বামী ;
তোমা-'পরে তাঁর
নাই—কোন অধিকার !
আঁখি-তারা হ'তে
গগন-তারার পথে পথে
নিত্য-অনুভূত তব প্রসারিত বিরাট বিস্তার !
নিদ্রিতা-জননী-বক্ষে সুপ্তোত্থিত শিশু
খেলা করে ল'য়ে কণ্ঠহার ;—
কোন্ মহাশিশু ক্রীড়াসুখে,
তব বুকে
ঘুরাইছে জ্যোতির্ম্মালা বিশ্বশৃঙ্খলার !
অন্ধকার, মহা অন্ধকার !

অন্ধকার, মোর অন্ধকার !
অসীম মানসাকাশে মম
জনম জনম
কোটী কোটী বৃহৎ আলার
জ্বলে যে নক্ষত্ররাজি, ক্ষুদ্র হ'য়ে বিস্মৃতির পার,
তা'রি 'পরে তব

দাও টানি কৃষ্ণ যবনিকা!
লভুক্ নির্ব্বাণ শেষ রশ্মি-শিখা।
দাও সমাপন-শান্তি, দাও স্বপ্তি মহাসান্ত্বনায়।
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধহীন
রসেভরা তোমার পাথারে
হউক বিলীন
সত্তা মোর, মোর অহঙ্কার।
অন্ধকার, চির-অন্ধকার!

লোহার ব্যথা

ও ভাই কর্ম্মকার,—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম্ম আর?
কোন্ ভোরে সেই ধোরেছ হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হ'ল,
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোল' গো যন্ত্র তোল'।
ঠকা ঠাই ঠাই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আল্‌গোছে ছেনি চুমে।
দেখগো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;
ক্লান্ত নিখিল, করগো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।

রাত্রি দু'পরে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে,
ভাঙিলে গড়িলে সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা ক'রে;
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবিসম,
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ,
খণ্ড হ'তে কভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।
ঘন ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে আপনা চিনিতে নারি,
স্থির হ'য়ে যাই ভাবিবারে যাই, পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।

আগুনের তাপে শাঁড়াশির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্ব্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক্ না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ ?
তোমার হস্তে ইস্পাত হ'য়ে সহি' শান, পান, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর ?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিন রাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরি নেহাই হাতুড়ি ভাই হ'য়ে ভাইএ পেটে।

ও ভাই কর্ম্মকার।
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্ম্মভার,—
কহ গো বন্ধু কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি ?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি ?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি।
কি কহিছ ভাই, আমি হ'ব তুমি এই প্রেম সহি যদি ?
পিটনের গুণে লোহা কবে হায় পায় কামারের গদি !

ভক্তির ভারে

বন্ধু,
বহুকাল পরে এসেছি দুয়ারে পরমভক্তবৎ,
ত্রিসন্ধ্যা জপি গায়ত্রী আর নাকে কানে দিই খৎ।
ফোঁটা মালা শিখা ত্রিপুণ্ড্র-রেখা মাদুলি ও রুদ্রাক্ষ,
তুলসীর ফুল, কুশ-কাশমূল, এরা দিবে তার সাক্ষ্য।
তোমার নিন্দা করিয়া যেদিন মুখে উঠে তাজা রক্ত,—
শপথ করিয়া সেদিন বন্ধু হ'য়েছি তোমার ভক্ত।
সিঁদুরমাখানো পাথর দেখিলে তখনই নোয়াই ঘাড়,
পায়ে ধরে' সাধি শীতলার বাধী বিরূপাক্ষের ষাঁড়।

প্রাণপণে অবিরাম
জপি,—হনুমান, মুস্কিল্‌আসান, শিব শনি কালী রাম।

মিটায়েছ তার সাধ—
জলে বাস করে' যে মূঢ় করিল কুমীরের সাথে বাদ।
তোমার উপরে সিধে সত্যেরে গর্ব্বে যে দিল ঠাঁই,
ভিতরের যত চাপা পচা ক্ষত বাহিরে দেখাল তাই।
সৃষ্টির পচা ঝুনা নারিকেল যে-জনা দেখিল নাড়ি',
হাটের মাঝারে স্পর্দ্ধা করিয়া যে-জন ভাঙিল হাঁড়ি;
তোমার বিধান,—অঙ্কুশ-'পরে হানি ঘন অঙ্কুশ
মত্তহস্তীসম সে চিত্তে করিয়াছে কাপুরুষ।
আজি দুর্ব্বল অক্ষম আমি ভয়-সংশয়-যুত,
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু? হ'ল কি মনঃপূত?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের 'পরে হানিছ রুদ্র রোষ,
ঘাড়ে ধোরে মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ!

নব নব তব অত্যাচারের মানিনিক বে-আইন,
বাহির হইতে অন্তরে তাই করেছ অন্তরীণ্‌।
বাহিরের হাসি বাহিরের আলো চলে বিপরীত মুখে,
ভুলেও স্থায় না সান্ত্বনাকণা থ্যাঁৎলানো এই বুকে।
নিবাইলে সব আলো,
নির্জ্জন পুরী, অন্তর ভরি কল্লোলি' আসে কালো।
শ্মশানের খাটে বাঁধা কাটে চির-অনিদ্র আঁধারাত,
আচম্‌কা পিঠে শুড়্‌শুড়ি স্থায় মৃত্যুর হিম হাত।
মনে মনে যদি দৃঢ় করে' বাঁধি মনটারে যথাসাধ্য,
বেজে উঠে ঘন ভরিয়া শ্রবণ বক্ষে বলির বাদ্য।
আঁধারের স্রোতে ফেণার মতন থেকে থেকে আসে ভাসি
বিদ্রূপভরা সুহৃদ-কণ্ঠে ওপারের কালো হাসি।
তবু মাঝে মাঝে হাসি পায় তব হেরিয়া রসজ্ঞান,
'ঘুমিওপ্যাথি'র আবিষ্কর্ত্তা!—অনিদ্রা-ম্রিয়মাণ॥

চার হাত খাড়া মানুষে ভরিয়া সাড়ে তিন হাত ঘরে
কৌতুক দেখ কেমনে নিয়ত মাথা ঠুকে ঠুকে মরে।
প্রেমমন্দিরে তাহারই বিপদ—যে-জন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়াভাঙা যত কোলকুঁজো ঘাড়-গুঁজোদেরই মজা।
নমি জুড়ি' করপুট,—
হে রসিক, তব চরম সৃষ্টি ঘোড়া পিটাইয়া উট।

আমি তাই হ'তে চাই,—
তব নিদারুণ প্রেমিক, বারেক নিষ্কৃতি যদি পাই।
সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণামে হইব অষ্টাবক্র,
বুকের দুগ্ধপিয়াসা মিটাবে তোমার চরণ-তক্র।
ভক্ত হবার সকল রকম সাধিতেছি কসরৎ,
দোহাই বন্ধু, আঘাতের ফাঁকে দাও কিছু ফুরসৎ।
অসহ্য এই নিজ অন্তরে নিজের নির্ব্বাসন,
ঘুমের আশায় অসীম রাত্রি একাকী এ জাগরণ!
অসহ্য এই বিস্মৃতি-আশে নিয়ত স্মৃতির জ্বালা,—
বুকের উপর হারানো মুখের জপের মুণ্ডমালা।

চাবুক

চাবুকের চোটে যখনই বন্ধু, পিঠে ফুটে উঠে রক্ত,
কোন সংশয় থাকে না যে আমি তোমারই পরমভক্ত।
দারুণ দুঃসময়,—
অশ্রুর আড়ে তোমার উপরে প্রেম-সঞ্চারই হয়।
অসংখ্য কাজে ব্যস্ত যে তুমি ;—চাবুক রাখিলে তুলি
কি জানি কোথায় হারাইয়া যায় নাম জপিবার ঝুলি।
এই সবিরাম-ভক্তপক্ষে,—অতএব সিদ্ধান্ত,—
চাই, অবিরাম-ভক্ত হইতে, চাবুক অবিশ্রান্ত।

চলুক চাবুক চলুক চাবুক, জলুক পিঠের ত্বক্ ;—
কবি হ'তাম ত আজই রচিতাম শুভ চাবুকাষ্টক।

দেবতা আছে কি না আছে সে কথা জানা নেই কারো ঠিক,
চাবুক-মহিমা না মানে যে-জনা সেই হ'ল নাস্তিক।
নব চাবুকের প্রেম,—
বিদ্যুৎ হেন তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, নমনীয়, মোলায়েম্।
অদৃষ্টহাতে পশ্চাৎ হ'তে পড়িছে তীব্র কশা,
করিছে পৃথক যত বদ্ ত্বক্-রক্ত-মাংস-বসা।
হতাশ হয়ো না পিঠের বাহিরে দেখিয়া রক্তারক্তি,
হৃদয়ের মূলে বাড়িছে গোকুলে অহেতুকী পরাভক্তি!

আঁখি না মেলেই যে ভাগ্যবান পড়ে আলোকের প্রেমে,
তার জগৎ ত স্বপ্নচিত্র বাঁধানো ঘুমের ফ্রেমে।
মোর মত হতভাগা চিরজাগা, শতে নিরানব্বই ;
তাদের তরাতে চাব্‌কানো ছাড়া অন্য উপায় কই?
সোনা পায় উদ্ধার,—
শিখায় চাবুকে জ্বলিয়া পুড়িয়া গড়িয়া অলঙ্কার।
ফুলের বরাত খুলে,—
মাল্যরচনে বেছে বেছে তুলে চড়ালে সূচীর শূলে।
বেঁচে যায় চন্দন,—
ক্ষয়রোগ বরি তিলে তিলে মরি রচি পরপ্রসাধন।
দেখিয়া শুনিয়া মনে প্রায় আর নাই কোন সংশয়,—
চাবুকসূত্রে তোমায় আমায় হবে গূঢ় পরিচয়।
বাণে বাণে কার কাটা মাথা কবে লভিল পিতার কোল ;—
চাবুকে চাবুকে পরম চরমে চলেছি, মিটিছে গোল!

দুখবাদী

তা'রই পরে তব কোপ গো বন্ধু, তা'রই পরে তব কোপ,
যে-জন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ্।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল।
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্য্যে 'ভবি' ভুলিবার নয় ;
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।
অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা তীরে বসে' গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বহু মান।
দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায় ?
বজ্রে যে-জনা মরে,
নবঘন শ্যাম শোভার তারিফ্ সে বংশে কেবা করে ?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,—
মলয়ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে।
ফাল্গুনে হেরি নবকিশলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ-পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী!

এই বিশ্বের ব্যবসায় লাভ বন্ধু তুমি ত জান',
একা বসে' যবে রাতের খাতায় দুঃখের জের টানো।
জমাখরচের কৈফ্যৎ কেটে বাকী যে ফাজিল কত,
বাহিরে 'বিজ্ঞাপনে' যাই বল,—অন্তরে বুঝিছ ত!

বজায় থাকিতে খ্যাতি,—
সহসা জ্বালাবে কোন্ সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল বাতি!
সুখে মোড়া দুখে ভরা কতবড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন্ মাকাল ফল।
সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো বোলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা?
মায়াবিনী নয়ে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।
চটক বা চখা কি জানে প্রেমের? বকে কি শিখাবে ধর্ম্ম?
সহজ-স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবন-মর্ম্ম!
অরণ্যতরু জপিছে অন্ধঠেলাঠেলি অবিরাম,
কুসুম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়তঃ কি আরাম!
বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আন্‌মনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধোরে রঙিন্ বারাঙ্গনা।
খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য,
ষড়ঋতু-ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হ'তে মাৎসর্য্য।
ছলে বলে কলে দুর্ব্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া ত চমৎকার!

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া র'য়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী।
তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি?
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি!
সৃষ্টির সুখে মহাখুসি যারা, তারা নর নহে জড়;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ !

সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জ্বলে,
তোমার হাতের সখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে ।

প্রাপ্তি-স্বীকার

সহস্রকোটী প্রণাম-অন্তে নিবেদন শ্রীশ্রীপদে,
মোর শিরোনামে প্রেরিত বিনামা পৌঁছেছে নিরাপদে ।
এবারের দান হ'য়েছে গো প্রভু বড়ই মনঃপূত,
যেমন বেহায়া ঘাঁটাপড়া পিঠ, তেম্‌নি মোলাম্ জুতো ।
তাহে বন্ধুর হাতের ছন্দে উত্তম-মধ্যম ;—
এ দীন অধীন অধমে তোমার এখনও কত না দম !

তর্কে হারিয়া বুঝিতেছি নিট্—এ জীবন সুখে ভরা,
চৈত্র খরায় ভাগীরথী-বুক ভরে যেন বালুচরা ।
কাঁদনের স্রোত বালির বাঁধনে পদে পদে বাধা পেয়ে,
নৃত্য-নূপুর নিক্বণি চলে রুমু রুমু গান গেয়ে ।
কভু আনন্দভরে,
অন্তঃশীলা অশ্রু প্রবাহ ধূ ধূ ধূ সুখের চরে ।

এবার বুঝিনু খুবই,
যত মার খাও—চেঁচিয়ে কান্না বেরসিকী বেয়াদ্‌বী ।
মার-রহস্য তাঁরি রসিকতা, খাঁটি ভগবদ্গীতা,
শত্রুর হাতে মিছরির ছুরি বেত্রহস্তে মিতা !
মোটের উপর জগৎ যখন সুখে হেসে কুটোকুটি,
দুখবাদী বৈরাগী-আহ্বানে কে আর আসিবে ছুটি ?

যাক্ সে আঁজিয়া নীরব শিশিরে অশ্রুর আলিপনা,
মরণ-উষায় অরুণ আসিয়া বানাবে হাসির কণা।

নেই নেই নেই সর্পের বিষ, নেই নেই দুখ নেই,
সুখ্, সুখ্, সুখ্, দাওগো চুমুক সুখের পেয়ালাতেই।
যদি পাও দুখ আবার চুমুক দাও পেয়ালার মুখে,
মোর সুখতরে লাখো আঙুরের ভাঙা বুক থাক্ সুখে।
আমি কবি মোর ছয়জনা সাকী পেয়ালা ভরিতে বৃত,
যা হোক্ বিশ্বে,—আমার সুখ ত বামকরতলগত!
একটু আধটু যা দুঃখ আছে, ধোরো না সে সব খেই,
বল—নেই নেই সর্পের বিষ, নেই নেই দুখ নেই।

পরিশেষে প্রভু প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি আর বার,
বন্ধুর করে তোমার প্রেরিত জুতার প্র-উপ-হার।
সবিনয় নিবেদন,—
মাঝে মাঝে পিঠে মেরে ভুলাইও বক্ষের কি বেদন!

কাণ্ডারী

যত শৌখীন জীবন-তরীর তুমি চির-কাণ্ডারী;—
পারিবে বন্ধু, চালাতে কি মোর জীবন-গরুর-গাড়ী?
আমার পন্থা নহে মসৃণ, পিচ্ছল জলপথ;
পগার ডাগার ভাঙন ভাঙিয়া চলে এ পুষ্পরথ।
উঠে না এখানে কভু সুবাতাস, কভু বা ঝড়ের দোল,
ফুটে না এখানে কুলু কুলু গীতি, কলকল্লোল রোল।
দাঁড়ের আঘাতে আড়ে তাল রেখে দাঁড়ীরা গাহে না সারি,
ভরা উড়োপালে ক'সে-ধরা হালে তুফানে জমে না পাড়ি।
খেলে না হেথায় জোয়ার কি ভাঁটা, ঘূর্ণা, বন্যা, ঢেউ;
শাঁনঘাটে ঘট ভরিবার ছলে দোলায় না এয়ে কেউ।

তরঙ্গচূড়ে রঙ্গে নাচিয়া ঘুরিয়া ঝঞ্ঝা-সাথে,
লভে না শীতল সুনীল মরণ কালবৈশাখী রাতে।

এ মম গরুর গাড়ী,—
এঁটে বাঁধা টুটা পাঁজরা বন্ধু, ভাড়াটিয়া ভারে ভারী।
আমার মতন কত মহাজন যে পথে হইল গত,
ব্যথাভারে আঁকি' চক্রনেমিতে দীর্ঘ গভীর ক্ষত।
সে অনাদি নিক্ ঠিক রেখে রেখে এ গাড়ী চালাতে হবে,
সহিয়া সঘন ঝাঁকানি, চাকার করুণ আর্ত্তরবে।
হালের ঈষৎ ইঙ্গিত পেলে ফিরে তরণীর মুখ,
সে সব বালাই কিছু ইথে নাই, নাই কোন ভুলচুক্।
নাই ঝড় জল বর্ষা বাদল, ধূপ, ছায়া, রাত, দিন ;—
পুরাতন পথে সনাতন যান চলিবে বিরামহীন।
তুমি শুধু ভাই জোঁয়াল চাপিয়া নিমীলিত আঁখে বসি' ;
ঝিমাতে ঝিমাতে দক্ষিণে বামে পাচন চালাবে কসি।

গরুর গাড়ীর গরু এ বন্ধু, বোঝাই গাড়ীর গরু ;—
এদের চালাতে লাগিবে না ভাই শিঙা বেণু ডম্বরু।
হাতের গোড়ায় যে কচা মিলিবে পথের পাশের বনে,
তারি ঘায় ঘায় যাবে ঠায় ঠায় পরম তুষ্ট মনে।
কভু ওলা কভু দাবা হবে গাড়ী কখনো চলিবে বেঁকে,
চিহ্নিত পথে অবিচ্ছিন্ন চলার বেদনা এঁকে।
নূতন ভাঙনে সনাতন পথ গেছে বা কোথাও ফাটি',
মাঝে মাঝে নিক্ এমন গভীর বুকে ঠেকে যাবে মাটি।
তথাপি বন্ধু, হতাশ হ'য়ো না, গরুর গাড়ীর গরু
জাওর কাটিয়া পার হ'তে পারে মরীচিকাহীন মরু।

কাণ্ডারী, কাণ্ডারী!
নিরুপায়, তাই সঁপি তব হাতে এ মোর গরুর গাড়ী।

জানা আছে তব কালবোশেখীতে হাল ধোরে ঢেউএ দোলা,
জান কি বন্ধু! কাঁধে চাকা-মেরে দকে-পড়া গাড়ী তোলা ?
তরী বাওয়া আর গাড়ী খেদান'য় অনেক তফাৎ ভাই,
এর বাড়া আর গৌরবহারা হীন কাজ কিছু নাই।
যা থাক্ আমার বরাতে বন্ধু
করিব না অপমান,—
চিরদিবসের কাণ্ডারী ধোরে
করে' দিয়ে গাড়োয়ান।

নবপন্থা

সহসা আজিকে মিলেছে বন্ধু, বহুকাল পথ চলি',
পৌছিতে যশসৌধ-দেউড়ি অতিশয় সিধে গলি।
সংস্কারহীন যদিও মলিন সঙ্কীর্ণ এ পথ,
দৃশ্যে গন্ধে আন্ পান্থের খোয়া যায় ইজ্জৎ,—
তবুও বন্ধু নবাবিষ্কৃত এ গলি এমনই সিধা,
মোর মত যশোলিপ্সুর তাহে পশিবারে নাহি দ্বিধা।

পথটা হচ্ছে এই ;—
গলা ছেড়ে সুধু তোমারে বন্ধু বেপরোয়া গালি দেই।
অল্প দিনের পরীক্ষা হ'তে লভেছি এমনই ফল,
এই পন্থায় জন্মেছে মোর আস্থা অচঞ্চল।
বন্ধুগো তব হেন সুশাসন, যখনই তোমায় দুষি,
জিভ্ কেটে কানে হাত দ্যায় বটে, মনে মনে সব খুসি
তাই বুঝিয়াছি সহজ উপায়, যশ তার করতলে,
বিশ্বের মুখে মৌন যে দুখ বুক ঠুকে যেবা বলে।
স্থির করিয়াছি মনে,
সৃষ্টিবিচারে স্রষ্টামহিমা প্রচারিব ত্রিভুবনে।

যোগাড় করিয়া খোল করতাল সঙ্গী দু' একজন,
পথে পথে গেয়ে বেড়াব তোমার বদ্‌নামকীর্ত্তন।
প্রথম প্রথম ভীরু ও ভক্ত হবে বটে কিছু রুষ্ট ;
হয়ত বেজায় বেগ পেতে হবে এ দল করিতে পুষ্ট।
কিন্তু এ কথা জানি,
হেন সমাদরই লভে যুগে যুগে মহাপুরুষের বাণী!
কালে সব দিক হ'য়ে যাবে ঠিক, বুঝেছি প্রাণের প্রাণে
আবাল বৃদ্ধ হইবে মত্ত বদ্‌নামামৃত-পানে!

মধুর এ বদ্‌নাম ;
দাবদগ্ধের স্নিগ্ধ প্রলেপ, অবিরাম ঝরে ঘাম।
নামমাহাত্ম্য দু'আনা সত্য—তাই সকলের জানা ;
কিন্তু বন্ধু বদ্‌নাম তব সত্য চৌদ্দ আনা।
নামকীর্ত্তনে স্বেদ পুলক ত বাহিরের ত্বকে জাগে,
বদ্‌নামসংকীর্ত্তনে ভাই হাড়ে যে বাতাস লাগে।
বন্ধু এ কার পাপ ?
এত দোষ, ত্রুটি, এত অন্যায়, এত যে দুঃখ তাপ!
গগনে গগনে জীবনে জীবনে জ্বলিতেছে যত জ্বালা,
গাঁথা হয় কোন্ দিগ্‌বিজয়ীর নিষ্ঠুর জয়মালা।
দোষী নহ যদি কহ গো বন্ধু, দেখাও না কেন মুখ ?
নির্দ্দোষী চির লুকায়ে বেড়ায় এ ত বড় কৌতুক!

ভক্তেরা কহে আস যুগে যুগে প্রচারিতে নিজ নাম,
হায় গো বন্ধু, কিবা হ'তে পারে এর বাড়া বদ্‌নাম ?
এমন স্রষ্টা, এমনই সৃষ্টি, হেন তার কৌশল,
এ যুগে ও যুগে এবেলা ওবেলা বিগ্‌ড়িয়া যায় কল!
নিজে এসে এসে ছদ্মবেশে যে ঠুকে ঠেকে দাও জোড় ;—
দুদিন না যেতে 'ঢিল' হ'য়ে যায় হেন বিদ্যার দৌড়!
বার বার নিজ অক্ষমতায় আপনি লজ্জা মানি,
কল্পে কল্পে ভেঙ্গে গুঁড়ো কর সাধের সৃষ্টিখানি।

বন্ধু গো, তুমি আর যাই হও, শিশু কি পাগল নহ ;
মনের মতন গড়িতে পারিলে কেবা তারে ভাঙে কহ ?
যা কিছু গড়েছ যা কিছু করেছ দশ দিকে দু'শো দোষ,—
তাই তব প্রাণে জাগে বিফলের অসীম অসন্তোষ।
এক ভুল হ'তে নিষ্কৃতি পেতে করে' ফেল আর ভুল,
ভ্রম হ'তে ভ্রমে এ মৃগতৃষাই জগৎ-গতির মূল।
এ নহে সৃজন-আনন্দ-লীলা, বিবর্ত্তনের ধারা,—
পাথরের বুকে যে ভুল ভুলিলে বুকের পাথরে সারা!
হৃদয়ে হৃদয়ে থাক যদি সখা জান ত হৃদয়-ব্যথা ;
হৃদয় লইয়া শিক্ষানবিশী—কতটা নিষ্ঠুরতা!
এ ব্রহ্মাণ্ডে নিজ ব্রহ্মেরই লাগেনি কি ভাই ধোঁকা ?
আপন ভুলের জটিল গুটিতে অদৃশ্ঠ গুটি-পোকা।
বাঁচাইতে গেলে পোকার জীবন, থাকে না গুটির দাম ;
গুটি যদি গোটা পেতে চাই তবে লুপ্ত পোকার নাম।

বন্ধু, বন্ধু গো!
ভাল চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশি নাহি ত সন্দেহ।
আরও ভাল গড়া সম্ভব কিনা নহে আজ সে বিচার,
না যদি পারিবে, গড়িতে বন্ধু কিবা ছিল অধিকার ?
যাহা কিছু পাইলাম,
তাই নিয়ে যদি মূঢ়ের মতন নেচে নেচে গাহি নাম,
তবে তোমা হ'তে, সত্য হইতে, দূরে সরে' যাব ভাই,
মিথ্যা নামের বদলে সত্য বদনাম তাই গাই।
তিক্ত সত্যে চটে' যান যদি ভক্তের ভগবান,
মোরে ছেড়ে তিনি বাকী সাধুদের করুন পরিত্রাণ।
আমি রয়ে' গেনু বিনাশের আশে দুষ্কৃতদের দলে,
দেখিব বন্ধু, মড়ার উপরে কত খাঁড়ার ঘা চলে।

ভাড়াটিয়া বাড়ী

ওগো ভাড়াটিয়া বাড়ী !
সে দিন যাহারা এসেছিল ভাড়া, আজই গেল তারা ছাড়ি ?
বৃথা হল যত রং-চুন-কাম, ঝাড়পোঁচ, ঘষামাজা,
ভাঙা খসা ফুটা মেরামতে ঢাকি নবযৌবনে সাজা।
মিছা ফোটে ফুল, পাতার বাহার সদর আঙিনা ভরি',
বন্ধদুয়ার অন্দরপথে শেফালি পড়িছে ঝরি'।
অদীপ সন্ধ্যা মিলাইয়া যায় রজনী-অন্ধকারে,
মিছে ফুটে উঠে নিশার স্বপন রজনীগন্ধা-ঝাড়ে।

সে দিনও হেরিনু উদ্দাম তুমি জীবনের উৎসবে,
কৈশোরলীলা, যৌবন রস, শৈশব কলরবে।
উদার তোমার ভরা হৃদয়ের সকল দুয়ার খোলা,
শুভ্র স্বচ্ছ পর্দার বুকে লাগে দখিণার দোলা।
বাঁকা খিলানের আঁকা ভ্রূর নীচে চকিত-চাহনি-প্রায়
খোলা বাতায়নে চপল চরণে তরুণীরা আসে যায়।
গভীর নিশীথে উজ্জ্বল আলো ঘরে ঘরে নিভে আসে
ঘুমভারে নত নয়নের মত বাঞ্ছিত-বাহুপাশে।
—সহসা আজিকে হেরিনু তোমার একি পরিবর্ত্তন,
অন্ধ আঁখির পিছনে বন্ধ জীবনের স্পন্দন !
হায় গো বন্ধু, তোমার ভাগ্যে হেন দশা চিরদিন,
কভু যৌবনপুলকাঞ্চিত, কখনো জীবন-হীন।
কত এল গেল, জাগিল ঘুমা'ল কত সুখদুখরোল,
কত হুলুরব শঙ্খধ্বনি, "বল হরি হরি বোল।"
কত ওষ্ঠের চাপাহাসি, কত কণ্ঠের ক্রন্দন,
মর্ম্মচ্ছেদন কত বিচ্ছেদ, কত ভুজ-বন্ধন,—
গাঁথা হ'য়ে গেছে বন্ধু গো তব গাঁথনির স্তরে স্তরে,
তারই চাড়ে চাড়ে ধরিয়াছে ফাট্, বালি চুন খসে' পড়ে।

ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা হ'য়েছ ভাড়াটের সুখে দুখে,
উপরে এখনও রংতালি তবু দাও ভাই কোন মুখে ?

তোমারও বন্ধু দেখিতেছি প্রায় আমারি মতন হারা,
হাড়ে যত লাগে মরণের ঘুণ, বাড়ে চামড়ার মাঁয়া !
জর্জ্জর বুক ভেরে আসে যত ভাড়াটে স্মৃতির ভারে,
অনাগত নব ভাড়াটের আশে জাগে সে অন্ধকারে।
চিরকাল বুঝি চাহিব বন্ধু ভাড়াটের আনাগোনা ?
এক সাথে হবে সমাধি মোদের বাসুকী নাড়িলে ফণা !

জীবন ও মৃত্যু

জীবনতত্ত্ব যত ভাবি মোরা নহে তত বেশী কুট ;—
জীবনের মানে,—মরণ-তাড়নে উঠে' পড়ে' শুধু ছুট।
বেদ-বেদান্ত, দাঙ্গা-হ্যাসাৎ, দান, ধ্যান, খুন, চুরি,
প্রেম-কাম-ক্ষুধা ঘুম-জাগরণ শোওয়া-বসা হামাগুড়ি,—
ইত্যাদি যত জীবন-ব্যাপার সব মূলে একই ব্যথা,—
মৃত্যু-ভয়ের কারণসূত্রে জীবনের মালা গাঁথা।
সূত্র যেমনি টুটে ;—
ধূলায় ছড়ানো মালার টুক্‌রো, পাঁচভূতে লয় লুটে'।

আলোকের এই নেপথ্য হ'তে আঁধার-মঞ্চে নামি'
সে রাতে সহসা মহা অভিনয়ে পাছে যায় কেহ থামি',
প্রতিরাতে তাই নিদ্রার ছলে ঘর্ ঘর্ সাঁই সাঁই
ভুবন ভরিয়া চলে জীবনের মৃত্যুর আখ্‌ড়াই।
তবু নাহি টুটে ভয়,—
অজানার সাথে চোখোচোখি হ'লে না জানি কেমনই হয় !

কল্পনাতীত সেই কাল-রূপ, যুগ যুগ মাথা খুঁড়ি,
কবিও পায়নি ভাবে কি ছন্দে মৃত্যুর কোন জুড়ি।
তবু মৃত্যুরে আত্মীয় করে' রচে' যায় তারা গান,—
রাতে ভূতভীত পান্থ যেমন প্রান্তরে ধরে তান।
ধ্যানের জ্ঞানের ওপার হইতে বিফল ফিরিল যারা,
নিয়ত বিকট ওঁ, হ্রীং ফট্ প্রলাপ বকিছে তারা।
মরণাতঙ্ক রোগে,—
কি হবে গুণীর মিছে ঝাড় ফুঁকে কবির মুষ্টিযোগে?

তড়িৎ যেমন মেঘে সঞ্চিত বেদনার শিহরণ,
আলোক যেমন অন্ধ ব্যোমের হাহাকার-কম্পন,
মিলন যেমন বিরহের ভয়ে মুখে মুখ বুকে বুক,
জীবন তেমনি মরণের ভয়ে হৃদয়ের ধুক্ ধুক্।
যত খুলে যাক পাক,—
মরণেরই দমে জীবনের ঘড়ি টিক্ টাক্ ঠিক্ ঠাক্।

আত্মা সহসা আত্মস্বপ্নে কালভয়ে হয় ভীত;
তখনি লভিয়া উদ্দামগতি হয় সে জীবনান্বিত।
সে ভয় যেমন ছুটে,
মরণপ্রবাহতাড়িত জীবনবিম্ব অমনি টুটে।
নিজেরে ছলিতে বাহাদুরি নিতে মিথ্যা বোলো না ভাই,
মরণের আগে মরণের ভয় কারো কভু কাটে নাই।

কবির কাব্য

সন্দেহ হয় পেয়েছ বন্ধু, কবির কু-অভ্যাস,—
যত দুখ পাও মিঠে সুরে গাও দুঃখেরি ইতিহাস
কবির সে দুখগান,
শুনি দুটি কানে যিনি প্রাণে প্রাণে যত বেশী সুখ পান।

তিনি ভক্ত অনুরক্ত রসিক ভক্ত সমেজ্দার।
কবির বুকের দুখের কাব্য ভক্তে চমৎকার।
মেঘে মেঘে বাজে গুরু ক্রন্দন,—বনে বনে শিখী নাচে;
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখিজল,—তৃষিত চাতক বাঁচে।
জালিয়া জ্যোৎস্না-মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে,
পিয়াসী চকোর তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে।
মূক কাননের মনের আগুন ফুটিলে ফাগুন-ফুলে,
দিকে দিকে দিকে রসিক ভ্রমর স্তবগুঞ্জন তুলে।
মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে নদী পথে কেঁদে যায়,
নিরুপায় জেনে প্রতি তটতৃণে আঁকড়ি ধরিতে চায়।
যত বেলা উঠে তপনের ফুটে বহিরন্তরদাহ,
সোহাগী কমল ডুবাইয়া গলা কহে—বঁধু ফিরে চাহ।
দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে,
ছেঁড়া মেঘে পাতি' মৃত্যুশয়ন রক্ত বমন করে,
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান;
রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান।
সেই রাত্রির তারায় তারায় জলে অসংখ্য জ্বালা,
আঁধার আঁচলে নিশার অশ্রু উষার শিশির-মালা।

এমনি বন্ধু ভুবনে ভুবনে চলিতেছে লুকোচুরি,
অন্তর-তারে ব্যথার কাঁপন সুরের মোড়কে মুড়ি'।
প্রকাশিতে নয়,—করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা?
তথাপি বন্ধু নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ-হৃদয়-রক্ত মাখা।
চোখে চোখে ঝরে কার যে অশ্রু বুঝেও বুঝিনে কেউ,
বুকে বুকে ভাঙে কোন্ সে অতল বুকের দুখের ঢেউ?
কণ্ঠে কণ্ঠে কে কণ্ঠহীন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে!
মরণে মরণে তিল তিল করি কোন্ মহাপ্রাণ টুটে?

আছে গো আছেও সুখ ;—
খদ্যোত বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ।
মাঝে মাঝে মৃগতৃষ্ণিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা !
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারায় দিশা।
বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুণি'
আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।

সাদা ও কালো

মনে বুঝে দেখ' ঠিক,—
কালোয় করিবে সাদার পূজা যে এ তো খুবই স্বাভাবিক।
সৃষ্টির মূল,—অসীম কালোর সাদা হইবার আশা ;
অন্ধকারের মূক কালো মুখে ফুটাতে আলোর ভাষা।
শ্যামল বনের মনের কামনা সাদা ফুলে ফুলে দোলে,
আঁধার মায়ের বুকের বাসনা—সাদা চাঁদ পেতে কোলে।
তড়িৎ-কামনা চমকে নিয়ত কালো জলদের চিতে ;
কালো যে কেবল সাদা হ'তে চায়—এ প্রমাণ চারিভিতে।

ঠিক ভেবে দেখ ভাই,—
নিজের চামড়া যেমনই হউক জুড়িটিরে সাদা চাই।
অপর পক্ষে শৈশব হ'তে চেষ্টার নাই ক্রটি—
কালিদাসীদেরও যাহে জনে জনে সাদা শিব যায় জুটি'।
কৃষ্ণ জীবের দেব দেবী শ্বেত, দেবতার দেবও সাদা ;
কালের শ্রেষ্ঠ স্বয়ং কৃষ্ণ ভজিয়াছিলেন রাধা।
কাব্যে জীবনে যে দিকে চাহিবে—সাদাই শ্রেষ্ঠ ভাই ;
কালো চায় সাদা, সাদা চায় সাদা, কালোয় কেহই নাই।

কালো চিরদিন মাখে পাউডার, সাদা কবে ভুষো মাখে ?
কালো কত ছলে শুধু সাদা চায়, সাদা ত চায় না তাকে।

যদি বা কখনো চায়,—
নিজের সাদামি ফুটাতে,—সোনার নিকষ-প্রীতির প্রায়।
তাই আঁখি-তারা কালো,—
বিশ্বশুদ্ধ হয়েক সাদার কষ্ ধরে যাতে ভালো।
নিজে ভগবান শুধিতে সরযূ-যমুনা-তটের ত্রুটি,—
গঙ্গার তীরে উঠিলেন ফিরে গৌর-রূপেতে ফুটি।
জীবের জীবন প্রাতে,
অস্থি-মজ্জা-গত হ'ল সাদা মাতৃ-দুগ্ধ-সাথে।
সাদা কালো শুধু উপরে তফাৎ এ কথা বিষম ভুল।
খুঁড়িলে দেখিবে, গভীর, কালোর সাদাপ্রিয়তার মূল।

তাই বুঝিয়াছে প্রাণ,—
ছলনা মাত্র,—শ্বেত-বিরুদ্ধে কৃষ্ণের অভিমান।
মন যারে মানে রম্য কাম্য, তার 'পরে সাজে রাগ?
সাদা যদি হাসে, কালোর সাধ্য মনে রাখে কোন দাগ?
কালো জন্মেছে ভালোবাসিবারে, সে তার কপাললেখা।
সুন্দরে হেরে মজিবে যে কালো, জন্মান্তরে শেখা।
সাদা যদি বাঁকে, কালোর পক্ষে হয় চিরসাধাসাধি,
নহে,—অভিমানে অসহযোগেতে ঘোর অহিংসাবাদী।

শ্বেতপ্রীতি ছাড়ি' কালোর পীরিতি, সে রীতি কঠিন ভারি;
তুমি আমি কেন? স্বামীজি বাবাজী ন'ন তাহে অধিকারী।
সে প্রেম বারেক ফুটিল ভাদর-বাদরে বৃন্দাবনে;
সে সাধনে মিলে কচিৎ সিদ্ধি শ্মশানের শবাসনে।
সে কাল কালোর পীরিতিপাথারে না ডুবিল যদি প্রাণ,—
কালো ভালোবাসি বলিয়া কোরো না সত্যের অপমান।

দেশোদ্ধার

বার বার তিনবার,——
এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার।
শোন্‌রে শ্রমিক শোন্‌ ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।

তোদের দুঃখে হায়,——
পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
কোরোনাকো ভাই হীন আশঙ্কা,
এবার নয়মে ঘষিনি লঙ্কা ;
সত্য সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয় তোদেরই চায়।

ওরে চিরপরাধীন!
তোরা না জানিস্ মোরা জানি তোর কি কষ্টে কাটে দিন।
নানা পুঁথি পড়ে' পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তের আনা প্রাণ ;
বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন!

তোরাই যে ভাই দেশ,
তোদের দৈন্য-জন্য মায়ের কঙ্কাল অবশেষ।
মহার্ঘ্য হ'লে বেগুন পালঙ্,
যদিও ভিতরে চটে' হই টং,
তবু তোর সেবা দেশেরই যে সেবা মনে মনে বুঝি বেশ।

ওরে নাবালক চাষা!
আমরা তোদের ভাঙাব নিদ্রা মূক মুখে দিব ভাষা।

শ্রমিক চাষীর দুঃখে ফর্দ্দ
রচিতে ছুটিব লিলুয়া খড়্দ।
গড়িয়া আইন ভাঙি বে-আইন জাগাইল নব আশা!

ওরে ওঠ্ ওঠ্ জেগে,—
তরুণ অরুণ আলোকে জানা ও অজানা ব্যথায় লেগে!
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল,
পাঁচনে খেদায়ে বলদের দল,
প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বেঁধে চল্ বেগে।
জুড়ে দে লাঙল ক'সে;——
ফালের আগায় যত উঁচু নীচু সমভূম্ কর চষে'
মাথা উঁচু করে' আছে ঢ্যালাগুলো,
মইএর চাপনে ক'রে দে'রে ধুলো;
কাঁটার বংশ করুরে ধ্বংস জোএ জোএ বিদে ঘষে'।

ফসল হবেই হবে!
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল ফুঁড়িবি তবে।
আপনার হাতে বুনেছিস্ যা'কে,
টেনে তুলে' বলে ক'য়ে দিবি পাঁকে;
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।

সেই দুর্য্যোগ-উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার;——
সরে' পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা!
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিস্টার!

শরতে বঙ্গভূমি

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি' গেছে খানা ডোবাতে।
পারে না বহিতে লোকে জর-ভার,
পেটে পেটে পিলে ধরে না কো আর;
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে।
এক পাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎ কালের প্রভাতে।

জননী, তোমার ভিক্ষার খাতা
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
রোগে বন্যায় 'ভাণ্ডে ভবানী',
তোমার ভবনে ভবনে!
অবসর আর নাহিকো তোমার
দলে দলে ছুটে ভলন্টীয়ার,
লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত,
পান্ত,—আনিতে লবণে।
জননী, তোমার চির-চাঁদা-খাতা
খুলিয়া রেখেছ ভুবনে!

গুলি' কাদাপাক করেছ বেবাক্
জলাশয় ঘোলা-বরণী।
পচাইয়া পাতা করিয়াছ স্যাঁতা
বন-জঙ্গলা ধরণী।

ঘরে দ্বারে আর ঝোপে ঝাড়ে বনে
বাঁশী বাজে যেন সকরুণ স্বনে,
উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢোকে মুখে নাকে
মশক মশক-ঘরণী।
জলাশয়গুলা করিয়াছ ঘোলা
বনজঙ্গলা ধরণী।

খুলিছে আবার যমের দুয়ার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে;
কুটীরে কুটীরে নব নব ব্যাধি
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা উঠে ক্রন্দন,
ঘরে ঘরে টুটে ভববন্ধন
যমদূতচয় মুঠা মুঠা লয়—
প'ড়ে-পাওয়া প্রাণ কুড়ায়ে।
চলেছে শমন দুধারে তাহার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে।

আয় আয় আয় যে আছ যেথায়—
কাঙালী ও রোগী উঠিয়া,
ভিক্ষার খুদ বাঁটিছে জননী
বার্লি যেতেছে ফুটিয়া।
ওঘর হইতে আয় হামা দিয়ে,
ওবাড়ী হইতে আয় খোঁড়াইয়ে,
কে কাঁদি ক্ষুধায় মায়েরে কাঁদায়,
খুদ কুঁড়া খায় খুঁটিয়া?
ভিক্ষা-অন্ন বাঁটিছে জননী,
আয় তোরা সবে জুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে কণ্টক-মালা,
ব্যথায় কাঁদিছে ভুকরি ;
তালি-মারা মেঘে আকাশআঁচল
ছিন্ন যেন সে ধুকরি।
কেড়েছে কিরীট নিঠুর পীড়নে,
কত না ছলনা হরিতে হিরণে,
কঠিন শিকল-বিকল চরণে
জননী কাঁদিছে ফুকরি।
রোগে বন্ধনে তাপে ক্রন্দনে
নিখিল উঠিছে মুখরি।

গাড়োয়ানের গল্প

তুল্‌লে যখন কথা ঠাকুর, শোন কেন শেষে
ভিটে ছেড়ে গাড়ী চালাই এসে তোমার দেশে।
গঙ্গাপারে মুখুয্যেদের মস্ত জমিদারী,
পা'ক পেয়াদা, জান বোধ হয় মহাল শাসন ভারি!
বাবা আমার হিরু সেখ মোড়ল ছিল গাঁয়ে,
দশ আড়ি ধান নিইছিল ধার অজন্মার দায়ে।
পরের বছর দু'নো হারে ফিরিয়ে দেবে গোলায়;—
এমন সময় ধর্‌ল তাকে মালোয়ারির পালায়।
ডাক্তার দিলে দু-তিন রংএর দামী ওষুধ খাঁটি,
"ভাখ, ধলা ফেল্‌লে বুঝি",—বাপকে দিলাম মাটি।
আমি তখন ছেলে মানুষ, উঠ্‌তি-জোয়ান মোটে,
দুখান লাঙ্গল রেখে দিলাম হিম্মতেরি চোটে।
মাঠের থেকে খেটে খুটে ফিরে' দুপুর রোদে
শুন্‌লাম—মোষ খুলে নিলে জমীদারের লোকে।
ঘেন্না হ'ল মনে, গেলাম খাওয়া দাওয়া ভুলে,
তুচ্ছ দুটো ধানের তরে মোষ নিয়ে যায় খুলে!

বেরিয়ে প'লাম লাঠিগাছি বগলদাবা কোরে,
চ'লে গেলাম বাবুর বাড়ী সিধে রাস্তা ধোরে!
কাছ্‌রী-বাড়ীর উঠানেতে বাঁধা আছে 'কটা';
লাঠির ঘায়ে পিঠ হ'য়েছে এমন গোটা গোটা।
ঠাকুর তোমায় বল্‌ব কি আর চোখে এল জল।
দড়া খুলে বল্‌লাম 'কটা, চ বাপ ঘরে চল্‌—।'
লাঠিগাছটি-বাগিয়ে ধোরে আস্‌চি পিছু পিছু;
কর্ত্তাবাবু দেখলেন, কিন্তু বল্‌লেন নাকো কিছু।
"হ্যাদে, কেলের রকম দেখ্‌চ!"—তার পর ত ঠাকুর,
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছি রাত্রি বোধ হয় দুপুর,
জন আষ্টেক পাইক আমায় হঠাৎ নিলে ধোরে,
সারা রাত্রি রাখ্‌ল একটা ঘরে কয়েদ কোরে।
ভাবলাম আমি—এবার দেখি কর্‌লে অপমান,
গায়ে যদি হাত তোলে ত রাখ্‌ব না এ জান্‌।
সকাল বেলা নিয়ে গেল কর্ত্তা বাবুর আগে,
বল্‌লাম আমি সেলাম কোরে,—ফুস্‌চি তখন রাগে,
'ব্রহ্মস্ব খেইচি যখন, শুধ্‌ব বাপের ঋণ,
আজকে আমায় ভালোয় ভালোয় ছাড়্‌তে হুকুম দিন।
আমার গায়ে হাত তুল্‌তে দেবেন যদি হুকম্‌
আপনি আমি দুটো খুন, আর চারটে হবে জখম্‌!'
কর্ত্তাবাবু বললেন—'ওকে ধর্‌লে কেন ছাই,
মোষ জোড়াটা বেচে নিলেই টাকা যখন পাই!'
মোষ জোড়াটি বেচ্‌তে হ'ল জমিদারের দো'রে
ক্রমে গেল জমিজমা কোথায় কেমন কোরে?
ঘরে শেষে লাগ্‌ল আগুন, পূব্‌ জনমের ফল,
দাদা ঠাকুর! ঘুমিয়ে গেছ? চ' বাপ ধলা চল্‌।

ক্ষণিকের জাগরণ

অবসর যবে পেয়েছি বন্ধু, ক'য়েছি নিজেরি কথা ;
আজ দেহমনে বাজে অকারণে সেরেফ্ পরের ব্যথা।
নিত্য প্রবল নব কোলাহল ঘুমানোই হ'ল দায়,
সব চেয়ে বাধা,—চারিধারে দাদা গরীবের ক্ষুধা পায় !
নিদ্রানাশন অভদ্রতম এ ক্ষুধা ছোঁয়াচে রোগ,
উদরে উদরে ঘুরিয়া করে বা হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ !
তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, ভাল হ'ল মনে গণি,
জেনে নেব এই দেশের ভাগ্যে বৃহস্পতি কি শনি।
হাজার বছুরে পক্ষাঘাতে যে করিছে মৃত্যু ভোগ,
অসাধ্যবোধে বৈদ্য অধুনা চালায় মুষ্টিযোগ ;
মা-মরা যাহার ঘরে,
চিরমায়াময়ী ঘুমপাড়ানিয়া মাসি পিসি নাহি ধরে ;
যাহার আঁধার রাতি
স্বপনে কাটিছে জ্বালায়ে নিভায়ে ক্ষয়িত স্মৃতির বাতি ;
আজি তার সেই অসাড় বাতে যে নূতন কামড় ধরে,
গত সন্ধ্যার মরা রবি গাহে ঘুমভাঙানিয়া স্বরে ;
কমিছে যে মোর 'ঘুমিওপ্যাথির' দাতব্যখানে ভিড়,
'মরা দিদি পুনঃ পাছে পায় দানো'—মাসি ভেবে অস্থির ;
এর অর্থ কি ভাই ?
ভিতরে ভিতরে তোমারি গোপন হাসি যে দেখিতে পাই !

পর-চরকায় তেল দেওয়া ছিল যাদের প্রধান গুণ,
দিনের অন্ন বেহজম বিনা পরচর্চ্চার নুন ;
তারা যে ভাবিছে ফাঁসির কারণ মাসির না কেটে কান
নিজ গৃহদেবে নিজ হাতে দেবে নিজ প্রাণই বলিদান ;
তারা যে বলিছে নিজের চরকা ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ রবে
এমনি ঘোরাবে তোমায় পিছনে জাগিতেই তোমা হবে ;

তারা যে জপিছে নূতন মন্ত্রে নূতন রকম বাঁচা,
হে জগবন্ধু, এবারও কি তারা দেখিবে পুঁইএর মাচা?
নূতন পাগল গায় নব সুর পুরাতন কৌপীনে,
বলে—এস নেমে কঠিনের প্রেমে শত্রুরে ল'ব জিনে'।
শুনে নব বাণী করি কানাকানি, টুটে বুঝি সন্দেহ,
অর্থী ছাড়িল অর্থের পাশ, গৃহী ছেড়ে' চলে গেহ।
ভয়শীল ছাড়ে ভয়;—
আকাশ সিন্ধু ভরিয়া বন্ধু জাগিল তোমারি জয়!
—ঘুরে' যায় চাকা, লাগে ফাঁকা ফাঁকা, জাগিছে অবিশ্বাস,
কুম্ভকর্ণ দিনেক জাগিয়া পুনঃ বুঝি ফিরে পাশ?

মোদের কি বল দোষ?
অহিংসা পেলে অহিংসা করি রাগ পেলে করি রোষ।
এই ভবজ্বালা প্রাণ ঝালাপালা, তবু ত ছাড়িনি বুলি।
নাম জপিবারে কিনেছি এবারে খাঁটি খদ্দুরে ঝুলি।
সময় পেলেই বলি,—সকলেই মহা যুগবাণী শোন—
নিজ চরকায় তেল দাও, নিজ আস্‌কের ফোঁড় গোন।
বোকা বোকা ছেলে চ'লে যাক্ জেলে আমরা বাহিরে আছি,
কাগজে দেখিব এল কিনা দেশ স্বরাজের কাছাকাছি।
সিদ্ধ পুরুষ নেতা ভারতের,—মন্তর যদি ঝাড়ে,
কোন্ ভোরে ঠিক লেগে যাবে ফিক্ যত সাহেবের ঘাড়ে।
কি মজাই ভাই হবে,—
ফিকে আড়ষ্ট রাজা ও রাজ্য, আমরা ঘুমাব সবে।
বন্ধু, হেসো না আর,—
সাধ ক'রে আমি ঘুমাইনে ভাই, পাইনে দুখের পার।
সখ কোরে গালে চুন-কালি ঢালে দন্ত প্রকটি হাসে,
ভায় লাফ তুড়ি স্বায় বাহাদুরি বিশ্বের সার্কাসে;—
তাদের ভঙ্গি দেখাতে সঙ্গী, জাগাইবে সারারাত,
হেন অরসিক জানিলে তোমায় কে লইত তব সাথ?

ডেকে ডেকে কেঁদে ফিরে যায়, ভেঙ্গে যায় যত মহাপ্রাণ!
আপাতঃ-সুবিধা খুঁজে এঁরা, আর হাসে ও চিবায় পান!
কহি তোমা সবিনয়,—
বন্ধ করোগো বন্ধু, তোমার হেন হীন অভিনয়।
এ তব ব্যঙ্গ-ভেরী;
ঘুমাইতে দাও, আসল ভোরের এখনো বহুৎ দেরী!

নাই

(চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে)

নাই, নাই, নাই,—
গৃহে নাই বাটে নাই,
লোক-রাজপাটে নাই,
দিগ্বিজয়-রথে নাই,
জনারণ্য পথে নাই,
রাজসভা-শিরে নাই,
দীনের কুটীরে নাই,
ধর্ম্ম-সংস্থাপনে নাই;
কর্ম্ম-বিপ্লাবনে নাই,
দান-হিমাচলে নাই,
ভিখারীর দলে নাই,
অভিমন্যু-রণে নাই,
কবি-কুঞ্জবনে নাই,
মন্ত্রণামণ্ডপে নাই,
মুক্তি-মন্ত্র-জপে নাই,
ভোগের মশানে নাই,
ত্যাগের শ্মশানে নাই,
মহাত্মার পাশে নাই,

পাপাত্মার ফাঁসে নাই,
বন্ধ কারাগারে নাই,
মুক্ত পারাবারে নাই,
উত্তরে দক্ষিণে নাই,
পূরবে পশ্চিমে নাই,
পুরী দার্জিলিঙ্গে নাই,
সিন্ধু গিরিশৃঙ্গে নাই,
দেশে কি বিদেশে নাই,
ধরিত্রীরও শেষে নাই,
মরুৎএ আকাশে নাই,
যম-ইন্দ্র-বাসে নাই,
সূর্য্য তারা সোমে নাই,
মহাব্যোমে ওম্‌এ নাই,
দেশে নাই, কালে নাই,
দেশের কপালে নাই!
খুঁজিয়া না পেয়ে তাই,
বাঙ্গালী ঘাঁটিছে ছাই,
নাই রে কোথাও নাই,
শব-সাথে সব ছাই,
মিছে যত সান্ত্বনাই।

বাহিরে নাহিরে মুখ, গৃহে গেল গৃহ-সুখ,
বাংলার ফুলে নাহি গন্ধ;
বাগ্মী হারাইল বাণী, গীত-হীনা বীণাপাণি
বাঙ্গালী কবির ছিঁড়ে ছন্দ।
যুগে যুগে কেন আ'স হে চিত্তরঞ্জন!
নিখিলের চিত্ত হরি' বাড়াতে ক্রন্দন!

শৃঙ্খলমোচন

(চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে)

আমরা ঘুমা'তেছিনু, সুশৃঙ্খলে,
যে যাহার কাঁথা মুড়ি দিয়া ;—
সে এল ঝড়ের বেগে, বিশৃঙ্খল,
আপনি কাঁপিয়া কাঁপাইয়া।
বুকের অতল প্রেমে দুই চোখে
জ্বলিতেছে বাড়বাগ্নি-শিখা,
লক্ষ্মীছাড়া ভালে তার দীপিতেছে
তখনো লক্ষ্মীর রাজটীকা !
সবারে ডাকিল পথে, ভক্তি-ভয়ে
উঠিয়া বসিনু শয্যা'পরে ;
লব কি না লব সাথে কাঁথাখানি
সবাই ভাবিনু দ্বিধাভরে।
কাতরে কহিনু ডাকি,—রে উন্মাদ,
কেমনে চলিব পথে মোরা ?
জনে জনে দেখ চাহি কি বাঁধনে
সবাকার পায়ে পায়ে জোড়া !
সে বলে—যেতেই হবে, বাধিয়াছে
মুক্তি-পথে রক্তহীন রণ।
মোরা ভাবি এত জোরে লোহা ধোরে
টানাটানি হবে অকারণ।
একা সে ছিঁড়িতে গেল,—অসহিষ্ণু,——
ঘাটকোটী পায়ের শিকল
সামান্য বিধির গড়া ফুলে ভরা
হৃদ্‌যন্ত্র হইল বিকল।

পাষাণ-প্রতিমা

হিমাদ্রির কোন্ শৃঙ্গ হ'তে কবেকার তুষারঝঞ্ঝায়
পড়িনু খসিয়া
খরস্রোত গিরিদরীজলে ;
কত কাল ঘৃষ্ট পিষ্ট হ'য়ে কোন্ এক বিক্লান্ত সন্ধ্যায়
ঠেকিনু আসিয়া
বনান্তের শালতরু-তলে ?
আজ কিছু নাহি পড়ে মনে ; জাগিলাম প্রথম যেদিন,
চারিদিকে মোর
জ্বলিতেছে লক্ষ দীপ-মালা ;
বাজিতেছে শঙ্খ ঘণ্টা কাংস্য, চক্ষে মোর পলকবিহীন
ধূপধূম-ঘোর,
চরণে চন্দন ফুল ঢালা।
শত বিপ্র বেদমন্ত্রগীতে করিছে বন্দন স্তবপাঠ,
গলবস্ত্রে রাণী
প্রণতি করিছে রাজাসনে,
মোর চেয়ে সুন্দর পাষাণে, গঠিয়াছে মন্দির বিরাট,
পাদপীঠখানি
খচিয়াছে মণিআভরণে।
সেই দিন হ'তে রাত্রিদিন সম্বোধিল দেবতা বলিয়া
লক্ষ নরনারী ;
পাইলাম কত প্রাণ-বলি ।
সেই প্রাণে প্রাণ পেয়ে যেন কে জাগিল পাষাণ ঠেলিয়া,
রক্তে ভরে নাড়ী,
ত্রিনয়নে জ্যোতি উঠে জ্বলি' ।
ছুটে' আসে ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর ব্যথাহত কত না মানব ;
স্মরি' মোর নাম
রাজা সবে ত্যায় অন্নজল।

ভক্তিভয়ে আমারে প্রণমি' অশ্রুজলে করি' মোর স্তব
শান্ততৃপ্ত-কাম
চ'লে যায় ভিখারীর দল।

একদিন ধূসর সন্ধ্যায় ক্ষুধাখিন্না শীর্ণা মহামারী
তীক্ষ্ণ জিহ্বা মেলে'
দেখা দিল দিগন্তের তীরে ;—
দানবীর সে ক্ষুধা মিটাতে দলে দলে মরে নরনারী ;
ঘরদ্বার ফেলে'
এল ছুটে আমার মন্দিরে।
লক্ষ নিরুপায় কণ্ঠ যাচে প্রাণ চাহি' মোর পানে,—
ঊর্দ্ধে কর তুলি'
ভীত সবে দিলাম অভয় ;
মানবের হৃদয় আসিয়া ক'রেছিল দেবতা পাষাণে
তাই প্রাণ খুলি'
বলিলাম নাহি নাহি ভয়।
শিলাময় চারি হস্ত মেলি' সকলেরে লইলাম টানি
করুণায় কাঁপি'
মণিস্নিগ্ধ শিলাময় বুকে ;
জননী জেগেছে প্রাণে পশি' কানে সন্তানের বাণী,
ধরিলাম চাপি'
তীব্রতম স্নেহ-স্পর্শসুখে !
ছাড়িলাম যবে, দেখি চেয়ে—রাজ্য রাজা চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে
শূন্যে গেছে উড়ে'—
আমার সে স্নেহ-আলিঙ্গনে ;—
জাগিয়াছে নিবিড় কানন, নদী কাঁদে, বায়ু আসে ধেয়ে ;
এ শ্মশানপুরে
একা জাগি বটের বেষ্টনে।

বিপদ

(গান)

বিপদে পড়ে' ডাকি, কি ডেকেই মা বিপদে পড়ি!
মাটির টানে আছাড় খাই, কি আছাড় খেয়েই মাটি ধরি!
অদূরে বিপদ হেরে' ডাকি মা পরাণ-পণে,
বিপদ-বরণী শ্যামা! ঘনিয়ে আনো বিপদ্-ঘনে।
তখন,— মত্ত তোমার মহোল্লাসে
ঝড়ের মুখে তড়িৎ হাসে;
ভাঙা কুঁড়ে উড়ে' যায় মা! তোরে ডাকি আর কেঁদে মরি
কেন,—চিরানন্দময়ী মাতা, নিরানন্দ যার ছেলে?
মায়ের মুখে এত হাসি ছেলের বুকে ব্যথা পেলে!
হয়ত এ দেবতার ধরম,
এ ত নয় মা মায়ের মরম,
মোরা, ভয় পেলে অভয়া বলে' ডেকে আনি ভয়ঙ্করী!

মাটির মা

(গান)

মাটির মাঝে মায়ের খোঁজে জীবনটা যে গেল চ'লে।
সত্যি যদি থাকিস্ শ্যামা, মাটির মুখে দে মা ব'লে।

হয়,—এ আঁখির আকুল জলে মা হ'য়ে উঠুক পাষাণ,
নয় যে মাটির নিঠুর টানে মাটি হ'য়ে যায় মা এ প্রাণ।
মাতা-পুত্রে চিরকালই
ভিন্ন-হাঁড়ি সয় কি কালী?
আর কতদিন কোমল কঠিন একই ঢেউএর মাথায় দোলে?

আছ আছই শুন্‌চি কানে, না দেখ্‌লে মা মন কি শোনে!
দেখা-শোনার টানাপোড়েন্‌, স্নেহের ফাঁদ ত তাতেই বোনে।
জান-নে'-যাওয়া কাকের পিছে
আর কতকাল ছুটি মিছে?
আছাড় খেয়ে পড়েছি যে, মাটির মা নে মাটির কোলে।

মা কি মেয়ে

(গান)

মা কভু তুই নয়কো শ্যামা, মেয়ে হ'লেও হ'তে পারিস্‌।
মা হ'লে কি ছেলের বুকের দুখের ব্যথা বুঝ্‌তে নারিস্‌?

ন্যাংটা মেয়ে খেলা পেয়ে আপন মনে মত্ত আছ,
আপ্‌নি গড়ে' পুতুলগুলোর মুণ্ডু ভেঙে তাথৈ নাচ',
অসময়ে ক্ষিদে পাবে,
বাপের মাথা চিবিয়ে খাবে,
বাপের ভিটেয় চরিয়ে ঘুঘু মেয়ের মতই গয়না কাড়িস্‌।

মা হ'লে কি স্নেহ রাখি স'য়েও এত নিষ্ঠুরতা?
মেয়ে ব'লেই ভুল্‌তে নারি, যতই বুকে দিস্‌ মা ব্যথা!
মা ও মেয়ের প্রভেদ বোধ হয়—
মা কাঁদে আর মেয়ে কাঁদায়;
আছে, মেয়েকেও মা বলার রীতি,
তুই, আসল মায়ের কি ধার ধারিস্‌?

আছই আছ

(গান)

মাগো তুমি আছই আছ।
যার কাছে নেই তার কাছে কেই,
আমার প্রাণে ম'রেও বাঁচ।

কামনা-বেদনা-রূপে মা,
আপন পূজা আপনি যাচ।
যখন, শব হ'য়ে লুটায় আমার শিব,
মহানন্দে তাথৈ নাচ'।

সত্যি কথা ওমা তারা,
দুঃখ নেই মা তোমা-বাড়া।
সুখের পথে পা বাড়ালে'
পিছন থেকে অম্‌নি হাঁচ।

দেখ্‌লাম কত মা আর ছেলে, এমন কভু দেখিনি ত ;
কে কোথায় শুনেছে শ্যামা, মায়ের ভয়ে ছেলে ভীত ?
সে দোষ কি মা ছেলের খালি ?
মা হ'য়েও তুই কালের কালী।
ছেলের গলা লক্ষ্য ক'রে
বাগিয়ে ধ'রে খড়্গ আঁচ'।

পথ চলা

(গান)

ওমা, সিধে সড়ক্ পেইচি এবার
যাবোই যাবো তোমার পানে।
অলির মত গুঞ্জরিত
পথ-চলানো পাখার গানে।

বুকে বেঁধা দুখের কাঁটা
বাড়্‌চে ব্যথা টানে টানে,
শুধু, চলার পথই ভোলার পথ মা,
যারে, পথে বসাও সেই তা জানে।

পথের দ্বিধা আপনি কাটে মা,
চলার নেশা জাগ্‌লে প্রাণে ;
তবে, সর্ব্বনাশের পথই সিধা—
যেতে সর্ব্বনাশীর স্থানে।

খিচুড়ি

(গান)

জীবনে মরণে সমপরিমাণে
মিলায়ে কে রাঁধে এ জগা-খিচুড়ি !
সরাচাপা ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডে
নুণে ঝালে অভাব রাখেনি কিছুরই !

নেপথ্যে হাঁকে কর্ত্তা বাঙ্গাল,—
জ্বাল ঠেলে' দাও গণ্ডা গণ্ডা ঝাল ;
বাকি কোন দিকে রাখে না খেয়াল—
ঝি-চাকরে করে সকল ঘি চুরি।

গুমে গুমে সিজে কাহার জন্য
ভূচর-জলচর-খেচরান্ন ?
তলা হ'তে সরা, সরা হ'তে তলা
মাথা ঠুকে মরে আছাড়ি বিছুরি !

যে রাঁধুক আর যেই এরে খাক্,
এ খিচুড়ি নাহি হবে পরিপাক।
দেবতার পেট,—না হ'লেও ঢাক
অন্ততঃ ফুলে' হবেই কচুরি।

বাণী-বিষয়

(গান)

বল্ মা বাণি! দাঁড়াই কোথা?
(মোদের) কেউ নেই বান্ময়ি হেথা।

(ওই) অথই জলে কমল-দলে
মরাল-অলির মুখরতা,—
হোথায় যে পেতেছ আসন
নয় মা কভু নিরর্থ তা।

জানি জানি বীণাপাণি,
এ দিকে তোর নেই মমতা,
(যারা) ভাস্‌তে জানে উড়্‌তে জানে
(গুন্‌গুনিয়ে ঘুর্‌তে জানে)
তারাই মা তোর সভার শ্রোতা।

(মাগো) লক্ষ্মীপেঁচার ঠোকর্ খেয়েই
তোর তীরে মোদের জনতা;
(এখন) ডাঙায় বাঘ জলেতে কুমীর,
দেখে' শুনে' বুদ্ধি ভোঁতা!

(আছি) সাদা চাষার ক্ষেত চষিতে—
জোঁয়ালে ত সদাই জোতা;

(আবার) তুমিও মা শ্বেতাঙ্গিনী,
কখন্ বা দাও বীণার গোঁতা !

শুভঙ্কর কয়,—এক ডুবে ত্থাখ্
(মার) পাদ-পদ্মের শিকড় কোথা !
(সে যে) আধেক জলে তেহাই দলে
বাকি বিশ হাত পাঁকে পোঁতা !

ষট্‌পদাবলী

একদা মধুমাসে ফোটা-ফুলের পাশে
আসিয়া কহে ফাটা ব্রণ,—
"দিদি লো বড় জ্বালা, মাছির ঝালাপালা,
করগো সদুপায় কোনো।"
সমবেদনাভরে কুসুম ঢলি' পড়ে—,
কহে সে,—মধুমাখা স্বর,
"আমার সম্পদ নে বোন্ ষট্‌পদ—
দুঃখ হোক্ তোর দূর।"

"উহুহু গেছি গেছি, ফিরে' নে মধু-মাছি,
ছিল যে শুধু-মাছি শ্রেয়ঃ !
সে তবু জোড়-করে বসিত মোর 'পরে,
এ দেখি হুলে বিঁধে দেহ।"
কুসুম কহে হাসি' "আমি ত বারোমাসই
বেসাতি করি মধু-হুলে ;
মোর যা সাজে ভালো তোর তা সহেনা লো।
দে বোন্ ননী সর গুলে'।"

ছলের শূলে কেটে' ব্রণের বুক ফেটে'
দু'চোখে দশধারা বহে ;
কপালে ইহ' ছিল কি হ'তে কি হইল,
সখীরা সান্ত্বনা কহে।
রসিক ভাবে, হায় এ দুর্ঘটনায়—
ব্রণের পচ্ যদি সারে,
ব্রণের সাথ সাথ মাছিরও উৎপাত
আপনা হ'তে পাড়া ছাড়ে।

রূপ ও আঁখি

হায়, রূপখোর চতুর আঁখি,—
নেশায় হইবি ফতুর নাকি ?
ভুলাইল তোরে জ্যোতি-বল্লী সে,
চেয়ে চেয়ে ধ'রে গেল 'চল্লিশে',
এখনও যখন চশমার ফাঁকে
চালাও ফাঁকি,—
ফতুর হইবি চতুর আঁখি।
যৌবন-হাওয়া প'ড়ে আসে হায়
রূপের পালে ;
চিহ্ন রাখিয়া ত্রিবলী আঁকিয়া
গণ্ডে ভালে।
এখন হ'য়েছে এ জীবন বাওয়া,—
উজানে তুফানে গুণ টেনে যাওয়া।
তারি বাঁকে বাঁকে চুরি ক'রে চাওয়া
মানায় নাকি ?
হায় রূপখোর চতুর আঁখি !

বিপুল বিশ্বে দৃশ্যে দৃশ্যে
খোরাক তোর,
সকল ছাড়িয়া রমণী-রূপের
হইলি খোর!
ভবিষ্য-আশা খোয়ালি বৃথায়
রমণীদেহের কমণীয়তায়,
রাঙা মেঘে তোর সুনীল আকাশ
ফেলিল ঢাকি;
ওরে নেশাতুর ফতুর আঁখি!

হায় রূপখোর চতুর আঁখি!
ফতুর হ'বার কি আর বাকি?
ত্রিযামা রজনী বিষম নেশার
তৃষার টানে,
মাতাল জীবন বেতালে কাটাস্
ও রূপ-পানে।
যত চেয়ে আছ বাড়িছে ধন্দ,
বংশ-কুঞ্জে ওরে ডোমান্ধ!
দেখিতে এবার পেলিনে রূপের
স্বরূপটা কি!
হায় লোভাতুর ফতুর আঁখি!

জোলো দুধ

গোপালের ভোগে লাগিবে দুগ্ধ, তুই দিস্ তাহে জল?
রে মূঢ় গোয়াল! পাবি সে পাপের সমুচিত প্রতিফল।
হাসিয়া গোয়ালা কহে,—
শুনেছি ঠাকুর, মার দুধে নাকি তের আনা জল রহে?
ভক্তির চোটে ভগা গোয়ালার সেই দুধ হ'ল খাঁটি!
আমি যদি দিই সেরে আধপোয়া, সব হ'য়ে যায় মাটি?

বড় গোয়ালার বড় কারবার, ভিতরে ভেজাল সব ;
তার বেলা যত ধরা পড়ে ফাঁকি, তত উঠে জয়-রব।
মাপ তার সাত খুন ;—
গরীব গোয়ালা দায়ে ঠেকে, যদি পান থেকে খসে চূণ

বীণা-বেণু

অযতনে ছিল বীণা ;—
সযতনে গুণী কোলে তুলে তারে কানে কহে কত কিনা।
টানে টানে তার হৃদয়তন্ত্রী করিতেছে টন্ টন্,
দারুণ ব্যথায় শিরা উপশিরা ছিঁড়ে বুঝি ঝন্ ঝন্!
সেই তারে ঘন অঙ্গুলি হানি' গুণী বাজাইছে বীণ্,—
চন্ চন্ চন্ ছন্ ছন্ ছন্ ঝন্ ঝন্ ঝিন্ ঝিন্।
বাঁধন-বেদনে কাত্‌রায় বীণা, তত উঠে সুর মিঠা ;
টানা তারে ঘন হানে 'মেজ্‌রাপ্'—কাটাঘায়ে নুণ-ছিটা!
মৃণাল-ভুজের কমল-আঙ্‌ল,—নিপুণ পরশে তার—
ছট্ ফট্ করে বীণার তন্ত্রী যত খায় বাঁধা-মার।

রিণি রিণি ঝিন্ ঝিন্,
বিশ্বশুদ্ধ সুখবিমুগ্ধ, গুণী বাজাইছে বীণ!
বেণুকুঞ্জের বেণু ;—
পেয়েছে রে আজ বংশীধারীর ফুল্ল অধর-রেণু।
ধ্বনির পীড়ন বাজে বেণু-হৃদে বিম্ব-ওষ্ঠ-পুটে,
বক্ষক্ষতের সাতমুখে তার সুরের রক্ত উঠে!
অভ্রশিখর ভেসে যায় সুরে, ছিটে লাগে নীলাকাশে
ফুটে' উঠে তারা ; লুটে বনান্ত উহু উহু কুহুভাষে!
বেণুর বুকের আর্ত্তধ্বনি চাপি চাঁপা-অঙ্গুলে,
বংশীধারীর বাঁশীর আলাপে বিশ্বের মন ভুলে।

ক'রেছ কি মোরে বীণাবেণু তব,
পড়েছে কি মোর পালা ?
তাই কি এ চোখে ফুরায় না জল,
জুড়ায় না বুকে জ্বালা ?

দ্বিপ্রহরে

বক্ষের তৃষা চক্ষের জলে
আগুন-তুলিকা টানি',
দূর মরুপটে মায়া-ছায়াছবি
মরীচিকা আঁকে,—জানি।
মিথ্যা জেনেই মিথ্যার পিছে
ছুটে মরি আমি ভাই,
দূর যদি মোর না হ'ল নিকট,—
দুঃখ ত কিছু নাই।
কিন্তু বন্ধু, এই মোর খেদ,
হেন ভাগ্যের লিখা,—
অধরেতে ধরা পেয়ালার জল
হ'ল দূর-মরীচিকা!
নিকট হইতে নিকটতম যে,
দূর হ'তে গেল দূরে,
উন্মুখ তৃষা অবাক্ মানিয়া
লুকা'ল বক্ষোপুরে।

মরীচিকা যদি মিথ্যাই হয়—
তৃষ্ণা ত নহে মিছে,
তাই এ জীবন ভ্রমে ত্রিভুবন
মরণের পিছে পিছে!

রাত্রিশেষে

শেষ কি হ'য়েছে সখা ?
এপারের ডাক শুনেছে কি ভাই
তোমার পারের চখা ?
সারারাত ধ'রে উঠিল এপারে
যত হাসি ক্রন্দন,
রচিল কি তারা তোমার ওপারে—
কোন নববন্ধন !
লেগেছে কি ভালো, হেসেছ কি তুমি,
কেঁদেছ কি তার সাথে ?
প'রেছ কি বাসি অশ্রুর মালা
হাসির সুপ্রভাতে ?
এখন দীর্ঘ রজনীর শেষে
শেষ কি হ'য়েছে ভাই,—
জীবনের তীরে সে ব্যথার গান
যে ব্যথার শেষ নাই ?

রেলঘুম

টং-টং-ভোঁ-ভস্
টু-ডাউন্ ছাড়ে, ব্যস্ !
ভস্ ভস্ ঢক্কোর,
চলে যায় টক্কোর।
ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ;
গদিটায় দিই ঠেস্।
ঘেস্ ঘেস্ খেটে খেটে,
ঘুমে আসে চোখ এঁটে।

হুস্ হুস্ সাঁই সাঁই,
বায়ুর বিরাম নাই,
উড়ে' চলে কোন্ ঠাঁই ?
আয়ুর বিরাম নাই,
থামিবে সে কোন ঠাঁই !

(ছোট স্টেশন)

ধক্কা ধাঁই ধক্কা ধাঁই,
এখানে থামিতে নাই !
ঝকা ঝকা ঝাঁকি ঝাঁকি,
অমন করুণ আঁখি !
কেমনে সে দিল ফাঁকি ?
আর তারে পাব নাকি !
ধক্ ধক্ ধক্কা,
সব ফিরে ফক্কা !
ছুটোছুটি ছুটোছুটি
কাশী আর মক্কা ;—
কে জানে কাহার তরে
কোথা জাগে ধাক্কা ?

(পুলের উপর)

ঘস্—গড়্ গুড়্ গুম্,
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুম,
বর্ষার মরশুম্
নদী জলে বড় ধুম্,
গুড়্ গুম্ গুড়্ গুম্,
ঝাঁপ দিয়ে পড়্লুম্,
সে অতলে ডুব্লুম্,

নদীতলে নিঝুম্
নিঝুম্ চিরঘুম,—

(পুল পার)

গুড়ু গুম্—ঘচ্চো
ঘচ ঘচ ঘচ্চো,
ওখানে কি কোচ্চো ?
বাঁধা পথে গচ্ছ !
ঘচাঘচ্ ঘত্তোর,
লোহা-বাঁধা পথ তোর ;
কি সার্ত কি সত্তোর,
মাঝে মাঝে দোত্তোর,—
প্রলাপ সে মত্ত'র ।
উঁচু নীচু গর্ত্ত'র
পথ নয় পথ তোর ;—
লোহা-বাঁধা পথ তোর,
লোহা-বাঁধা পথ তোর !

(পয়েন্ট্স্—ক্রসিং)

ঘচাঘচ্ ঘটা ঘাঁই,
সে পথে ত আর নাই ।
পেরেছি গো, পেরেছি গো,
সে পথটা ছেড়েছি গো ।
ঘ্যস ঘ্যস্ ঘ্যস্ ঘ্যস্,
কি আরাম ব্যস্ ব্যস্ !
পায়ে মোর পথ বশ,
হাতে বাঁধা হাত-যশ ;
ঘ্যস্ ঘ্যস্,—ঘট্‌কা,
ফের লাগে খট্‌কা !
কি বল্‌ছে ? দোত্তোর—

লোহা-বাঁধা পথ তোর,
লোহা-বাঁধা পথ তোর !

ঘটাঘর্ ঘেস্ ঘাস্
দিতে পার ঘুঁস-ঘাঁস ?
মাপ হ'তে পারে ফাঁস !
ঘস্ ঘস্ ধক্কো,
কিসের কি দুঃখ ?
বিচার ত সূক্ষ্ম ;
পেতে পার মোক্ষও,
ঘসে' ঘসে' মোক্ষ !
ঘস্ ঘস্ ঘস্ ঘস্
কি আরাম ব্যস্ ব্যস্ !

(দূরে সিগ্ন্যাল্ ডাউন্)

ঘস্ ঘস্ ঘচ্চানু,
দূরে ঢ্যায় হাতছান্ !
কেমনে দিগন্তে
কে পেরেছে জান্তে ?
আগুবারি আন্তে
এই পথ-শ্রান্তে
লাগে হাতছান্তে !
ঘস্ ঘস্ ঘশ্রাম্,
হোথা চির বিশ্রাম ?

(ছোট স্টেশন)

ঘেটা ঘঁ্যয়্ ঘেটা ঘঁ্যয়্,
হেথা নয় হেথা নয় ।
ঘায় ঘায় গোটা গোটা,
হায় হায় কোথা কোথা ?

ঘরর্সা ঘেঁই তো—
আমার সে এইত !
ঘেটা ঘঁয়্ ঘেটা ঘ্যঁয়্ ।
হেথা নয় হেথা নয় ।
ঝকা ঝকা ঝন্ ঝন্
ওগো একি বন্ধন !
পথের কি বন্ধন ?
চিরসাথী ক্রন্দন !
ঝকা ঝকা ঝাঁক্কি,
আগাগোড়া ফাঁক্কি,
ঝাঁক্ কই ঝাঁক্ কই,
এ পথের ফাঁক কই ?
হা হা হা হা—ঘত্তোর—
লোহা-বাঁধা পথ তোর,
লোহা-বাঁধা পথ তোর ।

ধা তিন্ তা তিন্ তা,
কিসের বা চিন্তা ?
ঝকাঝকি বকাবকি
কেটে যাবে দিনটা ।
ধকা ধাঁই রাত্রি—
ছেয়ে আসে রাত্রি !

(আপ্ ট্রেন পাস্ করে)

ওকি ওই সম্মুখে
ধেয়ে আসে মোর বুকে
খুন মাখি লাল-আঁখি
আন্-পথ-যাত্রী !
ঘচা ঘচ্ ঘ্যাঁচ্চ
হাঁচি পড়ে হ্যাঁচ্চ—

ঘরদ্বার চারধার
ভেঙ্গে চুরে দুর্দার্—
ধূমকেতু দুর্ব্বার
কোথা ছুটে যাচ্চ ?
সুনীল করুণ আঁখি
দেখ্‌তে কি পাচ্চ ?
এ প্রলয়ে এ আঁধারে
ওগো কোথা যাচ্চ ?

(পুলের উপর)

গুড়ু গম্ গুড়ু গম্
গুড়ু গুড়ু গম্ গম্,
নিশীথিনী চম্ চম্,
উপরে জমাট মেঘ
নীচে নদী দুর্দ্দম্
গড়ে ভাঙ্গে হর্দ্দম্,
তড়িৎ-চাবুকে ছোটে
ঝঞ্ঝা-তুরঙ্গম,
বারি ঝরে ঝম্ ঝম্,
পৃথ্বীটা ঘেঁটে গোটা
পায়ে ছেনে কর্দ্দম,
গুড়ু গম্ গুড়ু গম্,

(পুল পার)

গুড়ু গম্—ঘচ্চুই—
কোথা নেই কিচ্ছুই !
গগন ভরিয়া তারা
বাগান ভরিয়া জুঁই !

(দূরে লাল সিগ্‌ন্যাল)

তবুও দিগন্তে
আমারি কি পন্থে,
কে ওই রাঙায় আঁখি
কটমট দন্তে ?
কস্ কস্ কট্ কট্,
আর যাওয়া দুর্ঘট।
প্রান্তর প্রান্তর,
অন্ধ তেপান্তর !
ঘুৎকার ফুৎকার
মিছামিছি চীৎকার !
ছুটাছুটি নিষ্কাম,
ওরে মূঢ় থাম্ থাম্।
পথে খাসা প্রাপ্তি
সহসা সমাপ্তি !

(সিগ্‌ন্যাল্ ডাউন)

না না না না চল্ চল্
শুধু ছল শুধু ছল !
ঘ্যাস্ ঘাঁই ঘ্যাস্ ঘাঁই
আর নাই আর নাই
ভয় নাই বাধা নাই,
থির আঁখে ওই ডাকে
সবুজের রোশ্‌নাই,
আর আপ্‌সোস্ নাই।

(থামিবার পূর্ব্বে স্টেশনে প্রবেশ)

ঢক্কোর ঢক্কোর,
ঘটা ঘটা ঢক্কোর,

চোখ বুঁজে পথ খুঁজে
কত খাই টক্কোর !
ধিকি ধিক্ ধিকি ধিক্,
এই পথ ঠিক ঠিক ।
ধুকু ধুক্ ধুকু ধুক্,
কত ভুল কত চুক্ !
ধুক্ ধুকু ধুক্ ধুকু,
পারিনে এ পথ টুকু !
ধুকু ধুকু ধক্কাৎ,
থাম্‌লাম্ নির্ঘাৎ,
মৃত্যুর সাক্ষাৎ ।
যমরাজ,—খোল খাতা,—
একি এ যে কোলকাতা !

বাঁশীর গল্প

বাদ্‌লা সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়া নুইয়ে চলে বাঁশের বন,
কোল-আঁধারে দাওয়ায় বসে' উদাস গেনুদাসের মন ।
গাঁয়ের শেষে ডোমপাড়া, আর তার পরেতে সুধুই বাঁশ,
বাঁশ-বাগানের আঁধার তীরে বাস করে ডোম খুদুই দাস ।
খুদুই দাসের কতই সাধের মা-মরা এই ছেলে গেনু,
দিনমানে ধেনু চরায় রাত্তিরে সে বাজায় বেণু,
বাপ গিয়েছে চুব্‌ড়ি নিয়ে হাটবারে আজ ভিন্ন গাঁয়ে,
বাদল বেলা কাটিয়ে গেনু বেণু-বনের ছিন্ন ছায়ে
আষাঢ় সাঁঝের আব্‌ছা আলোয় ধেনু ল'য়ে ফির্‌ল বাড়ী,
বাপ এখনো ফেরেনিকো, সেই দুখে কি মনটা ভারি ?
বাদ্‌লা সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়া নুইয়ে চলে বাঁশের বন,
কোল-আঁধারে দাওয়ায় ব'সে উদাস গেনুদাসের মন ।

হঠাৎ যেন ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল সারা বাঁশ-বাগানই,
পরক্ষণেই ফুট্‌ল যেন যন্ত্রণারি অস্ফুট বাণী।
হুস্ হুসিয়ে ফোঁপায় কে রে দম্‌কা হাওয়ার দমে দমে,
কট্‌কটিয়ে উঠ্‌ছে ফেটে, কোন্ ব্যথা সে ছিল জমে'?
বাদ্‌লা সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়ায় কৌতূহলে অন্যমনে
দা-হাতে সেই ডোমের ছেলে ঢুকল গিয়ে বাঁশের বনে।
বাঁশের বনে দাঁড়িয়ে শোনে বাঁশের ঝাড়ে কট্‌কটানি,
পরস্পরে জড়িয়ে ধ'রে সে কী ভীষণ ছট্‌ফটানি!
কঞ্চি ছিঁড়ে আপ্‌সে পড়ে ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে,
টিপ্‌টিপিয়ে বাদল ঝরে ভিজে পাতার প্রান্ত বেয়ে।
আঁধার ক্রমে আস্‌ছে জমে', ডোমের ছেলে ঈষৎ হেসে,
কোপ্ লাগালে তল্‌দা-ঝাড়ে লম্বা পাঁপের কণ্ঠ ঘেঁষে।
ঝোড়ো হাওয়ায় অন্ধকারে বাঁশঝাড়ে বাঁশ আছড়ে মরে,
তল্‌দা বাঁশের পাঁপটী হাতে ফির্‌ল গেনু আপন ঘরে।

বাপ বুঝি আজ ফিরবে না আর? জ্বালিয়ে আগুন বস্‌ল গেনু,
ফুটো ক'রে নূতন পাঁপে বানিয়ে নেবে নূতন বেণু।
তাতিয়ে নিয়ে ভাঙা বেড়ির তপ্ত তাতাল বাগিয়ে ধ'রে,
ছ্যাক্-ছেঁকিয়ে বাঁশের বুকে নিল্ ছ'টা ছ্যাদা ক'রে।
বাঁশের বুকে ক্ষত'র মুখে ফুঁয়ে বাজে সাতটা সুর,
নূতন বাঁশে নূতন বাঁশী বাজিয়ে কাটে রাত দুপুর।
গাইছে বেণু গেনুর ফুঁয়ে পরের বুকের সুখের গান,—
বাঁশ-বাগানে সমান চলে আষাঢ় রাতের ঝড় তুফান।
হাস্‌ছে বাঁশী, বাজ্‌ছে বাঁশী, চড়্‌চড়িয়ে ভাঙছে বাঁশ,
হেথায় উঠে উৎস সুরের, হোথায় কাঁদে হা হুতাশ!
বাদল সাঁঝের বেদন-ভরা বাঁশবাগানের তল্‌দা বাঁশই
গোটাকতক ছ্যাকায় ভুলে' হ'ল ডোমের মুখের বাঁশী!

খেজুর-বাগান

চাষে আর কিছু নাই ;—
হুঁশিয়ার চাষা লাগা'ল হাজার খেজুরের চারা তাই।
ধীরে ধীরে বাড়ে খেজুরের চারা কাঁটাভরা সারা দেহ,
চাষবাস বড় লাগে'না একটা, মুড়ায়ে খায় না কেহ।
দেখিতে দেখিতে মাঠ হ'তে মাঠ খেজুর-বাগানে ছায়,
ফাঁকে ফাঁকে চাষা খেজুরতলায় মটর ছোলাও পায়।
খেজুরের আঁটি পড়ে' পরিপাটী গজায় নূতন চারা,
বুঝে নিল চাষা,—খেজুরের চাষ সকল চাষের বাড়া।
গোড়া হ'তে আগাতক্
বিষম রুক্ষ শুষ্ক কঠিন খেজুরগাছের ত্বক্।
মনে ভাবে চাষা—বাহির যখন এত বেশী কর্কশ,
কোমল বুকে এ লুকায়ে রেখেছে নিশ্চয় মিঠে রস।

সেদিন প্রথম হেমন্ত-সাঁঝে ঝরি' পড়ে হিমকণা,
কাঁটায় কাঁটায় খেজুরপাতায় কিসের উত্তেজনা!
ফাঁস-করা রসি বাখ্‌রায় কসি', কটিতে কাটারি গুঁজে',
বড় স্নেহে চাষা খেজুর-বৃক্ষ জড়াইল দুই ভুজে।
কাণ্ড বহিয়া স্কন্ধে উঠিয়া, দাঁড়ায়ে ফাঁসের ভরে,
কাটারি খুলিয়া খেজুরের পালা ঝোরে চাষা থরে থরে।
কামাইয়া নির্মোক,—
কত না যতনে কাটারির হুলে কেটে আঁকে দুটি চোখ।
কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,
খেজুর-পাতার ফাঁস ক'রে ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।

সেদিন হইতে খেজুর-বাগানে নীরবে অনর্গল
সারারাত ধ'রে খেজুরগাছের দুইচোখে ঝরে জল!
সিউলিরা ভোরে সংগ্রহ করে ভাঁড়ভরা মিঠে রস,
দিক্ হ'তে দিকে ছড়ায়ে পড়িল খেজুরগাছের যশ।

খেজুর-পাতারই জ্বালে,
খেজুরতলায় বানে রস মেড়ে নাগ্‌রীতে গুড় ঢালে।
খেজুর-চাটাই পাতি',
শীতের রৌদ্রে গেঁজে-উঠা রসে মাতালের মাতামাতি।
বান হ'তে উঠে মিঠে সুগন্ধ ছুটে মাছি ঝাঁকে ঝাঁক,
'জিরেন্ কাটের' ছাঁকা রস নিয়ে 'নলিন' গুড়ের পাক।
পাশের কারখানায়—
নাগ্‌রীর গুড় শর্করা হ'য়ে নগরে চালান যায়।

চোখের অভাবে জমাট অশ্রু বুকে বেঁধেছিল বাসা,
সে চক্ষুদান করিয়া বৃক্ষে বড়লোক হ'ল চাষা।
সকল চাষের ভালো ও মন্দ হাজাশুকা আছে ভাই,
খেজুরের রস হ'ল না এবার,—কেহ কভু শোনে নাই!
কাটারির কাট্ বহি দেহময়, দীর্ঘ শীতের রাতি
খাড়া দাঁড়াইয়ে হাজারে হাজারে কাঁদে খেজুরের পাঁতি!

এ ধরণী ভরি' খেজুরগাছের আবাদ করিল কেবা?
নয়নের জল-জ্বাল-দেওয়া চিনি কোথা কে করিছে সেবা?
অবেলায় ঝরা অশ্রু তাহার ভাঁড় ছেপে' গেঁজে উঠে;—
সে নেশার আশে কোন্ মাতালের অধরে হাস্য ফুটে!
মোদের এখানে খেজুর-বাগানে কেঁদে কেঁদে নিশি ভোর;
না জানি সেখানে হেসে খুন কোন্ রসখোর তাড়িখোর।

বাস্তু

গ্রামস্থ জমিদার,—
শুভ বৈশাখে দিল মোরে নবগৃহনির্ম্মাণ-ভার।
সে গৃহের ভিত-পত্তন সেরে দুপ'রে ফিরিতে ঘরে
সনাতন সা'র ভিটায় দেখি যে একজোড়া ঘুঘু চরে।

উর্দ্ধে সূর্য্য রুখিয়াছে রথ পতন-পথের বাঁকে,
রুদ্র তুরগ রশ্মি মানে না রৌদ্রকেশর ঝাঁকে।
কচিপল্লব ছায়া বুলাইছে বুড়ো অশথের গা'য়,
'ফটিক জল'-এর বুদ্বুদ্ উঠে নিদাঘের কিনারায়।
সন্তর্পণে আসিয়া তখন ভিটের সন্নিকটে,—
শ্যাওড়াঝোপের আড় হ'তে দেখি,—বাস্তুঘুঘুই বটে!

মুখোমুখি ব'সে ঠোঁটে ঠোঁট ঘসে বাস্তুঘুঘুর জোড়,
গলা ফুলাইয়ে ঘাড় দুলাইয়ে প্রেমসঙ্গীতে ভোর।
ছুটে' ছুটে' যায় কুড়াইয়ে পায় কত না কিসের কণা,
এ ওরে দেখায়, মুখে গুঁজে দ্যায় কি সোহাগে দুইজনা!
কখনো ঘুঘুর ঠোঁটে
কোন্ উৎসব-রজনীর 'কনে-চন্নন' কণা ওঠে!

ঘুঘুনী ছুটিয়া আসি',
ভাঙা শাঁখা খুঁটে' সীঁথের সিঁদুর ঘুঘুরে দেখায় হাসি'।
জমাট রক্ত, শুক্‌নো অশ্রু, পাণ্ডুহাসির গুঁড়ো,
বুকের ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ভানা সুখের দুখের কুঁড়ো;—
সনাতন সা'র পোড়ো ভিটে হ'তে আহরি' সে সব সুধা,
প্রেমবিহ্বল ঘুঘুদম্পতি, দেখিনু, মিটায় ক্ষুধা।
বাস্তুর প্রেম-গানে
ঠিক-দুপ'রের দিক্-দিগন্ত কেঁদে উঠে মুলতানে!

ভিটেয় ভিটেয় ব'সে আছে দেখি বাস্তুঘুঘুর জোড়,—
প্রেমের নেশায় রক্তিম আঁখি, ক্ষণিকের সুখখোর!
বিশপুরুষের বিস্মৃতি-তলে কাঁদে লাখো হাহারব,
তাহারি উপর সোহাগ-কুজন, দুজনের উৎসব!
সে মরণ-স্তূপে করি আহরণ জীবনের ছিটে-ফোঁটা,
মিলন-পরশ-রস-রোমাঞ্চে ক্ষণে ক্ষণে হয় মোটা।

মুগ্ধ বুকের ক্ষুদ্র সুখের মিছে প্রেমায়ন-গানে
মুদ্রিত-আঁখি রুদ্রকালের অধরে হাস্য আনে।
সে যে বেশ জানে ভাই,—
ভিত-পত্তন ভিটে-পত্তনে কিছুই প্রভেদ নাই।

অপমান

দুঃখ দিয়েছ, দিয়েছ বন্ধু!
সে নিঠুরতাও ক্ষমিতে পারি,
গভীর দুখও যে ভুলাইয়ে দাও,—
এই অপমান সহিতে নারি।
দুখী আত্মার দুঃখই মান,
সে সম্মান সে হারা'ল যদি,
দুখিনী মায়ের কাঁথা ভুলাইল
ধনী শ্বশুরের আরাম-গদি,
করি প্রাণপণ যে দুখ-মোচন
দুর্ভাগাগণ করিতে নারে
মায়া বুলাইয়ে তুমি সে দুখের
স্মৃতিটুকু যদি ভুলাও তারে,
বলাও তাহারে যুক্তকরেতে—
"ধন্য হে প্রভু ধন্য তুমি,
অমন ব্যথাও ভুলে যেতে দাও,
হে দয়াল তব চরণ চুমি",—
তবে বল তার কী থাকে বাকি?
মানুষ যে হয়, সে কি কভু চায়
মদের আড়ালে বেদনা ঢাকি?
দুঃখের বোঝা বহিতে না পারি,
তার মান রেখে মরিতে পারি;

ওই দয়া তব, ওই মায়া তব,
ওই পরিহাস সহিতে নারি।

চিরবিদ্রোহী মানব-আত্মা—
আজিও তোমার মানেনি বশ,
জনে জনে তারা বিশ্বামিত্র
হরিতে বিশ্বকর্ম্মা-যশ।
কাম পুড়াইয়ে স্বজিয়াছে প্রেম,
দেহ মথি তারা তুলেছে স্নেহ ;
মনের ফানুস্ ছেড়েছে আকাশে,
আকাশ বাঁধিয়া গড়েছে গেহ।
এ জগতে তব স্বেচ্ছাতন্ত্র,—
তাই নর তার জবাব দিতে
গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তরে
প্রাণপাত করে এ পৃথিবীতে।
মরণ-বারণ রসায়ন লাগি'
আজিও তাহার চলিছে তপ,
দুঃখ-তারণ মন্ত্র-কারণ
ওঙ্কার-সাথে সোহং-জপ !
হিংসা ভাসায়ে দয়ার প্লাবনে,
সংযমে রিপু করেছে জয় ;
আপন হাতের কর্ম্মের ফাঁসে
কর্ম্ম কাটিয়া করেছে ক্ষয়।
রাজা অনায়াসে ত্যজিয়াছে রাণী,
যুবরাজ হ'ল কানন-বাসী ;
কারা-বন্ধনে মা'র ক্রন্দনে
অসি ধরে ছেলে ত্যজিয়া বাঁশী।
পরিবর্ত্তিতে তব বিধান,—
শিরে অপমান-কাঁটার মুকুট—
মহাপ্রাণ ক্রুশে ত্যজেছে প্রাণ !

আজিও ত নর অপরাজিত ;-
মেঘের আড়ালে কর মাঁয়ারণ,-
বন্ধু এ নহে ক্ষত্রোচিত।

নর-নারায়ণে অসম এ রণে,
এই সুরাসুর-রণস্থলে,
হায়! মহাকাল আপনা বিকালো
ওই মহামায়া-চরণতলে!
প্রেমিক ভুলিয়া প্রেমের দুঃখ—
কাম-সুখ-মোহে লুটায় শির,
পায়ে দলে' তারে ছিন্নমস্তা
ছিন্নমুণ্ডে হেসে অধীর!
কালীর কটিতে দোলে কাটা ছেলে
চেলি পরে' মাতা পূজিছে পা!
শবের মুখেও ফুটে উঠে হাসি,
হাসে মহামায়া হা হা হা হা!
অমাবস্যার গহন নিশীথে
হ'য়েছে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা,
নরমুণ্ডের মালা সাজাইতে
গাঁথিতেছে নারী ফুলের মালা!
বামে অসি-ঘায় ভক্ত পলায়
দখিন হাতের অভয় ছায়ে,—
নরের এ মোহে হেসে মহামায়া
ঢলে' পড়ে মহাকালের গায়ে।
চেয়ে দেখে নর দেউল খালি ;—
কোথায় দেবতা, কোথায় বা জয়?
হাসিছে ললাটে হোমের কালি!

দুঃখ আমারে দিয়েছো বন্ধু,
সে নিঠুরতা ত ক্ষমেছি আগে ;
দুঃখের মোর হ'ল অপমান ,—
রাবণের চিতা চিত্তে জাগে !

সিন্ধুতীরে

ক্ষুব্ধ ফেনিল উত্তালোর্ম্মিভঙ্গে সঘন-গর্জ্জৎ,
হে দূর অপার নীল পারাবার ! শুন এ কবির কৈফ্যৎ ,—
কেন আসি তব তীরে,
না রচি' ছন্দে তব বন্দনা বার বার যাই ফিরে ।

কেন অবিরাম উঠিছে গগনে গুরু গর্জ্জন-গান,—
কেন অশান্ত ও নীল বক্ষ চিরদোদুল্যমান,—
কেন এ ব্যাকুল ক্রন্দন তব, কেন হেন বিক্ষোভ,—
কেন তরঙ্গ-বাহু-বন্ধনে চাঁদেরে ধরিতে লোভ ,—
নানা কবি আসি নানান্ কারণ ক'রে গেছে অনুমান ,—
গভীর ছন্দে শঙ্খমন্দ্রে অমর সে সব গান ।

কিন্তু সিন্ধু মোর মনে জাগে—যত তোমা পানে চাই,
অকবির মত অগভীর যত ভাবনা যা-খুসি-তাই ।
তাই মনে ভয় বাসি',
সে সব প্রলাপ গাঁথি না ছন্দে ফিরে যাই ফিরে আসি !
কভু ভাবি,—কোথা ঐরাবত সে হাবুডুবু খায় ডুবে !
অপূর্ব্ব নারী উর্ব্বশী হায় কোথা গেল আজ উবে' ?
কে জানে লক্ষ্মী কেমন আছেন পৌঁছি গোলোক-ধাম !
চন্দ্রমরুর মরীচিকা-সুধা-বোতলের কত দাম ?
কত ভরি ছিল কৌস্তুভখানি ? ইন্দ্রের পারিজাত
কি লোভে ধরার পালিতা—মাদারে দিয়ে গেল নিজ জাত ?

সত্য যুগের সত্য সে সব, কবির স্বপ্নে জাগে ;
শুধু, আজও চলে মন্থন,—এটা সত্য ব'লেই লাগে।

চলে মন্থন, চোখের উপরে আজও মন্থন চলে,
ভীম-নর্ত্তনে গুরু-গর্জ্জনে কল্লোল-কোলাহলে।
চলে মন্থন, চলে মন্থন, দোলে তাণ্ডব দোল।
ঘূর্ণামন্থে ভ্রান্ত সিন্ধু উত্তাল উতরোল!
হর হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ হুঙ্কারে ব্যোমকেশ,
বঞ্চিত শিব বিশ্বের ধনে ;—মন্থন কোথা শেষ?
চলে মন্থন, চলে মন্থন, জ্বলে জ্বলে জ্বলে জ্বালা,
হর হর হর গর গর গর উগারে গরল কালা!
কী অহনিশ উঠে কাল-বিষ, ত্রাহি ত্রাহি ওম্ ওম্!
গরল-ধূম্রে নীলাচ্ছন্ন মহা-অর্ণব ব্যোম্!
চলে মন্থন, চলে মন্থন, টলে রে ব্রহ্ম-কোষ,
তা তা থৈ থৈ মাভৈঃ মাভৈঃ ভৈরব নির্ঘোষ।
ভরিয়া আকাশ-মহাগণ্ডূষে উচ্ছল নীল বিষ,
হাঁকে ধূর্জ্জটি—'কে কোথায় চির-দুখনিশা বঞ্চিস্?
আয় আয় যত চির-বঞ্চিত, এক সাথে করি পান
অমৃত-সিন্ধু-মন্থনোত্থ দুর্ভাগ্যের দান!
হা হা হা হাস্যে মহা-অম্বরে সম্বরি' জটাজাল
মহাগণ্ডূষে মহাকালকূট মুখে তোলে মহাকাল!

চলে মন্থন, চলে মন্থন, মিলায় অট্টহাসি,
অনন্ত-চুম্বনে টানে হর অনন্ত বিষ-রাশি।
কোথা উর্ব্বশী, কোথা সুধাশশী, হায়রে দুঃস্বপন,
মরণঞ্জয় মরণ পিয়ে রে আকণ্ঠ আমরণ!
অনন্ত ব্যোমকণ্ঠে জ্বলিছে নীলকূট নিশিদিন,
বিষাচ্ছন্ন-চেতন শম্ভু বিষ-চুম্বন-লীন।
চলে বিষপান, চলে বিষদান, চলে চির-মন্থন,
অনন্ত নাগবন্ধনে ঘোরে অনন্ত ক্রন্দন!

দেবতার সুধা দেবতা হরিয়া অদৃশ্য কোন্‌খানে !
বিশ্বনাথের কণ্ঠে বিশ্ব নীল হ'ল বিষ-পানে।
তবু মন্থন, চলে মন্থন, অযাচিত অকারণ,
জীবসাথে শিব বিষ-নির্জ্জীব, কেবা করে নিবারণ ?
তাই নিরুপায় চির হায় হায়, হে সিন্ধু তব জলে,
অমৃত-প্রয়াসে যত উঠে বিষ তত মন্থন চলে।
তাই এ অকবি কবি,—
দেখেছে, ভেবেছে, এসে ফিরে গেছে,
গাহেনি আঁকেনি ছবি !

মর্ত্ত্য হইতে বিদায়

(প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ)

সাঙ্গ করেছি কুরুক্ষেত্র, সাঙ্গ প্রভাস আজ,
শ্মশান হ'য়েছে সোনার ভারত, ফুরাইল মোর কাজ।
আজি ধরিত্রী ভারবিমুক্তা,—বিধবা সন্ন্যাসিনী,
কোটী পুত্রের রক্তে রঙিন্ গেরুয়ায় গরবিনী !
পশ্চাতে কাঁদে অশ্রু-সিন্ধু আর্ত্তের হাহারোলে,
সম্মুখে হাসে জ্যোৎস্না-জোয়ার সমুদ্র-কল্লোলে।
মাঝে বেলাভূমে যাদব-কুমার লুটে সব চির-ঘুমে,
জ্যোছনা-বিহীন লাখো মরা চাঁদে আকাশের চাঁদ চুমে !
প্রলয়ের মেঘে চাঁদের বৃষ্টি হ'ল কিরে বালুবনে ?
হায় নরদেহ, হায় নরহৃদি,—কাঁদাইছে নারায়ণে !

•

আজ রাতে মনে পড়ে,—
বৃন্দাবনের কত না রজনী উজলি চন্দ্রকরে !
যমুনার তীরে দখিন সমীরে ভাসিছে বাঁশীর স্বর,
কিশোর হিয়ার কোমল কুসুমে প্রেমমধু ভরপুর।

কিশোরীর আশে দুরু-দুরু বুক তমাল-কুঞ্জবনে,
স্খলিত পাতার মৃদু মর্ম্মরে চমকিত ক্ষণে ক্ষণে ;
কভু চেয়ে থাকা যমুনার পথে বসি' কদম্বতলে,—
ওকি দিগন্তে ? অভিমন্যুর চিতা-বহ্নি কি জ্বলে ?—
হায়রে মানব-মন !
বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির ব্যথায় বিচলিত নারায়ণ !

হাসি আসে ভেবে,—ব্রজপল্লীতে গোয়ালার সাঁজে নেমে
ঢালি দুধে জল, দেবতার লীলা ঢালি মানুষের প্রেমে !
আমার খেলার ছেঁড়া দলা ফুল ছড়ানো বৃন্দাবনে,
হয়ত মানুষ খুঁজে খুঁজে তাই কুড়াইবে সযতনে ;
হয়ত সে ফুলে আমারই অর্ঘ্য রচিবে অশ্রুজলে,
দেবহস্তের কাটা মাথা গেঁথে ছ্যায় তারা দেবগলে !
অপূর্ব্ব নরহিয়া,
দেবতার হাতে দুঃখ পেলেও সুখ পায় পূজা দিয়া।
তার পর,—সেই মথুরা আসিতে মগধের সাথে রণ,—
ভারত ব্যাপিয়া প্রলয়-ঝঞ্ঝা জীবন-মরণ-পণ।
হৃদয় লইয়া খেলা ছেড়ে দিয়ে প্রাণ ল'য়ে খেলা করি,
কুরুক্ষেত্রে খেলিনু রঙ্গে আসল রংএর হোরি !
শরশয্যায় পড়িয়া ভীষ্ম গণে মরণের কাল,
সংসপ্তকে পাঠায়ে পার্থে সপ্তরথীর জাল,
'হতগজে' হত হ'ল মূঢ় দ্রোণ, কর্ণে অনুজ মারে,—
কেবা কার ভ্রাতা ? ধর্ম্মের মলা রক্ত-স্নানে ছাড়ে !
তাইত প্রভাসে আপন-রক্তে খেলিলাম শেষ-হোরি,
আজ খেলা-শেষে দেখি সাথী নাই,—পোহাইছে বিভাবরী,—
কাঁদে গান্ধারী, কাঁদে রুক্মিণী, কাঁদে ধরিত্রী আজি,
জীবনের ভার-মুক্ত মৃত্যু হাসে কঙ্কালে সাজি' !
মানুষের ত্রুটি মানুষের পাপ ঢাকিলাম নিজ পাপে ;
হায় নরদেহ, নারায়ণ হ'য়ে নরের মতন কাঁপে !

আজ মনে হয়,—বৃথা আসিলাম সাধের গোলোক ছাড়ি ;
যে কাজ করিনু, হ'ত অনায়াসে পাঠাইলে মহামারী।
অতি শ্রম ক'রে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলিবার কৌশল,
বল দিয়ে যেথা আঁটা নাহি যায় সেথা প্রতারণা ছল,
প্রাণপণ প্রেম ডুবে আঁখিজলে, স্নেহ পুড়ে' হয় ছাই,
যারা মরিবার তারা মরে' আছে, যা হবার হবে তাই,
নরের হৃদয়ে হৃষিকেশ বসে' যা করান তাই হয়,
বহ্নির মুখে পতঙ্গ-সম মানুষ কিছুই নয়,—
এ সব তত্ত্ব মানুষ ত দেখি বহুকাল হ'তে জানে,
এত ঘটা ক'রে আমার আসার না জানি কী ছিল মানে!
পাঠাইলে মহামারী,—
আরও সংক্ষেপে সুলভে ভূভার-হরণ যেত সে সারি!

মিছে করিলাম ক্লেশ,—
রোগ সারাইতে রোগীর অন্ত, ঘটে গেল সেই শ্লেষ!
ত্রিযুগের ব্যথা তিন ভাগ জলে পূর্ণ করিল ধরা,
বাকি এক ভাগ ধর্ম্মের নামে অশ্রুতে আজ ভরা!
শ্মশান হ'য়েছে ভারতবর্ষ, আজি ধর্ম্মের জয়!
শব-সজ্ঘের মাঝে অধর্ম্ম কোথা পাবে আশ্রয়?
মানব দানব ক্ষয় করি সব এ মহা-শ্মশান মাঝে
চিতার আলোয় একক দেবতা শ্মশানেশ্বর রাজে।
শোক-উদ্বেল নারীর অশ্রু-সাগরে করিয়া স্নান,
কন্দর্পের মাথার খুলিতে বারুণী করিব পান!
অনিরুদ্ধের হৃদয়-রক্তে ললাটে তিলক আঁকি'
ভ্রমি' চিরদিন বিশ্রাম-হীন আপনারে দিব ফাঁকি!

শান্ত হওরে মন!
তুমি নর নহ, তুমি নর নহ, তুমি শুধু নারায়ণ!
তুমি নারায়ণ, তুমি নারায়ণ, ধরেছ নরের কায়া,
দূর কর সব মানব-সুলভ স্নেহ প্রেম দয়া-মায়া!

হের অপরূপ আপন স্বরূপ-বিরাট বিশ্বময়,
বুদ্বুদ্-সম চন্দ্র সূর্য্য তোমাতে উদয় লয়!
বাসর শ্মশান তোমার সমান, সুখ দুখ সব মিছে,
নারায়ণ হ'য়ে নরের মতন ছুটো না মায়ার পিছে।

তবু, তবু মন টানে,
সখা সহচর গাণ্ডীবধর নরোত্তমের পানে।
হায় নরদেহ, একি তোর মোহ, নারায়ণে স্নেহ পায়!
সুবল সুদাম কত ভুলিলাম,—আজও অর্জ্জুনে চায়!

নর-নারায়ণে যে লীলা চলিছে হোক্ তার অবসান,—
সুখে থাক্ নর, নারায়ণ আজ করে মহা-প্রস্থান।
ক্ষমিও মানব! মানব-লীলায় দেবতার যত চুক্;—
আজ নিশিভোরে নারায়ণ আর নরে দেখাবে না মুখ,
কেঁদো না রে আঁখি মানুষের মত, প্রশান্ত হও মন,—
হের নরতনুবিমুক্ত তুমি গুণাতীত নারায়ণ!
দিয়ে যাই বর,—নরের যেটুকু পাইলাম পরিচয়,—
নর চিরদিন নর থাকে যেন, নারায়ণ নাহি হয়!

গঙ্গাস্তোত্র

চির-ক্রন্দনময়ী গঙ্গে!
কুলু কুলু কল কল প্রবাহিত আঁখি-জল
দেব-মানবের একসঙ্গে!
বিশ্বের ক্রন্দন-বিচলিত নারায়ণ,
আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল,-
গোলোকে হ'ল না ঠাঁই, শিবজটা বাহি তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।

হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী ;
যুগে যুগে নরনারী-অফুরান্-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।
তব তীর-ধীর-বায়ু হরিল কত না আয়ু,
কত আলো স্রোতোজলে মিলালো!
ভরি' তব ভাঙ্গা পাড় কত কোটী হাহাকার
ভাঙ্গা বুক রাঙ্গা আঁখি ঘুমালো!
ভরা কোল করি' খালি জননীরা আনে ডালি
যুগে যুগে মাগো তোরি অঙ্কে,—
কত না বালুর চর সে ব্যথায় উর্ব্বর
বলি-অঙ্কিত তট-পঙ্কে!
অশ্রুপূত ও জল, পূত তব তটতল
লুপ্ত করিয়া কত কীর্ত্তি ;
কত না চিতার ছাই মিশাইয়ে আছে, তাই
পবিত্র তব তট-মূর্ত্তি।
তাই আনি' তব মাটি গড়ি' নিজ দেবতাটি
তোমারি সলিলে যবে পূজি মা!
যুগে যুগে যত ব্যথা মানব পেয়েছে হেথা
তারি পূজা করি যে তা বুঝি না।
তাই গাহি তব তীরে, তাই নাহি তব নীরে,
তাই চাহি ঘুমাতে ও কোলে মা!
কলো কল্ কুলু কুল্ এ ধারার কোথা মূল
কোথা কূল দিস্ যদি ব'লে মা!
বন্দি ত্রিকালজয়ী গঙ্গে মূর্ত্তিময়ী—
অনন্ত-জীব-ব্যথা-প্রবাহ!
অনাদি ও ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন এ,
বুঝে নে মা এ প্রাণের কি দাহ!

মরুমায়া

অন্বেষণ

আপন জ্বালার আলেয়া-আলোকে
রাঙিয়া জীবন-অন্ধকার—
ফিরি বন্ধুর সন্ধানে।—
বনের জোনাকী শুধায়,—ঝলকে
ঝলকি' দাহন-ছন্দ তার—
'কোন্‌খানে ভাই, কোন্‌খানে ?'
অন্ধগহন মেঘকান্তারে
ছুটে পথহারা বিদ্যুৎ ;
তমিস্রঘন ব্যোম-পারাবারে
ফুটে উল্কার বুদ্‌বুদ !
হেথায় নাই, সে হোথাও নাই ;
কোথায় কোথায় ? কোথাও নাই !
তবু বন্ধুর সন্ধানে,
কেন ছুটে মরি দাহন-গর্ব্বে
আমি জানি আর মন জানে।

আলেয়া

আপন জ্বালার চকিত আলোকে
অন্ধ জলার বুকে
অলীক আলেয়া ঘুরে মরি মোরা
অহেতুক কৌতুকে।
যারে পাই নাই তারে হারাইয়ে
খুঁজে ফিরি দেশে দেশে,
যা কোথাও নাই তাই খুঁজে পাই
সহসা পথের শেষে।

অকূল অশ্রু-কালীদহে মোরা
ক্ষণিক কমল-ভ্রান্তি ;
গাহনসিক্ত বিষ-বাষ্পের
দাহনদীপ্ত শ্রান্তি।
মোরা— জ্বলে' নিভি, নিভে' জ্বলি গো !
পাগল হাওয়ার বঙ্কুর স্রোতে
হাবুডুবু খেয়ে চলি গো !
সাঁঝের আঁধার ঘিরে চারিধার;
হু হু বহে ভিজে হাওয়া ;
ধিকি ধিকি ধোঁকে আকাশের কোঁকে
যত আলো এলো-পাওয়া।
দূর দিগন্তে শঙ্কিত গ্রাম
ঘুমায় তিমির মুড়ি',
ধূ ধূ প্রান্তরে তখন মোদের—
সুরু হয় লুকোচুরি।
পেয়ে পথহারা নিরীহ পথিকে
পথ দেখাইয়ে যাই,
মরণ-দুয়ারে পঁহুছিয়া কহি—
'পথ নাই, পথ নাই !'
মোরা— নিজে জ্বলি, পরে ছলি গো !
অচল আঁধারে চপল উল্কা
যত চলি তত জ্বলি গো !

মৎস্য-শীকার

ওগো মেছুরিয়া ভাই !
ক্ষণেক দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে মৎস্য-শীকারে যাই।
ঘুমিয়ে ও জেগে, জেগে ও ঘুমিয়ে রাত যদি কেটে যায়,
দীর্ঘ অলস বর্ষাদিবস কাটিবারে নাহি চায়।

কর্ম্মবিহীন কাটাইলে দিন ধর্ম্মনাশের ডর ;
তোমার সঙ্গে ভিড়ে' যাওয়া ছাড়া নাহি গত্যন্তর।
ছিপ সুতো টোপ্ ফাৎনা বঁড়্শি হরেক-গন্ধী চার !—
এ অর্ব্বাচীন তোমারি উপর দিতেছে সে সব ভার।
প্রতিদিন প্রাতে একা যাও ভাই আমার দুয়ার দিয়া,
আজিকে বন্ধু চলগো শীকারে আমারে সঙ্গে নিয়া।

সেদিন ডুঁপ'রে মাচার উপরে,—সে ত ব'সেছিলে তুমি ?
মেঘ-ভাঙা রোদে বিলের শেহালা গুমটে উঠিছে গুমি'।
উড়ে মাছরাঙা, দূরে তীরস্থ জীর্ণ অশথশাখে
সন্ধানশীল শকুনি ও চিল কেঁদে উঠে থাকে থাকে।
চাহি' আন্মনে জলছবি-পানে কাটিছে তোমার দিন,
ফাৎনার সনে ক্ষণে ক্ষণে আঁখি একাগ্র, উদাসীন।
সবভোলা কোন্ স্বপনের মাঝে, ফাতার চকিত নৃত্যে
চমকি' জাগিয়া চেপে ধরো ছিপ আশা-উন্মুখ চিত্তে।
টোপ খেয়ে কভু পলায় শীকার, কখনো বঁড়্শি গিলে,—
চক্রচ্যুত দ্রুত চলে সুতো, কভু নিষ্ফল ঢিলে !
মেছুরিয়া উদাসীন !
পাও নাই পাও, আসো আর যাও, তীরে ব'সে কাটে দিন।

নদী খাল বিলে, দীঘিকা ঝিলে, সব ঠাঁই ধরো মাছ,
চুনো পুঁটি রুই মৃগেল কিছুই নেইকো তোমার বাছ।
কাল বৈকালে রাজ্ড়ার খালে 'লোভা'য় ধরিলে শোল,
পরশু প্রভাতে ক্ষেমির ডোবাতে পুঁটিতে ভরিলে খোল।
কত মতলব, নব নব টোপ, নিত্য নূতন চার,—
ঘ্যাচ্রা আন্কা ভাসা ডুবো কারো নেই তাহে নিস্তার।
মেছুরিয়া নিরদয়,—
জলের মৎস্য ডাঙ্গায় তুলিতে কি হর্ষবিস্ময় !

নদীর ও কূল কালো হয়ে আসে শ্রাবণ-সন্ধ্যাবেলা,—
তখনো বন্ধু, ছিপটি তোমার সম্মুখে থাকে
চিক্কণ কালো জলে,
মুমূর্ষু আলো আহত কৃষ্ণসর্পের মত চলে।
দূর পল্লীতে বেজে যায় শাঁখ, জ্বলি' উঠে দীপশিখা,
থামে ছায়ানট, ঢাকি' দিক্‌পট নামে মায়া-যবনিকা।
তখনো কিসের আশে,
তোমার নয়নে ঢেউএর মাথায় ফাৎনার ছায়া ভাসে ?
গভীর আঁধার জলতলে কোথা ঘুমায় মাছের ঝাঁক,
বর্ষারাতেও তার মাঝে বুঝি প'ড়েছে কাহার ডাক !
নূতন চারের উতল গন্ধ আকুল করিল কারে ?
বহু সন্ধানে পরমানন্দে তোমার ফাৎনা নাড়ে।
টানিতে তোমার ডোর,—
বঁড়শির 'কালা' বিঁধিল কপালে, কি তার কপালজোর !
'আপাল' কাটিয়া ঝাঁপায় লাফায়, ছিপের সঙ্গে খেলে,
তোমার লীলায় অকূল তাহারে কূলপানে ক্রমে ঠ্যালে !

মেছুরিয়া, মেছুরিয়া !
কাটে যদি রাত, কাটে না ত দিন, চল ভাই সাথে নিয়া
মিথ্যা বন্ধু লিখিব পড়িব, শেষটা মরিব দুখে,
তোমার মতন মৎস্য ধরিব,—খাইব পরম সুখে।

নবান্ন

এসেছ বন্ধু ? তোমার কথাই জাগ্‌ছিল ভাই প্রাণে,—
কাল রাতে মোর মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে।
ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রাণে শুভ নবান্ন আজ,
পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ।
লেপিয়া আঙিনা ছায় আল্‌পনা ভরা মরাইএর পাশে ;
লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য ত্যজি' এবার নিবসে চাষে।

এমন বছরে রাতারাতি মোর পাকা ধানে পড়ে মই !
দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে বসো,—সে দুখের কথা কই।

বোশেখ, জ্যষ্টি, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্দর, আশ্বিন,—
আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না কোথা দিয়ে কাটে দিন।
দুর্য্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল ক'রে কভু সেচিনু পাণ্ডু চারা।
কার্ত্তিকে দেখি চারিদিকে,—একি ! এবার ত নহে ফাঁকি !
পাঁচরঙা ধানে ছক্-কাটা মাঠ জুড়ায় চাষার আঁখি।

অঘ্রাণে থাকে থাকে
কাটিয়া তোলায় খামারে গোলায় যাহার যেমন পাকে।
আমি রোজ ভাবি—ফসলটা নাবী, আরও ক'টা দিন যাক্,
ভরা অঘ্রাণে ঘটেনা-ত কোনো দৈব দুর্ব্বিপাক।
মরাই-সারাই শেষ ক'রে, সবে খামারে দিইছি হাত,
কাল্‌কে হঠাৎ,—
বন্ধু, দোহাই, তুলোনাকো হাই, হইনু অপ্রগল্‌ভ—
ক্ষমা করো সখা,—বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।

তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূর-দূরে,—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জড়ির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে' নেমে আসে মানস-মরালশ্রেণী,
যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল বেণী।
উঠো না বন্ধু, অঘ্রাণ মাস,—তাহে নবান্ন ভাই,
আজিকার দিনে চাষার ঘরে যে কুটুম ফিরাতে নাই।
বারবেলাটুক্ কাটুক্ দেবতা, ঘুরে আসি ক্ষেতখানা,
মইডলা ভুঁই ঘেঁটে খুঁটে' আনি যা' পাই ধানের দানা।
চিরান্নহীন নবান্নদিনে এসেছ আমার ঘরে,
শুভখনে শেষ অন্নপিণ্ড অর্পি' পরস্পরে,
চরম প্রণাম করিব যখন,—বন্ধু, মাথার কিরে—
ফণায়িত করে আশীষ ঢালিয়া দংশিও মোর শিরে।

শিবতাণ্ডব

আজি—ভেঙেছে ভাঙের ঢুল,
ভেঙেছে ভোলার ভুল,
রেঙেছে সে নবজাগা আঁখি রে !
চাহিয়া সে চারিপাশ
হেসেছে অট্টহাস,
ধরেছে যুগান্তের ফাঁকি রে !
বববোম্ বববোম্
চমকি' সূর্য্য সোম
ধূর্জ্জটি আরম্ভে নৃত্য,—
নেচে উঠে দিমি দিমে
ডম্বরুডিণ্ডিমে
পতিতের ব্যথিতের চিত্ত।
ত্যয়্ তাতা থৈ থৈ,
ত্যয়্ তাতা থৈ থৈ,
তাথৈ থৈ থৈ তাথৈয়া,—
ঐ নাচে শঙ্কর,
নাচে প্রলয়ঙ্কর,
নাচে ভয়ঙ্কর মাভৈঃয়া।
দোলে ঐ অম্বর
নীলে টইটম্বর,
মাঝে তার মন্দার নাচে ঐ !
তন্ময় আঁখি মুদি'
মথি' মরণাম্বুধি
তাণ্ডবে নাচে মরণঞ্জয়ী।
তারকায় তারকায়
ও চরণ নেচে যায়,
চিরদাহ নিবে যায় স্পর্শে,

ধরাতল মেপে' মেপে'
বিপুল চরণ ক্ষেপে—
কভু নভে উচ্ছ্রিত হর্ষে !
শিরে উড়ে জটাজাল,
গলে দোলে কঙ্কাল,
ভালে শশী চাহে নিস্পন্দে,
দিকের চক্রবাল
টল্ টল্ খায় টাল,
নাচে কাল ভৈরব ছন্দে !
ববম্বম্ বম্
উঠে ফাঁক, পড়ে সম্,
ইন্দ্র বরুণ যম মরে রে !
ব্রহ্মা সে পায় লাজ,
বিষ্ণু নমিছে আজ
সসম্ভ্রমে মহেশ্বরে রে !
হানে প্রলয়াম্বুদ
অর্ব্বুদ রবি বুধ,
বুদ্‌বুদ্ সম ফুটে অঙ্গে,
চরণে কি কল্লোল !
ঝঞ্ঝামথনলোল
কারণ-নীলাম্বু-বিভঙ্গে।
অসীম ধৈর্য্যবান
চির প্রতীক্ষমান্
মহাকাল ক্ষেপে' আজ নাচে রে !
এ ব্রহ্মাণ্ডটায়
ভাঙিয়া দেখিতে চায়
তরুণ গরুড় কিনা আছে রে !
নাচে নাচে শঙ্কর
চির-বিষজর্জ্জর
প্রলয়ঙ্কর তাতা থৈয়া,

জ্বালার নবৌষধি
নবনীত উঠে যদি
স্থষ্টির পচা দধি মইয়া!
রয় কত সইয়া?
ত্যয়্ তাতা থৈয়া!
ত্যয়্ তাতা ত্যয় তাতা
তাথিয়া তা থৈয়া!

বিভীষণ

ভাই নিয়ে এল হরণ করিয়া পরের পরমা নারী,
প্রজার মাঝারে কামুক রাজার চরম কেলেঙ্কারী!
চুপ ক'রে যদি দেখি,
বল তবে আজ, তোমাদের মতে উচিত হইত সে কি?
লঙ্কেশ্বরে শঙ্কা না ক'রে ক'রেছিনু প্রতিবাদ,
যুগে যুগে তাই রটাও কি ভাই মোর নামে অপবাদ?
পার হ'য়ে এল প্রবল বৈরী সাগরে জাঙাল বাঁধি';
লঙ্কার দশা ভাবিয়া পড়িনু ভাইএর চরণে কাঁদি'।
মরণ-দম্ভে মাতি'
সবার সমুখে সভায় বসিয়া সে ভাই মারিল লাথি!
আমি তাহা সহি নাই;—
তোমরা কি চাও খ্রীষ্ট নিমাই হবে রাবণের ভাই?

আর কোন পথে সে অপমানের না দেখিয়া প্রতিকার
গিয়েছিনু বটে রামের নিকটে শুধিতে লাথির ধার।
রাজার খাতিরে হজম করিয়া সে আত্ম-অপমান
নিরাপৎ-বৈরাগ্যে করিলে আত্মার সন্ধান
হয়ত হইতে খুসি!—
রক্ষের দেশে সে প্রথা ছিল না, কেন মোরে কর দুষী?

দুর্দ্দিনে শুধু আশ্রয় নহে, মিতা ব'লে কোল দিল,
সমর-সাগরে অপরিচিতের তরণী সমর্পিল!
সেই পুরুষোত্তমে
দেখনি তোমরা, তাই ভাব আমি প'ড়েছিনু মোহে ভ্রমে।
ঘরের খবর রঘুবরে যদি সব ক'য়ে দিয়ে থাকি,—
মোর দুষ' বৃথা,—দেখনি তোমরা সে দু'টি কমল আঁখি।

লাথিমারা পদে পুজি নাই, তাই কহ বিশ্বাসহন্তা?
জানা ত ছিল না অহিংস হয়ে লাথি শুধিবার পন্থা।
কহ যে দেশদ্রোহী,—
মাটি, জল, বায়ু, পশু, পাখী, নর, বল কারে দেশ কহি?
মাটিটাই যদি দেশ তোমাদের—লঙ্কা ত আজও আছে;
রাক্ষসকুলে তবু আমি আছি, রঘুকুলে কেবা বাঁচে?

চিরজীবী আমি, ত্রেতা হ'তে হেথা দেখিতেছি বসে' বসে',
কত বিষফল ফলা'ল মানব এই মাটি চষে' চষে'!
না বুঝে' মাটিরই ফাঁকি
মাটির ঘটের সমুখে রাঘব উপাড়িতে গেল আঁখি!
সেই হ'তে লোক গড়ি' নব নব দেবতা সে মাটী নিয়ে
যুগে যুগে প্রাণ দিল বলিদান মাটীর মাদক পিয়ে।
ল'য়ে এই মৃত্তিকা
কত মহাবীর স্বহস্তে ভালে পরিল মৃত্যুটীকা!'
মোহিনী মাটির অতুলন স্নেহ তিল তিল হ'য়ে জমা
কত না সুন্দ উপসুন্দের রচিল তিলোত্তমা!
এ যুগের চোখে পুরানো মাটির নব মায়া পুনঃ লাগে,
সে যুগের সেই মৃন্ময়ী আজ চিন্ময়ী হয়ে জাগে।
আজি এ মাটির প্রেমে
দিকে দিকে জাতি মরণ-সাগরে স্রোতে স্রোতে আসে নেমে।
তারি আহ্বানে ডালি ভরে' আনে ধন প্রাণ মান দেহ;
বুকের শোণিতে শোধে তারা, হায়, এ মরা মাটির স্নেহ।

ত্রেতায় যে পূজা পেয়েছিল প্রজা, দ্বাপরে যা রাজা পায়,
কলিতে কঠিন মূক মৃত্তিকা সেই পূজা ফিরে চায়।
স্বর্গ হ'তেও গরীয়সী কিনা স্বদেশ জন্মভূমি
স্বর্গ ত নাই, কেমনে যাচাই করিবে সে কথা তুমি ?
এও বড় বিস্ময়—
গরীয়সী ফেলে' দলে দলে দলে স্বর্গে না গেলে নয় !

মাটি যদি হ'ত মাতা,—
তর্পিতে তায় লাগিত কি লাখো পুত্রের কাঁচা মাথা ?
মৃৎ-রূপে-রূপে মা রাজে স্বরূপে,—শুনে' এই রূপকথা
দেখিলাম আমি যুগে যুগে নর সহে নব নব ব্যথা।
রক্তপিপাসা ভক্ত সাজিয়া পূজে মৃন্মহামায়া,
স্বার্থ-প্রদীপে পুরোহিত করে আরতি আপন ছায়া।
মিছে, ওরে সব মিছে,—
মাটির প্রেমের হেমকুরঙ্গ বনে বনে ছুটাইছে।

আমি চিরজীবী, যুগে যুগে ভাই মিটানু অনেক সাধ,
ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, জানি সকলেরই স্বাদ।
এই বুকে আমি ধরিয়াছি সেই পরমব্রহ্ম রামে,
রাজ্য ক'রেছি মন্দোদরীরে লইয়া আপন বামে।
রাজসূয়ে দেখি' ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের খ্যাতি,—
মরণ-দুয়ারে হেরেছি তাহার পথ-কুক্কুর সাথী !
কোথা সে লঙ্কা, কোথা অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম ?
কোথা সীতারাম, কৃষ্ণার্জ্জুন ? সবই এক পরিণাম !
চারিদিকে ভাঙে সাগরের বুকে
তরঙ্গ কি ভীষণ !
মাঝে শুধু জ্বলে রাবণের চিতা—
চিরজীবী বিভীষণ !

দুঃখের পার

ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা উপঝর্রণ,
গগন ধরণী মেঘে ধূসর বরণ ;
দাদুরী প্রভৃতি সব
নিভৃতে করিছে রব,
পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ !
এ বাদলে মরণের ছিল না মরণ ?

বিধবা ভিখারী পাঁচী, একটি ছেলে,—
তার ভালে জুটিল না টোঁড়া কি হেলে ;
খাঁটি বামুনেরই শাপ,
কাটিল কেউটে সাপ,
যে দিন দু'দিন পরে পথ্য পেলে,
চ'লে প'ল মা'র কোলে মায়ের ছেলে।

পথ্য পায়নি, আজ পথ্য পেতো
কেউটের বিষে যদি বেঁচে সে যেতো।
ছাইকুড়ে মান-তলে
দীনের ফসল ফলে,
তাই তুলে' চালে জলে সিজায়ে খেতো,
পাঁচী যদি শুখা কাঠ কুড়াতে পেতো।

শুখা কাঠও পেয়েছিল এই বাদলে,
তাই হয়,—যার যবে বরাত খোলে।
আনন্দে ভুখা ছেলে
ছেঁড়া কাঁথা টেনে' ফেলে'
ছাইকুড়ে মান খুঁড়ে' যেমনি তোলে,
'মাগো !' ব'লে ছুটে' এসে পড়িল ট'লে।

চেপে নামে বারিধারা উপর্ঝরণ,
পাঁচীর চ্যাচানি আদি হ'ল অকারণ।
স্থির হ'য়ে অবশেষে
ব্যাপারটা বুঝেছে সে,
তবু বেহুলার কথা হইল স্মরণ।
বিধবা মায়ে কি মানে ছেলের মরণ?

মরা-ছেলে-কোলো পাঁচী ঘরে একেলা
অকূলে ভাসিয়ে দিল কলার ভেলা!
বাদলায় বাদলায়
দিন যায় রাত যায়,
মরণ-বিজয়ী প্রেম খেলিছে খেলা;
মেঘ-আড়ে ফাঁকি ছায় শ্রাবণ-বেলা।

যে-দুখ ঘুরিয়া মরে দেহের পাকে,
পৌঁছে না আত্মার উপর-থাকে—
সে-দুখের পারাবার
পাঁচী কি হ'য়েছে পার?
যে-পারে বসিয়া কবি এ ছবি আঁকে,
সেথা সে পৌঁছেছে কি? শুধাই কাকে?

আকালের পটোল

(ছন্দ—গন্তিস্তং গতিস্তং ইত্যাদি)

পটোল তোল
পটোল তোল;—
ভাঙন্—'পর গাঙের চর,
ঢালের শেষ, আলের থর,
শ্যামল ঢেউ—পটোল ভুঁই;
কোথায় কেউ? শুধুই তুই।

ফসল তোল্ কোমর নুই',
কপালটার—কপাট খোল !
পটোল তোল,
পটোল তোল !

ফুলের ফল, ফলের ফুল,
পাতার ডগ, লতার মূল ;—
খসোর খস, খসোর খস্,
চলিস্ হুঁস্ চরণ-বশ !
নজর রাখ না পায় ফাঁক
ডাগর, হোক্ অপোরকোল ।
পটোল তোল,
পটোল তোল !

আলের গায়, খালের ছায়,
কালের ফল করুণ চায় ;
পটাস্ পট্ পটাস্ পট্
ছিঁড়িস্ সব স্নেহাস্পদ ;
তাতেই পোর্ আখের তোর,
কাঁখের তোর ঝুড়ির খোল ।
পটোল তোল,
পটোল তোল !

চোপ'র দিন কুপোরকাৎ,
মাজায় তোর চাগায় বাত !
তাতেই খাট্ দোমোরপাট,
ফসল কর্ কোমরজাৎ ;
খাটোন্ বই ভুলিস্ কই
পেটের খোল, বুকের ঢোল ?
পটোল তোল,
পটোল তোল !

স্মরণ কর সে বৈশাখ,—
মরণ-চর বাজায় শাঁখ!
নটন্‌নাথ—নটন্‌সাথ
টলল্ টল্ দিকের চাক!
ঘূরণবায় উড়ন্ পায়—
জোইঠ যায়,—জঠর লোল।
পটোল তোল,
পটোল তোল!

আষাঢ়, তায় সুসোর কৈ?
শ্রাবণ যায় ঝরণ বই।
বাদরহীন ভাদর দিন,—
হঠাৎ বান অথই থই!
ভাঙার ধান, জলের টান;
গাঙের বান—ডুবায় জোল!
পটোল তোল,
পটোল তোল!

গগন-কোণ-আসীন্ রে,
আশিন্-রাত-শশিন্ রে!
শুনিস্ তুই এ ক্রন্দন—
চিরন্তন অরন্ধন?
ভরাই নাই 'মরাই' ভাই!
ঝরাই তাই চোখের কোল।
পটোল তোল,
পটোল তোল।

শীতের কোপ অসম্ভব,—
অড়র বুট গহম্ যব
রবির নিজ ফসল সব
তুষারঘায় ধূসর শব!

ধূ ধূঃ ধূঃ পাটল মাঠ
লুটায় দিক্ দিগঞ্চল।
পটোল তোল,
পটোল তোল!

ফাগুন মাস জাগায় ভুল,
লাগাই চাষ পটোলমূল।
খালের শীষ আলোর 'পর
পাতায় তার পাতার ঘর;
ফুলের থর, ফলের ভর,
মলয় বায় দোদুল্ দোল।
পটোল তোল,
পটোল তোল!

বরষ-শেষ-চাঁদের সাথ
ডুবায় কাল চোইৎ রাত!
অদর্শন ভোরের পিক
বিদয়াক্ষণ কাঁদায় দিক;
উতল মন! নূতন সন—
সহিত আজ সাহিৎ খোল্
পটোল তোল,
পটোল তোল।

ফেমিন্-রিলিফ্

আয় আয় আয় রে!
বেলা ব'য়ে যায় রে!
দারুণ আকালে হায়, বিধাতার করুণায়—
রিলিফ্ নেমেছে ভাই গ্রামের সীমায় রে!

বেঁধে নে বেঁধে নে শিরে—
পাক-দেওয়া ছেঁড়া বিঁড়ে,
কাঁধে তুলে' নে রে ভাই কোদাল ও চুব্‌ড়ি ;—
দেখো দেখো মতি মিঞা পোড়ো নাকো থুবড়ি !
ওদিকে হ'তেছে বাঁধা বসোয়ার বোরো-বিল,
এদিকে হ'তেছে খোদা শুক্‌নো সাগর-ঝিল।
তিন আনা চৌকা,—
ভুখা পেটে খেটে খা,
দলে দলে লেগে যা,—
কে বলে কঠিন মাটি ? না পোষায় ভেগে যা।
ঘরে ব'সে মড়কে
চ'লেছিলি নরকে,
না হয় কোদালহাতে মর্‌বি এ সড়কে।
খাট্ তবে খাট্ রে !
ডোভা পেট কোভা কোরে গোভা মাটি কাট্ রে !

যা বলি তা বলি ভাই, মাটিটে কি রুগ্‌ণ !
মাংসের লেশ নাই, হাড়গোড় শুক্‌নো।
ঝাঁ ঝাঁ করে দিক্ রে !
রোদে ফাটে টিক্‌রে,
ঠনকি টন্‌কো মাটি কোপ উঠে ঠিক্‌রে।
হাত্তোর ভগবান !
দিলি কি কঠিন প্রাণ,
কাঁকুরে এ কড়া ঢ্যালা তারও চেয়ে কড়া জান !
ঠিক্ রোদে খাটি রে,
কত মাটি কাটি রে,
না জানি সে কত বড় যারে দেবো মাটি রে !
—এঁই—থুড়ি, চোপ্, চোপ্ !
হেঁই মারো মারো কোপ্,

কারো 'পরে নেই কোপ,
শুধু কোদালের কোপ্ !
আয় দাদা আগিয়ে,
ঝুড়ি ধর্ বাগিয়ে,
তাতাপোড়া দেহ-খানা দিস্ নেকো রাগিয়ে
জোয়ান রে হেঁইয়া !
ভ্যালা মোর ভেইয়া !
আমি কাটি কপাকপ্,
তুই তোল্ টপাটপ্,
মেলে' দুটো পাঁজ্‌রা,—
খাঁজ্‌কাটা ঝাঁঝরা—
মাজাদোলা ছুটপায়ে ফেলে আয় ঝপাঝপ্।
পিল্ পিল্ পায় পায়,
পিঁপড়ের সার যায়,—
দীর্ঘ দীঘির গায়,
হায় হায় হায় রে !
মেটে কুলি যায় রে,—
পেটের কি দায় রে !
তবু ত পেটের ঋণ
জমে' যায় দিন দিন,—
বে'হুন রেঙুন্-খুদে
সুদ শুধু যাই শুধে',
প্রাণটাকে যত কসি, ধড় করে ঝিন্ ঝিন্ !

ওকি, ওরে মেষ্টা !
পেল বুঝি তেষ্টা ?
তোদের কষ্ট মেটে তারই ত এ চেষ্টা।
এবারের বৈশাখ
পিপাসাটা চেপে রাখ ;

প্রাণপণ কুদ্‌লে'
এ দীঘিটা খুদ্‌লে'
নাগাৎ শ্রাবণ ভাই,
জলের কি ভাবনাই ?
যত জলকষ্ট
একেবারে নষ্ট ;
তুই যদি না থাকিস্—তোরই সে অদৃষ্ট !

দফাদার মামা গো !
মাটি না এ ঝামা গো ?
যাই হ'ক রফামত তোর মুখ থামাবো।
সবই জানো বাপধন ! খেটে' সারাদিনটে,
রোজগার দু'আনার, খেতে পেট তিনটে।
তারও এক আধ্‌লা !......
দাঁড়িয়ে যে বাদ্‌লা ?
ছেলেটা ? বালাই গেছে, তুই ভাই কোদ্‌লা।
এই ছোঁড়া সুখলাল !
কোন্ দুখে মুখ লাল ?
মোড়লের পো ব'লে কি কম ক'রে দেবে গাল ?
ওই মোলো ছুঁড়িটা,—
ছুঁড়িটা না বুড়িটা ?—
নাহক্ ছুঁচুটে' প'ড়ে ভাঙে নয়া ঝুড়িটা।
কি কর রহিম চাচা এই বুড়ো বয়সে !
লুকিয়ে চোকো চাচা ! ধর্ম্মে কি সয় সে ?
আচ্ছা, বলত চাচা, এত যারে ডাকলে—
সে বিধি মেহেরবান
হিঁদু না মোছলমান ?
পোড়াব না গোর দেবো দেহখানি রাখ্‌লে ?
দূর হোক্—মাটি কাটো, কেবা জানে কিসে কি ;
যতই ঘুলিয়ে দাও, তেলে জলে মিশে কি ?

খেতে পাও নাই পাও শুধু চল কুপিয়ে,
বুড়ি বেটী মাটিটাকে আগাগোড়া চুপিয়ে ;
মায়াবিনী শয়তানী চির বহুরূপী এ !
কার ধন হ্যায় হরি' কারে চুপি চুপি এ !
মারো এরে কুপিয়ে !—
বুকে বুঝি মুখ ব'য়ে খুন ঝরে টুপিয়ে !
চল্ চল্ কুপিয়ে !
কেবা শোনে কার কথা ? কাঁদিস্‌নে ফুঁপিয়ে ;
কোপের উপর কোপ ফ্যাল্ ঝুপ্ ঝুপিয়ে !
কোদালের মুখ হ'তে নে-রে চাপ লুফিয়ে,
চল মাটি কুপিয়ে ;—
চৌকার চারকোণ ঠিক মাপ-জুপিয়ে।
খুন ঝরে টুপিয়ে রে, জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
ওই দ্যাখ্ চৌকোর চারদিকে গল্‌দি।
আমার চৌকো মেপে' পাবে কেউ ফাঁক কি ?
বুকে তার সাক্ষাৎ শিবরূপী সাক্ষী।
হেঁই চল্ কুপিয়ে,
শক্ত বেহায়া মাটি রক্তেতে ছুপিয়ে।
খাল ধরে বুকে রে !
খুন ঝরে মুখে রে !
মাটির কঠিন টানে শির পড়ে ঝুঁকে রে !
ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্—জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
কড়া রোদে খামকা কে গুলে' দিল হল্‌দি ?
ডুব্‌লো কি চাকি ওই ?
পুবকোণে দু'কোদাল এখনো যে বাকী ওই।
কোদাল কি হাতে নেই ? নেই কুছ্ পরোয়া,
মাটিটুকু দাঁতে কাটি এ মোদের ঘরোয়া।
নখে দাঁতে মাটি কাটি, ভ'রে নেই আঁজ্‌লো ;
মাটিকাটা প্রাণ আজ মাটি পেয়ে বাঁচ্‌লো !

কাঁদিস্‌নে খোকাধন, ভাবিস্‌নে বৌ গো !
আজ ত কেটেছি মাটি পূরো এক চৌকো।
বুকে পিঠে মাটি চাপে ! এ মাটি কে মাপে রে ?
হক্ মাটি মাপ দিতে প্রাণ কেন কাঁপে রে !
মাপদার ! মাপ দাও ও হাতেরি মাপা ওই
নয়নজলের আমি নিমকহারাম নই !

নূতন পথে

ওগো পথের সাথী !
বাঁধা-পথের সাথী !
শোনো গোপন মনের কথা তোমারে কব ;-
এই ধূলায়-ছাপা
বুকে পাথর-চাপা
সদা ডুরু ডুরু গুরু গুরু চাকায়-কাঁপা
সিধা বাঁধা-রাজপথে আমি আর না র'ব।
আজ নয়নে প'ড়েছে মোর পন্থা নব,
ওই 'পাওটা' পথের আমি পথিক হব।

বামে তর-তর ভরা গাঙ্ শাওন-রাঙা,
ডানে থর-থর খাড়া পাড় ভাঙন্-ভাঙা ;
গাঙ্-শালিখের দল
খোপে কলচঞ্চল
যেথা বেণার শিকড় ধরি' ঝুলিছে ডাঙা ;
সেই উঁচু নীচু আঁকা বাঁকা
পাউড়ির বুকে আঁকা
যে পথ ভাঙে ও গড়ে নিত্য নব,—
আজ সে পাওটা-পথে একা পথিক হব।

অথই সাগরকূলে বালুর বেলায়,
খোলা হাওয়ার দোলায়,
যেথা বেলা অবেলায়,
যত দলে দলে পলে পলে ঢেউএর খেলায়,
ওগো যে পথ মুছে ও রচে নিত্য নব,—
আমি সে পাওটা-পথে একা পথিক হব।

ভরা ভাদরে
মাঠ ভরে আদরে
যবে বাদর-হাওয়ার সুখে
তরুণ ধানের বুকে
চিক্কণ শ্যাম ঢেউ চোম্‌কে উঠে ;
তারি মাঝে এঁকে বেঁকে
আলে আলে বুক রেখে,—
ওই ওই দেখা যায়,
ওই কোথায় লুকায় !
চলে যে পথ পিছলি' যেন আল্‌-কেউটে !
ঘন গহন মেঘে
দুঃ—স্বপন লেগে
উঠি' চমকি' জেগে
বাঁকা বিদ্যুৎ এঁকে চলে যে পথ ক্ষণিক,
আমি সে পাওটা-পথে একা হব রে পথিক।

নিঃশেষশস্য ধূ-ধূসর চরে,
চাষা গতর ঢেলে
চলে লাঙল ঠেলে,—
যেন ঘুমন্ত মা'র বুক আঁচড়ে ছুড়ে
কে দুরন্ত ছেলে
মাইএ দুধ না পেলে।

সেথা ফাগুনের মুখে
ভাঙা আলের বুকে
নিতি যে পথ ঘুরিয়া ফিরে ইচ্ছা-সুখে ;
যেই চিকণ প্রভাতী পথ গোধূলি-বেলায়
খেই হারায়ে ফেলায়
ঠিক-দুপুরের চাষে তোলা মাটির ঢ্যালায়,
ভর্-সন্ধ্যায় আলেয়ায় হারায় যে দিক্—
আমি সে পাওটা-পথে একা হব রে পথিক।

সঙ্কটময় ঐ নীল অচলে
গিরি-সঙ্কটে সঙ্কটে যে পথ চলে ;
দিন দুপ'রে অন্ধকার,
সারে-সার দেওদার,
শাল-বট-গাম্ভার-গহন-তলে—
তলে যে পথ চলে ;
যেথা নিবারে বারণ-বরে রণজিগীষু—
নিঃ-শঙ্ক সঙ্গীহীন সিংহশিশু ;
ঘোর দুর্গম বন্ধুর যে পথ ধ'রে,
বনে বনান্তরে
ঢুঁড়ে' হারানো শিকার একা ফিরাত ঘোরে ;
কালো বর্ষার বারিধার যে পথ কাটে,
যেই 'পিছল বাটে
যেতে বাজায়ে উপলঝাঁঝ চপল নাটে
চির-দুরন্ত ঝর্ণাও পা টিপে হাঁটে ;
যেই পথের ধারে
প'ড়ে পথের পাষাণ,
চির চোখের ধারে
করে দুখের আসান্ ;
সেই চোখের জলে
যবে তুষার ফলে,

ঢাকে অচিন্ পথের রেখা তুহিন-তলে ;
যেই অচল-পথ-চলায় পিছল অধিক,
সেই পাওটা-পথের একা হব গো পথিক।

ওগো পথের সাথী,
রাজ- পথের সাথী !
আজ পাওটা-পথের পানে
টানে পা কেন কে জানে !
নূতন নিরাশে প্রাণ উঠেছে মাতি'।
যত একা-চলা খেয়ালীর প্যায়ে উৎকীর্ণ
বঙ্কিম কামচর পথ সঙ্কীর্ণ ;
সাথের সাথীর ঠাঁই
সে পথের পাশে নাই,—
বিদায় বিদায় ভাই,
ছাইল রাতি,
হায় পথের সাথী !

শাওনরাতি

ওগো শাওনের রাতি যেয়ো না !
তারাহারা, কুণ্ঠিত, কালো মেঘে গুণ্ঠিত,
নীল আঁখি মেলি' আর চেয়ো না !
যেয়ো না শাওনরাতি যেয়ো না !
আজি ওই ঝর ঝর চিরন্ত নির্ঝর,
দূর দূরান্তে ঝরে সঘনে ;
অন্ধ অনন্তের ক্রন্দনছন্দের
সান্ত্বনা-গান উঠে গগনে !
র'য়ে র'য়ে সন্ সন্ অশান্ত সমীরণ,
চম্ চম্ তড়িৎ-চমক !

গর গর গর্জ্জে শুরু দেয়া তর্জ্জে,
চিতে লাগে ভীতির ধমক।
কান পেতে শোন দেখি গগন-অরণ্যে কি
গর্জ্জে শাবক-হারা বাঘিনী ?
ও কোন্ বেদিনী মেয়ে অমন কাঁদুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী !

তবু শাওনের রাতি যেয়ো না !
শঙ্কা-বিকল প্রাণে, ক্রন্দনে অভিমানে
ওই গান বৈ আন গেয়ো না !
হের, তোমারি চোখের জলে আমার ফসল ফলে,
মরা গাঙে ভাঙিছে ভাঙন ;
তোমার হতাশ-শ্বাসে আমার সুনিদ্ আসে
হে উদার ব্যথিত শাঙন !
যবে, গম্ভীর শ্যামকায় চঞ্চলা চমকায়,—
রস-আশা মানসে শিহরে,
রাগিয়া বিমুখ পিয়া, মেঘরবে কম্পিয়া
চকিতে চাপিয়া বুকে ধরে !

শোন শোন শাওনের রাতি গো !
এই যে নিবায়ু ঘরে বাতি গো !
অকূল ও কালো বুকে এ তরী ভাসিল সুখে,
ডুবে যদি কিই ক্ষতি তায়।
হে মোর অনিদ্-সাথী শাওনের শেষরাতি !
পোহায়ো না, মিনতি তোমায়।

নষ্ট-চন্দ্র

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থী তিথি সন্ধ্যা হ'তেছে পার,—
সারাদিন কেঁদে ভাদ্রবধূর এখনও আনন ভার ;
আঁধার আকাশে নিরালায় ব'সে,—আলুথালু তার বেশ,-
আঁখি মুছে বধূ বাঁধিয়া তুলিছে এলানো মেঘের কেশ।
সহসা দিকের বাঁধে
উঁকি মেরে লাগে অপকলঙ্ক চিরকলঙ্কী চাঁদে।
খুলে দেখি পঞ্জিকা,—
জ্যোতিষের মতে আজ রজনীতে নষ্ট-চন্দ্র লিখা !
ছুটে পলাইল সচকিতা বধূ আঁধার আঁচল সারি',
উঠে এল চাঁদ আব্‌ছায়া তালবনের আড়াল ছাড়ি'।
জ্যোৎস্না-উজল সুধা-ঢল-ঢল তরুণ মূর্ত্তিখানি,—
দিকে দিকে দিকে তরুণী তারকা গুণ্ঠন দিল টানি'।
ঘরের গৃহিণী বধূরে ডাকিয়া শাসন করিয়া কহে,—
এমনই কি কাজ ? নষ্টচন্দ্রের রাতে কেউ ছাদে রহে !
চিরচঞ্চলা গুণ্ঠন-খোলা কিশোরী কুমারীদল
নত আঁখি ঢাকি' হাতের আড়ালে করে ঘোমটার ছল।
বিরহিণী করে শয়নশিয়রে বাতায়ন দিতে যত্ন ;
সন্ধ্যা না হ'তে অর্গল দিল সস্ত্রীক স্মৃতিরত্ন।
নির্জ্জন পথে চিররূপখোর চলে অচকোর চন্দ্র,
রূপ-মহলের অন্দরে আজ বন্ধ সকল রন্ধ্র।

ভরা বর্ষায় দেখিনি কখনো এহেন ফর্সা রাত,
নীলাকাশে শুধু চতুর্থী চাঁদ করিছে অশ্রুপাত !
হেরি' তার দুখ ভারী হ'ল বুক, ভাবিলাম মনে মনে—
নহি আমি খোস্‌নামী কি কামিনী; তবে কেন অকারণে
অপকলঙ্কভয়ে সারারাত কাটাইব মুখ ঢাকি' ?
স্পষ্ট চাহিনু নষ্ট-চাঁদের নয়নে নয়ন রাখি'।

চিরকলঙ্কী চাঁদ,
মনে হ'ল মোর শিরে কর রাখি' করিল আশীর্ব্বাদ।
অপবাদে অপমানে,
নীল জলে সে যে ডুব দিল রাতে কখন তা কেবা জানে!
তখনো ধরণী কলঙ্কভয়ে চাহেনি ঘোমটা তুলে;—
প্রভাত-আকাশে মরা চাঁদ ভেসে লাগে পশ্চিম কূলে।
আরবার হ'ল দেখা,
মরা মুখে তার ছিলনাকো আর তিল কলঙ্ক-রেখা।
সকল চিহ্ন লুপ্ত হইল ধু ধু ধু সূর্য্যোদয়ে ;—
বিশ্ব তাহারে দেখিল না ফিরে মিছে কলঙ্কভয়ে।

কহিল সকলে,—গোষ্পদজলে হেরি' ঐ চাঁদ দৈবে
নিজে ভগবান হ'ল হয়রান,—তোমার কি অত সইবে ?
শুনে হেসেছিনু আমি ;
সাথে হেসেছিল অন্তরে বুঝি মোর অন্তরযামী !
তখনো নষ্ট-চন্দ্রের গুণ বুঝি নাই সম্যক্—
ব্রাহ্মণে দান করিনি, শুনিনি কাহিনী স্যমন্তক।

তারপর হ'তে রটে বিধিমতে অপকলঙ্ক মোর ;—
কেহ বলে আহা অতি সজ্জন, কেহ বলে ডাহা চোর !
কেহ কহে ওটি আসল ভ্রমর, কেহ কহে ভীমরুল্ ;
কেহ বলে কুষ্মাণ্ডখণ্ড, কেহ বলে জুঁইফুল !
বান্ধব অরি নির্ব্বাক করি' রটায় বিজ্ঞ শঠে—
সবটা সত্য না হোক্—তা ব'লে যা রটে তা কিছু বটে !
বন্ধু আমার গোপনে রটান্—যা শোন সত্য সবই,
ও-ত যে সে নহে, মদনুগ্রহে ভাবী ও অভাবী কবি !

বন্ধুগো বহু কলঙ্ক বহি' হইল অহঙ্কার ;
তাই ভেবেছিনু বহিতে পারিব অপকলঙ্কভার।

আজি মিটিয়াছে খেদ,
বুঝিয়াছি প্রাণে কলঙ্ক আর অপকলঙ্কে ভেদ।
অপরাধী চাঁদ চতুর্থীরাতে ডুবে মরে' গেল বেঁচে!
আমার জীবনে পাকা কলঙ্ক প্রতিদিন নামে কেঁচে!
ব্যথিত বক্ষে বহি যে বন্ধু শত সত্যের ক্ষত,
কৌতুকে তাহে মিথ্যার নুন ছিটাইছ অবিরত!
মার্জ্জনা আজ চাই,
শপথ তোমার, এ জীবনে আর চাঁদে চাহিব না ভাই!
নাস্তিক হয়ে নিস্তার ছিল, বুঝেছি অসংশয়,
নষ্টচন্দ্রের দর্শন কভু ফসকে যাবার নয়।

শরৎ আকাশে

কাল নিশীথের গগনার্ণবে
তুফান উঠিল খুবই,
হ'য়ে গেল বুঝি বর্ষার শেষ—
মেঘের জাহাজ-ডুবি!
দীর্ণ তাহার পাঁজরার কুচো,
জীর্ণ টুক্‌রো হাল,
সারা রজনীর ঝঞ্ঝাক্ষত
ছিন্ন ভিন্ন পাল।
মগ্নপোতের দিক্‌বিলগ্ন
ভগ্ন অংশ যত
আজি শরতের সুনীল আকাশে
ভাসিছে ইতস্ততঃ।

ওই অনন্ত নীল সমুদ্রে
আজিকে আমার মন
ডোবাজাহাজের খণ্ড ধরিয়া
করিছে সন্তরণ!

বাঁচিবার তরে অতিনির্ভয়ে
যারে করে আশ্রয়,
শুভ্র আশার অসার ভরসা
নীলে ডুবে হয় লয়।
যায় ডুবে যায়, পুনঃ ভেসে হায়
যা পায় আঁকড়ি' ধরে ;
পার হবে ব'লে অপার সাগর
প্রাণপণে সন্তরে।

বর্ষার শেষ মেঘের জাহাজে
পাড়ি দিতেছিল যারা,
কাল শেষরাতে তরণীর সাথে
তলায়ে গিয়াছে তারা।
আমি অভাগ্য শরৎ-প্রভাতে
একাকী ভাসিয়া চলি,
ক্ষুদ্র বাহুর লুব্ধ তাড়নে
সাঁতারি' আপনা ছলি।
রৌদ্রোজ্জ্বল হাস্য-নিঠুর
সুনীল মরণ-সিন্ধু,—
তারই মাঝে ওই হাবুডুবু খায়
নিরুপায় প্রাণবিন্দু।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

কতদূর, আর কতদূর ?—মোর যাত্রার কোথা শেষ ?
স্বর্গ কি ওই জীবতরুহীন তুষারের মরুদেশ ?
জানি নিবিবে না প্রজ্জলন্ত এ চিতের পরিতাপ,—
ভেবেছিনু তবু, মরণ আসিয়া জুড়াবে দেহের তাপ।
এখন বুঝেছি প্রাণের আগুন এমনই ঘিরেছে দেহ,
শীতল করিতে, ব্যর্থ হইবে মৃত্যু-পরশ-স্নেহ !

ওই চিরহিমময়
স্বর্গে পশিলে সশরীরে, যদি এ জ্বালা শীতল হয়।
হোথা কি ধরণী স্বর্গের লোভে উঠিয়া উর্দ্ধমুখী
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তরঙ্গ তুলি' সুরপুরে দিল উঁকি ?
সেথা, স্বর্লোকে কি পড়িল চোখে, হতভাগিনীর ভাগ্যে ?
কোমল সে প্রাণ আজিকে পাষাণ সীমাহারা বৈরাগ্যে !
অপার তাহার হিম-প্রান্তরে শুভ্র চিরতুষার
নিখিল অশ্রু জমাট করিয়া ঘুমায় নির্ব্বিকার !
সব কলরব স্তব্ধ নীরব ;—ওই পথে যেতে হবে,
মর্ত্ত্যলোকের ব্যর্থতা যত বহিয়া সগৌরবে।

ধর্ম্মের নেশা ছিল মোর যাই পাশার নেশার সনে,
তাই পাঁচ ভাই বনবাসে যাই অকাতরে, অকারণে।
সে ধর্ম্মবলে কুরুক্ষেত্র করিনু উত্তরণ,
ক্ষুদ্র ভারতে মহাভারতের ক'রে গেনু পত্তন !
এতদিন সাথে ছিল সেই ভাই,—মহিষী যাজ্ঞসেনী,—
দশ হাতে মোরা বেঁধে দিয়েছিনু লাঞ্ছিতা তার বেণী।
আজি কি তুষার-শয়নে শীতল হ'ল সে পুত্রহীনা ?
শিলা-সমাধিতে অভিমন্যুরে পার্থ ভুলিল কি না ?
হিম-ঝঞ্ঝায় শান্ত হ'ল কি ভীমের ভীষণ ক্ষোভ ?
সময় যে নাই ফিরে দেখে যাই, টানিছে স্বর্গলোভ !
অদৃষ্টে মোর লিখা,
লভিব স্বর্গ,—ধর্ম্ম-মরুর অকরুণ মরীচিকা !

চলেছি, চলিব একা ;—
তুষারের তীরে স্বর্গ-প্রাচীর ওই বুঝি যায় দেখা !
দিকে দিকে দিকে ভাতিছে কি ওই দেবের তনুদ্যুতি ?
বুঝি শোনা যায় ইন্দ্রসভায় অপ্সরী গায় স্তুতি !
চল চল মন, কেন অকারণ পিছে চাহ ফিরে ফিরে ?
পথে বিলম্ব ক'রো না, স্বর্গে যাবে যদি সশরীরে।

যদিও রে নিঃসঙ্গ !
পথের চিহ্ন-হীন প্রান্তরে তুষারে অসাড় অঙ্গ ;
মাঝে মাঝে বোধ হয় শ্বাসরোধ, শিলা-ঝড়ে দেহ বেঁধে ;
—কুরুক্ষেত্রে নরমেধ ? সে ত কেটেছে অশ্বমেধে !
ব্যাস ব'লেছেন আমি নিমিত্ত, ব'লেছেন শ্রীগোবিন্দ ;
চল চঞ্চল, রে অবিশ্বাসী,—বৃথা আপনারে নিন্দ।

—এই ত স্বর্গদ্বার ;—
সশরীরে আমি প্রবেশিব, হায় ! সাক্ষী রবেনা তার ?
দ্রোণ-গুরু-সুত অশ্বত্থামা, শুনেছি অমর সে ত ;
সঙ্গে আনিলে আমার স্বর্গ স্বচক্ষে দেখে যেত।
—কে ডাকিছে পিছু ? ওরে কুকুর ! আজও সাথে আছ ভাই
সব ছেড়েছে রে এ যুধিষ্ঠিরে, তুমি তবু ছাড় নাই ?
এস গো বন্ধু, পুণ্যের বোঝা হ'য়েছে বিষম ভারী,
ক্লান্ত এ শির, চরণ অথির, আর যে বহিতে নারি ;
ধর, ধর তার ভাগ,—
মোর মত দেখি তোমারও বন্ধু স্বর্গের অনুরাগ !
তোরে আশ্রয় করিয়া ঘুরিব স্বর্গের পথে পথে ;
গরুড়পৃষ্ঠে হেরিবে মুরারি, ইন্দ্র ঐরাবতে।
ফেলিয়া মর্ত্ত্যে ধর্ম্মার্জ্জিত অমূলক অপবাদ,
চল চল সখা, মিটাই সকায়ে স্বর্গে যাবার সাধ !
এখনও যখন যুধিষ্ঠিরের
পিছন ছাড়নি ভাই,
কুকুর হ'লেও তুমিই ধর্ম্ম ;
সন্দেহ তা'তে নাই !

শর-শয্যায় ভীষ্ম

কুরুক্ষেত্রে চিরস্তব্ধ ভীষণ সমর-মন্দ্র ;
অন্তিম নতি লহ ,ভীষ্মের অস্তোন্মুখ চন্দ্র !
বংশের মোর হে আদি-দেবতা ! দাঁড়াও আঁখির আগে,
মরণ-পন্থে সন্তান তব শেষ স্নেহাশীষ মাগে ।
তুমি জানো দেব, কোন্ গূঢ় খেদে শরের শয্যা পাতি'
শিশুর মতন কাটায় ভীষ্ম দিবসের পর রাতি ।
কেন একা অনাদৃত
আপনবংশ-ধ্বংসের মাঝে পড়িয়া জীবন্মৃত !
দেবব্রতের নিজ পৌরুষে অর্জ্জিত অমরতা
হেলায় ফেলিয়া কেন চ'লে যাই,—তুমি জানো সব কথা ।

একে একে যবে সাত ভাই ডোবে জননীর স্নেহ-নীরে,
লীলাকৃতার্থ স্বর্গের মাতা স্বর্গে গেলেন ফিরে !
বিস্মৃতি-তলে মা'র মুখখানি আজও খুঁজি, হায় মোহ !
দেবী হ'য়ে নরে গর্ভে ধরিল,—এই ত অনুগ্রহ ।
সেই জাহ্নবী মিটালেন যাঁর যুব-চিত্তের ক্ষোভ,
পরিণামে হায় জন্মিল তাঁর ধীবর-সুতায় লোভ !
বৃদ্ধ পিতার সে মত্ততার প্রায়শ্চিত্ত-আশে,
নবযৌবনে কামনা-নাগিনী বাঁধিনু সত্য-পাশে ।
রাজ্যের লোভে বংশে যাহাতে না ঘটে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব,
পণ ক'রেছিনু—তুমিও তাহাতে সাক্ষী ছিলে ত চন্দ্র !
আজি শর-শয্যায়
মূঢ় কিশোরের সে দৃঢ় দুরাশা মনে প'ড়ে হাসি পায় !
কৌরবকুল-গৌরব ভাবি' বিমাতার সুতে পালি',
তুমি জানো দেব, কি অগৌরবে একে একে দিনু ডালি ।
'চন্দ্রবংশ নির্ম্মূল হয়',—বিমাতা সাধিয়া কহে ;—
ইঙ্গিত বুঝি' কহিনু,—'জননি, সে ত আমা হ'তে নহে ।'

বিস্ময়ে শুনি,—ব্যাসমুনি মোর ঋষিজ কানীন ভাই !
—যত তেজই হায় থাক্ অনলের পোড়াতে পারে না ছাই।
খর দিবালোকে মিটে নদী-বুকে মুনির মনের আশ,
ধরণী সে লাজে আজও মাঝে-মাঝে টানে কুজ্ঝটি-বাস !
শাস্ত্র ঘাঁটিয়া সম্মতি দিনু, সহজ বুদ্ধি ঠেলে,—
আমার বংশে জন্মিল এসে অন্ধ পাণ্ডু ছেলে !
শোন দেব, মোর শরের শয্যা নহে নহে অকারণ,
কুলবধূ নিয়ে সেই কদাচার, আজিও পোড়ায় মন !
অধর্ম্ম হ'ত ! না হয় সেদিনই লোপ হ'ত কুরুকুল ;
সাথে সাথে যত ভারত-ক্ষত্র হ'ত না ত নির্ম্মূল।

জ্যেষ্ঠ রহিল বন্ধ করিয়া আপন অন্ধ কারা,
যৌবনযোগে পাইল পাণ্ডু পিতৃব্যের ধারা।
হীনবীর্য্য সে বসিয়া দেখিল বংশের অপমান,—
দেবতা আসিয়া যুবতী জায়ারে করিছে পুত্রদান !
ছিল বটে প্রথা পিতামহদের আনে ত্রিদিবের মেয়ে,
চতুর দেবতা প্রতিশোধ তাই দিল কি সুযোগ পেয়ে ?
দেব-কৃপালোভী তপঃসিদ্ধ মূর্খ মুনির বরে
ধর্ম্ম আসিয়া অধর্ম্ম করে মূঢ় মানবের ঘরে।
ক্ষত্রিয় যুবা মরে ক্লীবহেন বনে রমণীর বুকে !
পঞ্চ পুত্র সাথে ল'য়ে রাণী ফিরে এল অধোমুখে।
পাঁচ জনে কহে পাণ্ডুসুতের পঞ্চ দেবতা পিতা !—
রোমে রোমে মোর শরের বেদন,—আজও তবু ভুলিনি তা' !

দ্বন্দ্ব বাধালো অন্ধের ছেলে দম্ভী দুর্য্যোধন ;—
মরণ-তোরণে কেমনে কহি তা একান্ত অকারণ ?
দুখ মোর এই—ক্ষত্রিয় হ'য়ে আশ্রয় করে ছল ;
মুগ্ধ আমারে ক'রেছিল বটে পাণ্ডব-বাহুবল্।
আজিও ভুলিনি—পাঞ্চাল-ভূমে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বরে
একক যুবক অযুত রাজায় বিমুখ করিছে শরে !

সে কি আনন্দ !—প্রভাতে যখন শুনিনু পার্থ সেই।
সে যে কি লজ্জা !—দূতমুখে যবে শুনি পরক্ষণেই—
মাতার আদেশ পেয়ে
পাঁচ ভাই ভাগে বিবাহ ক'রেছে স্বয়ম্বরের মেয়ে।
হে কুলদেবতা !* তোমার অঙ্গে কত কলঙ্ক সহে ?
পঞ্চপতিত্ব কি কুলগত হ'ল ? ব্যভিচার কা'রে কহে ?
শুধু বংশের কল্যাণ ভাবি' সে বিষও কণ্ঠে ধরি ;—
শর-শয্যায় সবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।
রাজ্য লইয়া কুরু-পাণ্ডবে আবার বিবাদ বাধে ;
দম্ভে ধর্ম্মে পাশাখেলা চলে ! নীরব রহিনু সাধে ?
পাশার বাজীতে রাজ্য হারিয়া রাখিল পত্নী-পণ !
পুত্তলীপ্রায় দেখিনু যা' সব করিল দুর্য্যোধন।
নির্ব্বাক হ'য়ে ভাবিতেছিলাম ;—কোন্ লজ্জাটা ভারী ?
—পাশা জিনে রাজা সভার মাঝারে উলঙ্গ করে নারী,—
না,—ব্যসনাসক্ত ধর্ম্ম ওদিকে সত্যের অভিমানে
ক্ষত্র হইয়া দেখে,—পত্নীর কটির বসন টানে ?
ভার্গবজয়ী ভীষ্ম সেদিনও আবার করিল ভুল,—
না করি' অস্ত্রে কুরু-পাণ্ডব একসাথে নির্ম্মূল।
তাই সহিলাম—ফাল্গুনী যবে প্রতি ভুল গুণে গুণে
রোমে রোমে বিঁধে দিল অপূর্ব্ব শরের বর্ম্ম বুনে।

কুরুক্ষেত্র-অবসানে দেব, আজও কি বলিতে হবে,
কৌরব ছাড়ি' কেন কুরুপতি বরে নাই পাণ্ডবে ?
কি নৈরাশ্যে রণভূমে পুনঃ বাহুতে পাইনি বল ?
দশ দিন ধ'রে কেন ক'রেছিনু শুধু যুদ্ধের ছল ?
বীর্য্য, সত্য, মনুষ্যত্ব—সবই যদি হ'ল ফাঁকি,—
মর্ত্ত্যে কেবল অমরতা নিয়ে কতকাল বেঁচে থাকি ?
বৃথা যৌবনে কুল-কল্যাণে ত্যজিনু রাজ্যদারা ;
মিথ্যার তরে সত্য যে করে, সে হয় সত্যহারা।*

পাপকে পন্থা যে স্থায় ছেড়ে, সে লভে না ত্যাগের পুণ্য,
দেব-লীলা ফোটে মানুষ যখন মনুষ্যত্ব-শূন্য :—
শিখণ্ডীপিছে পার্থ যুঝিছে,—হাসে হরি রথোপরে,
ভাগ্যে ভীষ্ম বর পেয়েছিল ইচ্ছামাত্র মরে !
তুমি কি বোঝনি কত দুখে আর স্পর্শ করিনি ধরা ?
অসহ যাতনা, তবু কেন নাই স্বর্গে যাবারও ত্বরা !
ওগো গগনের নীরব সাক্ষী ! তব বংশের শেষ
দেখে যাব ব'লে শর-শয্যায় প'ড়ে আছি অনিমেষ ।

আজ সব সমাপন ;
বংশের সাথে হ'ল নির্ব্বাণ ভিতরে বাহিরে রণ ।
আঁধার নিশীথে তুমিও চন্দ্র চলিলে অস্তাচলে ;
ভীষণ শ্মশানে শবাসনে যত শ্বাপদের আঁখি জ্বলে !
শোণিতগন্ধী মহাপ্রান্তরে ঝিমায় অন্ধ রাতি ;
দেহ খুঁজে মিছে আত্মা ভ্রমিছে জ্বালি' খদ্যোৎ-বাতি !
দিগন্তে ফুটে তোমার মৃত্যুবীভৎস মুখছবি ;—
ও কি ও ! সহসা জ্বলিয়া পলকে নিবিল কি শত রবি !
ঢাকে চারিধার সচল আঁধার, কল্লোল ক্রন্দন !
প্রলয়পয়োধি ভাঙে সৃষ্টির বেলা-বালু-বন্ধন !
ওকি দেখি পুনঃ ? পাণ্ডুভীষণ সে মহাপ্রলয় বারি
বটের পাতায় পার হ'তে চায় নিরুপায় কাণ্ডারী !
নারায়ণ ! একি দৃশ্য !
প্রলয়মাঝে কি বাঁচিল একাকী শর-শয্যায় ভীষ্ম !

ক্ষমা করো মোর ক্ষণিকের ঘোর হে কুলদেবতা মম !
মরণ-আহত বিহ্বলচিত ভীষ্মের ভয় ক্ষম ।
দক্ষিণপথে বিফল হইয়া, কাল হ'তে শুনেছি গো,—
উত্তরায়ণে ছুটিবে ভ্রান্ত গগন-মরুর মৃগ ।

চির-তৃষার্ত্ত তেজ-জর্জ্জর সেই তপনের সাথে—
জীবন ছাড়িয়া মরণ-পথের পথিক হইব প্রাতে।
শেষবার মোর প্রণাম লহগো চন্দ্র অস্তগত,—
তুমি জেনে গেলে কি শর-শয়নে মরিল দেবব্রত।

দুঃখের কবি

আর ওরে গাল দিয়ো না বন্ধু, আজকে শীতলাষষ্ঠী ;—
সোনার স্বরূপই ধ্যান করে মূঢ় কৃষ্ণ-কঠিন কষ্টি।
যদিও গিল্টি ও কালো ফলকে লিখে না রঙিন্ লিখা,
বুকের অতলে অপলক জ্বলে সোনার স্বপ্নশিখা।
ও নাকি শপথ ক'রেছে,—'কপালে না জুটিলে খাঁটি সোনা,
আভরণহীন কেঁদে যাক্ দিন, খাদে কভু ভুলিব না।'
কত ভালবাসে বনফুল সে যে, প্রভাতপাখীর গানে,
কত ভালবাসে রবিশশীতারা,—তারাই বুঝি তা জানে।
ভালবাসে ব'লে সবে প্রাণ খোলে, স্নেহ-লাঞ্ছনা সহে ;
যে গোপন ব্যথা কা'রে কহে না, তা' ওর কানে কানে কহে।
ওরই শিরোনামে সুগন্ধি খামে যূথিকা জানায় জ্বালা,
তাই সে কণ্ঠে পরিতে চাহে না টাট্‌কা গোড়ের মালা।
তারার কিরণ সাঁতারিয়া আসি' কোটি ক্রোশ শীতলতা,
আত্মীয় জেনে কহে তার কানে দারুণ দাহনব্যথা।
সজল মেঘস্তরে
শুভ্র রৌদ্র রক্ত ব্যথার পশরাই খুলে ধরে।
মুমূর্ষু চাঁদে বুকে ঢেকে কাঁদে কৃষ্ণা বাদলরাতি ;
উপোসী রূপের অন্তঃপুরে কেঁদে জ্বলে মোমবাতি।
আপন কণ্ঠে অনুখন তার ক্রন্দন উঠে, তাই—
যত কান পাতে শোনে দিনেরাতে অফুরান্ কান্নাই।
কাঁদে ব'লে ওরে ষষ্ঠীর ভোরে গাল দিয়ে কিবা ফল ?—
কত না প্রলেপে ধরা বুকে আজও তিনভাগই লোণাজল।

সেদিনও বন্ধু মেপেছ ত তা'র অতল অশ্রুরাশি,
জান ত ঘুমায় পাতাল-তলায় কত দুর্লভ হাসি !
সাধ্যমত সে অশ্রু সেঁচিয়া, ভুলিতে ভোলাতে জ্বালা,
বিদ্রূপে বিঁধে চাহিল গাঁথিতে নিটোল হাসিরই মালা।
দুখ তার এই,—বন্দীকণ্ঠে মালা হয় বন্ধন !
কঙ্কণরূপে শৃঙ্খল আসে, হাসিরূপে ক্রন্দন !
একি যৌবন ?—আজ বাদে কাল করে যে জরার ঘর !
এই কি জীবন ? প্রতি প্রশ্বাসে মরণে যোগায় কর !
ভক্তি প্রেম কি দণ্ডের তালে শ্রীচরণে 'মাথা ঠোকা ?
মুক্তি কি এই ?—দড়া ছিঁড়ে' ছুটে' সাকিম খোঁয়াড়ে ঢোকা ?

বন্ধু, তবু সে ছাড়েনি যখন রূপরসগন্ধামি,—
সে তোমারই অনুকম্পান্বিত ছন্দানন্দস্বামী !
ক্ষম শুধু ওর যৌবনভোর প্রেমের মুক্তি চাওয়া,—
গোলাপ-ধাঁধার পাকে-পাকে-কাঁদা অন্ধ গন্ধ-হাওয়া।—
ক্ষমা ক'রো ওর সন্ধ্যার ঘোর, দুরূহ আকিঞ্চন,—
মরীচিকা-পান-মত্ত মৃগের আলেয়া-আলিঙ্গন !

তো'হেন বন্ধু বিগ্ড়ালো যার, কি তার গ্রহের ফের !
আছে ত জানাই যাবে প্রাণটাই টেনে বিরোধের জের।
মিছে অভুক্ত সাধের জীবন কেঁদে করে বর্বাদ্ ;
বাঁধাদাঁতে মূঢ় মিটাক্ না গূঢ় মাংস খাবার সাধ।
ষষ্ঠীর দিনে ঠেলি' পঞ্চাশ বাসিব্যঞ্জনথালি,
ফুটায়ে দুমুঠো স্বপাক সে মিছে কুড়ায় পাড়ার গালি।
তুমিও বন্ধু রুষ্ট হ'লে যে বুঝেছি সে কোন্ দোষে,—
অন্ধ হ'য়েও ভিখ্ মাগিল না, কেমনই বা অন্ধ সে !

পিছুহটার গান

পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই!
না হটিয়া পিছে আগে ছুটে মিছে—
ঘটায়ো না সঙ্কট ভাই!

ভবসংগ্রামে হাঙ্গাম দেখে
হটে' এসে উঠে বুদ্ধ,
পিছু হটে' হটে' ফরাসীয় মাঠে
ফতে হ'ল মহাযুদ্ধ।
হটিতে হটিতে মহাত্মা গাঁধি
হাঁটুর উপরে উঠালেন খাদি,
অসাধ্য কাজও হটযোগে আজও
ঘটে' যায় পটাপট্ ভাই।
কুরুক্ষেত্রে মেলিয়া নেত্র
হঠাৎ হটিল পার্থ,—
তাইত কলিতে অলিতে গলিতে
গীতোক্ত পরমার্থ।
পিছুহটনের গুহ্য সূত্র
কিছু লিখে গেল চণকপুত্র,—
শিং আছে যার যেয়োনাকো তার
দশহস্ত নিকট ভাই।

সম্মুখ টানে সঙ্কটপানে,
ধু ধু কর্ম্মের মরুপথ;
পিছে বাপ দাদা ক'রে গেছে কাদা
সেথা চেপে বসা নিরাপদ্।
বিষ্ণুশর্ম্মা কহে মারি বেত্—
'গণস্যাগ্রে নহি গচ্ছেৎ';

গণতন্ত্রীয় এ মূলমন্ত্রে
পিছু হ'তে ঘাড় মটকাই
কার ঘাড় ?—…ড্যাস্ ভট্ ভাই।
পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই!

ছুটি

এ সভায় আমি কেন এসেছিনু, কি জানি কি ছিল কাজ ?
ফিরে যেতে যদি কর অনুমতি, ফিরে যাই ভাই আজ।
মুখে সদা হাসি, ভালবাসাবাসি, বুকে কোনও ব্যথা নাই ;
চিরউৎসব বেণু-বীণারব,—হেথা কোথা মোর ঠাঁই ?
চোখে যার জল, বুকে যার জ্বালা, সে কেন এখানে আসে ?
বন্ধুত্বের খাতিরে বন্ধু, দাঁত মেপে' কত হাসে ?
ঘরের খবর হে বন্ধুবর, সকলই তো তুমি জানো ;
ধনী সুহৃদের সুখ-মজ্‌লিশে, দীন-হীনে কেন টানো ?
ভাবি শিখে নেব বামুনের প্রেম ;—হাতে যে চাষার কাস্তে!
এমনি বরাত হয় লোহ-পাত, সোহাগ করিলে আস্তে।
যত প্রাণপণ করি আলাপন, বিড়ম্বনাই ঘটে ;—
যত মোলায়েম করি শেখা প্রেম, সখাসখী তত চটে।
এই ঢাকাঢাকি, মুখে বুকে ফাঁকি, এ কালি দুরপনেয় ;—
আনন্দ-হাটে অশ্রু কি কাটে ? আমার ফেরাই শ্রেয়ঃ।

মর্ম্ম যাহার চোরা জৌ-গৃহ, ধর্ম্ম যাহার জ্বলা,
মুখে খুলে রেখে হাসির ফোয়ারা মিছে ঘরে পরে ছলা।
ধরণী-গর্ভে অরণি করিয়া কত না তপস্যা যে,—
পাথর হ'য়েও পাথুরে কয়লা লাগে জ্বালানিরই কাজে!
হে তপন, মোর চিত্তগগনে দোলে যে ইন্দ্রধনু,
অশ্রুবিম্বে প্রতিবিম্বিত তোমারই দগ্ধ তনু।

সে সকল কথা থাক্—
অসময়ে ছুটি, না লইয়ো ত্রুটি ; অভাগা ফিরিয়া যাক্ !

দুরন্ত মন মানে না শাসন, দুঃশাসনের মত
রহস্যময়ী প্রকৃতির ঐ বসন টানিতে রত।
জানি জানি জানি, মানি মানি মানি,—পঞ্চ পতির সতী
অম্লান্ তব মায়া-আবরণে আবৃতা ভাগ্যবতী।
যত টানি তার বাস,—
জীবনাঙ্গনে পুঞ্জিয়া উঠে রঙা মিথ্যার রাশ।
কার পরাজয় পরিণামে হয়, তাও জানে মোর মন,
পতিকরে পুনঃ ক্রুদ্ধা সতীর হবে বেণীবন্ধন ;
রণভূমে পাড়ি', কাঁচা বুক ফাড়ি' উষ্ণ-রক্ত-পান !
অমৃতসমান হবে সেই গান, শুনিবে পুণ্যবান।

এত ঝঞ্ঝাটে কাজ কি বন্ধু ?
সময়ে বিদায় চাই ;
লহগো প্রণতি, দেহ অনুমতি,
মানে মানে ফিরে যাই।

পাষাণ-পথে

জ্যৈষ্ঠদুপুর চাপিয়া ব'সেছে সেরা সহরের বুকে,
ইট-পাথরের বিরাট নগর জরঘোরে যেন ধুঁকে।
আল্‌কাত্‌রার তপ্ত প্রলেপে কাত্‌রায় শিলাপথ,
গলিত সে 'লাভা' দলিত করিয়া চলিছে অগ্নিরথ।
তড়িৎ-পক্ষভরে
রুদ্ধ-শার্সি ঘরের গুমোট্ ঘরেই ঘুরিয়া মরে !
পথের দু'ধারে জনতাশূন্য সাজানো পণ্য-বীথি,—
পাষাণে বাঁধানো তা'রি ফুট্‌পাথে মোর আসা-যাওয়া নিতি।

পাষাণের বুকে,—যেতে যেতে ভাবি জ্যৈষ্ঠতুপুরবেলা,—
বকুল রোপিল কোন্ অরসিক রথ-কর্ত্তার চেলা ?
কানন-রাণীর শিশুকন্যায় হরণ করিয়া কেবা
লোহার খাঁচায় মানুষ করিয়া করায় পথের সেবা ?
ছায়া বাড়াইয়ে যত পথ-তরু দাঁড়াইয়ে সারে সার,
তারি মাঝে হায় বকুলও বিলায় লাজুক গন্ধ তার !
শ্যামল বনের অমল স্মৃতি কি ফুলে ফুলে আজও ফুটে ?
নবতৃণতরে যে চুম্ব ঝরে,—তপ্ত পাথরে লুটে।
মনে নাই তার বনের বর্ষা, শোনেনি সে কুহুতান,
দলে দলে কাক ডালে ডালে বসি' করে তা'রে অপমান।
আকাশের চাঁদ কখন্ উঠিয়া কখন্ যে ফিরে ঘর,—
পাষাণ-কারায় ফাঁক নাহি পায় বুলাইতে স্নেহকর।
ঈশানের মেঘ যিষাণ বাজায়, পুবে-মেঘে বারি ঝরে,—
জন-শ্মশানের পাষাণ-সোপানে বকুল ঝুরিয়া মরে।

জ্যৈষ্ঠতুপুরে শ্রেষ্ঠ সহরে পথ চলি আর ভাবি,—
কত না বকুল দিল তার ফুল মিটা'তে নরের দাবি !
কত না বকুল দিল তার ফুল, কত ফুল দিল গন্ধ !
দেবে-নরে মিলে ফুলের কপালে লিখে দিল সেবানন্দ।
ঘ্রাণ-লোলুপের করে প্রাণ স'পা,—সেইত চরম সুখ,
ফুল-জীবনের পরম স্বর্গ মিলন-মথিত বুক !
যদি সে মোক্ষ চায়,—
ভক্তজনের অঞ্জলিপুটে লুটাক্ দেবতা-পা'য় !
নির্য্যাতনের যতনে ভুলায়ে এইমত বারমাস
ভক্তিবিলাসী বিলাসভক্তে চালায় ফুলের চাষ।
প্রতি সন্ধ্যায় কোটি কুসুমের অকাল মরণ পাতি,'
ঘরে ঘরে নামে খাঁটি স্বর্গীয় প্রেমের কামুক রাতি।
ভোরের ভক্ত গুন্ গুন্ গাহি' বোঁটা হ'তে ছিঁড়ি' ছিঁড়ি',
চন্দন বাঁটি' ফুলে ফুল আঁটি' গাঁথে স্বর্গের সিঁড়ি।

এত শোভা এত মধু এত বাস বিফলে কেন বা যাবে ?—
—অবলা ফুল যে কি বলিতে ফুটে, সে কথা কে কোথা ভাবে ?

পাষাণ-পথের বকুলগন্ধে সহসা লাগিল হাঁফ,—
বুঝিনু,—এ চির প্রবঞ্চিতের মর্ম্মের অভিশাপ !
ফুলের গন্ধ নাই নাই ভাই,—কোমলের ব্যথা যত
কঠিনের বুকে বিফল ঘা দিলে লাগে গন্ধেরি মত !

ছাতার কথা

বহুদিন দেখা হয়নি যে সখা, এস এস ব'স ভাই !
ঘটেছে একটি ছোট্ট ঘটনা, তোমারে শোনাই তাই ।
সেদিন বন্ধু, সজলমেঘৈর্মেদুরাম্বরতলে
ভাড়া-নৌকায় হারানু ছাতাটি ভাদুরে গাঙের জলে ।
ছত্রিবিহীন ভাঙা সে তরণী, উপরে ও নীচে জল,—
ছত্রমাথায় এক কোণ ঘেঁষে ব'সে আছি নিশ্চল ;—
অঝোরে ঝরিছে বাদলের ধারা, ঘনায়ে আসিছে রাতি,—
আচম্‌কা এক দম্‌কা হাওয়ায় উড়াইয়ে নিল ছাতি ।
মাথা ছেড়ে ছাতা উড়িয়া পড়িল ভাদুরে গাঙের টানে,
দু'বার নাড়িয়া অসহায় বাঁট তলাইল কোন্‌খানে !
'ধর ধর ধর মাঝি !'
দুকূল-হানা সে গাঙে ঝাঁপ দিতে আঁধারে কে হবে রাজী ?
ভাবি' নিজ বেয়াকুবি—
নিরুপায় হ'য়ে বসিয়া বসিয়া দেখিলাম ছাতাডুবি !

বাদরের ধারা অধিক আদরে নামিল নগ্ন শিরে,
মেঘ-পারাবার করে পারাপার বিদ্যুৎ ফিরে ফিরে ।
মুখে ফেনা উড়ে, ঘূর্ণিতে ঘুরে, বাঁকে বাঁকে মাথা কুটে,
কূটোখানি কেটে দু'খানি করিয়া খরধার নদী ছুটে ।

তারি বুকে ধীরে ধীরে
জল সেঁচে সেঁচে উজায় তরণী লগি ঠেলে তীরে তীরে
ঝোপে ঝোপে তটে অশথে ও বটে বাড়াইয়ে কালো মুখ
অন্ধ-রাতের বাসিন্দা যত চেয়ে দেখে কৌতুক।

বন্ধু বন্ধু হায় !
দিনের গরম কেটেছে তখন, কেঁদে মরি ভিজে গায়।
যত চলি আর তত ভিজি ভাই, যত ভিজি তত কাঁপি,
ভাড়া-করা ভাঙা তরীর বুকের সেঁউতিতে জল মাপি !
নায়ের তলায় ঢেউএর বসতি, ঢেউএর তলায় জল,
কে জানে কোথায় ছাতার বসতি সেই অতলের তল !
পেটের উপর বুকের বসতি, বুকের উপর মাথা,
তাহারও উপর সুখের বসতি, মাথার উপর ছাতা।
সে ছাতা কাহারও অমল ধবল, কারও বা তা নিস্কালি,
কারও ঝুলে তাহে মতির ঝালর, কারও খুলে পড়ে তালি
রোদে আর জলে, খরা কি বাদলে, সমান সাথের সাথী,—
অজানা নদীতে উজানি' চলিতে খোয়ালাম হেন ছাতি !
হোক্ শত-তালি, ছিল সে মাথালি মাথার দুখের দুখী,
আজ তারে ফেলে, লগি ঠেলে ঠেলে হইলাম ঘরমুখী।
শুধু মনে পড়ে বাদলের ঝড়ে অকূলে সে উড়ে পড়া,
অতলের টানে প্রাণপণে তার আকাশ আঁকড়ি' ধরা !
চির-সেবাতুর জনের সে ব্যথা আজ বিঁধে বড় বুকে,—
রোদে জলে দেহ জর্জ্জর, তবু কথাটি ছিল না মুখে !
নূতন ছাতার সাধ নাই ভাই, প্রতিজ্ঞা করেছি যে,—
এবারের মত বাকি বর্ষাটা কাটাইব ভিজে ভিজে।
বন্ধু, বন্ধু, ভুলায়োনা দিয়ে নূতন সুখের প্রীতি,
নানান্ দুখের তালিদেওয়া সেই হারানো সুখের স্মৃতি !

কেতকী

এ বাদলরাতে কেন গো বন্ধু আমার শয়নঘরে ?
মোর মত কি গো নিদ্ নামিল না তোমারও নয়ন-'পরে ?
বাহিরে সহরে কাঁদিছে বরষা, ভিতরে ব'স গো ভাই !
আব্ছা আঁধারে শোনাই তোমারে কেন চোখে ঘুম নাই।
সহরের মাঝে নামিল পশলা, সাঁঝে ফিরিতেছি বাসা,
দেখিতে দেখিতে রাজপথে-পথে জল জমে' গেল খাসা।
বৌবাজারের মোড়ে,—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইএ মাংস থোড়ে,
যে চৌমাথায় মাথা ঘুরে যায়, পা পায় না খুঁজে পথ,
যেথা যাবতীয় রথের সারথি বারেক থামায় রথ,
যেখানে বন্ধু,—থাক্ বর্ণনা, আসল কথাই কহি,—
পৌছিয়ে সেথা সহসা কি ব্যথা উঠে যেন বুক বহি' !
বাদল-মাথায় দাঁড়ানু ক্ষণেক,—ঘুচিল মনের সন্দ,—
আমার বুকের ব্যথা নহে, এ-ত বন-কেতকীর গন্ধ !
ইতি উতি চাহি' পড়িল নয়নে, ঝুড়ির উপর উচ্চ
মালীর মাথায় কুড়ি দুই দেড় কেয়া-কুসুমের গুচ্ছ।
আসি' কাছাকাছি ওরই মাঝে বাছি' কিনে ফুল তাড়াতাড়ি
বর্ষার সাঁঝে আগাগোড়া ভিজে' খুসিমনে এনু বাড়ী।
শয়নঘরের ঢুকে
ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে।

বাহিরে তখনো ঝরিছে বর্ষা, থাকে থাকে ডাকে দেয়া,
ভিতরে আমার শয়ন-শিয়রে গন্ধ ছড়ায় কেয়া'।
রাত দু'পহর, স্তব্ধ সহর, কাঁদে নিশি নিশ্চন্দ্রা,
কেতকী-গন্ধে কত কি ভাবিতে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা।
... ... কে জানে সে কোন্ বনে,
কাঁটার আড়ালে উঠেছিল ফুটে আঁধারে সংগোপনে !

শ্যামপাতে ঢাকা শ্বেত কিশলয়, তাহে ঢাকা পীত-রেণু,
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে বাজে গন্ধের বেণু।
এল বায়ুরথে মত্ত ভ্রমর নূতন মধুর লোভে,
তরুমূলবাসী বিষভুজঙ্গ ফণা তুলে ফোঁসে ক্ষোভে।
বাদল দারুণ, বিধি অকরুণ—কি হ'তে কি হ'ল হায়!
গন্ধ ধরিয়া সহরের মালী গ্রাম ছেড়ে বনে যায়।
উড়ায়ে ভ্রমর মারি' বিষধর সহরের পাকা মালী
বৌবাজারের মোড়ে বিকাইতে কেয়ায় ভরিল ডালি।
তারি মাঝে যারে বাছিয়া আদরে আমি আনিলাম ঘরে,
এ বাদল রাতি যারে করি' সাথী কাটাই কাব্যভরে,
যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে!
আধঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্ব্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি!
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা!
তোমারই শপথ, কহিনু সত্য,—দেখিলাম প্রাণবন্ধো!
দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে মৃত কেতকীর গন্ধ!
হাঁকিল পাহারা,—উঠি' ধড়মড়ি দু'হাতে খসানু ফাঁসি,—
ঝর ঝর ভুঁয়ে ঝরিয়া পড়িল শুষ্ক পরাগরাশি!
কাঁটা বিঁধে হাতে বুঝিনু,—স্বপন, আমারই মনের ভুল;
দুপ'র রাতের ঘুম মাটি করে দুষ্পইসে কেয়াফুল!

সে হ'তে বন্ধু হায়!
এমন ঠাণ্ডা বাদল রাতেও জেগে ব'সে আছি ঠায়!
মনের বেদনা পথে বিকাইছে,—কি মোর কপাল-ভোগ,—
গন্ধের লোভে কিনে এনে ঘরে ধরে অনিদ্রারোগ!
চোখে মুখে গায়ে কে যেন মাখায়ে দিয়েছে লঙ্কাবাটা,
বুকে ফুটে আছে কেয়ার গন্ধ, হাতে ফুটে আছে কাঁটা।

বাহিরের জ্বালা জ্বলায় ভিতর, ভিতর জ্বালায় বা'র,—
—জ্বলে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ-বাতি পথে পথে সারে সার।
ওগো জাগরণ-সাথী!
কখন কাটিবে অনিদ্-রাতি এ, নিবিবে পথের বাতি?
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘুমায় যামিনী, আমি কান পেতে থাকি,
যদি ডেকে উঠে অরুণ-বিহীন ভোরের করুণ পাখী!
ঘুম ঘুম ঘুম,—কোথায় বা ঘুম? হায় গো বন্ধু হায়!
বাদল-মেঘেতে অস্ত-চাঁদের আদল কি দেখা যায়?
নয়নের নিদ্ নয়নে রুধিতে আঁখিপাত মুদি মিছে,—
অন্ধ আকাশে উড়েছে সে কেয়াগন্ধের পিছে পিছে।
পথে পথে রাতে এই বর্ষাতে তুমিও যে ঘোর' ভাই,
তোমারেও তবে ধ'রেছে বন্ধু আমারই অনিদ্রাই!
মেঘে আর ঘুমে, ঘুমে আর মেঘে ডুবে গেছে যত তারা,
কোন্ কেতকীর শোকে গো বন্ধু তুমিও নিদ্রাহারা?

লীলাকীর্ত্তন

জীবনে আমার যত না দ্বন্দ,—কবি-অকবির লীলা এ;
বিচিত্র তব লীলার ছন্দে দেখ ত বন্ধু মিলায়ে।
পঞ্জরমাঝে খঞ্জনী বাজে, এস অন্তর্য্যামী গো!
অন্তরে বসি' লীলাকীর্ত্তন করি আজ তুমি আমি গো।
ভাবের আকাশে কল্পনারথে বন্ধু গো, রাতদুপুরে
গীতলোকে উড়ি' সুর-অপ্সরী নাচাই ছন্দ-নূপুরে।
রসের সাগরে পাল তুলে' ধ'রে মানি না হালের যুক্তি;—
অপরূপ-লাভে বঞ্চিত, শেষে রূপসাথে করি চুক্তি।
তনুর ভাঁটিতে অতনু-লাবণি, ফেনায়ে উঠে যা সদ্য,
লক্ষ সূক্ষ্ম পরশের নলে চুঁয়াই তা হ'তে মদ্য।
করি' নব নব ফন্দি,—
ফুলের বাহির করিয়া গন্ধে করি তারে শিশি-বন্দী।

অরূপ-কোঠায় উঠিতে রূপের চোরাসিঁড়ি রাখি লাগায়ে ;
যৌবনমধু লেহিয়া লেহিয়া প্রেমতৃষা রাখি জাগায়ে।
তুচ্ছে ধরিয়া উচ্চ করিতে লীলা, মোর লীলা, অপরূপ!
বাঁটা গন্ধের প্রলেপে ডুবায়ে ঝাঁটার কাটিতে গড়ি ধূপ।
মিলন-যামিনী বিভোর করিতে শয়ন-শিয়রে উক্ত
ধূপের কপালে আগুন জ্বালাতে গন্ধেরে করি মুক্ত।
কোলের সেতারে ঘা দিয়ে কাঁদায়ে বেতারে ছড়াই সঙ্গীত ;
অতলের তলে মুক্তা কাঁদিলে-ঝাঁপ দি' হারায়ে সম্বিৎ।
প্রিয়াকণ্ঠের মিনতি যে অতি-অবশ্য-প্রতিপাল্য,—
সাগর-সেঁচা সে মুকুতার পাঁতি সূচে বিঁধে গাঁথি মাল্য।
ফণীর ফণার মণি জিনে আনি' সাজাই রমণী-অঙ্গ ;
মথুরার পাটে ব'সে হেরি পুনঃ ব্রজের আগুন-রঙ্গ।
পূর্ণিমারাতে দোললীলা মাতে, অমায় দীপালি-লীলা গো!
—আছাড়ে পটকা বানাই পটাসে মিশায়ে মনঃশিলা গো!
চিরদিনই আমি খাঁটি ভক্তের অকপট-চাটু-মুগ্ধ,
ভক্তির ফাঁসে বাঁধি' ভগবতী ফুঁকায় দুহাই দুগ্ধ।
কীর্ত্তনাবেশে নাচিয়ে বাজাই মরা চামড়ার খোল গো,—
কসাইখানার সভ্য খসায়ে বসাই পিঁজ্‌রাপোল গো!
দুচোখে কুড়ায়ে শারদ-স্বর্ণ-সায়াহ্ন-সৌন্দর্য্য,
সন্ধ্যা উৎরে' প্রাণ-বন্ধুরে দিই বন্ধকী কর্জ্জ।
লীলা এ সকলই, লীলা এ,—
কাঁচায়ে নামাই পাকা ঘুঁটি, কভু পাকাই কাঁঠাল কিলায়ে।

অজানিতা-হৃদি-হরণ-কারণে ভাগীরথী হ'তে ভল্‌গা
স্বর্ণমৃগীর সোয়ার ছুটি গো বাগায়ে লোহার বল্‌গা।
লীলাবিলাসী এ মানস আমার কভু গৃহকোণে তুষ্ট—
অনামিকামূলে নামজপ সুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ!
অপাওয়া প্রিয়ার রূপায়ণ করি কত রূপকের ছন্দে ;—
মনের পুকুর পঙ্কে ভরাই ফুটাইতে মুখ-পদ্মে।

অগমনীয়ার গমন-স্মরণে বনের মরালী পুষি গো ;
অধরা বধূর অধরের ভুলে তেলাকুচো তুলে চুষি গো !
—আর্দ্র অন্ধ চিত্তগুহায় লীলাভুজঙ্গী দোলে রে !
মাথার মণির পাণ্ডু আভায় কুণ্ডলী বাঁধে খোলে রে !
কল্পতরুর ডাল নোয়াইয়ে ফাগুন-আকাশে ফুল পাড়ি ;
মেঘ্‌লা মনের ভাঙা কুঠারিতে পুরানো স্মৃতির ঝুল ঝাড়ি ।
ঘরের বাঁধনে বাহির বাঁধিতে সাধিয়া বেড়াই ঘর ঘর,
পরকে আপন করিবার লোভে, আপনেরে করি নিস্পর ।
প্রেমবীক্ষণে বিশ্বের মাঝে নেহারি বিশ্বডিম্ব ;
জগন্নাথের কাঠামো গড়িতে কাটাই আকাঠা নিম্ব ।
অসীমের সাথে সীমারে মিলাতে কত কব যত লীলা গো ?
ঘরে পুষি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরে কিনে শালগ্রাম-শিলা গো ।
অমৃত-পথের সন্ধানে হেন ঘুরিতে ঘুরিতে মর্ত্ত্যে,
পিছলি' অকবি পড়ে যে কবির গভীর কীর্ত্তি-গর্ত্তে !

তোমারই লীলায় মিশানু বন্ধু,
আমার লীলার ভোল্‌ এই ;—
সাঙ্গ ক'রে এ লীলাকীর্ত্তন
এস গোলে হরিবোল দেই ।

মহারাজ

(মণীন্দ্রচন্দ্র)

একথা জানিতে তুমি, দীন বাংলার মহারাজ !
বাঙ্গালীর দুঃখ-দূর,—বিধিরও অসাধ্য সেই কাজ ।
শুধু তার দৈন্যের বেদনা
তব দানে লজ্জা পা'ক,—এই ছিল তোমার সাধনা ।
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
যে দেশে মানুষে নিত্য করিতেছে মনুষ্যত্বহীন,

সেথা তব ভাণ্ডারের ধন
অর্ব্বুদ মুমূর্ষু দেহে রক্ষিতে জীবন
পারে কতক্ষণ,
এ কথাও বুঝিতে রাজন্!
তবু ভেবেছিলে,—
ভিক্ষুকের যদি লজ্জা হয়, তুমি তব সর্ব্বস্ব সঁপিলে।
যদি কোন দিন
ভিক্ষাহীন,
সন্ধ্যামুখে ফিরিতে কুটীরে,
তিমিরের তীরে
অকস্মাৎ ফিরে পায় জ্ঞান,—
দাতার দানে বা প্রত্যাখ্যানে আত্মার সমান অপমান ;-
যদি শির তুলি' পূর্ণ-আশে
সহসা সে
থমকি' জীবন-তটে চেয়ে ত্যাখে উন্মুক্ত আকাশে ;
যদি পদতলে
কঠিন মৃত্তিকামাত্র ভর করি' দলে দলে দলে
রাত্রে পথ চলে ;—
তবে
যা হবার হবে,—
থাকে থাক্, যায় যাক্ চলি'
লক্ষ্মীর বঞ্চনাময় সুসঞ্চিত কাঞ্চনের থলি,
হয় হস্তী পদাতি পুত্তলি ;
থাকে থাক্, যাক্ যায় যদি,—
ঋণ-স্রোতে ভেসে যাক্ ভাগ্যস্রোতে ভেসে-আসা গদি!
শুধু থাক্,
শুধু থাক্,—
অক্ষম দেশের 'পরে আত্মীয় আত্মার অভিমান,—
পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিচারে দান!
তোমার বুকের লজ্জা বাঙ্গালীর মর্ম্মে বিঁধে' থাক্ ;—

যা'র ঘরে ঘরে
নিষ্কর্ম্ম দরিদ্র পিতা ভিক্ষা সার করে
অপত্যের অন্নমুষ্টিতরে ;
যাহার সন্তান
ভিক্ষাভিন্ন নারে রক্ষিবারে জননীর কটির সম্মান ;
শিক্ষকেরা যার শিক্ষালয়ে,
বিলায় ধিক্কৃত শিক্ষা ভিক্ষাপাত্র ল'য়ে ;
গ্রামে গ্রামে নদী-তীরে-তীরে,
মন্দিরে মন্দিরে
কায়ক্লিষ্ট পূজারীর সাথ
বার-বার-নিগৃহীত বিগ্রহ মেলিয়া আছে হাত ;
যাহার অঙ্গনে
মুঞ্জরিত তুলসীর বনে
পথ্যাভাবে রোগমুক্ত পিতৃ-শব পচে,
ভিক্ষা এনে পুত্র চিতা রচে ;
যার ধর্ম্মরীতি,
কাব্য, প্রেমগীতি,
রাজ-ভয়-ভীত রাজনীতি,—
ভিক্ষাবৃত্ত কাঙালের হীন অর্থপ্রীতি !
নিজেরে নিঃশেষ করি' দানে দানে তার
ঘরে ঘরে বুকে বুকে জাগাবে ধিক্কার,
এই আশা ছিল ত তোমার।

হায় মহারাজ !
তোমারে হারায়ে যারা ঘরে পরে কাঁদিতেছে আজ,
তাদের ত লাগেনি এ লাজ !
তারা আজও ফিরে চায় দাতা !
দেশের দশের কাজে চায় তারা, হায়রে বিধাতা,
খোলা থাক্ খাতা !

তারা বুঝিল না,—তব দান,
—দেশের মুক্তির পথে নব অবদান,—
বহিছে কি বাণী!—
'দান শুধু দানই,
দাতারে দরিদ্র করে, দরিদ্রে সে করে না মহৎ,
আত্মা-জয়-যাত্রিকের নয় নয় ভিক্ষা নয় পথ।'
জানিতে জানিতে মহারাজ,
যে কাজ করিতে চেয়েছিলে, মানুষের অসাধ্য সে কাজ।
তখন এসেছে শেষ ডাক,
দেখি মোরা হইয়া নির্ব্বাক,—
তবু প্রাণপণ,
অন্তরে জপিছ তব পণ,
নিজের সর্ব্বস্ব যায় যাক্,
শুধু থাক্,—
রক্তমেঘ সন্ধ্যাকাশে চক্ষের সম্মুখে জেগে থাক্,—
আঁধার দেশের দৈন্য উত্তুঙ্গ নিশ্চল,
দানের আলোকদীপ্ত কলঙ্ক-কজ্জল
সে তাজমহল!

সরল চণ্ডী

পুরাকালে সুরপুরে বেধেছিল সুরাসুরে
রাজ্য লইয়া ঘোর দ্বন্দ্ব,
ভীষণ মহিষাসুর সুররাজে করি' দূর,
স্বর্গের গেট্ করে বন্ধ।
রবি শশী যমরাজ ত্যজি' পুরাতন সাজ,
শিরে ধরি' অমরারি পাক্ড়ি,
ঘর-বার রাখিবারে দৈত্যের দরবারে
নিয়ে নিল ভাল ভাল চাকরি।

লভি' ইন্দ্রত্বম্ দৈত্য হ'য়ে গরম,
চালাইল চাবুক-ও তয়্ফা ;
দেবগণ মুক্তির করে যুক্তি-স্থির,—
দাসত্ব কত কালই সয় বা ?
হোথা বীর সুরপতি ঘুরে দুঃখিত-মতি,
অপ্সরী সুধা রতি পায় না,—
ত্রিভুবন হেঁটে' হেঁটে' অবশেষে কেঁদেকেটে
ভবানী-চরণে ধরে বায়না :—
'মা—গো, মা—গো, জাগো—রাগো—,
দৈত্য মারিয়া রাখো স্বর্গ,
নহে,—তেত্রিশ কোটি 'তোর পায়ে মাথা কুটি'
অমর মরিল আজি সর্ব্ব।'
স্তুতি-প্রবুদ্ধা শিবা সংক্রুদ্ধা
গর্জ্জি' কহেন,—'শুন সুরনাথ!
মারিতে অমর-অরি বল কি উপায় করি ?
সবই আছে, শুধু মোর নেই হাত!'
প্রণমি' ইন্দ্র কহে, 'অনুতাপে তনু দহে,
দনুজের সহ তুমি যুঝ মা!—
মোরা পাঁচজনে মিলে' নিজ ভুজ কাটি' দিলে
আপনি হইবে দশভুজ মা।'
শুনি' চণ্ডীর তোষ, দানবের গ্রহদোষ,
ভাগ্য-কলসী চিরছিদ্রা ;—
মায়ের সাহস পেয়ে সুরপতি নেয়ে খেয়ে
বহুকাল পরে দিল নিদ্রা।
শিব কন—'শিবানি! শুনিলাম কি বাণী ?
আমার মহিষে না কি মার্ব্বে ?'
পরম সে শৈব, আমি পিছে রৈব,
তুমি তার কি করিতে পার্ব্বে ?
শিবানী কহেন হেসে— 'সত্য ক্ষেপিলে শেষে,
তোমার ভক্তে আমি মারিব!

সুখে-ঐশ্বর্য্যে সে তোমা ভুলেছে যে,
তাই আজ তারে আমি তারিব।'
শিবসনে করি' রক্ষা, সারিতে মহিষ-দক্ষা
ধরে দেবী দশভুজা মূর্ত্তি ;
দৈত্যের হ'ল ক্ষয়, বকল্পমে রণজয়
করি', দেবগণ করে স্ফূর্ত্তি !
এ কথা জগজ্জন হ'য়েছে বিস্মরণ,
এ কথা মা নিজে গেছে ভুলিয়া ;
শুধু এ শক্তি-বীজ বাঙালী করিয়া নিজ্,
বিজয়ায় ভাঙ্ খায় গুলিয়া !
শাস্ত্র-পুরাণ-গাথা, সত্য কি মিথ্যা তা
অধম হাতুড়ে কবি কি জানি ?
বাংলার হাওয়া-জলে যে কথা ভাসিয়া চলে
সেই কথা পাঁচালীতে বাখানি,
মনে ভাবি মায়ের বাঁ পা-খানি।

সুন্দরবনের গান

প্রেমের্ লাগি' দেশ ছেড়েছি, শোন বন্ধুবর !
প্রিয়ার সাথে বেঁধেছি ভাই সুন্দরবনে ঘর।
সুন্দরবনে বাস আমাদের, সুন্দরবনে বাস ,—
ভেরি বেঁধে নোনাপানি ঠেকাই বারোমাস।
সুন্দরবনের চর গো বন্ধু, নুন-দরিয়ায় ঘেরা,—
তারি মাঝে মিঠে পানি সকল পানির সেরা।
'গেঁয়ো'র খুঁটি, 'বাণী'র রুয়ো, 'হাঁতাল' কেটে ছড়,
উলুখড়ের ছাউনি-দেওয়া মোদের কুঁড়ে ঘর।
উলুখড়ের ছাউনি চালে, উলুখড়ের ছাউনি,—
তারি তলে কেঁপে জ্বলে পিয়ার চোখের চাউনি।

বনে জ্বলে বুনো আগুন কালা-জঙ্গল-পার,—
পিয়া করে আমার তরে শনিমঙ্গলবার।
'সুন্দরী' গাছে মাচান্ বেঁধে কাটাই চৈতী রাতি,
দখিন্ হাওয়ায় নেবে জ্বলে দূর দরিয়ার বাতি।
বনে ডাকে বনের বাঘা আগা-গোড়া ডোরা;
হাঁতাল-ঝোপে ময়াল সাপে ধরে 'দাঁতাল বোরা'।
চরের পাখী হঠাৎ ডাকি' ঘুরে উড়ে যায়।
সাঁতার কেটে কুমীর উঠে' জোচ্ছনা পোহায়।
চম্‌কে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় ভীতু হরিণ-দল,—
তুর-তুরিয়ে ছুটে পালায় কাঁপিয়ে জঙ্গল।
চাঁদের ঝোঁকে জোয়ার ঢোকে সোঁদর গাঙে গাঙে,—
ভাঙ্গন্-মুখে সুন্দরী গাছ কেঁপে কেঁপে ভাঙে।
দখিন্ হাওয়ায় জোয়ার লাগে জংলা গাছের তল্,—
তটের বুকে ঢেউএর সুখে তল্-তলাতল্-তল্।
হেথা, পাপিয়া পিক্ কাঁদায় না দিক্ চাঁদ্‌নি আকাশ ভ'রে,
সাগর-কূলে আগড় খুলে দখিন্ হাওয়াই ঘোরে।
সাগর-পারের স্বপন এনে গাঙে সে ভুলায়;
গাঙ্-কপোতীর সাথে সাথে সোঁতে ভেসে যায়
দখিন্ হাওয়া, দখিন্ হাওয়া, মাতাল হয়েছে রে!
পালের তরীর আঁচল ধরি' গাঙে গাঙে ফেরে।
কাঁচা বনের সবুজ কাঁচল টানে দখিন্ হাওয়া;—
পিয়ার পিঠের এলোকেশে আমার তনু ছাওয়া!
দেশের শেষে সুন্দরবন রে, দখিন্ হাওয়ার দেশ,—
চোখে মুখে ঝাপট্ লাগে পিয়ার এলোকেশ!
সুন্দরবনের খোলা চরে নাচে খঞ্জন পাখী,
সোনারই পিঞ্জরে নাচে দুটি পোষা আঁখি।
এদেশের মৌমাছি কেবল পদ্মমধুই খায়,—
পিয়াসী আমারে পিয়া অধর পিয়ায়।
লোলুপ দিঠি পিয়ার মুখে উড়ে পাকে-পাক,—
পদ্মবনের মৌমাছি বা পদ্মে বাঁধে চাক!

সুন্দরবনে বাস গো বন্ধু, সুন্দরবনবাসী,
নোনাপানি ঠেকিয়ে মোরা এক ফসলের চাষী।
মিছে আমায় ডাকো বন্ধু, মিছে ফিরে ডাকো,
তার চেয়ে ভাই তুমিই মোদের অতিথি হইয়ে থাকো।
তোমার সাথে বাইনু প্রাতে গাইনু কাঁদনু-গান,
টানা পথের বাঁকে বাঁকে ছিল ভাঁটার টান।
মোহানাতে দেখি—একি উজান বহে ঝরি!
সাধে কি হইনু রে বন্ধু সুন্দরবনচারী!
ফিরিতে কোয়োনা গো আর, ফিরে যেওনাকো;
দুখের বন্ধু সুখের ভাগী অতিথ হইয়ে থাকো।
থেকে যেও, দেখে যেও ভাদর অমা-রাতে;—
—ষাঁড়াষাঁড়ির বানে সাগর গাঙে যখন মাতে—
আমি দাঁড়ে পিয়া হালে, থাকবে না আর কেউ,
এই সুন্দরী কাঠের নায়ে কাটবো কালাপানির ঢেউ!

মুক্তি-ঘুম

দূর দুর্গম দুর্গের আড়ে সূর্য্য অস্তে নামে,—
বন্ধুর সাথে দেখা হ'ল পথে শ্রীচৌরঙ্গীধামে।
ভরা দখিনায় ভেসে চ'লে যায় বৈশাখী শনিবার,
সন্ধ্যাবিহারী শ্বেত নরনারী, হাওয়াগাড়ি অনিবার।
দখিনার ঝড়ে নুয়ে নুয়ে পড়ে শ্যাম পথতরুদল,
চলে তলে তলে রূপবিলাসিনী যৌবন-বিহ্বল।
ইষ্টসিদ্ধ অক্টর্লোনি ইষ্টকযোনি পেয়ে—
অম্বরে অঙ্গুষ্ঠ উঠায়ে উদাস র'য়েছে চেয়ে।
মাঠঘেরা বাড়ী, একপাশে তারি ডালছাটা অশ্বত্থ,
পথভোলা এক বেহায়া কোকিল তাহে পঞ্চম-মত্ত।
বাঁকাচোরা বুড়া বলরামচূড়া ফুলে ফুলে লালে-লাল,
শ্যামল আঁধারে লম্পট হাওয়া লুটে বকুলের ডাল।

চমকা দখিনা বহি' আনে শত গন্ধের সন্দেহ ;—
পাষাণ-চাপা এ সহরেরও বুকে কত বসন্ত-স্নেহ !
বৈশাখী সাঁঝে জনতার মাঝে তড়িৎ-দীপ্ত পথে
আমারে দেখিয়া থামিল বন্ধু, নামি' এল রথ হ'তে।
"এমন সময় এদিকে কোথায় ?" কহে বিস্ময় মেনে,
"তোমার ডেরা ত চিরকাল জানি ছকু-খানসামা লেনে !"
আমি কহিলাম—"চলেছিনু ভাই তোমারই যে সন্ধানে,
আজ সন্ধ্যায় মোর সাথে চল আমার বাসার পানে।"

রাত্রি তখন অধিক হ'য়েছে ছকু-খানসামা লেনে,
মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ঝাঁপ দিয়ে দিল টেনে'।
আমি ও বন্ধু নির্জ্জন আঁকাবাঁকা পথে পথ চলি—
দিক ভুলে গিয়ে রাতের দখিনা ঘুরে মরে অলিগলি।
পৌঁছি' বাসায় পরিচিত সিঁড়ি বাহিলাম চুপি চুপি,
আঁধার কক্ষ আলো করিলাম জ্বালি' কেরোসিন কুপি।
মলিন আসনে বসায়ে সখায় কুন্ঠিত সমাদরে,
রাতের মতন দুয়ার রুধিনু আমার শয়ন-ঘরে।
চরণ চাপিয়া সাশ্রুনয়নে শুধাইনু বন্ধুকে
"বল বল ভাই মুক্তি কোথায় ? চরকা না বন্দুকে ?"
হাসিয়া বন্ধু পরম যতনে অঙ্গে বুলায় কর,
কানে কানে কথা কহে অতি মৃদু গোপন গভীরতর।
স্নেহের পরশে আঁখি মুদে আসে,—গরাদের ফাঁকে ফাঁকে
সাগরের হাওয়া কাঁপায় কোণের কেরোসিন-শিখাটাকে।—
তন্দ্রা আসিলে বুঝিনু—বন্ধু কহিতেছে কানে কানে,—
"চরকাও বুঝি বন্দুকও বুঝি, মুক্তিরই নেই মানে।
"ঘুমাও ঘুমাও ভাই,
"জীবনে মরণে কোনখানে কভু সত্য মুক্তি নাই।
"ব্রহ্মা জপিছে মুক্তিমন্ত্র বিফলে কল্প ব্যেপে,'
"মুক্তি না পেয়ে ভোলা শঙ্কর মাঝে মাঝে যায় ক্ষেপে।

"জল হ'তে তুলে শুক্তি ভাঙিলে মুক্তা মুক্ত নয়,
"দল বেঁধে তারা নূতন বাঁধনে কণ্ঠে ছুলিয়া রয়।
"রূপের অধীন দিব্য নয়ন, রেখার অধীন ছবি,
"ছন্দ-অধীন স্বাধীনতা-গীতি, বন্দনাধীন কবি।
"ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধনলীলা,—
"চরকা ঘোরে ত ঘোরে নাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা।
"সৃষ্টি ত শুধু মুক্তির গায়ে বন্ধন পাকে-পাক,—
"এরই মাঝে থেকে মুক্তি বন্ধু, সৃষ্টিছাড়া সে ডাক!
"বন্দুক হ'তে যে মুক্তিস্রোতে জড় কন্দুক ছুটে,
"সেই মুক্তির ঘূর্ণাবর্ত্তে তুলো সুতো হ'য়ে উঠে।
"আসল মুক্তি এতে ওতে তাতে নেই যে তা নিঃসন্দ,
"নকলের তরে চরকা এবং বন্দুকে বৃথা দ্বন্দ্ব!
"যতেক মুক্তিপন্থী,—
"পুরানো গ্রন্থি শিথিল করিতে কষে দৃঢ় নবগ্রন্থি।
"প্রোথিত দণ্ডে বসনখণ্ডে রঙিন্ বাঁধনে বাঁধি'
"মিলি' তারই তলে ভাবে দলে দলে মুক্তিসাধন সাধি।
"মাটির কারায় যে তপস্থায় বীজেরা বক্ষ চিরে,
"তারি ফলে উড়ে মুক্তির ধ্বজা দীঘল তালের শিরে।
"সেই মুক্তির আনন্দ তার আকণ্ঠ ভরে রসে,
"ক্লিষ্ট মানব সে রস ভুঞ্জি' মাতাল হইয়া বসে।
"কে ছাখে বন্ধু, মুক্ত বীজের নিশানের তলে তলে
"ফলের কারায় নব বীজ হায় বাঁধা পড়ে দলে দলে।
"একক বীজের মুক্তি
"সাথে বহি' আনে লক্ষ বীজের নব-বন্ধন-চুক্তি।
"রসমাতাল ও মুক্তিমাতালে প্রভেদ জানিহ থোড়া,
"একজন কাটে তালের আগা ও আর জন কাটে গোড়া।

"যুগ যুগ ধরি' এই বিশ্বের যতেক মুক্তিকামী।
"তপ্ত তাওয়ায় কাটা কই হেন বিফলে উঠিছে ঘামি'।

"তার মাঝে যার বেদনা অসহ, সেই ছট্‌ফট্‌ করে,
"তেলের নুনের আইন না মেনে আগুনে ঝাঁপায়ে পড়ে।

"ঘোর ঘর্ঘর ঘ্যানর্‌ ঘ্যানর্‌ দ্রিমি দ্রিমি দ্রাম্‌ দ্রুম্‌!
"মোর বরে তোর কানের ভিতর সমান ঢালুক ঘুম,
"ঘুমা গো বন্ধু ঘুমা,—
"শুনিস্‌নে ভাই মুক্তির লাগি' কাঁদিছে স্বয়ং ভূমা।
"ও কাঁদনে যদি কাঁদন মিলাস্‌ থামিবে না ক্রন্দন;
"দুটি ক্ষীণ বাহু, কত কাটিবি রে বন্ধনে বন্ধন?
"নিশার আকাশে একা নিরুপায় মুক্তি কাঁদিছে বসি'
"তারায় তারায় জাল বুনে দিল বাঁধনের রসারসি!
"মুক্তির আশে চিরক্রন্দন—তারই নাম জাগরণ,—
"সে জাগরণের কত যে বেদনা, জানি তাহা মনে মন।
"তাই আমি যারে ভালবাসি তারে পরাই ঘুমের টিপ্‌,
"ঘুমাও বন্ধু ঘুমাও ঘুমাও, এই নিবাইনু দীপ!
"যে ঘুম ঘুমায়ে শঙ্কর-আঁখি চির-আধনিমীলিত,
"যে ঘুমে পাগল সাগরের হাওয়া হয় গিরিগুহান্বিত,—
"সেই ঘুম হ'তে এনে
"তোর চোখে আজ দিলাম বন্ধু ছকু-খানসামা লেনে।
"যখন ঘটিবে যে রঙ্গ চৌরঙ্গীর মোড়ে মোড়ে—
"গোপনে গোপনে আপনি আসিয়া স্বপনে শোনাব তোরে।
"মোর 'পরে তুই বিরূপ হ'লেও ভালবাসি তোরে ভাই,
"ঘুমের পাতালে গুম্‌ ক'রে তোরে দ্বারে আমি জাগি তাই।"

কবির ঠিকানা

পাড়াগেঁয়ে কবি;—প্রভুর আদেশে
সহরেতে তার আসা;
বহু খুঁজে নিল মোহিনী রোডেতে
ছোট্ট একটি বাসা।

খুঁজে নিল বাসা, যথা সম্ভব
মিলায়ে কাব্য-কোড্,
অনতিদূরেই বকুল বাগান,
পাশ দিয়ে রসা রোড্।
বামে কারখানা, কোণে জঙ্গল,
ছোট্ট বাসার কাছে
বহু-ভাষাভাষী খোট্টা-পাড়া ও
মস্ত বাজারও আছে।
কারখানাটার ছোট সংসারে
দিনরাত ঠোঁকাঠুকি,
হাতুড়ির চোপা শুনিয়া ফোঁপায়
হাপোর অগ্নিমুখী।
উঁচু নারিকেল সুদূর বনের
বেতার-বার্ত্তা পায়।
তলে প'ড়ে এক একা সহকার,
কিছুই বলে না তায়।
প্রবাসে বেসাথী সহকারে ঘটে
মাস তারিখের ভুল,
আষাঢ়ে পৌষে কি ভেবে হয় সে
সহসা মুকুলাকুল!

পাড়াগেঁয়ে কবি, সহরের ভিড়ে
পেয়ে গেল হেন ডেরা,
জঙ্গল পানে মুখটি তাহার,
পথ পানে পিছু ফেরা
যত দোষই দেই,—ভাগ্যের কথা
কিছুই যায় না বলা;
ছোট্ট হ'লেও বাসাটি কবির
এক দুই তিন তলা।

একতলে কবি করে স্নানাহার,
দোতলায় শোয় রাতে,
মাঝে মাঝে ছুটে তেতলায় উঠে
খাতা পেন্‌সিল হাতে।
একতলা আর দোতলা কতক
মজবুত ক'রে গাঁথা,
তেতলার চিলে কুঠুরিটি গড়া
কুড়ায়ে আনিয়ে যা তা।
ন'ড়ে ন'ড়ে ওঠে ছোট চিলে-কোঠা
কালবোশেখীর ঝড়ে,
ঝঞ্ঝামত্ত ঢ্যাঙা নারিকেল
ট'লে এসে গায়ে পড়ে।
জ্যৈষ্ঠ-দুপুরে তেতে ওঠে কোঠা
নিজে কড়া রোদ টানি';
বর্ষার ছাটে নির্ঝঞ্ঝাটে—
ধুয়ে যায় ঘরখানি।
অবাধে ঢোকে রে শীতের বাতাস
ভাঙা জানালার ফাঁকে,
ফাগুনে চৈতে দারুণ দখিনা
উড়ে যেতে সাথে ডাকে।

ঢাক্‌না-হারানো কৌটারই মত
ছোট চিলে-কোঠা বটে,
সেথা ব'সে কবি হেরে জলছবি
আকাশের মরুপটে।
ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে ছেলেমেয়েগুলি
উঁকি মেরে মেরে যায়,
আধফোটা জুঁই পাতার আড়ালে
বাতাসের স্নেহ চায়।

আশপাশ দিয়া যায় কবিপিয়া
টিপিয়া টিপিয়া পা,
আসে যদি কবি তেতলা ছাড়িয়া
দোতলায় নামিয়া।
নেমে যায় মেয়ে, নেমে যায় প্রিয়া,
নামে সে দোতলা বাড়ী,
কৌটোয় চেপে কবি ততখন
আকাশে দিয়েছে পাড়ি।
যত চলে কবি, চলে মায়াছবি
আকাশের সীমানায়,
মাঠ পার হ'য়ে বন পার হ'য়ে
সাগর যে দেখা যায়।
এপারে সাগর উর্মি-জাগর,
ওপারে অপার ঘুম,
ডাঙার কবির ভাঙা কৌটায়
লাগে বুঝি মৌসুম!

ঘুরে আসে কবি কৌটোয় চেপে,
নামে ক্রমে দোতলায়,
একতলে কেবা কড়া নেড়ে গেছে,
পৌছেনি তেতলায়!
কবির বাসার ঠিকানা এবার
মিলেছে, ভেবেছ ভাই!
কেমনে বন্ধু সন্ধান পাবে?
নম্বর লেখা নাই!

হাটে

হাটে হাটে আমি ঘুরে যে বেড়াই—
সে নহে করিতে হাট ;
হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ।
কত যে মাঠের আঁচলের ধনে
ভরা এ হাটের ডালা,
কত যে মাঠের ছিন্ন কুসুমে,—
হাটের গলার মালা !
আড়তে আড়তে বেড়াতে বেড়াতে
বাতাসে অকস্মাৎ
মনের খাতায় উলটিয়া যায়
মাঠের শ্যামল পাত।
আঁখি মুদে দেখি—মাথার ভিতর
ঘনায় শাওন-ঘোর,
নূতন ধানের ঢেউ তুলে' যায়
বুকের শোণিতে মোর !
আঁখি মেলে দেখি—চতুর কয়াল
মাপিয়া চলেছে মাল,
সূক্ষ্ম হিসাব, লোকসান লাভ
কত ধানে কত চাল।
তুলে তৌলিয়া ঘানিতে তুলিবে,
তবে যাবে ঠিক জানা—
সর্ষে-ক্ষেতের মাধুরী মরিয়া
বাঁধিল কেমন দানা।
কত না মাঠের কাঁচা শ্যামলতা
পাণ্ডুর হ'ল পেকে,
মাঠের মূল্য চুকাইয়ে দিয়ে
হাট নিল তারে ডেকে।

সব্‌জি-বাজারে আসিয়া দেখি যে—
পড়িয়া হাটের ফাঁদে
ফলে ফুলে পাতে শীতের প্রভাতে
মাঠের শিশির কাঁদে।
সোটা-বাঁধা-বাঁধা লোটে লাউ-ডগা,
মোলাম্ পালম্-আঁটি,
মূর্চ্ছিত চিতে চাহে কি স্মরিতে
মাঠের কোমল মাটি!
সুদূর গোঠের শ্যাম-বার্ত্তা কি
স্মরিছে রে বার্ত্তাকু?
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে
ফলে ফালা দিল চাকু!
মাটির বক্ষ খুঁড়ে খুঁড়ে তোলা
কত মূল, কত কন্দ,—
ধুয়ে মুছে ডালি ভ'রেছে রে, তবু
র'য়েছে মাটির গন্ধ।
টাট্‌কা ফলের মট্‌কিয়ে বোঁটা
দেখে লয় নির্য্যাস,—
গন্ধে তাহার ভেসে ভেসে আসে
মাঠের দীর্ঘ-শ্বাস।
হারায়ে হারায়ে গেরুয়া মাঠ কি
বিবাগিনী হ'ল ভাই?
কচি বয়সেই ছাঁচি কুমড়োকে
দু'হাতে মাখাল ছাই!

শুনে আসি আমি থর-সজ্জিত
ফলের দোকানে পশি'—
ওদেশের মাঠ কাঁদিছে নীরবে
এদেশের মাঠে বসি'।

খোলোর আঙুর বোঁটা ছু'তে আজও
পায়নিকো পুরো ছুটি—
মরেছে আপেল,—ফুটে আছে তবু
দু'গালে গোলাপ দু'টি।
রসালের গালে গড়ালো অশ্রু,
আজও দাগ দেখা যায়।
কঠিন বেদানা বুকে টোল্ খেলো
না জানি কি বেদনায়!
শিকায় টাঙানো তরমুজ নারে
বহিতে আপন ভার;
ডালায় থাকানো কিস্‌মিস্ ভাবে—
শুষ্ক জীবন তার!
বাস্‌নায় বাঁধা ফেটে পড়ে ফুটী
না জানি কি স্মৃতি-ভারে!
বাক্সয় ঢাকা আঙুরের 'মমি'
ঘুমায় রে সারে সারে!

হাটের মধ্যে নিরর্থ আমি,—
এলোমেলো মোর হাঁটা;
বামে মাথা ঠুকে চলিতে সমুখে,
চোখে পড়ে মেছোহাটা।
মেছোহাটে ঢুকে জনারণ্যের
নির্জ্জনতার মাঝে,
গোপনচিত্তে কার নিমিত্তে
গভীর বেদনা বাজে?
কোন্ খাল-বিল-নদী-নিবাসের
কি সজল-স্মৃতি-ঘায়
ডাঙার প্রবাসে কাতর কাতল্
থেকে থেকে খাবি খায়!

কোন্ সে নিতল শীতল পঙ্কে
ছিল পাঁকালের বাসা ?
ডালার কই যে ঘেমে ওঠে ওই,
এখনো পোষে কি-আশা ?
খেলিয়া বেড়াতে জলের দুলাল,
ঢেউএর আঁচলে ঢাকা,
সন্ধ্যার মুখে পদ্মার বুকে
জালে জড়াইল পাখা।
এখনো যে দেহ রুপোর পাত্ রে,
হীরের টুক্‌রো আঁখি,—
মরণের শীত করে নিবারণ
বরফের কাঁথা ঢাকি'।
মেছোহাটে ঢুকে জন-কল্লোলে
জল-কল্লোলই শুনি,—
নির্জ্জন তটে চেয়ে নিরুপায়
শুধু হায় ঢেউ গুণি।

মাঠের বেদন জলের কাঁদন
হাটে যে মিলিল,—তাই
হাটে হাটে আমি ঘুরে মরি বৃথা
হাট করিনে রে ভাই !

দীপ-পতঙ্গ

অমাবস্যার শ্যাম অম্বরে
রজনী দীপান্বিতা ;
আজ যে দীপালী, ওরে পতঙ্গ !
বিস্মৃত হ'লি কি তা ?

মহারণ্যের পাতায় পাঁতায়
পাতা ঘর প'ড়ে থাক্,
শুভ দীপালীর মরণোৎসবে
শোন্ রে, প'ড়েছে ডাক।
তিমির-পুরীর ললাটে ত্থাখ্ ওই
লক্ষ প্রদীপ আঁকা,
গহন বনের কোণ ছেড়ে আজ
আকাশে মেল্ রে পাখা।
ক্ষণ-মিলনের অনলে তোদের
পোড়াতে প্রাণের আশ
তারায় তারায় কাঁপে ইশারায়
মরণের ভ্রূবিলাস।
জীবন-বৃন্তে মরণই ত ফুটে,
কেন সন্দেহাকুল ?
দীপালী রাতের জ্যোতিরুত্থানে
তোরা মরসুমী ফুল।

আজি নটনাথ নৃত্য ভুলিয়া
মহাকালরূপে শুয়ে ;—
নেচে চলে শ্যামা তাথিয়া তাথিয়া
চরণে মরণ ছুঁয়ে।
সে শ্যামা পূজায়, তোরা পতঙ্গ
শ্যাম পুষ্পাঞ্জলি ;
দীপে দীপে দীপে শিখার খড়্গে
লক্ষ নীরব বলি।
তোদের ধূপের শ্যাম ধূমে ঢাকে
দীপের রক্তপ্রভা,
তোদের মরণে শ্যাম হ'য়ে উঠে
শ্যামার রক্তজবা।

নহে বিদ্রোহ, নহে সে ত মোহ,
অভিমানও নহে হায়,
দগ্ধ দীপের দাহনই ত প্রেম,
গাহন করিস্ তায়।
দীপান্বিতার দীপে দীপ জ্বালা,
সে নহে তোদের কাজ;
ওরে পতঙ্গ, দীপ্ত শিখায়
ঝাঁপ দিতে চল্ আজ।

শুদ্ধিপত্র

['মরুমায়া' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছিল। লেখক তাহার শুদ্ধিপত্র রচনা করার সময়ে কবিতা আকারেই রচনা করেন। বর্তমান সংস্করণে সম্ভবত সে মুদ্রণপ্রমাদের অধিকাংশই সংশোধিত হইয়াছে, তথাপি ঐ শুদ্ধিপত্রটি কবিতা হিসাবেই এত সুন্দর হইয়াছে যে পাঠকদের উপহার দিবার লোভ সংবরণ করা গেল না।]

খাতার ১০৬এর পাতায়
'ডাঙার কবির' 'ডাঙা'
বন্ধুবরের ছাপের চাপনে
ভেঙে হয়ে গেল 'ভাঙা'।
ফিরে আসে কবি ২৬ পাতে,
ভাবিয়া 'অথই থই',
বন্ধু আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া
ক'য়ে দিল 'অর্থই'।

কহিল বন্ধু—যন্ত্রে গন্থে
কেন মিছে মারামারি?
কত-না দীর্ঘ হ্রস্ব হয়েছে,
কত কমা হ'ল দাঁড়ি!

সায়ন্থ

পারুলের আহ্বান

সাত ভাই চম্পা, জা—গো—
জা—গো—জাগো মোর সাত ভাই !
নিদাঘের ভোরে শোন্
ডাকিছে পারুল বোন্
অরণ্য মাঝে আর রাত নাই,
চম্পা গো চম্পা গো জাগো ভাই !

এল গেল বসন্তে কত না আগন্তুক,
জ্ব'লে গেল চূতকলি ঝ'রে গেল কিংশুক,
রাঙা পায়ে চ'লে গেল,
অশোক কি ব'লে গেল ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো— !

খুলে ফেলি' তনুভরা সোনালি ফুলের রাশ
সোঁদাল ধরিল শিরে নবীন জটার পাশ,
শিমূলের লাল আঁখি
দিগন্তে দিল ফাঁকি,
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

নবনীল অম্বরে বসন্ত নতমাথে
নবমল্লীর ডোরে ফাগুনের দিন গাঁথে ;—
সেদিন গিয়াছে চ'লে,
নিদাঘ উঠিছে জ্ব'লে,
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো— !

জাগে জাগে জাগে ওই নৈদাঘ সূর্য্য,
বাজে বাজে বাজে তার রৌদ্রক তূর্য্য ;

বসন্ত অবসান,
কে রাখে ফুলের মান ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো— !

পাতা হ'তে মাথা তুলি' ভাস্করে নমি' কে
চাবে সে রুদ্রমুখে, চাবে নির্নিমিখে ?
কে পিয়ে অনল-রাশি
হাসিবে তরল হাসি ?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো— !

টগ্‌বগ্‌ ফুটে ধূপ গগনের কটাহে,
বাসন্তী কেতু তার ছোপাইবে কে তাহে ?
তুলি' নিঃশঙ্ক
কৌসুম শঙ্খ
কে বাজাবে ? চম্পা গো জা—গো-

শূন্য কাননে কেঁদে ফিরে অনুকম্পা,
জাগো ভাই বনে বনে বনানীর চম্পা !
ভুঁইএ ভুঁইএ ফুঁড়ে ভুঁই
ভুঁইচাঁপা জাগ্‌ তুই,
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো— !

দিকে দিকে সাত দ্বীপ কাঁদে সাত সাগরে,
গরবিনী পারুলের সাত ভাই জাগো রে !
ভাঙি' সুন্দর তনু,
সৌরভী জয়ধনু
টঙ্কারি' চম্পা গো জা—গো— !

চইতের শেষ হ'তে আষাঢ়ের ওপারে
শহীদের মরুপার পায়ে পায়ে কে পারে ?

পারুলের সাত ভাই
পারে সেই চম্পাই ;
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো— !

বসন্ত গেছে গেছে, হাত নাই, হাত নাই,
অশান্ত গাছে গাছে রাত নাই, রাত নাই।
তোরি আসা আশা করি'
পিক গাহে আশাবরী
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো— !
জাগো মোর সাত ভাই জা—গো— !

বোঝা

কার কৈশোরে কিশোরী হইয়া
আমারে প্রথম ভুলালে প্রিয়া ?
যৌবন-যোগে দেখা দিলে ফিরে
কার কৈশোর কাহারে দিয়া ?
কার যৌবনে ঢেকে এলে তনু ?
আজি তাও পুনঃ কে লয় টানি' ?
যা নহে তোমার তাই দিতে মোরে
কেন চিরদিন প্রয়াস রাণি !
আজি নিশিশেষে ব'সে মুখোমুখি
নব পরিচয় দু'জনে লব।
নূতন করিয়া গুণ্ঠন তুলি'
মিলাব নয়ন নয়নে তব।
আদি যুগ হ'তে যত কটাক্ষ
নীল পাখা মেলি' আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
ক্লান্তি মিটায়ে গেল কি ঘুরে ?

যুগসঞ্চিত চুম্বন ভারে
শ্রান্ত আনত অধর তব,
ভেবেছিলে সখি, তোমার সে ভার
আমার অধরে পাতিয়া লব।
হায় সখি হায়, আমার অধরে
উছলিয়া পড়ে এ কার তৃষা
অসহ তাহার বহনের ভার—
নামাতে যে চাহি অহর্নিশা।
কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
মোর আঁখি হ'তে উড়িয়া চলে?
গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।
কোন্ অশোকের চৈতী ঝরণ
ও কপোল-তলে শুকায়ে উঠে?
কোন্ পঙ্কের পঙ্কজকলি
গরবী উরসে ফুটিয়া টুটে?
কোন্ শেফালির একটি রাতের
দীপালি নিবিছে ওষ্ঠাধরে!
কোন্ বকুলের একটি বাদল
ওই কেশপাশে ঝুরিয়া ঝরে!
এবারের মত শিহর ভুলিছে
কোন্ কদম্ব ও-রোমকূপে!
এবারের মত ফুলন ফুরায়
কোন্ চম্পক তোমার রূপে?
কোন্ কুহকীর কুহু কুহু কুহু
ভেঙে আসে তব কণ্ঠ-আড়ে!
কোন্ সে চাঁদের মধু পূর্ণিমা
ভোর হ'য়ে যায় ও-তনুপারে!
অজানা মধুপ, তারই তৃষাতরে
বহ সখি কার গন্ধশোভা?

তাই বার বার কুঞ্জে তোমার
বসে আর ভাঙে পুষ্পসভা।
অমন করিয়া চেয়োনাকো সখি
কাঁপায়ে চোখের সজল পাতা,
দুটি বাহু দিয়া কণ্ঠ বাঁধিয়া
বঞ্চিত বুকে রেখো না মাথা।
তনু হ'তে তনু, দীপ হ'তে দীপ,
যে অতনু-শিখা জ্বলিছে চির,
আমার বুকের জতুগৃহে তুমি
সেই দীপ আজও জ্বালায়ে ফির।
আমার বুকের জতুগৃহখানি
রচিত না জানি কাহার স্নেহে,
এ স্নেহের ভার এ দীপের হার
ধরি দিব বল কাহার দেহে ?

আমরা দু'জনে চলেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা!
তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা, —
ক্ষুধায় সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারি নে এ ওর জ্বালা।
তোমার পশরা রূপে রসে গানে
ভরা আছে যেন ফুলের ডালি,
আমার পসরা রয়েছে বোঝাই
ক্ষুধাতৃষ্ণায় অনাদি কালই।
হেঁকে চল তুমি—চাই সুধা চাই—
ঘরে ঘরে ফুটে তৃষিত আঁখি,

আমি হেঁকে চলি—চাই ক্ষুধা চাই—
ভিড় ক'রে আসে সুধার ফাঁকি।
অমৃত-বাহিনী হায় মায়াবিনী,
ছলে বাঁধি' মোরে প্রণয়-ডোরে,
আপনার বোঝা সুবহ করিতে
কার সুধা তুই পিয়াস্ মোরে?
নূতন বোঝায় মাথা ভেরে যায়,
টলে যে চরণ, চলি কি মতে?
অধরে অধরে ধরাধরি ক'রে
মিলনের বোঝা নামাস পথে।
অসীম পথের নূতন পান্থে
একে একে তুই আনিস্ ডাকি',
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে দিস্,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি।
পথপাশে বসি' ক্ষণেক জিরাই,
উঠে কলরব মোদের ঘেরি'—
চাই সুধা চাই, চাই ক্ষুধা চাই—
নূতন কণ্ঠে পুরানো ফেরি।
পুনঃ কি দুরাশে তোরি পাশে পাশে
চলি মহাপথে চিরভুখারী,
হায় মায়াবিনী সুধাপসারিনী
পথিকের পথক্লিষ্টা নারী!

বন্ধুর অভিনন্দন দিনে*

অনেক বন্ধু এসেছে বন্ধু তব অভিনন্দনে,
তোমার গানের আনন্দ শুধু জাগিছে তাদের মনে।
গানের আড়ালে প্রাণের তন্ত্রী যে ব্যথার টানে কাঁপে,
এ হতভাগ্য নিবিড় গভীর সেই বেদনাই মাপে।

* বন্ধু—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

তব সঙ্গীত সার্থক হ'ল যাদের বেদনা গাহি',
তোমার তরণী পৌঁছিছে তীরে যাদের অশ্রু বাহি',
এই আনন্দ-দিনে
চেয়েছিল তারা অনিমন্ত্রিত আসিবে পন্থা চিনে।
নিষেধ করেছি, কেহ বা শুনেছে, কেহ তাহা শুনে নাই,
তাদের হইয়া বন্ধু তোমার মার্জ্জনা আমি চাই।

৫

কাঁটাবন হ'তে ব'লে পাঠায়েছে তোমার সাধের কেয়া
"বন্ধুরে ব'লো মোর শিরে আজও সমান ঝরিছে দেয়া।
কত কবি এল, কত কবি গেল, নিল অভিনন্দন,
কেয়ার অঙ্গে নিবিড় হ'ল যে কণ্টকবন্ধন!
আজ পাঠালাম বাদল বাতাসে গন্ধের উপহার,—
আনন্দ-দিনে কেয়ার কথা সে স্মরে যেন একবার।"

তোমার পথের ঝরা শেফালিরা এসেছিল আজ ভোরে,
বেলা হ'ল যেই, মলিন মাধুরী আর বার গেল ম'রে।
চ'লে গেল তারা ভোরের তারার হাতে হাতে হাত ধরি,'
ব'লে গেল তারা—"ব'লো বন্ধুরে আজিও অঝোরে ঝরি।"
দিয়ে গেল তারা মর্ম্মবৃন্তে ছোপানো উত্তরীয়—
কয়ে গেল তারা—"শরতের শত শপথ স্মরিও প্রিয়।"—
হেরিনু বন্ধু, বাদল সন্ধ্যা বহি' যায় কুলুকুলু,
ভেসে এল তায় কোন্ সাঁঝদীপ কোথাকার ঝিঙা ফুল।
ভেসে যেতে যেতে ব'লে গেল তারা "ব'লো ব'লো বন্ধুরে
একগাঁয়ে ছিল বসতি মোদের আজ চলি কোন্ দূরে।
ব'লো তারে মোরা আলো করেছিনু যে-কুটীর যে-আঙিনা
আজ বাদলের আঁধারে হয়ত কঠিন হবে তা চিনা।
তবু ব'লো তারে ভাই,
সে ঘর আঙিনা আঁধার রহিল, মোরা যাই, ভেসে যাই।"

শুধালো নিশীথে তোমার দেশের চরের চক্রবাকী—
"সন্ধান তার পেল কি বন্ধু, আমার হারানো পাখী ?
সে যে বলেছিল নিশি হ'লে ভোর আবার মিলিবি তোরা,
এ জীবনভোর হয় নিশিভোর ভাঙা ত লাগেনি জোড়া।
ব'লো ব'লো তারে মোদের বন্ধু তোমার মিতারে ব'লো,
তাদের গাঙের অবুঝ পাখীর দিনরাত এক হ'লো।"
এমনি কত-না এল রবাহুত, তাদেরি বারতা বহি'
এসেছি বন্ধু, বল ত কেমনে নিজ আনন্দ কহি ?
এসেছি বন্ধু মাথায় ধরিয়া আকাশের মেঘভার,
যার বুকে তুমি সাতরঙা ধনু টঙ্কারো বার বার।
এসেছি বন্ধু, দু'পায়ে দলিয়া ঝরা বকুলের রাশ,
যে বকুল আজও তোমার গানের যোগায় জীবনশ্বাস।

নিষেধ করেছি, শোনেনি বন্ধু, সঙ্গে এসেছে চলি',
তোমার বুকের মালঞ্চ হ'তে কীটে কাটা ক'টি কলি।
আপনা হারায়ে যারা বাড়াইল তোমার গানের গতি,
আপনা ফুরায়ে যারা পুরাইল তোমার প্রাণের ক্ষতি,
তাদের পক্ষে তোমারে, হে কবি, দিনু অভিনন্দন,
সুন্দর যেন তোমারি ছন্দে তুলে তার ক্রন্দন।

রবিপ্রণাম

দূরে অস্তগিরিচূড়ে
রক্ত মেঘকেতু উড়ে,
দিবা হ'য়ে আসে অবসান ;
'জয়তু অরুণচ্ছবি'
'জয়তু প্রসীদ রবি'
উঠে বৈকালিকী স্তবগান।

আসন্ন রাতের ভয়
কেমনে বা করি' জয়
কলকণ্ঠ তুলে বনপাখী ?
তারা কি গো জানে মনে
নিশান্তে উদয়-ক্ষণে
ও-রবি দিবে না কভু ফাঁকি ?
যে রবি পশ্চিমে ডুবে
নিত্য পুনঃ উঠে পুবে,
আমাদের সে রবি যে নয় ;
যে রবির পাখী মোরা
আকাশে নাহি যে জোড়া,
ডুবিলে ত হবে না উদয় ।
তাহারি সাঁঝের পাখী
মোরা তারে পিছু ডাকি'
কহি আজ—ওগো বন্ধু শোনো,—
হোথা কি দেখিছ চেয়ে ?
উঠে কি দিগন্ত বেয়ে
সন্ধ্যার মতন ছায়া কোনো ?
নয় ত ও সন্ধ্যা নয়,
হয়ত মোদেরি ভয়
দিক্‌পারে রচে অন্ধকার ।
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখা মেলি'
তব গান ছায়া ফেলি'
যুগান্ত হ'তেছে না ত পার ?
হয়ত তোমারি ছন্দে
বাঁধিতে নূপুরবন্ধে
দলে দলে অপ্সরীরা নামে,—
তাদেরি রঙিন্ বাসে
মায়াসন্ধ্যা উড়ে আসে
তাদেরি কাজল কেশদামে ;

হয়ত তোমারি পাশে
দূতমেঘ ফিরে আসে
বহি তব প্রিয়ারই বারতা।
হয়ত বা এত কালে
কালের উদাস ভালে
তব সুরে ঘনাইল ব্যথা।
আমরা নীচের পাখী,
এ পাখা বিধির ফাঁকি,
আকাশের সংবাদ না পাই,
ঘটিছে যা লোকে লোকে
ছায়া পড়ে তব চোখে,
তাই বন্ধু তোমারে শুধাই—
দিক্ হতে ঘুরে দিক্
তুমি কি জেনেছ ঠিক
এ জীবন নহে মরীচিকা ?
মরুব্যোমে প্রাণঝড়ে
তবে কেন ছিঁড়ে পড়ে
উড়ে-লাগা আকস্মিকী শিখা ?
জ্বলে নেভে দীপমালা,
তা ল'য়ে সাজায়ে ডালা
আদিত্যপিণ্ডের আরাত্রিকে,
শূন্যমুখে বাষ্পাম্বরা
বারংবার ঘুরে ধরা
বিধিবদ্ধ আহ্নিক বার্ষিকে।
এই পূজারতি মাঝে
এ দীপ লাগে যে কাজে
তাহে বন্ধু না পাই সান্ত্বনা,
যত জ্বলি মনে হয়
জ্বালার এ অপব্যয়,
কেবলই ত আপনা বঞ্চনা।

অমৃত যাহার গান,
সেও যদি ম্রিয়মাণ,
তবে বন্ধু কার মুখে চাই ?
তোমারও জয়ন্তী দিন
নহে পরাজয়-হীন,
তবে আর কার জয় গাই ?
জানি বন্ধু জানি জানি,—
তোমার কণ্ঠের বাণী
বিশ্বজনে রেখেছে ভুলায়ে,
ক্ষিতির কুসুম-মালে
ব্যোমকেশ-জটাজালে
তুমি বন্ধু দিয়েছ দুলায়ে।
জানি ওগো জানি ফের
জরাতুর বসন্তের
তুমি এসে ফিরালে যৌবন,
অশ্রুক্লিন্ন অন্ধরাতে
আষাঢ়ের আঁখিপাতে
নামাইলে নবীন ক্রন্দন।
হেন রবি প্রাণময়,
তারি রাত্রি অনুদয় !
জড়পিণ্ড ডুবিবে উঠিবে ?
মূঢ় বিহঙ্গম দল
নিত্য করি' কোলাহল
চিরদিন তাহারে বন্দিবে ?
এই অভিমানে মোরা,
শঙ্কা ল'য়ে বুকজোড়া,
মোদের রবির গাহি জয়।
জগতে ত কত ভ্রম,
কত হয় ব্যতিক্রম,
এ-সন্ধ্যা কি না হ'লেই নয় ?

ভবিষ্য নিশার পাখী
আকাশ বাতাস ছাঁকি'
তব গীতে কণ্ঠ ভরি' লবে ;
যে কণ্ঠ গাহিছে গান
তাহে জয়মাল্য দান,
হেন ভাগ্য তাদের না হবে।
সেই অহঙ্কারে আজ
ভুলিয়া আসন্ন লাজ
আমরা সাঁঝের পাখী তব
"জয়তু প্রসন্ন রবি,
পাখীর প্রাণের কবি।"
ক্ষীণ কণ্ঠ ঊর্দ্ধে তুলি' কব।
এ পঞ্জরে রক্তমাখা
যে পাখী ঝাপটে পাখা
বন্ধন-বেদনে অবিরাম,
ছিন্ন তার ওষ্ঠপুটে
যে গান কাঁদিয়া উঠে
সেই গানে করে সে প্রণাম।

বৈশাখ

নিদারুণ দাহে জ্বলি' সারাদিন
কালীয় নাগের কুটিল বিষে,
গভীর রাত্রে মৃত্যুর ঢুল
ঢুলে চৈত্রের একত্রিশে।
বহে কালিন্দী মগ্নচন্দ্রা
তমস্বিনীর অতল খাতে,
বাহে তার তরী ব্যোমের প্রহরী
কালপুরুষ সে বৈঠা হাতে ;

চাহিয়া দেখিল নির্নিমিষে
কালিন্দীনীরে ভেসে চলে ধীরে
মৃত চৈত্রের একত্রিশে।

পূর্ব্বতটের সূতিকাকুটীর
সহসা ভরিল শঙ্খরবে,—
মৃতবৎসার নূতন কুমার
নব বৎসর জন্ম লভে!
কালপুরুষের বৈঠা চলে,
মৌননাদিনী কালিন্দীবুকে
আঘাতে আঘাতে তারকা ঝলে।

কালের ভগিনী অয়ি কালিন্দী,
নাগকালীয়ের পরমা সখী,
শুধু ভেসে যেতে যে নামে ও স্রোতে
তার আগমন নিরর্থকই।
ঝাঁপায়ে যে দুঃসাহসী বালক
ডুব দিতে পারে ও কালোদহে,
তারি চরণের চিরলাঞ্ছনা
যুগে যুগে নাগ ফণায় বহে।

কৈ আসে সেই বালবৈশাখ,
যে বৈশাখের গোপন ডাকে
বার বার মোরা ক্ষমা ক'রে চলি
পাঁজির পাতার অবৈশাখে?
দু'মুঠো ধূলি ও ক'টা ছেঁড়া পাতা
উড়ায়ে ঘুরায়ে তুলিবে সেকি
মামুলি মোদের প্রলয়ঝঞ্ঝা,—
যারে কহি মোরা 'কালবোশেখী'?

মোদের ভোলাতে সেও কি দোলাবে
জলডুগুভ জলদজটে,
তারও মুখে শুনে মেঘের ভেঁপু কি
কব—ঈশানের বিষাণই বটে!

তারও নয়নের রোষকটাক্ষ
শূন্যগর্ভ বজ্ররবে
বিদ্রূপময়ী বিদ্যুৎসম
বারংবার কি ব্যর্থ হবে?
তার আগমনে সাগরে সাগরে
ঝাঁপ দেবে না কি মরণলুভী?
সেদিনও কি হবে আনাচে কানাচে
জীবনডোবায় হৃদয়-ডুবি?

জানি জানি দেবী, সে বৈশাখ ও
এ বৈশাখের প্রভেদ জানি,—
সে এলে কি আর খাঁচার কোকিল
গাবে নিখিলের নিদাঘবাণী?
এবারও আসিছে গতানুগতিক,
উনিশের পর যেমন বিশে,
মহাবিষুবের ধুনির ভস্ম
কোথা সে চৈত্র-একত্রিশে?

চৈত্রান্তিক এ কালো রাত্রি
সত্যই যদি মৃত্যুমুখে,
কৈ বৈশাখী পায়ের চিহ্ন
ফুটে ফুটে উঠে গগনবুকে?
সংক্রান্তির জীর্ণ পাঁজর
দীর্ণ করিয়া মহোল্লাসে
পহেলা চাঁদের তিলক ললাটে
বালবৈশাখ কৈ সে আসে?

তব তীরে বসি' অয়ি কালিন্দী,
স্তব্ধতা নব শুনি যে শুনি,–
সে বৈশাখের আশায় আকাশে
কালপুরুষের বৈঠা শুনি।

শাওনিয়া

(একতারার গান)

শাওন এল ওই,
থৈ থৈ শাওন এল ওই!
পথহারা বৈরাগী রে তোর
একতারাটা কই?
থৈ থৈ শাওন এল ওই!

ফুলভরা কোন্ ভুল আঙিনায়
হায় রে ও বাউল!
ভিখ্ মাগনে গিইছিলি তুই
কোন্ ভাঙনের কূল!
থৈ থৈ শাওন এল ওই!

কোন্ ডালে তুই ঝুলিয়েছিলি
ভিক্ষের ও ঝুলি?
কার মুঠিতে উঠ্‌ল রে ওই
চম্পকগুলি?
থৈ থৈ শাওন এল ওই।

কোন্ কালো চোখের বাদলে
ভিজ্‌ল গেরু'বাস?

কোন্ শেফালির শাখায় বেঁধে
শুকিয়ে নিতে চাস্?
থৈ থৈ শাওন এল ওই!

করঙ্ক তোর নামিয়েছিলি
কোন্ লতিকার তল?
সংগোপনে কে ভরিল
জুঁই-ঝরানো জল?
থৈ থৈ শাওন এল ওই!

পা'র তলে কামিনী দলে
বাউল ছাড়া কে?
বন্‌কেতকী ফুট্‌ল রে তোর
কোন্ পথের বাঁকে?
থৈ থৈ শাওন এল ওই!

ঝড় জলে কোন্ কদমতলে
রাত কাটালি কাল?
ঝর্‌স কেশর ভর্‌ল রে তোর
ভিজে জটাজাল।
থৈ থৈ শাওন এল ওই!

বৈরাগী তোর অঙ্গ বেয়ে
বাদল ঝরোঝর্,
বকুল-বীথির ফুল-বাদলে
ভিজ্‌ল কি অন্তর?
থৈ থৈ শাওন এল ওই!

কার করোটি কুড়িয়ে বাঁধা
তোর ও একতারা,

ফুরিয়ে যাওয়ার সুর বিনা সে
থায় না ত সারা !
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

একতারে আজ তার ছিঁড়ে কার
গানের ফরমাসে ?
কোন্ ঠাঁইএ কণ্ঠ বাঁধিলি
কার সুরের ফাঁসে ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই।

শাওন গাঙের ভাঙন্ বেয়ে
ঘট ভরি কাঁখে
কোন্ বিজলী ডেকে গেল
ঘোমটারি ফাঁকে !
থৈ থৈ শাওন এল ওই।

তারছেঁড়া একতারার মায়া
আর কেন বা হায়,
বৈরাগী শোন্ এমন শাওন,
ভাসিয়ে দে না তায় !
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

কৃষ্ণা

কে তাপস প্রতিহিংসা-যজ্ঞে
কৃষ্ণবর্ত্মে ঢালিল হবি ?
কন্যা কৃষ্ণা জাগিয়া বসিল
শিখা-শতদলে জন্ম লভি'।
আকাশে হইল দৈববাণী—

জতুগৃহে ওই সন্ধ্যা জ্বলিল,
সাবধান যত অসাবধানী !
অবলার দলে তুমি বলবতী
হে দেবি, আপন পুণ্যে পাপে,
আঁকিতে তোমার মর্ম্মের ছবি
ভারত-কবিরও লেখনী কাঁপে।
যুগসঞ্চিত জঞ্জাল জ্বলে
তোমাকে পরশি' হে হুতবহ !
যুগান্তরের সর্ব্ব নরের
হে নারি, স্তব্ধ প্রণাম লহ।
শুনিল যে দিন এই ভারতের
উদ্ধতশির ক্ষত্র সবে
তোমারে লভিতে হেঁটমুখে বহি'
আকাশে লক্ষ্য বি ধিতে হবে,
এল দলে দলে অযুত নৃপতি
স্বয়ংবরের সে সভাতলে,
তুমি দিলে মালা—চীরবাসে ঢাকা
লক্ষ্যবেদ্ধা ভিখারী-গলে।
অপরিচিতের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে
নির্ভয়ে নারি, হেরিলে তুমি—
যত কাপুরুষ রাজার রক্তে
রঞ্জিত হ'ল পিতৃভূমি।
জগন্নাথের শঙ্খ ধ্বনিল
তব ভিখারীর শ্রবণমূলে,
স্বর্গ হইতে বাণে ভরা তূণ
নেমে এসে তার পৃষ্ঠে দুলে !
তব দয়িতের ছদ্ম বীর্য্যে
বিস্মিত হ'ল বিশ্ববাসী,
তুমি বিস্মিত হয়েছিলে কিনা—
সে কথা জানে না বেদব্যাসই।

ভিখারীর সাথে ফিরিয়া কুটীরে
শুনিলে—তোমার পঞ্চ পতি !
নিশীথ-ঝিল্লী থামিল কাননে,—
বিকার-বিহীন তুমি গো সতী।
তুমি যে জানিতে—কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণ পাণি ?
অনলে নারীর গর্ব্বে
নারীর গর্ভ তুচ্ছ মানি'।
বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জ্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
মধ্যমা, হাসি' পার্থবীরে,
ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা—
ধরিল নকুল হৃষ্ট মনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে।
পাঁজি পুঁথি ল'য়ে খুঁজে মুনিগণ
সতীর পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি' জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।
কেহ বলে তুমি তপস্যান্তে
পাঁচবার পতি চাহিয়াছিলে,
ভাংখোর ভোলা দিল পাঁচ বর,
তাই পাঁচ পতি ভাগ্যে মিলে।
কেহ বলে তুমি অন্য জন্মে
স্বামী লাগি পুনঃ বসিলে তপে,
পঞ্চদেবতা আসি' একসাথে
তোমারে তাদের হৃদয় সঁপে।
সে সব কাহিনী জানি বা না জানি
তেজস্বিনী গো তোমারে চিনি,

আপন-যোগ্য পুরুষ স্বজিতে
জন্মে জন্মে তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি,
তাই গো সাধ্বি পঞ্চপ্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি।
মাটির গর্ভে জন্মে যে সতী,
সে দিল পরখ অনলে পশি ;—
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা,
তার সতীত্ব কোথায় কষি' ?

রাজসূয়ে যারা ক'রেছিল রাণী,
জুয়া হারি' তোমা বেচিল তারা ;
হে শিখারূপিণী ! না জানি কেমনে
সেদিন হওনি ধৈর্য্যহারা।
মর্ম্মান্তিক জাগরণে জাগি'
ফুটিল কি মুখে কুটিল হাসি ?—
শুনিলে যখন আজ হ'তে তুমি
নূতন রাজার পুরানো দাসী ?
দম্ভস্ফীত সে রাজশাসন
কটি হ'তে তব বসন টানে,—
হুতাশন হ'তে হুতাশনশিখা
গতাসু বিনা কে ছিনায়ে আনে ?
পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,
ধর্ম্মমেষেরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে ?
শুধু বুঝে নিলে নরের রাজ্যে
কত নিরুপায় নিখিল নারী,

প্রমোদ-রাতে ও রাজার সভাতে
রহিল সমান প্রমাণ তারি।
সেদিন সহসা দিব্যদৃষ্টি
ফুটিল তোমার নয়ন-পাতে,
দেখিলে চাহিয়া কোন ভেদ নাই
যুধিষ্ঠিরের শকুনি সাথে।
কর্ণে পার্থে কি পার্থক্য ?
কি ভেদ দ্রোণে ও দৌবারিকে ?
ধর্ম্ম সে শুধু নরের জন্য
ফিরেও চাহে না নারীর দিকে।
দুঃশাসনেরই স্বজাতি ভীষ্ম
মর্ম্মে সেদিন বুঝিলে মা তা'—
ক্রূর নগ্নোরু দুর্য্যোধন যে
বিমূঢ় গদারু ভীমেরই ভ্রাতা !
সেদিন আকাশে লিখে দিলে পণ
ক্ষণকটাক্ষে বজ্রভরা,—
নরশূন্য না করিলে কখনো
নারীর যোগ্য হবে না ধরা।
তব চক্ষের বিদ্যুজ্জ্বালা
কৃষ্ণ মেঘের বক্ষে ফুটে ;
দিক্চক্রে কি ঘূর্ণি জাগিল ?
সারা অম্বর চরণে লুটে !

বর্ষাবারিত দাবাগ্নি সম
ভ্রম' বনে বনে মৌনমুখী,
সহিয়া নারীর সহজ গর্ব্বে
নারীজীবনের সর্ব্বদুখই।
হীন পরিচয়ে কাটে কতদিন
বিরাটের হীনা রাণীর ঘরে,

কামান্ধ পশু রাজার সভায়
বাম পদে তোমা প্রহার করে।
ঘরে কি বাহিরে, হে বহ্নিশিখা,
যেথা জ্বলিয়াছ সুখে কি দুখে
পতঙ্গ-সম যত লাঞ্ছনা
ঝাঁপায়ে পড়ে কি তোমারি বুকে!
ঘুরে যায় চাকা, দূরে যায় দেখা—
প্রলয়-শীর্ষে ছুটেছ রাণি!
পাঁচতুরঙ্গী মনোরথে তব
পাঁচ অঙ্গুলে বল্গা টানি।
অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী
কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়ে,
পড়িল ভীষ্ম, পুড়ে গেল দ্রোণ,
ডুবিল আরুণি, শল্য মরে।
মরে কুরু, মরে পাণ্ডবদল,
মরে পাঞ্চাল নির্ব্বিচারে,
বালকেরে ঘিরে মারে সাত বীরে,
নিবারণ সেথা কে করে কারে?
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিতেছ তুমি যাজ্ঞসেনী,
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী।
যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা,
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,—
রক্তসন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,
কে লুটে আঁধারে ভগ্ন-উরু!

তবু কোথা শেষ? পঞ্চপুত্র
মরিল গুপ্ত-ঘাতক-করে-

কাঁদে ফাল্গুনি কাঁদে বৃকোদর,
তব চোখে শুধু অগ্নি ক্ষরে।
তুমি শুনেছিলে—ব্রাহ্মণাধম
মৃত্যুরে নাকি দিয়েছে ফাঁকি,
তাই তব করে মৃত্যু-অধিক
শাস্তি তাহার র'য়েছে বাকি।
দিলে অনুমতি—"নরসর্পের
লাঞ্ছিত শির খড়্গে চিরে'
মিলে যদি মণি আনিবে এখনি,
উপহার দিব যুধিষ্ঠিরে।"
ক্ষতশির সেই অশ্বত্থামা
আজও ছোটে শুনি মাটির তলে,
অমর তাহার দেহদীপাধারে
কি অনির্ব্বাণ মরণ জ্বলে!

ভারতের নর নিঃশেষ যবে
নারীমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিতে,
কে জানে সেদিন কোন ব্যথা নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে।
সেই সন্ধ্যায় ফিরিলে যখন
শূন্য তোমার দেউল-তলে,—
কোথা ধূপমালা, উপচার-থালা?
শুধু সে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে।
ম্রিয়মাণ তার পাণ্ডুর ভাতি
কাঁপে মন্দির-অন্ধকারে,
হবিভারে হোমকুণ্ডের শিখা
মূর্চ্ছিত পাশে ভস্ম-আড়ে।
সে প্রদীপে আর সহে না আরতি,
সে অনলে আর বহে না হুত,

বাহিরে ঘনায় অকূল রাত্রি
নিখিল নারীর অশ্রুপ্লুত।
মন্দির ছাড়ি' দাঁড়ালে দুয়ারে
চাহিয়া সে শীত নিশীথ-নভে,—
দূরে দূরে যারা জ্বলিছে নীরবে
হাতছানি তারা দিল কি সবে?
বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসি,
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্মটীকা?

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি!
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি!

কুরঙ্গিণী

মনোমরুবাসী হে চিরপিয়াসী
কুরঙ্গিণী।
বুকের মাঝার শুনি না ত আর
তব চরণের রিনিকি রিনি।

দীপ্ত নভের রুদ্র কৃষক
খেয়াল-সুখে
আসে যায় আর যে বীজ ছড়ায়
সহস্র করে বালুর বুকে,

তারি অঙ্কুর খুঁটিয়া খেয়ে,
দিগ্ দিগন্তে চলিতে ধেয়ে,
অন্তর-পথে মরুমরুতের
অজানা জলের গন্ধ পেয়ে।
কুরঙ্গিণী,
শুনি না ত আর বুকের মাঝার
পিয়াসী পায়ের সে রিনি ঝিনি।

ছায়া-যবনিকা মিছা মরীচিকা
মরুর পারে—
টল টল জল নিতল শীতল·
দূর খর্জ্জুর-বীথির আড়ে,—

চাহি' তব মুখ বঞ্চিত বুক,
দিনু তা মুছে,
মায়া-তুলিলিখা মৃগতৃষ্ণিকা
নিঃশেষে সে ত গিয়েছে ঘুচে।

আজি দেখ চাহি' দূরে ও দূরে,
লেলিহ্ গগনে আগুন ঝুরে,
মরু জুড়ে শুধু মরু ঝড়ে ধূ ধূ
তপ্ত বালুকা ঘুরিয়া উড়ে।

এ মরুভূমি
তৃষ্ণা-সাগরে জোয়ার জাগাল,
হে চিরতৃষিতা কোথা গো তুমি?
আপনারে দহি' কান পেতে রহি
কুরঙ্গী রে!
যদি উঠে দূর চরণের সুর
কৃশানু-রেণুর ঝর্ণাতীরে,—

যদি কোনদিন দৈব-অধীন
ভাসিয়া আসে
তব পিপাসার ঘন দুঃশ্বাস
দগ্ধ দিকের দীর্ঘশ্বাসে।

হায়রে বৃথাই দিবস কাটে
সূর্য্য লুটায় অস্ত-পাটে,
তোমার পায়ের চিহ্ন ফুটে না
রাঙা সন্ধ্যার ভাঙ্গা আঘাটে।

কুরঙ্গী রে,
বালু ফুঁড়ে দূরে উঠে মৃগাঙ্ক—
আমি ভাবি তুই এলি বা ফিরে!
যুগান্ত ধ'রে দিগন্ত তোরে
প্রবঞ্চিছে,
তাই তোরি লাগি হায়রে অভাগী,
করিনু যে শ্রম হ'ল কি মিছে?

রুদ্রের ভাল দহে চিরকাল
বহ্নিশিখা,
ছিল নিদ্রিত তাই সে সহিত
ললাটে মিথ্যা জলের টীকা।

আজি সেথা পুনঃ অগ্নি ক্ষরে
মরীচিকাজাল ছিঁড়িয়া পড়ে,
দিগম্বরের গ্রন্থি কসিয়া
জেগে বসেছে সে দিগন্তরে।

হে মরুমৃগ,
যতদূর চাই মরীচিকা নাই,
এ মরুরে তাই ত্যজিলে কিগো?

শস্যশ্যামল সজল বনের
হরিণী তুমি,
কবে কি কারণ করিলে বরণ
ধূসর উষর এ মরুভূমি ?

তাহার দাহনে তোমার পিপাসা
মিটিল না ত,
সজল বনের কাজলে আঁকিয়া
পিপাসু চোখের আঁজল পাতো।

আশাতুর সেই তৃষার টানে
বহ্নির চোখে সলিল আনে,
ঠিক চুপ'হয়ে দিক্-সীমা'পরে
ব'সে যায় মরু জলের ধ্যানে।

হে পিপাসিতা,
গেল পিপাসার সব গৌরব
তোমারি মায়ায় বোঝনি কি তা ?
বনের পিপাসা ধন্য—জলের
অন্বেষণে,
মরুর পিপাসা সার্থক শুধু
জলের আশার বিসর্জ্জনে।

বনের পিয়াসা মরুর বক্ষে
আনিলে বহি',
কাঁদালে তাহারে বারে বারে বারে
একই ব্যর্থতা নিত্য সহি'।

ঘুচাবু সে তব অবমাননা,
মিছার পিছনে সে লাঞ্ছনা।

কে জানিত হায়, বাঁধিতে তোমায়
প্রয়োজন ছিল প্রবঞ্চনা।

হে মায়ালোভী,
বুঝি নাই আমি চেয়েছিলে তুমি
জলের অভাবে জলের ছবি!
আজি কি পূর্ণ,—নিয়ে এসেছিলে
যে অভিলাষ?
সাঙ্গ কি হ'ল গিরি-বিহারিণী
বনহরিণীর মরুবিলাস?

এতখন তুমি ফিরি' বনভূমি
আছ কি শুয়ে?
পিয়াল-রেণুতে ভরা তনুখানি
গিরি-ঝর্ণার সলিলে ধুয়ে?

মরুর পিপাসা মরুর বুকে
আজ হ'তে একা মরুক্ ধুঁকে,
চঞ্চল তব চরণ-পরশে
কাঁপুক্ কানন শিহর-সুখে।

হে বনমৃগ,
নিত্য-নিরাশ ছাড়ি' মরুবাস
তোমার তিয়াস মিটিল কি গো?

বেদিনী

ফাগুন আকাশে নামে কাল-সাঁঝ
ঝোড়ো মেঘে দিক্ ঘেরা,
ওঠ্ রে বেদিনী মোট বেঁধে নিই
তুলিতে হইবে ডেরা।
দখিনার লোভে খোলা মাঠে তুই
বসালি তাঁবুর খোঁটা,
ভাঙা ফাটা ফুটো তৈজস গুটো,
সাপের ঝাঁপিটে ওঠা।
ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদিনী,
দখিন হাওয়া এ নয়,
ঈশান কোণের ফণীর ফণায়
বিষের নিশাস বয়।
ওই আসে সেই ঝড়,—
ওঠ্ রে বেদিনী, মোট তুলে নিয়ে
বেদিয়ার হাত ধর্।

কি হ'ল বেদিনী তোর ?
উড়ো মেঘে রাখি' নিশ্চল আঁখি
কোন্ বেদনায় ভোর ?
এবার সহসা উঠাইতে বাসা
কেমন করে কি মন ?
মাঠে মাঠে আর ঘাটে ঘাটে ঘুরে
ক্লান্ত কি এ জীবন ?
বেদিয়ার বালা সাধিয়া দিলি যে
বেদিয়ার গলে মালা,
জানিতিস্ তুই এদের বংশে
নাই যে ঘরের জ্বালা।

বেদের ধারা ত বুঝিস্ বেদিনী,—
যে ঘর বাঁধে সে দিনে
রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার
ঢেকে যায় শ্যাম তৃণে।
তবে বা কিসের লাগি'
এত কাল পরে হ'লি তুই আজ
সেই ঘরে অনুরাগী ?

বেলায় বেলায় পথের খেলায়
বেদিনী রে কাটে দিন,
আমাদের 'পরে পথের কুকুর-ও
নহে কভু উদাসীন।
—সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে,
মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটালি বেদিনী,
ভরা বুকে বুক চাপি'।
তুই আর আমি পথে পথে ভ্রমি
সাথে শততালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে কালভুজঙ্গী
চিরসাথী শির'পর।
এ সবে কি রুচি নাই ?
ঘরের মায়ায় ঝড়ের আকাশে
নয়ন মেলিলি তাই ?

বেদের আদরে বেদিনী রে তোর
চুলে বাঁধিয়াছে জট,
তারি সোহাগের ভাঙনে ভেঙেছে
শ্যামল তনুর তট।
ফাগুন পবনে ঘুরি' বনে বনে
হাতে ছাগলের দড়ি,

বেছে বেছে তার মুখে তুলে দিস্
ফুলে ভরা বল্লরী।
গোপনে ছোপানো হৃদয় হইতে
ছিঁড়িয়া রঙিন ফালি
চির-হাঘোরের ঘরণী রে তুই
ঘাঘ্‌রায় দিস্ তালি।
তবু যে বেদিনী বেদেরি ভক্ত—
বিস্ময় সবে মানে,
গুরুর কৃপায় বেদেরা যে হায়
মোহিনী মন্ত্র জানে।

•

শোন্ রে বেদিনী শোন্
গুরু হ'ল ওই অদূর আঁধারে
গুরু গুরু গর্জ্জন!
ঘরের মায়া সে থাকে ত এখনও
কেটে দে তাঁবুর রসি,
না হয় কাটাব এ কালরাত্রি
খোলা মাঠে খাড়া বসি'।
আকাশ জুড়িয়া কোন্ সাপুড়িয়া
বাজায়ে চলেছে তুরী,
ঝাঁপির ভিতরে জাগিয়া সাপিনী
ভাঙিতেছে মোড়ামুড়ি।
ভেবেছে সে আজ এল নটরাজ,
নৃত্যের আহ্বান,
ডালার রসির ফাঁসে ওই ছাখ্
ঘন ঘন পড়ে টান।

•

কেন উদাসীন আন্‌মনা হেন
বেদিনী, বেদের মেয়ে?

দূরের বাঁশীর সুরে তুইও কি রে
উঠিবি কাঁদুনি গেয়ে ?

*   *   *   *

অকালে এল এ কালবৈশাখী
কাছে আয় কাছে আয়,
যাহা নাই তারি মায়ায় বেদিনী
যা ছিল তাও যে যায়।
ছুটে যায় খুঁটো, উড়ে ছেঁড়া তাঁবু,
টুটে যায় দড়াদড়ি,
ফুটো ভাঁড় আর কানাভাঙা হাঁড়ি,
দূরে দূরে গড়াগড়ি।
অকালের এই কালবৈশাখী—
ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে
বেদিনী রে হাত ধর।
ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ ত ওড়ে না—
ভয় নাই ভয় নাই,
এ মাঠ ছাড়িয়া চলরে বেদিনী
আর কোন মাঠে যাই।
হাওয়ার উজানে দিক্ ঠিক রেখে
আঁধারে আঁধারে চল্—
আকাশে খেলায় লম্বা লম্বা সাপ
পারের সাপুড়ে দল।
কি ভাবিস্ মিছে, আয় পিছে পিছে
যা হবার তাই হোক্—
বেদে বেদেনীরা ভয় পায় যদি—
হাসিবে গাঁয়ের লোক।

বাদল-বিদায়

পাতায় পাতায় হাসিতে হাসিতে
বহুদূর এলে ভাই,
এবার খানিক আলোর বদলে
বাদলের গান গাই।

আষাঢ় গিয়েছে শ্রাবণ গিয়েছে,
ভাদর বসেছে যেতে,
কেহ নাই তার শেষ বারিধার
নিতে চায় মাথা পেতে।
তোমরা শিশুর দলে
কে ভিজিতে চাও এই সন্ধ্যার
শেষ বাদলের জলে?

আজি পলাতক দিনের আলোক
ভাবিছে মেঘের আড়ে—
রাতের পাথার এক ডুবে পার
হ'তে পারে কি না পারে।
আজি আকাশের চোখে শেষ জল
ঝরায় ভাদর রাতি,
গোপনে ধরণী ধরিছে সে ধারা
শেষ অঞ্জলি পাতি'।

মাঠে মাঠে ভাই ভিজিতে ভিজিতে
চল তাই দেখে আসি।
আঁধারের মুখে ঘন বিদ্যুতে
কত বিদ্রূপ-হাসি!

বর্ষায় ছাটে যে সব সুবোধ
শার্সি আঁটিয়া আছে,
বাদলের হাওয়া অঙ্গে লাগিলে
যারা ঘন ঘন হাঁচে,
তাদের নিও না সাথে,
বর্ষা বাঁচায়ে ঘরে থাক্ তারা
বেঁচে থাক্ দুধে ভাতে।

তোমাদের মাঝে অবুঝ যাহারা,
কারণে ও অকারণে
বর্ষায় ভেজা ভালবাস ভাই
তারা এস মোর সনে।
এস দেখে আসি ভাঙিছে পদ্মা
শেষ বালুবন্ধন,
এস শুনে আসি বাতাসের শেষ
অরণ্যে ক্রন্দন।
ভাদরের ব্যথা বুঝাবার নহে—
বড় দুর্দ্দিন ভাই,
আঁধারের দূত বজ্রে ঘোষিছে—
আশ্বিনে হাসি চাই।
তোমরাও ভাই হেসো,—
শুধু বাদলের বিদায়-বেলায়
বারেক বাহিরে এস।
এবারের মত বাদল ফুরায়
বিদায় দিই গে চল,
আবার বাদল আসে কি না আসে
কেবা জানে ভাই বল?

ভ্রমর

হে মোর ভ্রমর চিকণ কালো !
কেমনে এলে এ অজানা প্রবাসে ?
আছ ত ভালো হে ছিলে ত ভালো ?

রুক্ষ শহরে রুদ্ধ এ ঘরে
নিদাঘের দাহ সুদুঃসহ,
এসেছ যখন, কহ গো বন্ধু,
শ্যামল দেশের বারতা কহ ।
সেথা কি এবারও আগেকার মত
বৈশাখ আসিয়াছে ?
রসাল-বীথির ছায়ায় ছায়ায়
সোনাল কুটজ গাছে ?
দীঘির পাড়ে সে দুপুর বেলায়
ঘুমায়ে পড়ে কি বকুল তলায় ?
আলস ভাঙিয়া জেগে বসে সে কি
কলস ভরার রবে ?—
অশথবটের ছায়া-পথ ধ'রে
সন্ধ্যা নামিছে যবে ?

নিদ্‌হারা রাতে থেকে থেকে থেকে
'বউ কথা কও' ডেকে ডেকে ডেকে
ক্লান্ত-কণ্ঠ ঢ'লে পড়ে সে কি
অস্ত চাঁদের কোলে,
পাতার শয়নে গরবিনী চাঁপা
যখন নয়ন খোলে ?

কহ গো ভ্রমর কহ—
সে অতৃপ্তের তৃষা মিটাতে কি
শুকাল' পদ্মদহ ?
'স্ফটিক জলের' ক্ষীণ আবেদন,
কুহু কুহু কুহু পিকের বেদন,
আজও কি সহসা সে ক্ষ্যাপার চোখে
বিদ্যুদশ্রু আনে ?
কালবৈশাখী মাতনে মাতিয়া
তবে সে ক্ষান্তি মানে ?
নিদাঘ যে আজি সুদুঃসহ—
শ্যামল দেশের বারতা বন্ধু
শ্রবণে আমার গুঞ্জরহ।

হে মোর ভ্রমর মিনতি রাখো—
আসিয়াছ যদি ফিরিও নাকো।
বিশ্ব যখন নিঃস্ব হেরিয়া
ফিরালো আঁখি,
দীন দু'পরের উড়ে-পাওয়া ধন
তুমি আর মোরে দিও না ফাঁকি।
তোমার সুরের তীক্ষ্ণ 'ভুমরি'
গুমরি গুমরি ঘুরে—
যে বিঁধ্ বিঁধিছে জীর্ণ এ বুকে
দীর্ণ পাঁজর কুরে,—
সেথা বাঁধো তব রজনীর বাসা,
সেথা হ'তে নিতি হ'ক যাওয়া আসা,
কালো পাখাভরে দূর সরোবরে
সকাল সাঁঝে,
যেথায় নিত্য নবমধু জাগে
নব কমলের মর্ম্ম মাঝে।

নিদাঘ হ'ল যে সুদুঃসহ,
হে মোর ভ্রমর হেথায় রহ,
বদ্ধ এ বুকে পাখা ভরি' আনো
পদ্মবনের গন্ধবহ।

আষাঢ়-মধ্যাহ্নে

মধ্যাহ্নে পরের ঘরে নিঃসঙ্গ শয্যার 'পরে
শুয়ে আছি, রুগ্ণ দেহ মন,
সুদূর প্রান্তর হ'তে আষাঢ়-মন্থর স্রোতে
গন্ধবহ বহে অকারণ।
বাতায়নে লৌহদণ্ড আয়ত আকাশে খণ্ড
করিয়াছে কালো দাগ টানি';
বহু ঊর্দ্ধে বিন্দুপ্রায় ঘুরিয়া মিশিয়া যায়
শকুনি না গৃধিনী, কি জানি?
নীলমূর্ত্তি বর্ষাকাশ, শতচ্ছিন্ন মেঘবাস,
উদাসীন কারেও না চায়,
পূবের জানালা ঘেঁষে বিল্বশাখা নুয়ে এসে
কণ্টকিত ত্রিপত্র নাচায়।
শ্যামাভ দিগন্ত জুড়ে' উচ্চ তাল চূড়ে চূড়ে
রুদ্রসেনা তুলেছে ত্রিশূল,
অচেনা বিদেশ-বাসে কোথা হ'তে কানে আসে
অদূর নদীর কুলু কুলু!
ভগ্ন দেহ, রুগ্ণ মন, নিবিড় নীল গগন,
বাতায়নে লৌহদণ্ড-সারি,
মাঠ-পরে মাঠ শুধু, আষাঢ়েও করে ধূ ধূ!
হে সুন্দর, হে বন্ধু আমারি!

সুন্দর

সুন্দর, মম অন্তরতম
অশ্রুদহের কমল নব !
আজি ঘন-ঘোর শ্রাবণের ভোরে
জলে ভরিল কি নয়ন তব ?
আঁধার রাতির দুর্য্যোগে, মোর
অশ্রু ছাপায়ে উঠিল তটে,
রিক্তকুসুম কামিনীকুঞ্জে
প্রাচীন বটের জটিল জটে।
কাঁদিছে আকাশ, কাঁদিছে বাতাস,
ছল-ছল ঢেউএ শিহরে দেহ,
সলিলে আমার কলস ভরিতে
সুপরিচিতারা আসেনি কেহ।
মেঘের ভূষায়—মলিন উষায়
জাগেনি ভ্রমর, ডাকেনি পাখী ;
তাই কি হে মোর অমল কমল,
সলিলে ভরিল তোমারও আঁখি ?

তব হাসিমুখ ধ্যেয়ানে ধরিয়া
কাটিল আমার তিমির রাতি,
অন্তর-সেঁচা সুন্দর ওগো,
তুমি আজি মোর একক সাথী।
কত বরষার অশ্রু-থিতানো
পঙ্ক-শয়নে, অতলে মম,
ঘুমায়ে ছিলে কি যুগ যুগ ধরি,—
সিন্ধু-অঙ্কে লক্ষ্মী-সম ?
জলভার ভেদি' আপন মৃণালে
জাগিলে যেদিন আমার বুকে,

ভাগ্য আমার,—সেদিন মেঘের
কালো গুণ্ঠন উষার মুখে !
সেদিন কাঁদিছে আকাশ বাতাস,
ছল-ছল ঢেউএ বক্ষ দোলে,
বধূরা ভুলিল ভরিতে কলস,
কাননের পাখী কাকলী ভোলে !

আমি জানিতাম হে মোর কমল,
যতই গভীর হোক্ না ব্যথা,
আনন্দময় প্রকাশ তোমার,
জলে ভেজে না ও-চোখের পাতা।
তাই প্রাণপণ, তোমারি স্বপন,
অন্তরে ধরি' কাটানু রাতি,
তাই ভোরে ভোরে ও-মুখ দেখিনু
ওগো অদিনের শরণ সাথী !
একি হেরিলাম ?—তোমারও নয়নে
উছলি' লেগেছে অশ্রু মম !
আমার সাধনা, আমার বেদনা,
কাঁদা'ল কি তোমা হে প্রিয়তম ?
ওগো সুন্দর, আমার জীবনে
আনন্দরূপে ফুটিবে না কি ?
সজল এ চোখে রাখিবে না তব
হাস্য-উজল মোহন আঁখি ?
মেঘল প্রভাতে আলোকের দল
গুটালো অরুণ মর্ম্মকোষে,—
কত সাধনার সুন্দরে পেয়ে
কাঁদিয়া কাঁদানু কর্ম্মদোষে।
শ্রাবণপ্রাতে এ অশ্রুদহে,
ফুটিল কমল নব নির্ম্মল,
তারো চোখে হায় অশ্রু বহে।

সন্ধ্যাবিধবা

পুরবে নিবেছে আলো,
পশ্চিমে নিবিছে আলো,
মেঘে মেঘে ফুটিছে না তারা।
বাদুড় ছেড়েছে বাসা,
কাকেরা পেয়েছে বাসা,
হ'য়েছে দিনের কাজ সারা।

মলিনা বিধবা সন্ধ্যা,
জ্বালিল না শুভ সন্ধ্যা,
শূন্যপানে চাহে একাকিনী।
নিঃশব্দ গগন ভ'রে,
নিস্পন্দ নয়ন ভ'রে,
নেমে আসে কালো নিশীথিনী

কোথাও উঠেছে চাঁদ ?
আজ উঠিবে না চাঁদ ;
ঘরে ঘরে কাঁপে দীপশিখা।
প্রান্তরের পরপারে,—
অন্তরের মরুপারে,
মিলালো আলেয়া মরীচিকা।

কুটীরে বাজিল শঙ্খ,—
মিছে পিছু ডাকে শঙ্খ,
সে চলে অসীম শূন্য বেয়ে।
করেনি সে সন্ধ্যা-সাজ ?
বিধবার সন্ধ্যা-সাজ !
নিদ্রাময় রাত্রি আসে ছেয়ে।

প্রাতে উঠেছিল রবি,
সায়াহ্নে ডুবিল রবি,
কাল সে উদিবে পুনরায়।
আজ উঠে নাই চাঁদ?
আবার উঠিবে চাঁদ,—
এ-সবে তার কি আসে যায়?

অত্যাসন্ন অন্ধকারে,
ভাদ্র-অমা-অন্ধকারে,
এ-সন্ধ্যা ডুবিছে যারে চেয়ে,
অনন্ত দেশে ও কালে,
সন্ধান কি কোন কালে
পাবে তার বিধবা ও-মেয়ে?

সম্প্রদান

কেহ শীর্ণ পাঠজীর্ণ বিগত-যৌবন,
কেহ বা দুর্ব্বহকান্তি, মহিষমর্দ্দন,
অনেক পুত্রের পিতা এল, গেল চলি',
নানা ছলে জানাইল—'শ্যামলী'—শ্যামলী।
পিতার সে জ্যেষ্ঠা মেয়ে, অন্তরের ধন,
অনেকেরই শ্রেষ্ঠা সে যে, রহিল গোপন।

তুমি বৎস, সন্ধ্যাবেলা এলে অযাচিত,
দেখিয়া বুঝিনু মোর তুমিই প্রার্থিত।
তোমার তরুণ করে করি' কন্যাদান
আজি ভুলিলাম মোর সর্ব্ব অপমান।
জোয়ারভাটার টানে সংসারের স্রোতে
শ্যামলীরে বলিয়াছি যোগ্যা সাথী হ'তে।

আছে হেথা সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদ,
দু'য়ে মিলে এক হও করি আশীর্ব্বাদ।

বরনারী

শূন্য কুম্ভ সম
শূন্য জীবন মম
কাঁখে তুলে নদীকূলে এলে বরনারী ;—
কেন নামিলে না নীরে ?
বেলা প'ড়ে এল ধীরে,
চলিয়াছ ঘরে ফিরে ভরি' আঁখিবারি।
না মোরে ডুবালে জলে,
না ভাসালে লীলাছলে,
বুকে চাপি' কুতূহলে দিলে না সাঁতার।
কেঁদে কেঁদে গলা ধ'রে
ভরিয়া তুলিলে মোরে,
ঢালিলে এ খালি বুকে অশ্রুর পাথার।
পল্লীবধূর সারি
আসে হাসে ভরে বারি,
বাতাস ভরিল জলভরণের সুরে,—
কূলে বসি' অধোমুখ
তোমারি ফুলিছে বুক,
কি দুখে ও কালো আঁখি সারাবেলা ঝুরে ?
এখন চ'লেছ ফিরে,—
সমুখে আঁধার ঘিরে,
পিছনে সজল হাওয়া বহে ঝর ঝর্,
ঝিল্লীরা ঝঙ্কারে,
জোনাকী ঝলক্ মারে,
বাঁকা কাঁকালের তালে নূপুর মুখর।

আঁধারে বুঝিতেছি না—
এখনো কাঁদিছ কি না,
ভরা এ কলসভারে ঘন বহে শ্বাস ;
তোমারি চলন-ঘায়,
মোর জল ছলকায়,
ভিজিয়া ভিজাই হায় তব কটিবাস।
পদতলে পথরেখা
যায় কি না যায় দেখা,
এ পথে চলিতে একা তনু কেঁপে উঠে,
নাছোড়্ লতার বেড়ে
অপথে পড়িছ ফেঁরে,
না জানি কোমল পায়ে কত কাঁটা ফুটে !
আঁধারের বাঁকে বাঁকে
মেঘেদের ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদের কলসী কাঁখে চলে বিভাবরী ,
বনবায়ু ফিরে পাশ,
ছাতিমের ছুটে বাস,
বকুল ফেলিয়া শ্বাস ধীরে পড়ে ঝরি'।
শুনি ও নূপুর-ধ্বনি
পথ ছেড়ে দেয় ফণী,
পেচক উড়িয়া বসে পাশের শাখায় ,
শ্বাপদ দাঁড়ায় সরি'
দু'চোখে প্রদীপ ধরি',
বাদুড় ঝুলিয়া ডালে ঘুরিয়া তাকায়।
সুন্দরী, বল বল—
এ পথে কোথায় চল ?
গহন এ অরণ্যে কারে মনে পড়ে ?
তোমারি কাঁদনে-কাঁদা
তোমারি বাঁধনে-বাঁধা
কলস নামাতে বল চল কার ঘরে ?

চির দিবসের চেনা
সে ঘরে কি ফিরিবে না ?
সন্ধ্যা কাঁদিয়া গেল কুটীরে যে তব ;
কাহার চরণে ঢালি'
আমারে করিবে খালি ?
আজি রাতে ডাকে তোমা কোন্-অভিনব ?
যে-তব আঁখির জল
এই বুকে টল টল,
সে জলে মিটিবে বল কাহার তিয়াস ?
চলিয়াছ, বাঁধি' মোরে
কটিতটে বাহুডোরে
কাঁকন বাজায়ে কোন্ নূতনের পাশ ?
যদি সে নূতন ঘরে
ও-আঁখি আবার ঝরে,
যদি ও-বিম্বাধরে কাঁপে ক্রন্দন,—
তবে নারী মাথা খাও
মোরে হেথা ফেলে যাও,
পথমাঝে খুলে নাও ভুজবন্ধন।
ভাঙা ফুটো শূন্যো হই,
যেথা সেথা প'ড়ে রই,
হে মোর বেদনাময়ি, সহিতে তা পারি।
তোমার অশ্রুভার
বার বার বহিবার
শকতি নাহি যে আর—শোন বরনারী।

শ্যামলীর ট্রাঙ্ক্

ফিট্‌ফাট্ বাস করি বাসনাটা তাই,
ঘটিয়া তা উঠিল না, পয়সা যে নাই।
যতটুকু পারি তবু থাকি ছিম্‌ছাম্,
দ্বিতল ছোট্টবাসা কালীঘাট ধাম।
কৌচ কেদারা শেল্‌ফ দেরাজ কি খাট,
এ বাড়ীতে সে সবের নেই ঝঞ্ঝাট্।
কেবল নিয়ত আমি থাকি হুঁশিয়ার
বাতায়নে বাতাসেরি থাকে অধিকার।
মনসুখে এক হুকে যেন না শুকায়,
খোকার রাতের কাঁথা, অফিসের টাই।
খুঁজিতে না হয় যেন হারাইলে ছুরি
চিনির কৌটা হ'তে কয়লার ঝুড়ি।
ভুলে যেন কেহ নাহি রাখে সরাসর
স্নানান্তে গামছাটি তোশকের 'পর।
দোয়াতের পাশে পাশে থাকিবে কলম,
স্নোর পাশে না আসিবে খোসের মলম।
সাবধান হ'তে হবে এলে বুড়ো পিসী,
মধু ব'লে নাহি খোলে আয়োডিন্ শিশি।
আল্‌না না হয় যেন চেয়ারের পিঠ,
এই সব নিয়ে আমি করি খিট্ খিট্।
তাইতে বাড়ীতে মোর ভারি বদ্‌নাম,
মিথ্যে বাধাই আমি যত হাঙ্গাম।

এমনি কাটিছে দিন ছেলে মেয়ে নিয়ে,—
কোনরূপে দিয়ে দিনু শ্যামলীর বিয়ে।
প্রথম মেয়ের বিয়ে, ছোট বাসা বাড়ী,
কয়দিন কুটুমের ভিড় হ'ল ভারি।

হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি চোখে নেই ঘুম,
তারপর চুপ্‌চাপ্‌ সব নিঝ্‌ঝুম।
শ্বশুরের ঘর হ'তে মেয়ে এল ফিরে,
হাসি ও গল্প উঠে তারে ঘিরে ঘিরে।
যত ধুলো জমেছিল হ'ল ঝাড় পোঁছ,
এলোমেলো যাহা ছিল হ'ল ফের গোছ।
ঘরে ঢুকে গৃহিণীকে দিতে গিয়ে থ্যাঙ্ক্‌
দেখি কোণ জুড়ে এক প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক্‌।
যেখানে মেজেতে মোর রচিত শয়ন,
তারি তলে পাতিয়াছে কাঠের আসন,
তাহারি উপরে চড়ি', খাড়া দেড় হাত,
সগর্ব্বে মহাট্রাঙ্ক্‌ করে দৃক্‌পাত।
গৃহিণীকে কহিলাম—এ কেমন হ'ল?
গৃহিণী কহেন—ওটা কোথা রাখি বল?
মেয়ের দানের ট্রাঙ্ক্‌ জিনিসেতে ঠাসা,
কোথাও ঠাঁই নেই, যে ছোট্ট বাসা।
ভাবিয়া দেখিনু আমি—কথা খুবই ঠিক,
কোণেতে বেহায়া ট্রাঙ্ক্‌ হাসে ফিক্‌ফিক্‌।
মশারি তুলিয়া ধরি হেঁট করি' ঘাড়,
প্রবেশিনু শয্যায় ট্রাঙ্ক্‌ হয়ে পার।
তার পর প্রতি রাতে হ'ল যে কি দায়,
আনমনা হ'য়ে শুতে ট্রাঙ্ক্‌ ঠ্যাকে পায়।
এমন বিপদে বল কোথায় কে পড়ে,
ঘুমোচ্চি, ট্রাঙ্ক্‌ এসে ঠ্যাং চেপে ধরে!
চমকি' উঠিয়া পড়ি করি' ধড়ফড়,
সেই ট্রাঙ্কেই ফের খাই টক্কর।
দিনেও তাহার হাতে নেই নিস্তার,
কোঁচায় কাচায় খোঁচ লাগে বিশবার।
রেগে মেগে বলি মোর গেল গৃহসুখ,
মেয়েগুলো কতরূপে বাপে দেয় দুখ।

কাটিল কন্যাদায়, ঘুমোবো কোথায়,
তা নয় ঠেকিনু ফের ট্রাঙ্কের দায়।

সাত মাস হ'য়ে গেছে শ্যামলীর বিয়ে,
ফাগুনের শেষে আজ গেল তারে নিয়ে।
প্রণাম করিল পায়ে মেয়ে ও জামাই,
এ ট্রেনে না গেলে হবে অফিস কামাই।
যাদের কাঁদিলে চলে নিল তারা কেঁদে,
অফিসে গেলাম আমি ধড়াচূড়া বেঁধে।
সেখানে কাজের ভিড়, বছরের শেষ,
শ্যামলী গিয়েছে তার আপনার দেশ।
সাঁঝে ফিরিলাম, বুকে ধরিয়াছে ব্যথা,
বাড়ীতে চলেছে শুধু শ্যামলীরই কথা।
মেয়ে হ'লে যাবেই ত অপরের ঘর,
ইথে মন খারাপের কোথা অবসর ?

যথাকালে শয্যায় করেছি শয়ন,
আরামে ছড়ায়ে দিয়ে উভয় চরণ।
সাত মাস পরে আজ মোর গৃহকোণ
ঝরঝরে হ'য়ে গেছে ছিল সে যেমন।
শুয়ে শুয়ে নেমে নেমে পা দুটি বাড়াই,
শীতল কঠিন মেজে, ট্রাঙ্ক্ সেথা নাই।
মশারি তুলিয়া ধরি দেখি পুনরায়
সত্যই ট্রাঙ্কটা কি হ'য়েছে বিদায় ?
যত স্নেহ-উপহার, শুভাশীর্ব্বাদ,
বাপের সাধ্য আর জননীর সাধ,
চেপে চেপে ঠেসে ঠেসে হ'ল তাহে ভরা,
আনন্দময় সেই স্মৃতির পশরা।
ব'সে আছি শয্যায় খোলা বাতায়ন,
সাথে জাগে ট্রাঙ্ক্‌হীন মোর গৃহকোণ।

আরেক পরের মেয়ে পাশে ঘুম যায়,
স্বপনে ফুঁপায়ে কাঁদে কোন্ বেদনায় ?
আমার ঘুমের বাধা হ’ল আজ দূর,
বাহিরে দখিন হাওয়া বহে ঝুরুঝুর্।
তবু ঘুম নাহি আসে এই আঁখি-পাতে,
শ্যামলীর ট্রাঙ্ক্ গেছে শ্যামলীর সাথে।

চাঁপার কলি

কাল বৈশাখে চম্পকশাখে
কালবৈশাখী দিল যে-দোলা
আঁধারের কূলে মুকুলে-মুকুলে
ছন্দ তাহারি রহিল তোলা।
হৃতপল্লব ভাঙা ডালে ডালে
ফুটিবে যাহারা এ প্রভাতকালে
তাদেরি বৃন্তে সুনিশ্চিন্তে
ঘুমায়ে প’ড়েছে পাগল ভোলা।
চম্পকশাখে কাল বৈশাখে
লেগেছিল যার নাচের দোলা।
পোহায়েছে রাত, নিদাঘ প্রভাত
মেঘভাঙা রোদে তাতিয়া উঠে,
আকাশের গায় আতপ্ত বায়
চাঁপাকলিদের নিদ্রা টুটে।
গতবসন্ত ধরণীর বুকে
ছুটে আহ্বান সৌরভ-মুখে,
এ নহে শেফালী রাতের দুলালী
না উঠিতে রবি পড়িবে লুটে।
কনক পাখায় ভগ্ন শাখায়
রৌদ্রপিয়াসী চম্পা ফুটে।

মন্ত্রহীন

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া,
বয়স মোদের হ'য়ে গেল ঢের
পারে যাব কোন্ পাথেয় নিয়া ?
কাশী গয়া দূর, এইত বেলুড়,
তাই বা সেখানে গেলাম কবে ?
আকাশ এদিকে হ'য়ে এল ফিঁকে
সাধুসঙ্গ সে কবে বা হবে ?
দুঃখ তোমার পঞ্চাশ পার,—
তবুও দীক্ষা নিইনি আমি,
শাস্ত্রে স্থির আছে নাকি, স্ত্রীর
হয় না মন্ত্র না নিলে স্বামী।
আপনি মজিনু তোমা মজাইনু,
ক্ষমা কর মোরে মমতাময়ী,
ছুটির বেলায় আজীবন ত্রুটি
সেরে নিব তার সময় বা কই ?

তবু শোন সতি, গোপনীয় অতি
কহি আজ কিছু আশার কথা,
তোমার পতি যে মন্ত্র নেয় নি
শুনেছ যা, নহে যথার্থ তা।
আমার মন্ত্র জনম অবধি
আমারে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,
তব মুখ হ'তে আমার দেবতা
সে মন্ত্র মোর শ্রবণে দিল।
সেই দিন হ'তে ওই তনু মাঝে
তনু হারাইল দেবতা মম,

জপি আমি নাম— হে আমার কাম,
হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম!
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া,
তোমারই তনুর ঝরণা-ধারায়
আজও সুশীতল আমার হিয়া।
তারই গৌরবে গরবী যে আমি,
তারই দানে ধনী করেছে যে সে,
পলাশের ঝরা পলাশে যেমন
পলাশের তলা চৈত্রশেষে।
তাহারই পরশ অমৃত-সরস,
দরশ তাহার নয়ন-রম,
সে তনু নোয়ায়ে তুমি প্রণমিলে
মনে মনে বলি—নমো হে নম,
নমো নমো নম সুন্দরতম
আমার প্রিয়ার মোহন দেহ,
যুগে যুগে দেয় পরমানন্দ,
নরকের দ্বার ব'লো না কেহ।
বালগোপালের ধাত্রী ও-দেহ,
ধরা দিল মোর বাহুর পাশে,
ক্ষীর-সায়রের ওই তরঙ্গে
কত চাঁদ মুখ ভাসিয়া আসে।
দেবতা আমার ভিখারী হইল
ওই ফুলে পূজা পাবার লোভে,
ওরই রসায়নে অতনু মদন
মদনমোহন মূরতি লভে।
ও-তনু আমার হেম-ধূপাধার,
রূপানল বহ্নি জাগিয়া থাকে,
মুঠা মুঠা মোর কামনা পুড়ায়ে
মন্দিরখানি সুরভি রাখে।

প্রিয়ার তনুর অনু-পারাবারে
তরঙ্গময় তড়িৎ নাচে,
সেথা ফুটে উঠে যে লীলাপদ্ম,
আমার দেবতা তাহাই যাচে।
ও-তনু পুড়িবে— ভস্ম উড়িবে,
সে কথা আমার অজানা নহে,
বুকে রেখে তারে চোখে আসে জল,
তনু চুপে চুপে আমারে কহে ;—
আমি-ই আমার লীলাতরঙ্গে
গোপনে আপনা ভাঙি ও গড়ি,
সে ভাঙা-গড়ায় যে 'আছে' রয়েছে
সে থাকারে 'নাই' কেমনে করি ?
শুধু ছল ক'রে লুকাই বন্ধু,
কত কাঁদ তাই দেখিব ব'লে,
কত কেঁদেছিনু সে কথা কহিতে
ফিরে ফিরে আসি তোমারি কোলে।
আছি আছি আমি, আছ আছ তুমি,
আমি প্রিয়া আর তুমি যে প্রিয়,
আমার এ রাঙা চেলীর প্রান্তে
বাঁধা আছে তব উত্তরীয়।
যা ছিল আমার সঁপেছি চরণে
বসন ভূষণ সরম মম,
এবারের এই তনুর লীলায়
পেলে কি তৃপ্তি হে প্রিয়তম ?
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।
আমার গুরুর উপবীত নাই,
কণ্ঠে তাহার কনক-হার ;

শিরে নাই শিখা নাই জটা-জুট,
আছে বেণী আছে অলক-ভার।
কপালে নাহিক ত্রিপুণ্ড্র-রেখা,
সিঁদুরের টিপ পরে সে ভালে।
তা ব'লে শাস্ত্র- সম্মত কিগো
ত্যাগ করা গুরু প্রৌঢ় কালে?
তদুপরি শোন আমার মতন
গুরুর ভাগ্য করিল কেবা?
রাতে দেয় কানে মুক্তিমন্ত্র
দিনে করে মোর চরণ সেবা।
ধার দিয়ে তার তনুবীক্ষণ
বিশ্বরূপ সে দেখায় মোরে,
বিস্ময়ে হেরি তারি রূপ ঘেরি'
আমার রূপের জগৎ ঘোরে।
পরশিয়া নীর বৈতরণীর
সহধর্ম্মিণি শপথ করি—
এ নহে সত্য— নাস্তিক, তাই
মন্ত্রবিহীন জীবন ধরি।
বৃন্দাবনের চিরসুন্দরে
ডুবিতে দেখেছি ও-রূপদহে,
তারে খুঁজে তাই সাঁতারি' বেড়াই,—
বিশ্বাস নাই সকলে কহে।
তোমারি মিলন- আস্বাদে মম
তাহারি বিরহ হৃদয়ে জাগে,
কত কটু তারে কহি বারে বারে,
কভু অনুরাগে, কখনো রাগে।
বন্ধু, বন্ধু, হৃদয়বন্ধু,
কেঁদে কেঁদে তারে কত যে ডাকি,
দুখের বাঁশরী বাজায় সে শুধু
সকল সুখের আড়ালে থাকি'।

সেই সুন্দর মম মনোহর
ধরা দিতে এসে দিল না ধরা,—
তবে আর সখি মিছে কেন যত
শুক্‌নো পুঁথির মন্ত্র পড়া ?
অশ্রুতে গাঁথা না-পাওয়ার ব্যথা,
সেই মালা জপি দু'জনে মিলে,
এস মোর জ্যোতি, এস মোর সতি,
মন্ত্র এবার নাই বা নিলে।

পথ চাওয়া

আমার দ্বারের তলে পাথরে বাঁধানো গলি
পিচের সড়ক্ হ'তে গোপনে এসেছে চলি'।
নিতান্ত সরু পথ, কোনমতে যাতায়াত,
মহৎ পথিক কেহ নাহি করে পদপাত।
প্রতিবেশী ঘোষেদের আঙিনার সীমা চেপে,
ইটের প্রাচীর গাঁথা মানুষের মাথা মেপে।
এ পাশে আমার বাসা ও পাশে প্রাচীর টানা,
মাঝখানে চাপা গলি, আলোর প্রবেশ মানা।
সে গলিতে চেয়ে চেয়ে বন্ধুর নিরাশায়
কবির জীবন কাটে বসন্তে বরষায়।

ঘোষেদের আঙিনায় শীর্ণ শিউলিগাছে,
ভরা শ্রাবণেও দেখি সাদা ফুল ফুটে আছে!
তাহারি প্রশাখা এক এপাশে পড়েছে ঝুঁকে,
দু'একটি ঝরে ফুল গলির পাষাণ বুকে।—
জলে ভরা ঝরা ফুল পথের পঙ্ক মাখা,
আঁধার শ্রাবণ-ভোরে তারি পানে চেয়ে থাকা,

চমকি 'বন্ধু'! বলি' শুনি কার আহ্বান!
চেয়ে দেখি—কেহ নাই, ঝরা ফুল ম্রিয়মাণ।
গলি বেয়ে বহে যায় মলিন প্রভাতী হাওয়া,
এই পথে চলে মোর বন্ধুর পথ-চাওয়া।

লবঙ্গলতা

ললিত লবঙ্গলতা,
শুনি বটে তার কথা,
কভু মোরা দেখি না নয়নে,—
শুধু তার ঝুড়ি ঝুড়ি
বিবর্ণ বিশুষ্ক কুঁড়ি
লাগে হেথা রন্ধনে চর্ব্বণে।
সুদূর সিন্ধুর পারে
সুমাত্রা কি জাঞ্জিবারে
ওগো বন্ধু তোমারে শুধাই,—
এ-পারের আমাদের
রুক্ষ কটু লবঙ্গের
লতাগুলি কেমন গো ভাই?
সে-লতা কি ভরে সেথা ফুলে?—
যার শীর্ণ শুষ্ক কলি
চালানে আসিয়া চলি'
দলে দলে লাগে এই কূলে,
আমাদের ব্যঞ্জনে তাম্বূলে?

সিন্ধুপারে বন্ধু কহে ডাকি',—
লবঙ্গ ফুলেরই কুঁড়ি,
কিন্তু তার আছে শুঁড়ি,
লতাখ্যাতি ষোল আনা ফাঁকি!

নাস্তিক

সেই দেশ, সেই পথ, সেই শালবন,
সেই শৈলচূড়ে ঘেরা মেঘল গগন,
সে-দিনের সেই প্রিয়া আজও সহচরী,
তবু আর শ্লথ চিত্ত নাহি উঠে ভরি'।
জানি বন্ধু, তুমি মোর নহ প্রাপণীয়,
তাই কাঁদি চিরদিন—'ধরা দিও, দিও'!
প্রাপ্তি হ'তে বুঝিয়াছি পাব যা তা মিছে,
পাব না যা তাই সত্য, ছুটি তারি পিছে।
নিশ্চিহ্ন যৌবন ক্রমে দেহে মনে প্রাণে,
উপনেত্রে চেয়ে দেখি ধরিত্রীর পানে—
শ্যামলে শ্যামল নাই, নীলে নাই নীল,
বিস্বাদ বিবর্ণ জীর্ণ প্রাচীন নিখিল!
মহাশূন্যে ধরণীর এই ভগ্ন নায়ে
আমার শেষের দিন আসিছে ঘনায়ে।
আলোকে খুঁজিতে তোমা ছিল আশা ভয়
আঁধারে খুঁজিতে হবে—নিরাশ নির্ভয়।

এ জীবনে যত যাহে হইনু বঞ্চিত
মরণের তীর্থে সবই হ'ল কি সঞ্চিত?
শৈশব, কৈশোর মোর, অতৃপ্ত যৌবন,
আয়ুঃ শক্তি আশা প্রেম কল্পনা মোহন,
সকলই কি গেছে ভাসি' সেই মহানীরে—
পূর্ণগ্রাস-পুণ্যস্নানে ছুটি যার তীরে?
শ্বাস রোধি' ডুব দিয়ে, মাথা তুলে চাব,—
অমনি কি নবরূপে সব ফিরে পাব?
মরণোত্থ বিস্মৃতির স্নিগ্ধ রসায়ন
ফিরে দিবে নগ্ন কান্ত শিশুর জীবন?

আবার আমার ঘিরে হাসিবে এ ধরা ?
রজনী সাজাবে তার তারার পশরা ?
চিত্তমাঝে অকারণ আনন্দের দোলে
নৃত্যরসে নবতনু পড়িবে কি ট'লে ?
সিন্ধুপারে অনিন্দিতা নিদ্রিতা সুন্দরী
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের তরী ?

মৃত্যুতলে তিলে তিলে উঠিছে যা জ'মে
হয়ত ফিরিয়া পাব জনমে জনমে
নব নব রসে রূপে। শুধু জানি হায়,
তোমারে পাইনি বন্ধু, পাব না তোমায়।
সকলের আছ তুমি, আমার যে নাই,
হেঁয়ালির দুঃখ মোর কারে বা জানাই !
আমার কাটিবে কাল চির-তোমাহারা,
নয়ন হেরে না যথা নয়নের তারা।
তুমি ক্ষিতি, তুমি জল বায়ু অগ্নি ব্যোম্,
দেহ তুমি, মন তুমি, তুমি সূর্য্য সোম।
স্থাবরের স্থিতি জঙ্গমের গতিধারা,
যেখানে যা কিছু তুমি,—শুধু আমি-ছাড়া !
মাঝখানে দোলে চির-লীলা-পারাবার,
তুমি-আমি অনন্তের এপার-ওপার।
দুঃখ মোর তাই,—
হইয়া পরাণ-বন্ধু থাকিয়াও নাই।

মাটির কাজে

আরও কত ব্যথা দেবে ব্যথাদাতা বন্ধু মোর ?
কালের বেলায় জীবননিশা যে হ'তেছে ভোর।
মরণ-অরুণ মেলিতেছে আঁখি,
ডাকে দূরে দূরে অজানিত পাখী,
অনিদ্র শির শিথানে রাখিয়া
ঝরিছে নয়নলোর—
এখনও সমান ঘটে অপমান বন্ধু মোর !

মাটিকাটা কাজে দিয়েছিলে মোরে, করিনি হেলা,
এ মাটি মাপিতে পথে প্রান্তরে করিনি খেলা।
চৈতি দিনের দু'পর বেলায়
ঘুমায়ে পড়িনি বকুলতলায়,
যত ধূপ ফুটে বাঁধে বাঁধে ছুটে
ভাঙি ও ভাঙাই ঢ্যালা।
সাধ্যপক্ষে জানত বন্ধু করিনি হেলা।

তবুও ত আজি শপ্ত জীবন কাঁদিয়া কাটে,
সাধিয়া যাচিয়া সবারি করুণা মাঠে ও বাটে।
অকথিত বাণী অকৃত কাজের
জনম অবধি টেনে চলি জের,
মোর মুখ চেয়ে মূক এ মাটির
দুখভরে বুক ফাটে ;
ওগো নির্ম্মম, জীবন যে মম কাঁদিয়া কাটে।

মাটির যৌথ ব্যবসায়ে নাই ক্ষতির ভয়,
এ মাটির সাথে তোমার আমার সুপরিচয়।
জীবনে জীবনে তুমি আর আমি
একযোগে করি ঢ্যালাভাঙাভাঙি,

আনন্দ যাহা তোমারি অংশে,
মোর ভাগে পরাজয়।
পরাণবন্ধু ব্যবসা মোদের মন্দ নয়।

আরও কতকাল থাকিব এহেন বখ্‌রাদার!
নিঃশেষে কবে পরিশোধ হবে তোমার ধার?
কবে গো বন্ধু আমার বেদন
তোমার মর্ম্ম করিবে ছেদন?
অন্ধ করিবে তোমার নয়ন
আমার অশ্রুভার?
কবে হব তব লাভে লোকসানে অংশীদার?

শত হতাশেও সেদিনের আশে পরাণ মোর—
জনমে জনমে নব নব আঁখি ঝরুক্ তোর।
মরণ-অরুণ মেলে ঐ আঁখি,
ডাকে দূরে দূরে অজানিত পাখী,
অনিদ্র শির শিথানে রাখিয়া
ঝরিছে ত আঁখিলোর;
কিসের নিরাশ? জীবননিশা ত হ'তেছে ভোর

পাঁকাল-বন্দনা

পাঁকের মাঝে বসত্‌, তবু
পাঁক লাগে না গায়ে তার,
ধর্‌তে গেলে পিছ্‌লে চলে,
ধন্য পাঁকাল নির্ব্বিকার।
পাঁক-হারামি নয়কো এ তার,
ভণ্ডামি তার নয়কো এ,
পঙ্ক-আহার পঙ্ক-বিহার,
চামড়া তবু চক্‌চকে।

দেখ্‌তে পাবে ঝাড়্‌লে পরে
সনাতনের সাঁকালি।
যুগে যুগে কত পাঁকাল
কর্‌লে কত পাঁকালি,
প্রলয়-জলে বাঁচাতে বেদ
ধরেন হরি কোন্ দেহ ?
পাঁকাল হয়েই এসেছিলেন
কে করে আজ সন্দেহ ?

তিনিই হলেন ছিপের পাঁকাল,
দ্বীপের পাঁকাল পরাশর,
নীপের পাঁকাল বস্ত্রহারী
পিপের পাঁকাল হলধর।
ধনের পাঁকাল জনক রাজা,
বনের পাঁকাল বেদব্যাস্,
যাঁর কৃপাতে সাম্‌লে গেল
কুরুরাজের বংশনাশ।
রণাঙ্গনে ধনঞ্জয়ে
মহাপাঁকাল হৃষীকেশ
ভুয়োভূয়ঃ দিয়ে গেলেন
পাঁকাল হবার উপদেশ।
সেদিন হ'তে পঙ্কস্রোতে
কত পাঁকালপন্থী রে
বাঁধ্‌ল বাসা মঠে মাঠে
আশ্রমে ও মন্দিরে।

ধাতু বিচার কর্‌লে বটে
কদর্থটাই যায় মিলে,
কোন প্রভেদ নেই কোনদিন
পাঁকালে ও পঙ্কিলে।

তবু কহি অসংশয়,—
শুক্‌নো ডাঙার ভণ্ডগুলোই
মাকালরূপে নাকাল হয়।
গভীর জলের পাঁকালগুলি
শুধুই জগদ্ধিতায়
পঙ্কবিলাস ক'রে থাকেন,
লেখা আছে গীতায়ও!
পাঁকাল নহে ভণ্ড ভাই!—
ছন্দে গাঁথা বন্দনাতে
সেই কথাটি বল্‌তে চাই।
উল্টোভাবে নিচ্ছ সবে
খুবই আমার হচ্ছে ভয়;
বিষয়টা খুব কঠিন ব'লেই
উল্টো বোঝা কঠিন নয়।

চিরবৈশাখ

বন্ধু,
কাবার হ'তেছে বোশেখ এবার, কালবৈশাখী নাই,
রোদে ও গরমে বাসে আর ট্রামে আন্‌চান্ আইঢাই।
পীচে ও পাথায়, ঘরে কি ফাঁকায়, বাতাসে হুতাশে হায়,
প্রাণের পরনে শিথিল এ দেহ খসিয়া পড়িতে চায়।
এ-হেন দু'পরে অফিসে আসিয়া হেরিলাম, কি আনন্দ,
কাল চন্দ্রের গ্রহণ হয়েছে, আজিকে অফিস বন্ধ!
ব'সে আছি তুমি আমি,
মাথায় ঘুরিছে তড়িৎব্যজনী, ললাট উঠিছে ঘামি'।
তপ্ত বোশেখে আকাশে ব'সে কে আগুন ফোয়ারা হানে?
অদূর অশথে নবপল্লব মাতে সে অগ্নিস্নানে।
নারিকেল-শিরে ঝরে ধীরে ধীরে সেই আগুনের ঝারা,
বাগানের কোণে সূর্য্যমুখীরা পান করে সেই ধারা।

নিবিড় তাদের আনন্দ হেরি' মনে জাগে আজ মোর,
আমারো অঙ্গে লেগেছিল ভাই নবনিদাঘের ঘোর।
নবযৌবন সবে,—
বসন্ত ছাড়ি' যোগ দিয়েছিনু নিদাঘ-মহোৎসবে।
বাংলায় ব'সে ভালবেসেছিনু সুদূরের মরুভূমি,
সে ছিল না মোর ক্ষণিক খেয়াল সে কথা জানিতে তুমি।
দিগন্তহারা অন্তরে মম বালুর শয্যা পাতি'
আগুনের খেলা কবে হবে ব'লে কাটাইনু দিন রাতি
মাঝে মাঝে তার জলিয়া উঠিবে গগনপরশী শিখা,
দিকে দিকে তার ভুলাতে চাহিবে মায়াময়ী মরীচিকা।
মোর অন্তর-প্রান্তরে বসি' কাঁকরে গুনেছি দিন,
কবে আসিবে সে চিরবৈশাখ কালবৈশাখী-হীন।
যার ঝঙ্কার মঞ্জীরে নাই মল্লার সুর-কণা,
অঙ্গ বেড়িয়া প্রতপ্ত মেঘে ফুঁসে বিদ্যুৎ-ফণা!
জগৎকেন্দ্রে প্রাণধারা যার বহিছে অনল-স্রোতে,
যার দুর্ব্বার অগ্নিবারতা ছুটিছে আলোক-রথে।
আনন্দ যার বহ্ন্যুৎসবে নাচে উচ্ছ্রিতশিখা,
যার চরণের ঘূর্ণাছন্দ নীহারিকা-বুকে লিখা।
মহাসূর্য্যেরা যে-বৈশাখের শঙ্খধ্বনি শুনে,
অন্তরীক্ষ ভরি' নব নব জগতের বীজ বুনে।
আনন্দের সে অগ্নিমূর্ত্তি ভালবেসেছিনু ব'লে
মন উঠেনিকো এই বাংলার শ্যামল স্যাঁতানো কোলে।
জলে ও আগুনে আপোস করিয়া যে বোশেখ হেথা আসে,
যার তেজ মোরা মাপি কুপোদকে, শুক্‌নো ডাঙার ঘাসে,
যে আসে মোদের রন্ধনশালে ভিজা কাঠে চুলা জালি'
ধূম্র্যার ছলনে কাঁদিয়া আকাশে মাখাতে মেঘের কালি,
আমে আর জামে ঘামে আর প্রেমে বৈশাখী সে-জীবন,
অসহ্য বোধে চিরদিন আমি চেয়েছিনু বর্জ্জন।
বন্ধু জানত তুমি,—
বাংলার ছেলে ভালবেসেছিনু কেন আমি মরুভূমি।

শোন গো বন্ধু, ঐ পশ্চিমে মামুলি মেঘের ডাক,—
দেহ ভেঙে দিল জোলো দুধ আর এই জোলো বৈশাখ।
মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ আজও জ্বলিছে যা ভাঙা বুকে,
শীকরসিক্ত ঝাপ্‌টা লাগিয়া কখন সে যায় চুকে।
পঞ্চাশ পার, শুধাই আবার এখনও রাখিব আশা?
চিরবৈশাখ বাসিবে কি মোরে নির্জ্জলা ভালবাসা?
আমার হাতের তড়িতের হার উঠিবে কি বুকে ঝলি?
চরণ পাতিয়া লবে সে আমার আগুনের অঞ্জলি?
সখা ব'লে সে কি বাড়াইয়া দিবে লুব্ধ শিখার কর?
ললাটবহ্নি বহিয়া আনিবে মৃত্যুঞ্জয়ী বর?
ব্রহ্মাণ্ডের দাহন-গর্ব্বে গরবী করিবে মোরে?
এই ধরণীর পঙ্কপিণ্ড নিয়ে থাকিবে প'ড়ে?
আজও কি রাখিব আশা?
যে মহামরুরে ভালবাসি আমি, পাব তার ভালবাসা?
বন্ধু হাসিছ তুমি,—
ভালবাসা যদি ফিরে দেয় তবে কিসের সে মরুভূমি?
খুব খাঁটি কথা, গাহি স্তবে আমি—আনন্দ কি আনন্দ,
রাতের চন্দ্রে গ্রহণ লাগিতে দিনের অফিস বন্ধ!

রূপ কোথা আছে

শারদীয়া সপ্তমীর দিন।
কি সুন্দর আকাশের নীল!
সঙ্গীহীন স্থিরপক্ষ পাখী, নিশ্চিন্ত নির্ভরে,
ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে দূর হ'তে দূরে
মিলায়ে মিশায়ে গেল,—
অসীম বুভুক্ষু সে কি?
সোহাগ-আতুরা রূপসীর সুডোল কপোলে
প্রসাধিত ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তিল।
রূপ কোথা আছে?

অন্দরের মুকুরে মুকুরে
চিকুর চিরিয়া যারা, কালো চুলে ঘুরায়ে আঙুল,
নিত্য বাঁধে বেণী,
বার বার শ্লথ বাস টানি'
উরসের অলপবয়সী যুগ্ম সখী-শিরে
তুলে দেয় লাজের গুণ্ঠন,
হাসিয়া ভ্রূকুটি হাসি
শুদ্ধ করে মুকুলের কুতূহলী উন্মুখতা।

মধুর কলসে পড়ি' মধুপমক্ষিকা
না পারে ডুবিতে কিম্বা না পারে ফিরিতে
তার মধুচক্র পানে।
ব্যোমের বৈদ্যুতমণি
বায়ুশূন্য কাচের কারায়
রাঙিয়া তুলিছে শার্সি-আঁটা বাতায়ন,—
উন্মুক্ত হাওয়ার যাত্রী প্রাচীন পতঙ্গ
মরে বৃথা মাথা কুটে।
প্রেয়সীর জীর্ণ ত্বক্,—
প্রমোদ-সন্ধ্যার সযত্ন-রচিত শয্যা
ভোরের আলোকে কুঞ্চিত মলিন শ্লথ
কুৎসিত কাতর,—
ভূর্জ্জপত্রে লেখা পুঁথি,—
ডোর খুলে তার, স্তিমিত নয়নালোকে,
জীর্ণ ভালে ত্রিবলী টানিয়া
বার বার পাতে পাতে পাঠ
মোহমুদ্গরের শ্লোক।
সেতুর অদৃশ্য সীমা চেয়ে আছে মুখপানে
স্তম্ভিত সবুজ আলো মেলি অপলক।

পথপার্শ্বে মলিন দোকানে, স্বর্ণশালে,
কাঁপে পাণ্ডু দীপশিখা,
অগ্নিস্নাত অঙ্গারিকা
পাংশু কুণ্ডে ছাড়ে কালো শাড়ি,
লোহার ছেনির মুখে রূপার আশায়
কনক হ'তেছে কারুময়ী।
রূপ কোথা আছে ?
আকাশের নীলে,
ক্ষুধাতুর লুব্ধ শ্যেন লুকাইল
রূপসীর সুডোল কপোলে
ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তিলে।
সুদীর্ঘ দিনের ভারে, পঙ্কজের ভেরে আসে গ্রীবা,
সারা রাত্রি ধরি' তার পলাশ ঝরিয়া পড়ে
শরতের পৈত্তিক তৃষ্ণার পঙ্কিল সলিলে।
সারা রাত্রি ধরি'
মহিষের দেহদাহ দিল জুড়াইয়া
শীত-শ্যামা পল্বল-পঙ্কিনী।
রূপ কোথা আছে ?

শারদীয়া সপ্তমীর রাতি।
অবসিত আরতির ধ্বনি।
শ্রান্তোৎসব মণ্ডপের পথে
সারি সারি পট্টাম্বরা ফিরে পুরনারী।
অনাগত বাঞ্ছিতের প্রীতিকামী প্রসাধনে
অলজ্জ কুমারীদল ভেসে ভেসে চলে,
এঁকে চলে গন্ধের হিল্লোল তটে তটে।
নেচে চলে বালক বালিকা
সজ্জার নির্লজ্জ আতিশয্যে,—
জরাজীর্ণ হাঁতে হাতে কুসুমের সাজি।

ম্লান জ্যোৎস্না—শিশিরার্দ্র,
পাণ্ডুর মেঘের খণ্ড—দুঃস্মৃতির কুচি,
নিরুৎসব নীড়ে নীড়ে পাখীরা নীরব সচেতন।
আকাশের পেটিকা খুলিয়া
রংচটা বুটি-ওঠা জীর্ণ নীল সাটি
সাবধানে আঁটি অঙ্গে
চলিয়াছে প্রৌঢ়া রাত্রি প্রতিমাদর্শনে।
অঙ্গের ঘর্ষণে
আরণ্য পতত্রীকণ্ঠে শব্দ উঠে—খস্ খস্ খস্ ;
পায়ে পায়ে পেচক-ক্রেঙ্কার,
কুহেলীর স্বেদসিক্ত ললাটে সপ্তমী চাঁদ—
দিবসের পূজাশেষে-পরা
আধ-মোছা চন্দনের ফোঁটা।
ছড়ায়ে পড়িছে খোলা পেটিকা হইতে
ভাঁজে ভাঁজে পুরাতন ভিজে গন্ধ—
শিউলির বাস,—
ঘাসে ঘাসে উঠিছে নিশ্বাস—
রূপ কোথা আছে ?
ওগো, রূপ কোথা আছে !

ছায়া-চম্পক

কার্ত্তিকের বেলা বেড়ে ওঠে,
মহানগরীর সৌধ-চূড়ে-চূড়ে।
শীর্ণ রাজপথে তীব্র হয় জনস্রোত ;
তারি তটে, বারান্দায় ঝুঁকে
দাঁড়ায়ে রয়েছি অকারণে।
খরতর জনস্রোতে
পড়েছে মনের ছায়া মোর,

অস্পষ্ট অস্থির ;—
তারি পানে চেয়ে আছি একান্ত একক।
সহসা ভাসিয়া এল গন্ধ কোথা হ'তে ?
আশুষ্ক চাঁপার গন্ধ যেন!
পল্লব-আড়ালে রহি' বৃন্তের বাঁধনে
যে চাঁপার সবে মাত্র ঘটেছে নির্বেদ ;
কণ্ঠলগ্ন মাল্যমাঝে জড়াজড়ি যে চাঁপারা
সহসা হারালো নিশিভোরে
আসঙ্গ-হরষ-লিপ্সা,
যাদের দক্ষিণে বামে
কুৎসিত সুতার বন্ধে ব্যবধান হয়েছে প্রকট,
সূচীবিদ্ধ পাণ্ডু বৃন্তে
ক্লান্ত দল পড়েছে এলায়ে,
সেই সে-চাঁপার গন্ধ কোথা হ'তে এল!

পথে ত কোথাও নাই চাঁপা ;
ঘরে নাই, আকাশে বাতাসে নাই চাঁপা,
কার্ত্তিকে গাঁথে না চাঁপা কোনো মালাকর
সাজাতে কবরী-কণ্ঠ,
মিটাতে ফুলের ক্ষুধা ফুলদানিদের ;—
হেমন্তে ফুটে না চাঁপা কারো বাগিচায়
শুকাতে শ্যামল বৃন্তে,
কিনি নাই কোনো দিন চাঁপার এসেন্স্
তথাপি আসিছে গন্ধ আশুষ্ক চাঁপার!—

চেয়ে দেখি নিম্নে জনস্রোতে
ভেঙে ভেঙে যায়, দুলে দুলে কাঁপে
আমারি মনের ছায়া অস্পষ্ট অস্থির—
সে ছায়ারি মাঝে প্রতিবিম্বে পড়েছে উলটি'
ও কি ও চম্পক-তরু!

গাছভরা ম্লান পাতা শাখাভরা বিবর্ণ বিনত চাঁপা ফুল,
ক্লান্ত কিশলয় স্তবকে স্তবকে নম্র,—
দাঁড়ায়ে কাঁপিছে তরু জনস্রোত-তলে।
কোন্ শ্যাম চৈতীচম্পা আমারি অন্তরে
সহসা শুকায়ে গেল ডালে মূলে ফুলে
হেমন্তের হিমাঙ্গ হাওয়ায় ?
তাহারি ছায়ায় গন্ধ ভেসে এল আজ
আমার কান্নার মূলে।

শীর্ণ পথে খরতোয় জনস্রোত।
একা আমি দাঁড়াইয়া তটে।
পদতলে কাঁপে ছায়া রসাতলমুখী—
অস্পষ্ট, অস্থির !—
আমার মনের আর শুষ্ক চম্পকের।

গোপন কথা

ছোট ছেলে মণ্টু ছোট নয়,
পাঁচ উৎরে চল্‌চে এখন ছয় ;
দু'ভাষাতে পড়ে লেখে,
দাদার কাছে অঙ্ক শেখে
দিদির কাছে বিজ্ঞ কথা কয়।

মণ্টু কেবল মায়ের কাছে খোকা,
যেমন দুষ্টু তেমনি সে একরোখা,
মায়ের গায়ে না দিলে হাত
ঘুমিয়ে প'ড়েও কাটে না রাত ;
অত্যাচারে মা হয়েছে বোকা।

সেদিন দেখি মায়ের সাথে ভোরে
মণ্টু ওঠে আঁচল চেপে ধ'রে ;
ভাঁড়ার ঘরের মধ্যখানে,
মুখটি দিয়ে মায়ের কানে
কি কথা কয় ফিসির্ ফিসির্ ক'রে।

মণ্টু বলে—মাকে বুকে এঁটে,—
"মাগো যখন ছিলাম তোমার পেটে,
ছিলাম তখন কি মজাতে,
তুমি আমি দিনে রাতে
কি আনন্দে সময় যেত কেটে !"

মা বল্‌চে—"হ্যারে বোকা ছেলে,
মজা কিসের ? অন্ধকারে, জেলে ?"
মণ্টু বলে—"তাতে কি মা ?
ছিলনাক মজার সীমা,
যেতে না ত কোথাও আমায় ফেলে।

"হয়ত ধর, বাগচী জ্যাঠার বাড়ী
কেত্তন হবে,—নেমন্তন্ন তারই,
যাচ্ছ তুমি, যাচ্ছি সাথে,
কোনও বারণ নেইকো তাতে
এক মিনিটও নেই মা ছাড়াছাড়ি।"

"কিন্তু মাগো, বল্‌চি ঘরের কোণে,
এ কথা মা কেউ যেন না শোনে।"
ভাঁড়ার ঘরে শীতের ভোরে
মণ্টু মায়ের গলা ধ'রে
মনের কথা বললে সংগোপনে।

এই কথাটি না যদি শোনাই
কোন্ কথা আর ছন্দে গাঁথি ছাই ?
দু' অঙ্গ এক হবার লাগি
মায়ের খোকা হয় বিবাগী,
সাধ্য কি মোর সেথায় নাগাল পাই।

কচি ডাব

'ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব ?'
আমার বাসার ধারে
হাঁকে বৃদ্ধ ঝাঁকা ঘাড়ে,
সে পথে তখন লোকাভাব।

অঘ্রাণের শীত-সন্ধ্যা
শ্বাসরোধী ধূম্রগন্ধা
চাপিয়াছে শহরের বুকে,
হিমাঙ্গ উত্তর বায়
হাঁপের টানের প্রায়
থেকে থেকে গলিটায় ফুঁকে।

হাঁকে বৃদ্ধ 'ডাব, কচি ডাব ?'
পাগল! আজি এ সাঁঝে
সঙ্কীর্ণ গলির মাঝে
উদরে উদরে অন্নাভাব ;—
সেইখানে এই শীতে
কি বাতিক প্রশমিতে
কে তোমার খাবে কচি ডাব ?

কাঁদিয়া কহিল বুড়া—
'তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা
মাজাটা করিব সোজা,
ভাব তুমি নাও বা না নাও।'

বাহিরিয়া দ্বার খুলি'
দু'হাত ঝাঁকায় তুলি'
নামাইয়া দিনু তার ভার,
ব'সে পড়ি ভাঙা ধাপে
থর থর বুড়া কাঁপে,
নগ্ন বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।

ক্ষণেক নীরব থাকি'
ক্ষীণকণ্ঠে মোরে ডাকি'
কহে বৃদ্ধ—তবে বাবু যাই,—
ডাব ক'টি নামাইয়া
ন্যায্য দাম হাতে দিয়া
আমি তার মুখপানে চাই।

গণ্ড ভরি' আঁখি-নীরে
খালি ঝাঁকা তুলি' শিরে
গলি বেয়ে চলি গেল বুড়া,—
ঘরে ঢুকি দ্বার রুধি'
অন্ধকারে চক্ষু মুদি'
কোলে তুলে নিয়ে তানপুরা,

বেসুরে ধরিনু গান,—
হায়, হত ভগবান্!
মোর ভাগ্যে এহেন দুর্ভোগ!
অপরের কাব্যভালে
মিলাও ত কালে কালে
অনুকূল কত-না সুযোগ!

সে-সব কবির বেলা,—
শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পসারিনী,
তনুদেহে সিক্ত বাস,
নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।

আরো ভাগ্যবান যিনি
আসে তাঁর পসারিনী
কোমল করুণ ক্লান্তকায়,
'শয্যা শুভ্রফেননিভ
স্বহস্তে পাতিয়া দিব'
সাধে কবি সমবেদনায়।

এ ভালে তেঁতুল-গোলা—
অতি বৃদ্ধ ডাবও'লা!
তাও নহে বৈশাখী দু'পরে;
মিটাতে প্রাক্তন দেনা
শীতরাত্রে ডাব কেনা!
তাই কি কাটারি আছে ঘরে?

সহসা ঝনাক্ ঝান্
তানপুরে কাটে তান,
ছিঁড়ে গেল সব কটা তার ;
আমার শ্রবণ-মূলে
অকস্মাৎ গেল দুলে'
কোন্ রুদ্র নৃত্যের ঝঙ্কার !

দারুণ শীতের সাঁঝ,
হে আমার নটরাজ,
কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে ?
অশ্রুর সাগরমন্থ
হে আমার নীলকণ্ঠ !
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে ।

শীতাতপে দিগম্বর,
দিশাহীন পথচর,
দেহ টলে ক্ষুধার নেশায় ;
অন্তর-শ্মশানে চিতা
সারি সারি নির্ব্বাপিতা,
তাহারই বিভূতি ফুটে গায় ।

সর্ব্বাঙ্গে হাড়ের মালা,
শিরায় ফণীর জ্বালা,
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা
কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী-শেষে
তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশীকলা !

তোমার মাথার ভার,
ধ'রেছি যে একবার,
তাহে মোর মিটিয়াছে সাধ।
দিয়েছি তামার চাকি,—
সে মোর হয়নি ফাঁকি,
সোনায় ঘটিত অপরাধ।

যে মোহিনী স্বর্ণটাটে
পাতে পাতে সুধা বাঁটে,
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিতরাজ,
নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরি একজনা।

তাই তুমি নানা ছলে
আমার অন্তরতলে,
আমার দুয়ারে আঙিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আস,
কাঁদি ব'লে ভালবাস,
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়।

তোমার প্রসাদকামী
স্বগৃহে সন্ন্যাসী আমি,
এ জীবন নিষ্ফলে সফল—
অনাদি দুঃখের স্রোতে
তোমারি নয়ন হ'তে
ঝরে'-পড়া একফোঁটা জল।

প্রেম-পিঞ্জর

তোমারি প্রেম হ'তে মুক্তি মাগি আমি,
হে চিরনির্ম্মম হে মম প্রিয়তম!
মরণ-আহতের তৃষিত কণ্ঠের
তাতল সৈকতে বিন্দু-বারিসম!

যে প্রেম আজীবন বাড়াল ক্রন্দন,
পরাল নিতি নিতি নূতন বন্ধন,
সে প্রেম দুঃসহ লহগো ফিরে লহ
এ তব ব্যথিতায় ক্ষম গো আজি ক্ষম;
হে মোর প্রাণাধিক হে মম প্রিয়তম।

কঠিন কনকের সুঠাম পিঞ্জর,
দুয়ার রুধি' তার পালিছ পোষা পাখী,
তোমার সোহাগের পরশ পেতে তার
চঞ্চু চঞ্চল রক্তে মাখামাখি।

মিটে ত ক্ষুধা তৃষা নিত্য নিয়মিত,
শতেক উপচারে সতত উপচিত,
বসিয়া হেম-দাঁড়ে,—আকাশ তবু তারে
খাঁচার পরপারে করে যে ডাকাডাকি;
মুক্তি মাগে তাই তোমার পোষা পাখী।

জানে সে জানে তার আকাশ দুর্ল্লভ,
তোমারি স্নেহে তার বদ্ধ পাখাদুটি,
যা কিছু গৌরব হারাবে সে যে সব
তোমার খাঁচা হ'তে যদি বা মিলে ছুটি।

উড়িতে গিয়ে শুধু তোমার গৃহশেষে
পথের ধূলিতলে অবশে লুটাবে সে,
আকাশ কোথা হায়! মরণ মুখে চায়,
অজানা পথিকার ভিজায়ে আঁখি দুটি
তোমার প্রিয় পাখী মরিবে পথে লুটি'।

বহিয়া মূকবাণী শূন্য খাঁচাখানি
দুলিবে দ্বারে তব উদাস বায়ুভরে,
বন্দী বন্ধুর শোণিত-বিন্দুর
চিহ্ন আঁকা তারি কনক-পঞ্জরে।

কত যে ব্যথা পাবে সে কথা আমি জানি,
লুকায়ে গৃহছায়ে কাঁদিবে মানি মানি,
তবুও মাগি তোমা এ প্রেমে দাও ক্ষমা,
পাখীরে রাখিও না সোনার পিঞ্জরে।
না হয় খাঁচা শুধু দুলিবে বায়ুভরে।

জান কি বন্ধুয়া রতন সোনা দিয়া
যতনে রচা এই খাঁচাটি মনোহর
আমার আঁখিশেষে সুদূর নীলদেশে
ছায়ায় এঁকেছে সে কি মহাপিঞ্জর!

খাঁচার ফাঁকে আঁখি আকাশে যত চায়
নীলিমা ভ'রে গেছে কনক-শলাকায়।
কি ফল হ'ল কবি, তোমার প্রেম লভি'
আকাশও হ'ল যদি খাঁচারই সহোদর?
বাঁধন-ক্লান্তিতে কাঁদে যে অন্তর।

হে চিরনির্ম্মম হে মম প্রিয়তম,
সোনার পিঞ্জরে দুয়ার খুলে দাও,

শেষের সোহাগের পরশ বুলাইয়ে
বাহুতে দুলাইয়ে আকাশে তুলে দাও।

বদ্ধ পাখা দুটি ঝাপটি প্রাণপণ,
ছাড়িয়া যাই বঁধু তোমারি অঙ্গন,—
যা চাই নাই পাব, এবার দেখে যাব
বাঁধন খুলে কূলে কেমনে ডুবে 'নাও'।
বন্দী বন্ধুরে আকাশে তুলে দাও।

মুক্তি দাও আজি হে মম প্রিয়তম!
মরণ-আহতের তৃষিত কণ্ঠের
তাতল সৈকতে বিন্দু-বারিসম!

জংশন স্টেশনে

মাঘের প্রভাত
উষাস্নান সারি' ছাড়িছে কুহেলি-শাড়ি
পূর্ব্বানদীতটে। চম্পাপীত ক্ষণ-নগ্নবুকে
ঘুরায়ে জড়ায়ে নীল জরির আঁচল,
স্মিতমুখে চ'লে গেল
আলোকের অন্তরাল-পথে।
ট্রেন মোর থামিল স্টেশনে,—
জংশন স্টেশন;—
ছাড়িয়া রাতের গদি স্প্রীংময় কোমল,
নামিনু উপলকীর্ণ সুদীর্ঘ অঙ্গনে!
বিনিদ্র রাতের সাথী
গদিকে কি বেসেছিনু ভাল?
দুর্ঘট ঘর্ঘর-ঘৃষ্ট

রজনীর লৌহপথে যেবা
গতির উৎক্ষেপ মাঝে
স্থিতির আরাম দিল মোরে,
ব্যথা কি বাজিছে বুকে ছাড়িতে তাহারে ?
অথবা—
লাগিছে ভাল নিদ্রাহীন রাত্রিশেষে
যাত্রীময় জংশন স্টেশনে
কঠিন কঙ্করকীর্ণ এ অপরিচয় ?
প্রাঙ্গণের কাঁটাতারে কুসুমাক্ত বিদেশিনী লতা।
অদূর প্রান্তর অজানায়,
নৃত্যপর নটেশের ডম্বরুর মত—
চ'লেছে সাঁওতালী মেয়ে নাচিয়া গাহিয়া
দোলায়ে কঠিন তনু মুঠিম কটিতে।
উষাস্নাত মাঘের প্রভাত,
গদিআঁটা ট্রেনের কামরা,
কাঁটাতারে কুসুমাক্ত লতা,
মাঠের সাঁওতালী মেয়ে,
কারে আমি ভালবাসি ?
ভাল কি বেসেছি কভু কারে ?
বিশ্বমাঝে কে আমার লভিল সে-প্রেম ?
যে-প্রেমের
নাহি অন্ত, তল, সীমা, আদি ও ইত্যাদি ?
সে প্রেম কি কৃপণের মত
সঞ্চয়ি রাখিনু নিজ বুকে ?

দিক্‌হস্তী সম গর্জিয়া আসিল ট্রেন ;
থামি' কিছুক্ষণ
শুণ্ডমুখে আকণ্ঠ করিল পান
পঙ্কিল সলিল।

ঘড়ির কাঁটায় কহে
এ ট্রেন আমার নহে।
আমার ট্রেনের বার্ত্তা নিঃশব্দ সঙ্কেতে,
হয়ত বহিয়া আসে তড়িতের তার!
সে বার্ত্তা জানে না ওই নীলকণ্ঠ পাখী
তারে বসি' খেতেছে যে দোলা
পরম আরামে।

জংশন স্টেশনে
ওয়েটিংরুমে দেওয়ালে মুকুর আঁটা;
কত কত প্রতিচ্ছবি ধরেছে সে বুকে!
চাহি' তার পানে
ভাবিলাম—
যারা যারা এল গেল
প্রতিবিম্ব ফেলে গেল
আয়তলোচনা বিলাসিনী,
তারা যদি আজ
ভিড় ক'রে দাঁড়ায় সম্মুখে
কারে বিলাইয়ে দিব আমার সে-প্রেম?

সহসা সম্মুখে দেখি,—
মুকুর হইতে মোর মুখপানে চেয়ে—
দাঁড়ায়ে সে রয়েছে একাকী,
যারে আমি আজনম ভালবাসিতেছি
না বুঝিয়া না জানিয়া!
ওই তনু মম,
কখন প্রথম পেনু তারে—
জননীর জঠর-আঁধারে,
নাহি পড়ে মনে।

অনালোক বায়ুশূন্য ক্লেদক্লিন্ন
জটিল অরণ্যমাঝে সুদীর্ঘ রজনী,
সেথা মোরা ফিরিতেছি খুঁজি পরস্পরে।
সহসা পরশে অনুভবি,'
অন্ধ অনুরাগে
জড়ায়ে সে দিল কণ্ঠে মোর
সহস্র স্নায়ুর জালে রচিত জীবনমাল্য।
সেই ক্ষণে
বুকে বুক মুখে মুখ
লভিলাম চিরপরিচয়।

সেই হ'তে উভয়ের যাত্রা শুরু হ'ল
সুদীর্ঘ পথের।
শৈশবে খেলিনু এক সাথে,
যৌবনের প্রগাঢ় মিলনে
ভুলে গেনু—কেবা সে, কে আমি
আজ মোরা অভিন্ন এমন এহেন তন্ময়,
নিঃসাড় হইয়া গেছে প্রেম-অনুভূতি।
রূপহীন পিপাসিতে দিয়াছে সে রূপ,—
অজীবনে দিয়াছে জীবন,
তাই কি এমন ভালবাসি ?
জানি আমি—নহে সে সুন্দর,
তবু মানি না ত,—তা' হ'তে সুন্দর কারে।
শয়নে, স্বপনে, সুপ্তি-জাগরণে,
তিলেক ছাড়িলে নাহি বাঁচি !
মৃত্যুময় জানিয়াও
প্রেম মোর অমর করিতে তারে চাহে।
কালো অঙ্গে তার—
সযতনে বুলাইয়া ভালবাসা
চিরকাল করি প্রসাধন।

লুকায়ে লুকায়ে দেখি তারে
গুরুজন-গঞ্জনা ভাবিয়া।
তার রোগে রুগ্ণ আমি,
তার শোকে আমি মুহ্যমান।
হেন অপ্রমিত প্রেমে কে কোথা প্রেমিক?

ওই যুগ্ম আঁখি—
দেখাইল মোরে
রূপের স্বরূপ বারে বারে।
বয়সের ক্লান্তি-ভারে সে যদি আজিকে
ধ্বসিয়া বসিয়া যায়
গ্রামান্ত-প্রান্তরে গরীবের গোরের মতন,
তবে কি তাহারে ছাড়ি' ঘুরিয়া মরিব
পদ্মপলাশিনীদের পিছে পিছে?
সে প্রেম মোদের নহে।
এ প্রেম এমনই মূঢ়, নিজে অন্ধ হ'য়ে
অন্ধে করে দিব্যচক্ষুমান;
এমনই মহান্—
আপনার গোপন যৌবনে
জরারে ভূষিত করে;
চিরসুন্দরের পাশে
কুৎসিতের রচি' দেয় স্থান।
অপ্রমেয় মোদের এ প্রেম।

তবু দু'য়ে হবে ছাড়াছাড়ি!
এই যে জীবনরাতি ক্ষীণ দীপ জ্বালি'
কাটাই দুজনে
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,-
এ রজনী হবে ভোর।

মোদের মিলিত কণ্ঠে আকুল মিনতি,
কাতর ক্রন্দন,
অসহ্য যন্ত্রণাময় ছেদন-বেদন,
রুধিতে নারিবে হায় অরুণ মরণরথ।
সে রথের চক্রতলে
হতমান গতপ্রাণ প্রিয়া
যদি প'ড়ে রয় ধূলিধূসরিত,
চৌদিকে কাঁদিতে থাকে জীবনসঙ্গিনীগণ,
তবু রথে চড়ি'
একা মোরে যেতে হবে
ওপারের মধুপুরে ?
মোর প্রেম কখনো ত মানেনি মথুরা।

তার চেয়ে—
শঙ্করের মত সতীদেহ স্কন্ধে তুলি' লব,
ভ্রমিয়া বেড়াব ত্রিভুবন
মহাশোকে অসীম নির্ব্বেদে,
যতদিন দিকে দিকে সতীপীঠ নহে প্রতিষ্ঠিত,
যতদিন ক্রন্দনতপস্যা মম
সে সতীরে না পারে ফিরাতে।
দারুণ সে যজ্ঞপণ্ডদিনে
দেহহারা জীব হবে সতীহারা শিব।

ঘণ্টা বাজে জংশন স্টেশনে।
আমারি ঈপ্সিত ট্রেন
আসিয়া দাঁড়াল প্রাঙ্গণের প্রান্ত ঘেঁষি'
চড়িনু নূতন ট্রেনে, নব কামরায়;
কুশন-কবোষ্ণ গদি স্প্রীংময় কোমল।

উড়ে গেছে নীলকণ্ঠ পাখী,—
কে জানে চলিছে কিনা শূন্য তার-তলে
আমারি ট্রেনের বার্ত্তা অগ্রিম স্টেশনে।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী

কে কাঁদে অন্তরে মোর?
গগনে ঘনায় ঘোর
শ্রাবণের রাতি।
পথ চলি কি সাহসে?
মৃত মুখ মৃদু হেসে
সাথে হয় সাথী।
জড়ায়ে জরার কাঁথা
সঙ্গোপনে তোলে মাথা
অতৃপ্ত যৌবন,
কালো পাথরের কানে
কবোষ্ণ স্বপন আনে
উষ্ণ প্রস্রবণ।
মন্দাক্রান্তা মেঘস্বরে
রাত্রি মেঘদূত পড়ে,
কাঁদিছে পেচকী,—
অরুণের চক্র পিছে
চিরসন্ধ্যা গুমরিছে
কেন বুঝেছ কি?
—বুঝেছ কি কেন?—
কত মরু কত রাতি
বলয়ে বলয় গাঁথি'
রচি যে শৃঙ্খলা

প্রিয়ার কণ্ঠের হার,
গ্রহ-সূর্য্য-তারকার
অপূর্ব্ব মেখলা—
আজি সে আনন্দ মম
ছত্রভঙ্গ উল্কাসম
আঁকে অগ্নিরেখা ?
কে কাঁদে অন্তরে মোর,
অন্তরে কে কাঁদে মোর
অতিমাত্র একা ?

চন্দনে চম্পক-পুটে
জীবনের গন্ধ উঠে
এখনো চিতায় ;
এখনো মানস-তীরে
চক্রবাকী আঁকে শিরে
সিঁদুর সিঁথায়।
মরণার্দ্র বালুস্তরে
চরণের চিহ্ন পড়ে
হংসমিথুনের,
কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী-স্নানে
চন্দ্রলেখা আজো টানে
পূর্ণিমার জের।
হে বন্ধু, কহ গো মোরে
এ ঘন শ্রাবণ-ঘোরে
কে কাঁদে আমার ?
নিভাতে বুকের জ্বালা
কে ছিঁড়ে মুকুতা মালা
কবরী-সম্ভার ?

শুনিয়া কাঁদন তার
বাঁধনের মালাকার
গ্রন্থি যায় ভুলে,
মহাসন্ন্যাসীর শিরে
চির-জটিলতা ছিঁড়ে
জটা পড়ে খুলে।
যত চুক্তি যত যুক্তি,
সব হ'তে দিতে মুক্তি
আসে বিশৃঙ্খল,
তাই কি আমার বুকে
হে বন্ধু, হাতুড়ি ঠুকে
ভাঙিছ শিকল ?
ঐ ত স্যাকরা পাখী
শুষ্ক শাখে ছন্দ রাখি'
করে ঠক্ ঠক্' ;
মুখেতে ইঁদুরছানা
মেলিল ধূসর ডানা
প্রসন্ন পেচক।
সুখময় কুম্ভকার
মাটি ছানি, কুম্ভ তার
পিটায়ে গড়ায়,
পাড়ায় গোলাম মুচি
প্রেমের খোলাম-কুচি
দু'হাতে ছড়ায়।
ফুটেছে ব্যাঙের ছাতা,
কেন, আগে বলেছি তা'
প্রসন্ন পেচক,—
বলেছি স্যাকরা পাখী
শুক্‌নো শাখায় থাকি'
করে ঠক্ ঠক্ ;—

বলিনি, আকাশ-কোণে
আলো তার দিন গোণে,
হাসে অন্ধকার,
অর্থহীন কলরোলে
উত্তাল প্লাবন দোলে
এপার ওপার,—
শ্যেনপক্ষ সারি সারি
মুহূর্ত্তেরা দেয় পাড়ি
সন্ত্রাস অন্তরে ;
ওগো বন্ধু, মাঝে তার
কেঁদে কেঁদে কে আমার
শ্রাবণ সন্তরে ?

এশিয়ার আশা

বসেছিনু নিঃসঙ্গ—
সহসা আকাশে ঘনায়ে আসিল
বিপুল শকুন-সঙ্ঘ ।
ক্ষণিকে ঢাকিল রাহুল ছায়ায়
উদয়-অস্তাচল,
তাদের পাখার শ্বাসে প্রশ্বাসে
প্রলয়ের পরিমল ।
চক্ষে তাদের সুতীক্ষ্ণ কালো
রঞ্জন-আলো জ্বলে,
ন'ড়ে ন'ড়ে উঠে নরকঙ্কাল—
মরণের তনু-তলে ।
মহাদেউলের খিলান ফেটেছে—
রবি ডুবে তারি ফাঁকে,
সেই কাল-সাঁঝে শকুন-সঙ্ঘ
উড়ে চলে ঝাঁকে ঝাঁকে ।

মেরু-অরোরার ঝর্ণাধারায়—
করিয়াছে উষাস্নান,
কুরুবর্ত্তের আকাশ ভাসায়ে
অবিরাম অভিযান।
বারেক গৌরীশঙ্কর-চূড়ে,
চিরতুষারের বুকে,
রেখে এল ক্ষণ-চরণচিহ্ন
বিশ্রাম-কৌতুকে।
বারেক শুনিল, বাঁকা চঞ্চুতে
ঘষি' চঞ্চল পাখা,—
দেওদারতলে সুরগঙ্গার
কুলু কুলু পিছুডাকা।
মানস-সরসে মরালমিথুন
দেখাল মৃণাল তুলে,
শ্যাম-উপকূলে নারিকেল-শ্রেণী
ডাক দিল দুলে দুলে।
পারসী-গোলাপে গাহে বুলবুল্
কাস্পিয়ানের পারে,
দূর ককেশাস্ ইশারা জানায়—
পাইনে ও পপ্লারে।

অবহেলি' সবাকায়—
নির্ণীড়মতি নির্ভরগতি
শকুন-সঙ্ঘ ধায়।
চক্ষে কেবল সুতীক্ষ্ণ কালো
রঞ্জন আলো জ্বলে ;
ন'ড়ে ন'ড়ে উঠে নরকঙ্কাল—
তন্বীরও তনুতলে।
ওদের ডানার ঘন মন্থনে
যত বুদ্‌বুদ্ ফুটে,

বিশ্বের নীল নবনীত বিষ
বুঝি ভেসে ভেসে উঠে।
গণ্ডূষে ওরা পান করিল কি
পীতসাগরের বারি ?
লোহিতসাগরে ভরিয়া লবে কি
রাঙা হৃদয়ের ঝারি ?

কৃষ্ণসাগর উড়াইয়ে লয়ে—
কালবৈশাখী ঝড়ে
সাহারার বুক জুড়াবে কি ওরা
ঘন মেঘাড়ম্বরে ?
আকাশে আকাশে নিবাইয়ে বাতি
সঞ্চারি' কালো ছায়া
অতলান্তিকে ডুবাইবে কিরে
যত প্রশান্তী মায়া ?
সাত সাগরের তলে তলে যত
বেদনা গুমরি মরে—
সে ব্যথা কি আজ হাল্‌কা হয়েছে
ওদের পক্ষভরে ?
শত শৈলের পাঁজরে পাঁজরে
পুঞ্জিত ব্যথাভার—
সহসা আকাশে ছাড়া পেয়ে হাসে
মুক্তির হাহাকার ?

আমার মনের বাতায়ন খুলে
ব'সে আছি নিঃসঙ্গ—
গরুড় যে কাজ পারেনি তা আজ
পারিবে শকুন-সঙ্ঘ ?

কুয়াশা

পহেলা মাঘের অতিপ্রত্যূষ
ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন,—
মাথা গুঁজে বসি উনানের পাড়ে
ধুঁয়ার ছলনে কাঁদিয়া ফুঁ পাড়ে
চির-নিরশনা ধূসর-বসনা
রজনী কাহার জন্য ?
আজকে দিনের ভিজে কাঠখানা
শত আয়াসেও জ্ব'লে ত উঠে না
আকাশের পূব প্রান্তে,
আজ আসিয়াছে কুয়াশাবিলীন
দিক্‌ভ্রম নিয়ে ভ্রমিবার দিন
ক্ষুধিতে ও পথভ্রান্তে !

একা চাকাভাঙা কাককেতু রথে
ভ্রমে ধূমাবতী বুভুক্ষাপথে,
বুঝেছ ?
গগনবিহারী সে কাককণ্ঠে
হে কবি, তোমার
কোকিল-কূজন কুজেছ ?

পুষ্পের অন্তরে গন্ধের ক্রন্দন,
পুষ্পের পায়ে পায়ে বৃন্তের বন্ধন,—
কবোষ্ণ কল্পনা, ছন্দের আল্‌পনা,
অবশ্য মিথ্যা ,
অন্ধরাজের নারী সুন্দরী গান্ধারী—
পঞ্চকন্যা হ'তে অনন্তচিন্তা ।

না-রজনী না-দিবস
ধূমময় মাঘমাস,
শীতের বাতাস বহে শীতের বাতাস,
ধূমাবতী-কর হ'তে শীতের বাতাস।

অতি ক্ষুন্ময়ী ধূমাবতী ওই
রথ ছেড়ে চলে হাঁটিয়া,
রূপে রসে ভরা বিচিত্র ধরা
মুছে ফেলে জিভে চাটিয়া।

রংদার কায়া রাংতার মায়া
আব্রু ও ছায়া ঘুচেছে,
বাঁশ দড়ি খড়ে বাঁধা কবন্ধ
সুধা খেয়ে মুখ মুছেছে!
কত ক্ষতি ক্ষুধা কত লোভ ক্ষোভ
কতদিন ধ'রে চাপিয়া
এতদিনে আজ উঠিয়াছে ওই
দামোদরোদরও কাঁপিয়া।

হে কবি এ কথা জানিতে,—
উদরাধ্মানে মাথার বেঠিক্,
আধাদৈবিক আধ্যাত্মিক,
কবিরাজ, তুমি মানিতে।

তবে বিস্ময় কিসে?
নিরাশা দুরাশা কুয়াসায় যদি
ধরণী হারায় দিশে?
কেন কর এত কুৎস?
এই কুয়াসারই বিভ্রমতলে
ফুল কি ধরেনি চৈতি ফসলে?

উর্দ্ধে ইহার নভোমণ্ডলে
ঝরে নাকি আলো উৎস ?

পহেলা মাঘের অতিপ্রত্যূষ
কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ;
আজ আসিয়াছে কুয়াসাবিলীন
দিক্‌ভ্রম নিয়ে ভ্রমিবার দিন,
তা ব'লে ধরণী তপনঘরণী
যাবে কি গো উৎসন্ন ?

শুভ ফাল্গুনী তিথি

সিঁথির সিঁদুরে উজলিয়া তুলি'
মধুযামিনীর স্মৃতি
অয়ি কল্যাণি, এবারও যাপিলে
শুভ ফাল্গুনী তিথি।
প্রভাতে উঠিয়া সম্বরি' বাস
হাসিয়া সলাজ হাসি
পুষ্পের প্রায় পড়ি' মোর পায়
নীরবে কহিলে—'আসি !'
'আসি বলি' চলি' গেল দ্বারপথে
শুভ ফাল্গুনী তিথি,—
দিনের আলোকে মিলাইল ধীরে
মধুযামিনীর স্মৃতি।

তবু পড়ে মনে সেই ফাল্গুনে
চাহিলে যখন মুখে,
অবাক্‌ আশার নীল যবনিকা
দুলে উঠেছিল বুকে।

তখনই বুঝিনু নহ নহ তুমি
ফুল্ল গোলাপ-শাখা,
বর্ণ জ্বালিয়া গন্ধ ঢালিয়া
দুদিনে হবে না ফাঁকা।
বিফল বৃন্তে শিথিল পাঁপড়ি
পড়িবে না ঝরি ঝরি,—
তুমি যে মনের রসাল-বনের
রোমাঞ্চ-মঞ্জরী।

ভেসে আসে তব মৃদু সৌরভ
নববসন্ত-কূলে,
কিশোর কষায় কিশলয়-রসে
পিকের কণ্ঠ খুলে।
সারা তনু ভরি জাগে মঞ্জরী
মর্ম্মের মধুভারে,
তোমা ঘেরি' শত সম্ভাবনার
গুঞ্জন ঝঙ্কারে।

হে মোর মনের মাধবী-বনের
সহকার-মঞ্জরী,
তার পর কবে গিয়াছে ফাগুন,—
বিফলে পড়নি ঝরি'।
ফাগুন টুটেছে ঝামট ছুটেছে
ধু ধু চৈতালী বুকে,
বার বার সখি তোমারি ছায়ায়
এসেছি শুষ্ক মুখে।

কালবৈশাখে তড়িৎ-ঝঞ্ঝা
দিল তোমা কত ব্যথা
ছিঁড়ি' নব ফল পল্লবদল,—
নতমুখে সহেছ তা।

আজি মন্থর নিদাঘ-কাতর
দাহন-দীর্ঘ দিন,
ক্ষান্ত এখন অলিগুঞ্জন,
কোকিল কণ্ঠহীন।
তবু দিনশেষে শ্যাম-সমাবেশে
সফল মহিমা তব
মধুযামিনীর স্মৃতি-সুস্মিত
লভে রূপ অভিনব।

'আসি' বলি' তোমা আশীষিয়া গেল
শুভ ফাল্গুনী তিথি,
নূতন সিঁদুরে কে আঁকিল সখি
পুরাতন তব সিঁথি?

বসন্ত

(১)

অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মমাঝে
কাটে বেলা অবকাশহীন।
সহসা তুলিতে মাথা দেখিনু বাহিরে
বাতায়নমূলে,
দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের দিন।
আকাশের নীলে তার কিশোর চাহনি,
আম্রমঞ্জরীর গন্ধ,
কোকিলের কুহুচ্ছন্দ,
দখিনার মৃদুমন্দ,—
গ্লানিহীন, প্রত্যাশী নবীন
ফাল্গুনের দিন।

আমাতে তোমার বল্ কোন প্রয়োজন ?
এ বয়সে আর আমি যাব না সাজাতে
ফলের চরণে
ফুলের মরণডালা,
সাথীদের সাথে আর গাঁথিব না
মাধবীবধূর নিদাঘবরণ-মালা।

মধুগন্ধ ছায়ায় ছায়ায়
নতমাথে ফিরে যায়
ফাল্গুনের দিন।
দূর আকাশের পাখী
আকাশে বিলীন।
নামিল সন্ধ্যার ছুটি ;—
হয়ত এ জীবনের মত
ফিরে গেল ফাল্গুনের দিন।

(২)

হায় হায় করে হাওয়া
চৈতালীর তীরে।
কর্ম্মহীন কাটে দিন
নিতান্ত নির্জ্জন
একান্ত আসক্তিহীন
ডাক্‌বাংলার একোদ্দিষ্ট খাটে।
সম্মুখে বিরাট বৃক্ষরাজি—
বাদাম শিরীষ শিশু ঝাউ
অশ্বত্থ প্রাচীন ;
কর্ম্মহীন দিন।
হাওয়ায় হাওয়ায়
ঘুরিতে ঘুরিতে বাঁকা পথে
ঝ'রে পড়ে বাকি পাণ্ডু পাতা,

প্রাচীন শিশুর আর বৃদ্ধ শিরীষের
বিগত বাসন্তী কিসলয়।

ঝাউয়ের ঝাপ্‌সা আব্‌ডালে
সতর্কচরণ
কিঙ্করেরা করে সঞ্চরণ,—
দখিনার অন্তঃপুরে
কালবৈশাখীর নৃত্য-নিমন্ত্রণ।

নির্জ্জন এ ডাকবাংলার,
পুরাতন এ পান্থশালার,
ঠিকানা ভুলিয়া যদি যাই—
তবে যেন আপনার হারানো ঠিকানা
সহসা কুড়ায়ে পাই
পুরাতন পত্রস্তূপ মাঝে।
রৌদ্রকরোজ্জ্বল ফেনশীর্ষ তরঙ্গবন্ধুর
সিন্ধুর সীমান্তদেশ,
বারোমাস হা হা বহে হাওয়া;
গিরিশৃঙ্গে সারে সার
শোভিত-তুষার
দুলে দেওদার,
নিম্নে নাচে নির্ঝরিণী;
মরু-অঙ্গে কাঁপে ছায়া শীর্ণ খর্জ্জুরের;
দুস্তর আকাশে মিটি মিটি জ্বলে
প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ-প্রদীপ।
পুরাতন পাণ্ডুপত্র
ঘুরিতে ঘুরিতে নেমে আসে,
ছত্রে ছত্রে লেখা কথা গেছে মুছে,—
অতি পরিচিত হস্তাক্ষরে
কত আনন্দের কথা,

অশুভ সংবাদ কত,
কত আত্মনিবেদন ব্যথা অভিমান,
সান্ত্বনা আশার বাণী, শোকার্ত্ত ক্রন্দন,—
পাণ্ডু পত্রস্তূপ—
আজ তার কোন মূল্য নাই
একান্ত আসক্তিহীন ডাকবাংলায়।

দারা পুত্র পরিবার
আমি কার কে আমার!
পঞ্চাশোর্দ্ধে এসেছি কি বনে?
বৃন্তহীন পুষ্প সম
ফুটিয়াছে আত্মা মম
জীর্ণ পান্থশালে সংগোপনে

উদরের ক্ষুধা'পরে
ফেনায়ে উপছি পড়ে
হৃদয়ের সুধাপাত্র মোর;
বিরাট বাদাম্ গাছে
বিদায়ী হাওয়ার নাচে
বাদামী পাতার ছিঁড়ে ডোর।
তোমারে শুধাই বন্ধু, তোমারে শুধাই—
ক্ষুধায় পড়িল চাপা কত না সুধাই!
আজ যদি চৈত্রশেষে
অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে
পরিচয় মিলিল কপালে,
বৃন্তহীন পুষ্পসম
ফুটে থাক্ আত্মা মম
অজানা এ জীর্ণ পান্থশালে।

নির্ঝঞ্ঝাট প্রকাণ্ড আকাশ,
নির্নিমেষ নীল আকাশ,
হেথা বন্ধু চির চৈত্রমাস !

শঙ্খ

যেথা চিরক্রন্দিত সিন্ধুর তলে
বঞ্চিতদের সঞ্চয় চলে
শত শতাব্দ নিঃশব্দের
মথিত হৃৎ-পঙ্ক,
সেথা সে নিভৃতে ঘনান্ধকারে
সুরলক্ষ্মীর বন্ধনাগারে
অশ্রুভারের অতলান্তিকে
জন্মেছি আমি শঙ্খ ।
আজি প্রশান্ত মধু-সন্ধ্যায়
কে গো কল্যাণি বাজাও আমায়
তুলিয়া দু'খানি বর্ত্তুল পাণি
শোভিত শুভ্র বলয়ে ?
উন্মুখ মুখ-মারুতের ঘায়ে
তুলিছ এ বুকে সাগর জাগায়ে !
বিদ্যুৎসম মনে পড়ে মম
মন্থনদিন-প্রলয়ে—
নীলকণ্ঠের অট্টহাস্তে
উঠেছিনু আমি শঙ্খ,
অসংখ্য মূক-শঙ্কিতে করি'
মুখরিত নিঃশঙ্ক ।

থামায়ো না তবে, নামায়ো না আর,
ধ্বনিয়া আমারে তোল' বারবার,

তুমুল হউক আহ্বান তব
মরণে করুক্ ধন্য।
অয়ি কল্যাণি কুটীর-কন্যা,
মুক্ত করো গো বেদনবন্যা,
পার্থের রথে কুরুক্ষেত্রে
বাজুক্ পাঞ্চজন্য।

সন্ধ্যা ঘনায়, মুদ্রিত-প্রায়
পদ্মযোনির পদ্ম—
চক্রপাণির চক্রের ডরে
রজনী খুঁজিছে ছদ্ম!

শেষ দেখা

ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ মরুত্তব্যোম্
আঁকড়িয়া করে ডুবে গেল—ওম্
ভূর্ভুবঃ স্বঃতৎসবিতা স্বয়ম্!
শীর্ণ নদীর অদৃশ্য বাঁকে
নিরশ্রু মন অনিমেখ আঁখে
ঘনায় বন্ধু সায়ম্।

হয় ত মোদের এই শেষ দেখা,
আগামী আঁধারে একেবারে একা!
যে-বেদন আজও নহে নিবেদিত
সে ওই আকাশে কেঁদে যায়,-
ম্লান সন্ধ্যার এক তারা আর
গোধূলিধূসর গেরুয়ায়।

ত্রিযামা

ঘুমের সাথী

নয়নে ঘনালো শ্রাবণের ঘোর
বর্ষণ-ঘন রাতি,
তোমার মাঝারে খুঁজি আজ সখি
আমার ঘুমের সাথী।
অস্তাচলের এল সংবাদ,—
ভেঙে পড়ে সেথা চেতনার বাঁধ,
সুপ্তিসাগর প্লাবন-নেশায়
সহসা উঠেছে মাতি';
এই দুর্য্যোগে খুঁজে ফিরি সখি
আমার ঘুমের সাথী।

তুমি কেড়েছিলে নয়নের নিদ
মধুর মাধবী রাতে,
আষাঢ়াস্তের বিবশ দিবসও
জেগে কাটে তব সাথে।
সাধ ছিল মনে—ঘুমে দিয়ে ফাঁকি
অনিমিখ করি অতন্দ্র আঁখি
দুটি হৃদয়ের চির-জাগরণ
লিখিব নয়নপাতে।
তাই সখি মোরা জেগে বসেছিনু
বসন্তে বর্ষাতে।

আজও তুমি মম অনন্যতম
জাগরণ-সঙ্গিনী।
যদি কভু ভুলে পড়ি আমি ঢুলে
বাজে তব কিঙ্কিনী।

চমক ভাঙিয়া চাহি' ও-নয়ন
পান করি যেন নব রসায়ন,
অনাকুঞ্চিত নিশীথ শয়ন,
জেগে আছ বিজয়িনী।
তুমি যে গো মোর এ জীবন ভোর
জাগরণ-সঙ্গিনী।

আজি আসন্ন শ্রাবণ-প্লাবনে
জাগে প্রাণে প্রলোভন,
নিঃসাড় দেহে নিঃশেষ স্নেহে
বিবশ আলিঙ্গন।
মুদিয়া গিয়াছে আঁখি-পল্লব,
হৃদয়ে হৃদয়—নাহি অনুভব,
অধর-প্রান্তে বৃন্তচ্যুত
অচয়ন চুম্বন।
সংজ্ঞাবিহীন আসঙ্গে লীন
নিস্পৃহ তনুমন।

জানিব না সখি আছি কিনা আছি
আছ কিনা আছ পাশে,
বুঝিব না—যদি হয় বিনিময়
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।
বাহুডোরে বাঁধা তনুর ভেলায়
উদাসীন প্রেম ভাসিবে হেলায়
সুপ্তিসাগর মিশেছে যেথায়
মুক্তির নীলাকাশে।
জানিবে না সখি আছ কিনা আছ,
আছি কিনা আছি পাশে।

তাই আসিয়াছি তোমার দুয়ারে
খুঁজিতে ঘুমের সাথী,
অনিদ চোখের ধ্রুবতারা ওগো
নিবাও তোমার ভাতি।
শ্রাবণ রজনী হ'ল যে নিঝুম
ঘিরে আসে যত ফিরে-যাওয়া ঘুম,
বাদল হাওয়ায় রাখা নাহি যায়
তোমার সন্ধ্যা বাতি।
ঘনায় নয়নে শাওনিয়া ঘোর,
হে মোর ঘুমের সাথী।

জাগরণ—আজ চেতনার লাজ
তন্দ্রার কশাঘাতে,
তার চেয়ে হোক প্রেমের পরখ
ঘুমের নিকষ-পাতে।
আমাদের সেই সোনার আঁচড়ে
একটি কোরকে যদি রং ধরে,
মেলে যদি দল একটি কমল
নীলজল-শয্যাতে,
সার্থক হবে আমাদের ঘুম
আজি এ শ্রাবণ রাতে।

বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮

মেঘ চাপা পূর্ণিমা,
আর সারি সারি মুখঢাকা ক্লান্তমান আলোয়
শহরের নিষ্প্রদীপ রাত শ্রাবণ-সমাচ্ছন্ন।
আলো নিব্‌ল,
রাত কাট্‌ল,
পূর্ণিমা ছাড়ল,
কিন্তু প্রভাতের কপালে
আজ আর সূর্য উঠল না।
এম্‌নি দিনেই,
এম্‌নি শ্রাবণঘন গমন মোহে,—
কাননভূমি যখন কুজনহীন,
সকলের ঘরে যখন দুয়ার দেওয়া,—
একেলা পথিক গোপন তার চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরবে পথ চলে।

শহরে তা অশোভন,
শহরে তা অসম্ভব।
পথিকের বাঁধাপথ আরও বেঁধে দেওয়া হয়েছে-
কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট,
কর্নওয়ালিস স্ট্রীট হয়ে
পথিক যাবে।
তারই একটা মোড়ে—
সহস্র নিরুপায়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি।
দূর হতে কানে আসছে—
বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি!
সহসা দেখা গেল—
মরণের কুসুমকেতন জয়রথ!

মনে হ'ল—
কি বিচিত্র শোভা তোমার-
কি বিচিত্র সাজ !

জয়ধ্বনির মধ্যে জোড়া জোড়া জোয়ান
আজ মৃত্যুমদে মাতাল হয়ে
টানছে সেই যান।
টলছে যত তাদের পা,
দুলছে তত রথের বিজয়কেতু !
হায় রে! যেন—
লটপট করে বাঘছাল,
যেন—
বৃষ রহি রহি গরজে !
বাঁধাপথে অগণ্য নগণ্যের জনতা ;
তারই বুক দ্বিধা ক'রে
সিধা চলেছে মৃত্যুস্যন্দন
তার কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট,
কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পার হয়ে।

সেই জয়যাত্রা-পথের বাঁকে
পলকের জন্য তুমি কাছে এলে বন্ধু !
পলকের তরে চোখে পড়ল তোমার মুখ !
মরণের অভিনন্দনে
সে মুখ কি অপরূপ হয়েছে বন্ধু !
মানুষের সকল পৌরুষ-প্রয়াস
বুকের পাটায় ঘ'ষে ঘ'ষে
উঠেছে যে ব্যর্থতার চন্দন,
তাতেই হ'ল তোমার ললাট অভিলিপ্ত।

তাদের সকল প্রার্থনাকে পরিহাস ক'রে
ফুটে উঠেছে যে ফুল,—
তাতেই রচিত হ'ল তোমার মাল্য !

করজোড়ে, নতশিরে, প্রণাম ক'রে বললাম—
বিদায় ; বন্ধু ; বিদায় !
মরণের হাতের লীলাকমল তুমি,
চলেছ আজ, জনস্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে,
সন্তছেঁড়া সহস্রদল পদ্মের মতোই ভেসে
শোকের বাবুদরিয়ায়,
অগণিত নগণনীয়ের নাগালের বাইরে ।
পরম অভিমানে তারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে
তাদের নিষ্ফলা ফুল ।
আমি ফুল দিই নি বন্ধু,
আমার পথে ফুলের দোকান পড়ে না ।

আমি বলতে এসেছিলাম,—
হৃদয়বন্ধু, শোনো গো বন্ধু মোর
কিন্তু তুমি তখন
আমার কথার বাইরে চ'লে গেছ ।
তাই শুধু চোখের জল মুছে
চোরের মতো চুপি চুপি ঘরে ফিরছি ।
ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্লাস
মৃদু-হতে হতে আর শোনা যাচ্ছে না ।
শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,—
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে ।
আর সাথে সাথে
রিক্শওয়ালার ঠুনঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে—
কি বিচিত্র শোভা তোমার,
কি বিচিত্র সাজ !

সদ্য বিধবা

বহুদিন পরে এলে মোর ঘরে
বন্ধু, পরম ক্ষণে,—
কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে
রজনীগন্ধার বনে।
নব ফুটন্ত ফুলের দণ্ড,
কেটে আটি বাঁধি তাই;
কবি নাই শুধু শুনেছ বন্ধু,
আর কিছু শোনো নাই?
তোমার ও-পথে আসিতে আসিতে
শোনো নাই কলরব?
সদ্য-বিধবা কবিতার আজ
শাঁখাভাঙা উৎসব!
ছোট্ট একটি সোনার হাতুড়ি,
দু'সের তারের কাঁটা,
আঙুলের চাপে ফোটান কমল
আস্‌শেওড়ার আটা,
সেতার বেতার চালান করেছি,
এখন কেবল বাকী,—
কাল রজনীতে ঝড়ে লুটে পড়া
রজনীগন্ধার ফাঁকি।
কবির অভাবে সাশ্রু কবিতা
সদ্য বিধবা কিনা,—
জানো তো বন্ধু, মানাবে না তারে
রজনীগন্ধা বিনা!

বাড়ি ভাড়া

'ড্যাম্চিরা'* বহরমপুরে যবে
ঢুকিতে লাগিল হু হু রবে
লক্ষ্মী বর-পুত্রগণে   শুধালেন জনে জনে
দুর্দ্দিনে তোমরা বলো কেবা
বাড়ি-হীনে বাড়ি ভাড়া দেবা ?

শুনি তাহা জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
করজোড়ে কহে, মাতা   খালি হ'ল কলিকাতা
সবে বাড়ি যোগাইয়া যাই,
এমন ক্ষমতা যে মা নাই।

কহিলা স্বয়ং মহারাজ,
আজি মা গো পেনু বড় লাজ,
যত বাড়ি ছিল খাড়া   সবই হ'য়ে গেছে ভাড়া
ভাঙাচোরা—তাও বাগ্‌দত্তা,
খালি বাড়ি নেই আর কোথা।

কহিল রংরাজ মাড়োয়ারী,
বাড়ির মতন ছিল বাড়ি,
জগৎশেঠের নাতি   সেখানে রাখিত হাতী,
অগ্রিম কেরেয়া সহ তাহা
রুধিয়া রেখেছে মতি লাহা।

* মফস্বল শহরে কলিকাতা হইতে নবাগত বাবুদের 'Damn-cheap' বা ড্যাম্চিবাবু বলা হয়।

রহে সবে পরস্পর চাহি',
কোথাও কাহারো বাড়ি নাহি।
থম্‌থম্‌ করে 'হল', লক্ষ্মীর নয়নে জল,
সভ্যদল ফ্যালফেলি চায় ;
নিরাশ্রয় আশ্রয় না পায়।

তখন কে আসে ধীরে ধীরে
বুট পায়ে গান্ধী-টুপি শিরে !
'হল'-ঘরে আলো নাহি, স্তব্ধ সবে দেখে চাহি,
সম্মুখে ফেরারী হাঁদুবাবু।
পশ্চিমে তপন প্রায় কাবু।

লক্ষ্মীর চরণরেণু লয়ে
হাঁদুবাবু কহিল বিনয়ে,
কাঁদে যারা বাড়ি-হারা আমার ভাড়াটে তারা,
সবাকার বাড়ি মিলাবার
আমি আজ লইলাম ভার।

শুনিয়া বিস্মিত সবে ভাবে,
এত বাড়ি হাঁদু কোথা পাবে ?
ম্যাজিস্ট্রেট, মহারাজ যে কাজে অক্ষম আজ,
লক্ষ্মী-সাক্ষী কি কহিল হাঁদু ?
ফেরারী কি শিখে এল জাদু ?

হাঁদু কহে নমি সবা কাছে,
শুধু সেই বাড়িখানি আছে—
যে বাড়ি আমার নয়, তাই সে সবার হয়,
মন্ত্রী ভিক্ষু করে কাড়াকাড়ি,—
গলিপ্রান্তে বিরহিণী বাড়ি।

পাই যদি তোমাদের দয়া
মোর আশা হইবে বিজয়া,
বোম্-ভীত শুম্ভিত যারা সকলেই পাবে ভাড়া,
সে বাড়ি একশ হ'য়ে আজ
ঘুচাইবে নগরীর লাজ।

পঁচিশে বৈশাখ

আবার আহ্বান ?
যতকিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো হয়েছে আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবী বন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন।
প্রখর পিপাসা হানি' পুষ্পের শিশির টানি'
গেছে মধ্যদিন।
নদীপারে ম্লান ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
সুষুপ্তি-শয়ান ;—
তবু আঁখি ছলছলি পঁচিশে বৈশাখ বলি—
আবার আহ্বান ?

মিছে আনিয়াছ আজি বসন্ত কুসুমরাজি
দিতে উপহার।
নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুধার।
ছিলে যারা উদাসীন বৃথা আজিকার দিন
করিছ স্মরণ
অসীম নিস্তব্ধ দেশে চিররাত্রি পেয়েছে সে
ডাকো অকারণ

আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুঃখে সুখে
আসিবে না ফিরে।
আর তুলিবে না তান অবিশ্রান্ত কলগান
তোমাদের তীরে।
বসিয়া আপন দ্বারে ভালো মন্দ বল তারে
যাহা ইচ্ছা তাই ;
অনন্ত অজানা মাঝে গিয়াছে সে মিশিয়া যে,
সে আর সে নাই।

তবু আজি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি' বাতায়নে,
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
হেরি মুগ্ধমনে :—
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু-গন্ধ মাখা
দক্ষিণ সমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়াছে ধরা
যৌবনের রাগে,
সেখানে উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে !

যত তারে প্রশ্ন করি যত তার পায়ে ধরি
রহে নিরুত্তর।
কেঁদে কহি—হায় কবি, ছবি, তুমি শুধু ছবি
পটের উপর ?
তুমিই ত এ নিখিলে দিকে দিকে লিখে দিলে
রসের মূরতি,
তোমারি চঞ্চল সুরে স্থিরতার অন্তঃপুরে
বাণী মূর্ত্তিমতী।

সহসা নিমেষহত আপন সৃষ্টির মত
হ'লে কি শাশ্বত ?
জীবন নির্ঝর মাঝে মরণ কিঙ্কিনী বাজে,
তুমি অনাহত ?
চলেছে ফুলের দল, চলেছে নদীর জল,
থেমে গেছে কবি,
দাঁড়ায়ে কালের তটে স্রোতময় স্মৃতিপটে
ছবি শুধু ছবি !

উঠিছে ঝিল্লীর গান তরুর মর্ম্মরতান
নদী-কলস্বর।
প্রহরের আনাগোনা যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে
সঙ্গীত উদার,
সে নিত্য গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার।
দেখ তারে বর্ণে বর্ণে প্রভাত-সহস্র পর্ণে
প্রস্ফুট আলোকে।
পরিচয় লহ তার মহামৌন তমিস্রার
নক্ষত্র-পুলকে।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মেপো না তাহাকে।
খুঁজিও না বারে বারে পাঁজির পাতায় তারে
পঁচিশে বৈশাখে।

অবিচ্ছিন্ন রবিহারা বাইশে শ্রাবণধারা
নিত্য হ'ল সেই ;—
তারি স্রোতে অশ্রুমান পঁচিশে বৈশাখী গান
অঞ্জলিয়া দেই।

নির্ঝরের যাত্রা

স্তব্ধ পাষাণ-কুটে
এল মেঘসম্পুটে
সাগরের তরঙ্গবার্তা ;
তাই এই চঞ্চল
কুলু-কুল্ কলো কলো-কল্
কোন্ দূর সিন্ধুর যাত্রা

পাহাড়ের দূত মোরা
সাগরের যাত্রী—
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে
চলি দিবারাত্রি ।
দু'হাতে পাথর কেটে
চল্ চল্ চলি তাই,
তরুলতা গুল্মেরে
উন্মূলি' দলি' যাই

জানি, পথ দুর্গম,
জানি, পথ বন্ধুর,—
দেখি, যদি দেখা পাই
সিন্ধুর ।

তর্পণ

আজ,
যত গত জনে স্মরণ করি,
জীবনের এই শ্রাবণ-সজল সাঁঝে,
কম্পিত করে
ক্ষীণ দীপালোক ধরি',
ভগ্ন জীর্ণ স্মৃতির দেউলে
বিস্মৃতদের বরণ করি।
পিতা পিতামহে প্রণাম করি।
স্বর্গত যত বন্ধুস্বজনে
মনে মনে মনে
বাহুবেষ্টনে জড়ায়ে ধরি।
হারানো মুখের তরুণ মুকুল
গহনে গহনে চয়ন করি,
বিনিসূতে মালা বয়ন করি।
যে-আলো প্রভাতে
প্রথম নামিয়া চোখে
ফিরে গেল লোকে লোকে,
আঁখি মুদে তারে
সন্ধ্যা-আঁধারে ধেয়ান করি।
ভোরের যে-গান
জাগাইয়া প্রাণ হইল দেশান্তরী,
নিঃসঙ্গীত স্তব্ধ মানসে
তারেই স্মরি।
মর্ম্মমথন যত পুরাতন
স্মরণ করি—বরণ করি—প্রণাম করি।

নবীন বয়সে
নিতি নূতনের টানে

চলেছিনু কার পানে!
চলিতে চলিতে যা কিছু পেয়েছি
পিছনে ফেলেছি ছুঁড়ে,
যা কিছু পাইনি তারাই টেনেছে
দূর হতে আরও দূরে।
পুরাতন, ওগো পুরাতন,
সেদিনের যত অযতন স্নেহসঞ্চয়
ছায়াবলিপ্ত সাশ্রু স্মৃতির
অনিমেষ প্রীতি-পরিচয়
পিছু ডাকে মোরে
তব ধ্রুব তট হ'তে,
নূতনের খর শঙ্কা-আবিল স্রোতে
মরণের মুখে ছুটে চলে যত
জীবনতরী;
পুরাতন, তোমা স্মরণ করি।
করি অর্পণ সবেদন অবসন্ন চিত্ত
চরণতলে,
করি তর্পণ অঞ্জলি ভরি'
নয়নজলে।
পুরাতন, আজি তোমারেই শুধু
স্মরণ করি—বরণ করি—প্রণাম করি।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯

কবি, আজ তুমি বেঁচে নাই,—
তাই হেথা মিলিয়াছি মোরা ক'জনায়
যারা ভাবি আজও আছি বেঁচে;
মরণের প্রসন্নতা যেচে

যারা আজও মরি ঘুরে
মৃত্যুময় মহাব্যোমে—
জীবন-বুদ্বুদসমা
নি:সঙ্গিনী ধরণীর সূর্য্যপরিক্রমে।
মহাশূন্যে এইখানে হারানু যে তোমা।
ঘুরে এসে পথের পরিধি
তাই মোরা করি অন্বেষণ,—
বাইশে শ্রাবণ
পথপ্রান্তে অশ্রুচিহ্ন রেখেছে কি কোথা?
এঁকেছে কি ব্যথা—
গভীর শোণিমা টানি আকাশের পটে?
কিছু হেথা আছে কি নিশানা
যাহে যায় জানা
এই পথে, এইখানে ছেড়ে গেল কবি?
ডুবে গেল অনুদয় রবি?
কোথা কিছু নাই—
রেখা লেখা চিহ্নের বালাই।
অমলিন ব্যোমপথ
নহে সিক্ত নয়নের জলে।
শ্রাবণ বর্ষণ করে শুধু বর্ষা ব'লে।
তেমনি ফুটিয়া চলে ফুল,
তেমনি গাহিয়া চলে
তরঙ্গিনী, বিহঙ্গমকুল।
মেঘে মেঘে চলে সেই মল্লার আলাপ,—
ধ্বনিছে অরণ্যশিখী, মেলিছে কলাপ।
তুমি যে এদের কেউ ছিলে
হেন চিহ্ন নাহি এ নিখিলে।
অতি মাত্র ত্বরা
বাঁধা পথে ছুটে চলে ধরা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মরুমাঝে

শুধু ক্ষুদ্র মানুষেরই বুক
বেদনায় অশ্রু দিয়ে ভরা।
হে কবি, আছ কি নাই—
সে কথা জানিতে নাহি চাই।
আমরা তোমার তরে কাঁদি,
তোমারে স্মরিয়া ছন্দ ফাঁদি,
তব গান গাই গুণী,
যন্ত্রে তব কণ্ঠ শুনি,
তোমার ছবিরে দিই মালা।
তোমার লিখন পড়ি,
তোমারে প্রণাম করি
তোমাতেই লই ভরি' অন্তরের ডালা।
বাঁধা পথে ঘুরে চলে ধরা,
দিগন্তে মিলায় দূরে তব মৃত্যুক্ষণ ;
স্মৃতির আঁচলে বাঁধি গিরে
এক, দুই, বাইশে শ্রাবণ।

রোগশয্যায়

স্বচ্ছ শরতের হাওয়া
কাঁপায় অশ্বত্থশাখা আমার এপারে।
জরাতুর ক্ষীণদেহে লাগে শিহরণ,
লাগে তন্দ্রা, লাগে জাগরণ,
জীর্ণ-গৃহ, মুক্ত বাতায়ন,
চেয়ে চেয়ে দেখি—
বসুন্ধরা
আকাশে ফিরিছে ফেরি করি'
রোগ শোক দৈন্যের পসরা।

ভাঙে তন্দ্রা।
ওপারে ভেঙেছে বাঁধ, ঢুকে বন্যাজল ;
পক্বপ্রায় আউশের সাথে
সদ্যরোয়া আমনের ক্ষেত
হয়েছে নিতল।
ডোঙা চলে পাটের ডগায়।
কান পেতে শারদ হাওয়ায়
শোনা যায়,—
কৃষকের ঘরে ঘরে নিরাশ নিশ্বাস,
অবশ্যম্ভাবী উপবাস।
ঘরে ঘরে ধ্বসি' পড়ে মাটির দেওয়াল,
হুম্‌ড়িয়া পড়ে চাল,
উলঙ্গ ছেলের দল
বাঁশবনে কাটিছে সাঁতার,
পথে পথে পশেছে পাথার।

এপারে সমুচ্চ পাড় কোলে কোলে জল,
স্বচ্ছ শরতের হাওয়া
কাঁপায় অশ্বত্থশাখা,
জ্বরাতুর ক্ষীণদেহে লাগে শিহরণ,
পল্লীপ্রান্তে দ্বিতলের জীর্ণ বাতায়ন,
নীলাকাশ খণ্ড খণ্ড পাণ্ডু মেঘ,
ঘুরে ঘুরে উড়িছে শকুন,
কুরে কুরে কাঠের চৌকাঠ
বাসা গড়ে চিক্কণ ভ্রমর,
সহসা উড়িয়া যায় দারুণ নির্বেদে,
ঘুরে আসে অদূর ওদের ছাদে
শুকায় যেখানে—
শিউলির বোঁটা, কমলার খোসা,

কুলোভরা পোকাধরা কুল,
মলিন মটকা থান, ভিজে নীলাম্বরী।
আকাশে শুকায় চুল
অপ্রাপ্য প্রেয়সী।
উঠে বসি—
মাথায় ঢেঁকিতে পড়ে পাড় ;
চাহি পাশে,—
হৃতহাসি আমার প্রেয়সী
ঢেলেছে কাচের গ্লাসে ডাক্তারি দাওয়াই
খাওয়াই তা চাই।
ফাটা প্লেটে দাড়িম্ব বিদরে,
থরে থরে
রসপাণ্ডু জরগন্ধী দানা,
কোসো পেয়ারার কুচি
যদি রুচি ফিরে।
পেটে মৃত্যুঞ্জয়ী শূল
থেকে থেকে করিছে উল্লাস,
হৃদয়ে হুল্লাস চলে,
চিত্তে উপবাস ;
চাবিবন্ধ খালি বাক্সে চাপা উপহাস।
ডাক্তারি দাওয়াই
খাওয়াই তা চাই।

কেঁদে চ'লে গেল কানা মেঘ
আকাশ প্রান্তরে,
পূবে উবে গেল রামধনু,
ডুবে সূর্য্য রঙিন পশ্চিমে।
সন্ধ্যার আঁধারে
চিত্তমাঝে উঠে ধোঁয়াইয়া

হারানো পুরানো মুখ বিস্মৃতি বিকৃতি,
ফুরানো দুঃখের যত অম্লমধু স্মৃতি।

ঘণ্টা উঠে বাজি'
গৃহদেব শালগ্রাম লভে নিত্যপূজা।
উদ্দেশে নোয়াতে মাথা, দেখিলাম,
ঠিকই দেখিলাম,—
পিতামহ-পিতামহী নবীন দম্পতি
চেলাঞ্চলে গ্রন্থিবাঁধা
করিছে প্রণাম,—
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।
পলক পালটি' মুছি' কপালের ঘাম
দেখিলাম, ঠিকই দেখিলাম,—
কাশী গয়া বৈদ্যনাথধাম,
তীর্থঙ্কর প্রপিতামহের
অন্তিম জাহ্নবী যাত্রা, পূর্ণমনস্কাম,
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।
ঘণ্টা উঠে বাজি'
উঠে বাজি'—
পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষে পুরুষে
যত জন্ম, যত মৃত্যু, উৎসব, ব্যসন,
শান্তি সস্ত্যয়ন,
ভবতু শতায়ুঃ সপ্তপদী, লাজ বরিষণ,
মধুবাতা ঋতায়তে ;—
তারি মাঝে অক্ষুন্ন অম্লান
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।

মানুষের গৃহের দেবতা
তাই হওয়া চাই,—

গণ্ডকীর খর স্রোতে গড়াতে গড়াতে
অনয়ন অশ্রবন হস্তপদ নাই,
শিলায় শিলিত বুক বজ্রকীটবিদ্ধ,
তাই হওয়া চাই।

তবু কেন
সে দেবতা সে মানুষ সে ধরণী ছেড়ে
চ'লে যেতে হবে ভেবে
শান্তি নাহি পাই?
মনে হয়—সবই ভালবাসি,
নহে শুধু আলো, শুধু হাসি;
অন্তরে অন্তরে
বাস করে দীর্ঘ উপবাসী
যে লীলাবিলাসী,
সে আমার—
রোগ শোক দৈন্যেরও পিয়াসী।

রোগ তবে রোগ নয়?
শোক নহে শোক?
দৈন্য সে কথার কথা তবে?
এত যে যন্ত্রণা—
এ সবই নেপথ্যবাসী আমারি মন্ত্রণা?

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যুমদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।

মতি চাপরাসী

মতি ছিল ঘরের চাকর — হাটে ঘাটে অতীব বিশ্বাসী
ছমিরের দেহান্ত ঘটিলে — সাধ গেল হবে চাপরাসী।
অন্দর হইতে সুপারিশ — যা হ'ক হিঁদুর ছেলে মতি,
যার তার হাতে জল খাওয়া — পরকালে কি হইবে গতি ?
আমি ভেবে কহিলাম, বেশ — মতি যেন আফিসেতে যায়,
পবিত্র গোময়ভরা মাথা — হিঁদু সে যে সন্দেহ কি তায়॥

ছাপমারা ছমিরের কোট — কাচিয়া চড়ায় অঙ্গে মতি,
গলার বোতাম আঁটি বুকে — পাগড়ি জড়ায় দ্রুতগতি।
সরকারী আইনানুযায়ী — কত দীর্ঘ পাগড়ি কে জানে,
যত মতি পাক দেয় শিরে — তত নেমে আসে নীচু পানে।
ঢাকে কান ঢাকে দুটি ভুরু — পাকে পাকে ঢাকে চোখ নাক,
তথাপি পাগড়ি নহে শেষ — মতির ত ঘটিল বিপাক।
ছেলে মেয়ে হাসিয়া আকুল — অদৃষ্টপূরব মূর্ত্তি দেখি,
পাগড়ি হইয়া ছলিবারে — আপনি বাসুকি এসেছে কি !
ঘড়িতে বারটা যবে বাজে — মতি এসে আফিসে হাজির,
তথায় দেখিল সর্বলোকে — পাগড়ি বগলে চাপরাসীর।
সেই যে প্রথম দিন মতি — পাগড়িটি ভরিল বগলে,
আর কভু তুলে নাই শিরে — গেছে যেথা স্থলে কিম্বা জলে।
আফিসের কামরার দ্বারে — নিয়মিত বসে মতি টুলে।
অবিরাম ঘুমায় সে খাড়া — ভুলেও তিলেক নাহি ঢুলে।
টেবিলে বাজাই ঘণ্টা ঘন — বারেক চাহে না মতি ফিরে
কেরানী ডাকিয়া দিলে তারে — তখন সে ডাকে কেরানীরে।
রামের ফাইল পেলে মতি — রহিমে সে অবশ্যই দেবে,
নাজিরে ডাকিতে যদি বলি — একেবারে ডাকিবে সাহেবে।
তথাপি চাকুরি থাকে তার — নাস্তিকেও মানিল প্রথম।
ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলবান — নহে বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।

কর্ম্মফলে ঘুরিয়া বেড়াই দূর দূরান্তর মফঃস্বলে,
পরকাল বজায় রাখিয়া মতি মোর সাথে সাথে চলে।
আপনি টিকিট কিনে আনি কুলী-শিরে লগেজ্ উঠাই,
মতিরে গাড়ীতে বসাইয়ে নিজের গাড়ীতে পরে যাই।
যেথায় নামিতে হবে পুনঃ কুলী ডেকে আগে নামি আমি
ছুটে এসে দ্বার খুলে দেই ধীরে ধীরে মতি আসে নামি'।
দিন শেষে কাটাইতে রাত উঠি গিয়া ডাক-বাংলায়,
কাঁধে ছাতি বগলে পাগড়ি মতি মোর সাথে সাথে যায়।
বেডিং খুলিয়া দিলে আমি মতি বটে বিছায় বিছানা,
হিন্দু মতে জলপান করি শয্যাপরে ঢালি দেহখানা।
মশারি ফেলিতে গিয়ে দেখি টাঙানো তা এমন কৌশলে
নাহি নামে বিছানার দিকে খুলিলে সে ছাদ পানে খোলে ।
দূরে মতি ডাকাইয়া নাক জানাইছে এ জীবন ভুয়া,
আকাশে হাসিছে আধা চাঁদ ডাকে শিবা ক্যাহুয়া ক্যাহুয়া ।

সেদিন স্টেশন বর্দ্ধমানে মতিরে ডাকিয়া লয়ে পাশে
বলিলাম, ঐ দেখ মতি ঐ যে বরফওলা আসে
শীঘ্র গিয়ে ডেকে আনো ওরে, বড় তৃষ্ণা, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে,
মতি ছুটে গেল উর্দ্ধশ্বাসে নিয়ে এল স্টেশন মাস্টারে !
ক্ষমা চেয়ে সাহেবের কাছে গাড়ীতে উঠিনু তাড়াতাড়ি,
মতিকে বলিনু উঠে পড়ো পাশেই চাকরদের গাড়ী।
পরের স্টেশনে গণ্ডগোল পুলিস পাহারা ছুটে আসে,
আমি ব'সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে মতি একা বসে ফার্স্ট ক্লাসে !
কাকুতি মিনতি করি' বহু মতিরে করানু তবে ছাড়,
মতির যে কোন দোষ নাই আমি ছাড়া কে বুঝিবে আর ?
ভাবিলাম চাকরি ছাড়িয়া সিধে চ'লে যাই বৃন্দাবন—
বসন্ত হ'লেও হতে পারে সঙ্গে মতি রয়েছে যখন !

বৃন্দাবন হ'ল নাকো যাওয়া বদ্‌লি হইনু অন্যদেশে,
অনেক বুঝানু সাথে যেতে মতি রাজী হ'ল নাকো শেষে।

পত্নীপুত্র আছে ঘর বাড়ী সব ছেড়ে কোন্ দূরে যাবে,
তার চেয়ে নিজ দেশে থেকে যা হয় দুমুঠো খেটে খাবে।
পাগড়ি ও কোট খুলে রেখে প্রণাম করিয়া গেল বাড়ী,
চাকরি ত ছাড়েনি মতিয়ে মতিই চাকরি দিল ছাড়ি'।

চাপরাসী আজও চলে সাথে,
মফঃস্বলে আজও যাই আসি,
চাকরি চাকরি আজ শুধু
সাথে নাই মতি চাপরাসী।

বিজয়া দশমী

বিশ্ব ব্যাপিয়া ফুটিতেছে বোম্
ছুটিতেছে গোলাগুলি ;—
তা হ'ক বন্ধু, আজ আমাদের
বিজয়ার কোলাকুলি।

দশমী চাঁদের মুকুরে ধরণী
হেরে কলঙ্কী মুখ,—
ক্ষণিকের তরে বাড়াইয়ে বাহু
ভাঙা বুকে রাখো বুক।

দুর্গা দুর্গা দুর্গতিহরা,
মা আজ গেলেন চলি',
জুটেছিল শুধু পোষা পাঁঠা আর
চালকুমড়োর বলি।

তা হ'ক তবু এ শক্তিপূজার—
পুণ্য কি ক'ব তোমা',
মোদের আকাশে আজিও জ্যোছনা
ওদের আকাশে বোমা।

ওরা ছোড়ে গোলাগুলি,—
আমাদেরই শুধু দশমী-রাত্রে
বিজয়ার কোলাকুলি।
জ্যোৎস্নানিশীথ পুরে—
শেষ প্রতিমার বিসর্জ্জনের—
জয়ঢাক বাজে দূরে।

শুভ্র আকাশে বিথারি' পক্ষ
বন্ধু, কি আসে উড়ে!
চাঁদনি রাতের চকোর ত নহে,
অন্তরীক্ষ জুড়ে;
প্রলয় আসে কি উড়ে?

শেষ প্রতিমার বিসর্জ্জনের—
জয়ঢাক বাজে দূরে।
দশভুজে মা'র দশ প্রহরণ
কৃপণের মতো করিয়া হরণ
বিসর্জ্জনের বাজনা বাজায়ে
ফিরেছি আঁধার পুরে;
প্রলয় নামে কি দূরে?

হয়ত এখনি গগনবিদার—
শত্রুর শিঙা দিবে হুঙ্কার,—
তা হ'ক্ বন্ধু, আজ যে মোদের
বিজয়ার কোলাকুলি,
ফুটুক না বোম্ অম্বর ভরি'
ছুটুক না গোলাগুলি।

ঘরের তৈয়েরি মিষ্টি—
মুখে দিয়ে নাও,—আসন্ন বুঝি
আসল মূষল বৃষ্টি!

শপথ ভঙ্গ

শোনো শোনো শোনো মনোরমা ;
নিগূঢ় অন্তর-ব্যথা
আজ তোমা' কহিব তা
করো যদি ক্ষমা ।

তোমার যৌবন গেছে,
তবু আমি আছি বেঁচে
এ বড় বিস্ময় ;
আজি ওই তনুমন
কানুহীন বৃন্দাবন
শুধু স্মৃতিময় ।

কপালে পড়েছে আঁকা
বিদায়-রথের চাকা
কুসুমকেতন,
রূপের ভিটার 'পরে
আঁখি মোর খুঁটে মরে
কী হারা রতন ?

মুখপানে তুলি' বাতি
মিছে খুঁজি অর্দ্ধরাতি
সেই মুখখানি,
বাঁধা গান কেঁদে যায়,
ঠোঁটে এসে বেধে যায়
সোহাগের বাণী ।

ফুঁ দিয়া নিবাই দীপ,
অন্ধকারে রচি টীপ
স্মৃতির কপালে,
অলক ঝালর তুলে'
শ্রবণ সাজাই দুলে
কণ্ঠ ফুলমালে।

মুঠিম কটিতে আঁটি
পরাই খয়েরী শাটী,
পিঠে এলোকেশ,
অধরে চাঁদের ফালি,
কপোলে গোলাপ-ডালি
নয়নে আবেশ।

তনুর মুকুর ধরি'
মনের মাধুরি, মরি,
পলক হারায়,
থমকি চমক-মনে
দখিণের বাতায়নে
ফাগুন দাঁড়ায়।

কাঁদিয়া বাঁধিয়া বুকে
শুধাই গভীর দুখে
বলো বলো প্রিয়া,
কোথায় সঞ্চিলে ধন
অতুলন সে যৌবন
আমারে বঞ্চিয়া?

ঠুনকো মণির মতো
টুকরো ছড়ানো যত
আমারি এ ঘরে,

জোড়াতাড়া দিয়ে তাই
তোমারে গড়িতে চাই,—
ভেঙে ভেঙে পড়ে।

শপথ করিয়াছিনু
ও-তব যৌবন বিনু
ধরিব না প্রাণ,
সুন্দর আনন্দপুর,
সহিব না, ও-তনুর
তিল অপমান।

অনন্ত অর্চ্চনাভারে
পাষাণ করিব তারে—
করিব অক্ষয়,
যতদিন আমি বাঁচি
তাহারি প্রসাদ যাচি'
অর্জ্জিব বিজয়।

সেদিন সহসা একি,
মাটির প্রতিমা দেখি
হয়নি পাষাণ ;
আমারি অঞ্জলি জলে
আমার প্রতিমা গলে,—
আসন্ন ভাসান।

হরিয়া আমার পূজা
যৌবনের দশভুজা
ডুব দিল জলে,
মলিন নির্ম্মাল্য প্রায়
ও-তনু পড়িয়া হায়
শূন্য বেদীতলে

তখন অঝোরে কাঁদি
লইনু আঁচলে বাঁধি'
পুষ্পের প্রসাদ,
ভাবি জীবনের ফের,
এই কিরে যৌবনের
শেষ আশীর্ব্বাদ ?

অদিনে দুর্গম পথে
বাকী যাত্রা ভাঙা রথে,
কে আর সহায় ?
আমার মনের ভুল,
আমার পূজার ফুল
মোর মুখে চায়।

স্নাতগন্ধ-সুমধুর
সুপবিত্র ও-তনুর
করি' বহুমান
শপথ ভাঙিনু প্রিয়ে
বুক হ'তে তুলে নিয়ে
শিরে দিনু স্থান।

মনোময়ী শোন প্রিয়তমা,
গহিন্ নিলাজ ব্যথা
মুখ ফুটে কহিনু তা,—
করিলে কি ক্ষমা ?

অন্নসমস্যা

আমরা যাহারা কাব্য লিখি
তারাও চালের দর জানি,
উদর যে হৃদয়ের মূলে
সে কথা হাজার বার মানি।
তবু হায়াহীন,
পূরাইতে অপূরণ দাবী
ফুরাইতে নিরানন্দ দিন
মোরা কাব্য লিখি।
হয়ত এ বিধির বিদ্রূপ ;—
জীবনগণ্ডস্থোপরি বিষবিস্ফোটক,
বোঝার উপরে শাক-আঁটি,
অথবা—টাকের 'পরে টিকি,—
কাব্য যাহা লিখি

আমরাও তোমাদেরি মতো
নয়ালিতে নয়া ধান কিনে
পাড়ার ঢেঁকির দ্বারে যাই ;
কিছু সস্তা করিবার আশে
দুর্গম হাটের পথ চিনে
ওপারের গঙ্গাজলী গম
অপাড়ার জাঁতায় পিষাই।
তোমাদেরি মতো মাঝে মাঝে
পরীক্ষিয়া দেখি—বারি বিনা
শুধু বাক্যরসে চিপীটক
ভিজায়ে তুলিতে পারি কিনা।
উপরন্ত কিছু কাব্য লিখি ;—

সে শুধু চোখের দোষ, তাই
মরণের পরপ্রান্তে দেখিবারে পাই
অমরা করিছে ঝিকিমিকি
আমরা যখন কাব্য লিখি।

মাঝে মাঝে ঘুরে মরি দূর বনে বনে,
মূর্খ মধুমক্ষিকার মতো
জন্মান্তের ক্ষুধার তাড়নে
পুষ্পে পুষ্পে মধু আহরণে ;
রচি চক্র অক্লান্ত কৌশলে।
সহসা আসন্ন পূর্ণিমায়
আপন বঞ্চনাজাত সঞ্চিত সে মধু,
লুঠ হয়ে যায়।
কিছু তার
হয়ত ছড়ায়ে পড়ে
ধরণীর মৃত্তিকার 'পরে ;
কিছু-বা থাকিয়া যায় তোমাদের ঘরে ;
লাগে তোমাদেরি ভোগে
আরোগ্য বহিয়া আনে রোগে।
পাথায় বহিয়া ক্ষুধা
নিরুদ্দেশে মোরা উড়ে যাই।
মানুষ মৌমাছি হ'লে
ভবিতব্য তাই,
এ নিয়ে কলহ ক'রে কোনো ফল নাই।

তোমাদেরি মতো—দেহে
আধি ব্যাধি হাঁচি কাশি আদি
নিত্য আছে লাগি'।
তবু চাঁদে চাহি মোরা মূঢ়ের মতন
নিদ্রাহীন শীতরাত্রি জাগি।

তারও মূলে ভাই
উদরেরই কথা শুধু, অন্য কথা নাই।
বড় দুখে ঊর্দ্ধমুখে
করজোড়ে জানাই প্রার্থনা—

'হে চন্দ্র, হে সুধাকর,
চিরক্ষুধাহর যে অমৃত চলেছ বহিয়া
কল্পলোক প্যানে,
দাও তারি কণা।
যে-সুধা পরশ-মাত্র
তপনের তাপদগ্ধ কর
পাইল কৌমুদীকান্তি শীতল সুন্দর ;
যে-সুধামন্থিত গন্ধে
অতিব্যোম মন্থর বিহ্বল,
প্রমত্ত মধুপ সম নক্ষত্রের দল
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে গুঞ্জন চঞ্চল
ছায়াপথ করিয়া রচনা,—
স্বর্গের দেবতা তরে শুধু
বহিও না সে অমৃত ;
দাও দাও দাও তারি কণা
বুভুক্ষিত মর্ত্ত্যজনে।

মিটে যাক নিষ্করুণ ক্ষুধা,
উদরের দাস্য হ'তে
মুক্তি পা'ক লজ্জিত বসুধা।'
হায় ভাগ্য তোমার আমার !
সে অমৃত অমাপূর্ণিমায়
অজস্র ধারায়
বহি' যায় জ্যোছনার জোয়ার ভাঁটায়
আকাশগঙ্গার স্রোত বাহি' ;
পেটে ক্ষুধা বুকে তৃষা

পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে রহি মোরা চাহি',
চির বুভুক্ষার গান গাহি।

ঘুরে মরি ফুলে ফুলে মধুরই লাগিয়া,
চাঁদে চাহি সুধা মাগি রজনী জাগিয়া,
প্রেমের গহনতলে
যে অমৃত ফল ফলে
আজীবন খুঁজি সেই পাকা হরীতকী।
ঠকিতেছি বারবার—
সে দুর্ভাগ্য সবাকার,
তাই,—
আমরা যাহারা কাব্য লিখি
তোমাদের ক্ষমা যেন পাই।
আমরা চালের দর জানি,
উদর হৃদয়াধিক মানি;
আমরাও চেষ্টা করি ভাই
অন্যপথে মীমাংসিতে
এ বিশ্বের অন্নসমস্যাই;—
ক্ষমা মাগি তাই।

বনপ্রস্থ

চলেছিনু শাল-জঙ্গল পরিদর্শনে;—
দুর্গম পথ দুর্গমতর কালবৈশাখী বর্ষণে।
থেকে থেকে দেয়া চমকায়;
আর মাঝে মাঝে বাজ ধমকায়
কালো তুরঙ্গে অকাল সন্ধ্যা
পথ খুঁজে ফিরে শাল বনে,

যেথা গজাক্ষ গড়ের সঙ্কটা বুড়ী
শত শঙ্কার জাল বোনে,
সেই শালবনে, দূর শালবনে।

দুর্য্যোগঘন রাত্রিযাপন
নির্জ্জন বনবাংলায় ;
নিম্নে পাহাড়ী নামহারা নদী
বাঁকে বাঁকে টাল্ সামলায়।
জল কেন হোথা ছল্‌কায় ?
বুঝি বাঘে-বাইসনে জল খায় ?
সুদূরে তরুণী গারোনীর ডাকে
পথহারা গাভী হামলায়।
আনন্দমঠী সন্ন্যাসীদল জাগিয়া
যেন ভাঙা মন্দির নির্ম্মাণে গেল লাগিয়া,
উঠে কল কল কল হুম্‌কার,
বলো নির্জ্জন বনবাংলায় আসে,
ঘুম কার ?

হায় নিদ্রাবিহীন স্বপন আমার
টুটিবে কাল,
শ্যামবনশাখে রূঢ় বৈশাখী
হবে সকাল।
কালো মলাটের মোটা মোটা খাতা,
উলটিয়া যাবো রুলটানা পাতা,
হায়রে হায়,—
মিলাব যে সব সূক্ষ্ম হিসাব
লিখিত তায়।
যত গাছ আছে গোনা হ'ল কি না ?
লেখা হয়েছে ত সঠিক ঠিকানা ?
নক্সা হ'ল কি সীমানা এঁটে ?

ক' নম্বরের কোন শাল তরু
ক' ফুট লম্বা, মোটা ও বেঁটে !
বিনা পাশে কেউ ঘাস কেটে বনে
দিল কি ফাঁকি ?
ডাল ভেঙেছিল জরিমানা তার
এখনও বাকি !
হায় রে হায়,—
আজি রজনীর স্বপ্নশঙ্কামোহঘন এই
নির্জ্জন বনবাংলায়
কল্য প্রভাত ভরিয়া উঠিবে
আমলায় আর মামলায় !

কোথা বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠ,
কোথা রামসীতা, গুহক মিতা !
বনে আসিলাম, সাথে সাথে এল
খাতা ও ফিতা।
কোথা কাম্যক হিড়িম্বা বক
কোথা দণ্ডক শূর্পণখা !
কোথা মায়ামৃগ, ছিন্নপক্ষ পিতৃসখা ?
স্ফটিক ফিরানো চলনদী-জলে
জপময় কোথা তপোবন !
হোম-ধূমাঙ্কী সাম-ওম্‌কৃত
জটিল বটের ছায়াসন ?
ফুল-পল্লব-মঞ্জরী-ময়ী
আশ্রম সঞ্চারিণীরা কই ?
যতনপিহিত বল্কলা বালা ?
হলা পিয়া সখি ? কোথা বা কণ্ব ?
অরণ্য হায় দারুভূত আজ
বনবিভাগের বিপণি পণ্য।

হায়রে হায়,—
বনবাসে এসে সই ক'রে চলি
বাঁধা খাতায়।
শুধু কাঠ, আর কিউবিক্ তার,
মেপে মরি বেধ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,
মনে মন নাই,—বনে বন নাই
ঘটিল না তাই বানপ্রস্থ!
পঞ্চাশোর্দ্ধ ক্ষুব্ধ জীবন
টেনে নিয়ে ফিরি গৃহাভিমুখে;
ঘরের দুঃখ এল যদি বনে,
বনে আসি তবে কিসের সুখে?

তবু,
কালি রজনীতে স্বপ্নশঙ্কাসম্মোহঘন
নির্জ্জন বনবাংলায়
আমি হেরেছিনু কোন্ শিখরচারিণী
বাঁকে বাঁকে টাল্ সামলায়!
আর শুনেছিনু কোন্ বনঘরণীর
হারা গাভী দূরে হামলায়!
ঘোর ঘনাচ্ছন্ন ঝঞ্ঝাপন্ন
গহনারণ্য বাংলায়।

প্রত্যাবর্ত্তন

কত দিন পরে মোর ভাঙা ঘরে
ফিরে এলি কিরে যৌবন?
ফাটা ইঁটে কাঠে তাই ফুটে উঠে
বেলি-চামেলির ফুলবন।

আমতক্তার ভাঙা কবাটের বক্ষপুটে
কোন্ ফাগুনের চূতমঞ্জরী
মুকুলিয়া গুঞ্জরিয়া উঠে,
যৌবন ওরে যৌবন ?
ভোমরায় বেঁধা জীর্ণ দীর্ণ শালের কড়ি
কোন্ শাওনের ঘনবর্ষণ
বনমর্ম্মরে উঠে শিহরি',
যৌবন ওরে যৌবন !
হেলা দেওয়ালের লোনা ইটে ইটে
খসা গাঁথনির ঢিলে গিঁঠে গিঁঠে
শিশির-সুরভি মৃন্ময়ী স্মৃতি
জাগিয়া বসে,
পতঙ্গগীত পুষ্পখচিত
লতাগুল্মিত আঁচল খসে,
যৌবন !
খড়ের দোচালা পঞ্জরসার
বহিতে পারে না অশ্রুর ভার,
কোন্ বেণুরবে আজ বুকে তার
দুলে দুলে উঠে বেণুবন ।
ওরে অকরুণ, তোরি তরে যাচি'
ঘরের মেয়েরে পর করিয়াছি,
পরের মেয়ের আঁচলে গিঁঠায়ে
রেখেছি মাথার মণি ;
হেমন্তহিম এ অপরাহ্ণে
ওরে যৌবন,
গাই তোরি আগমনী ।

দাঁড়াইয়ে আজি জীবনসীমায়
তনয়-তনয়া-তনুসুষমায়

হেরি নববেশে
তব কল্যাণ রূপ,
ভাঙা মন্দিরে দীপশিখা ঘিরে
আরতি গন্ধধূপ।
রাতের মুকুলে কুণ্ঠিত লাজ,
প্রভাত পুষ্পে ফুটিয়াছে আজ
অন্তর ছাড়ি' দাঁড়ায়েছ আসি'
বাহিরে,
অঙ্গনে পথে কুটীরে দাওয়ায়—
তোরি উত্তরী উড়িছে হাওয়ায়,
ওরে চঞ্চল লীলাবিহ্বল
ফিরিছ কি গান গাহি' রে
খেয়ালীর সেরা ওরে ক্ষ্যাপা ছেলে
ফুলের ধনুটা কোথা এলি ফেলে ?
খালি তূণে আজি করেছিস্ সাজি
ভরিয়া ভোরের শেফালী,
সেবার আমারে দিয়ে গেলি ফাঁকি,
এবার হয়েছে অনুশোচনা কি ?
বুঝেছিস্ ত' রে না হেরিলে তোরে
কেন এ জীবন বিফলই ?

সম্মুখে আয়, দাঁড়া মুখ তুলে
চন্দন ফোঁটা দিব ভ্রূর মূলে
ভুলি' সব দুখ পরশি' চিবুক
করিব ও-মুখ চুম্বন।
মোর কাছে আজ কি তুই চাহিস ?
পূজা-অর্ঘ্য, না স্নেহ-শুভাশীষ ?
মাথা নীচু কর, ওরে সুন্দর,
রে জীবনাধিক যৌবন !

অমেয় হউক তোর পরমায়ু
অজেয় হউক ও-যুগল বাহু,
কুলিশ কুসুম সম দুর্দ্দম
হোক অন্তরখানি,
হে বীর কুমার, হে কল্যাণীয়,
স্বর্গ জিনিয়া মর্ত্ত্যে আনিও,
তোমারি বিজয়শঙ্খে ধ্বনিও,
কবির আশীর্ব্বাণী।

যৌবন ওরে যৌবন,
এলি যদি ফিরে থাক্ মোরে ঘিরে
ভাঙা ঘরে রচি নন্দন।

ভিখারিণী

ওগো ভিখারিণী, দেখি আয়,
কী মিলেছে আজি ভিক্ষায়।
কত চাল, মরি মরি,
চলেছ ঝুলিতে ভরি'
এ-গাঁ হতে অন্য কোন্ গাঁয়!

এ কি হায় দেখি ভিখারিণী,
কাঁধে তো ঝুলিটা নাই।
কে বুঝি সুযোগ পাই'
একা পথে নিল তাহা ছিনি'?

কেন তোর আঁখি ছলছল্?
এখনি আপনি গিয়ে
থানায় খবর দিয়ে—
কী হয়েছে মোরে খুলে বল্।

হায় ভাগ্য, ছিন্ন সেই ঝুলি
করেছিস বুকের কাঁচুলি!
রাখিতে লাজের মান
ঝুলিটায় দিলি টান,
উদরের কথা গেলি ভুলি'?

ভিক্ষা চাস, কাঁধে ঝুলি নাই,
দান যে দাঁড়াবে—কোথা ঠাঁই?
দ্বারে দ্বারে মুঠো মুঠো
দাক্ষিণ্যে করিলি ঠুঁটো,
বালাইয়ের উপর বালাই।

ভিখারিণী কারে তোর লাজ?
গিঁঠায়ে রাজ্যের কানি
ঢাকিয়া যৌবন-গ্লানি
নিরন্ন ফিরিছ পথে আজ।
ক্ষুধায় ছিঁড়িছে নাড়ী;
তবু জেগে ব'সে নারী
রক্ষা করে মানব-সমাজ।

মানবের লজ্জা আছে নারী?
পট্ট-বাসে দেহ ঘেরা
পাটনাই পেঁয়াজেরা
তোরে হেরে ফেলে অশ্রুবারি!

ভিখারিণী, কথা রাখ্
বিবসনা হয়ে থাক্
যত দিন অন্ধ নহি মোরা।
কারে লাজ, কোন্ ভয়?
তনু তোর গোরা নয়,
নাহি তার কনক-কটোরা।

তোরি মতো কালো মেয়ে,
রূপসী বা তোরও চেয়ে,—
হয়তো এমনি কোনো দুখে
ফেলিয়া কটির বাস
হেসে উঠে অট্টহাস
পা দিয়ে দাঁড়াল শিব-বুকে ।

তখন বিশ্বের লোক
চমকি' মেলিয়া চোখ
আনে পূজা শত-উপচার ;
বলে—এ কি রূপরাশি
তিমিরে তিমির-নাশী !
দয়াময়ী তুমি মা আমার ।

শুনে কালো মেয়ে হাসে,
ভুবন ভরিয়া ত্রাসে
তাথৈ তাথৈ নেচে ধায় ;
কপালের দুখ যত
অনল-গিরির মতো
কপাল ভাঙিয়া বাহিরায় ।

দল-মল নৃত্য-ভরে
মালা ছিঁড়ে মুণ্ড পড়ে,
হানে অসি মাভৈঃ মাভৈঃ ।
দু'কানে দোদুল সুখে
কচি শিশু মরা মুখে
মার বুকে দুধ খোঁজে ওই ।

মানুষের হাত কাটি'
ঘাঘরা পরেছে আঁটি'

কটির মিটিল বুঝি ক্ষোভ ;
'ভুখা হুঁ' 'ভুখা হুঁ' ব'লে
খর্পর মুখে তোলে,
যত খায় তত বাড়ে লোভ।

ভিখারিণী, কথা শোন—
তুই যে রে তারি কোন,
প্রলয়ের জানিস্ সন্ধান।
ফেলে দে ফেলে দে টানি'
ঘৃণ্য ওই চীরখানি,
ও-লাজ নারীর অপমান।

লৌহনগরী

স্বস্তি অয়স্বতী নগরী !
দুর্যোগ সন্ধ্যার নামিছে অন্ধকার
ভরিতে চলেছ কোথা গাগরী !
কোন্ সে কালিন্দীর নিস্তল কালো নীর
লোভন লভিল তব চক্ষে ?
খনিয়া সে কোন্ খনি অয়স্কান্ত মণি
দুলাইয়ে দিলে নীল বক্ষে ?
বর্ষণ-উৎসব কুম্ভভরণ নব,
চুম্বক তব রূপাকৃষ্ট.
দেশ দেশ দিশি দিশি দৌড়িছে দিবানিশি
অগণিত সিত পীত কৃষ্ণ।
কত কারখানা কল- কক্কার কল-কল
কল-ঝঙ্কৃত কালো অঙ্গ,
ইঞ্জিন-গুঞ্জন- পুঞ্জিত-বিদ্যুতে
চঞ্চল নয়নে ভ্রূভঙ্গ।

স্বস্তি অয়ঃশিলা দ্রবণ-দ্রাবণলীলা,
তড়িৎ-তাড়িত মহাচুল্লী,
স্বস্তি রাস্তাঘাট স্বস্তি দোকানপাট,
অট্টালিকা ও টালিপল্লী।
স্বস্তি ধনিক ধন স্বস্তি বণিকজন
স্বস্তি হাতুড়ি আর কাস্তে,
কাতুরি সাঁড়াশি লেদ্ স্বস্তি যন্ত্রবেদ
করাত,—কাটে যা যেতে আস্‌তে।
ছোট বড় যান্ত্রিক যে তন্ত্রে তান্ত্রিক
সবাই হউক শবসিদ্ধ,
স্বস্তি কর্ম্মশাল, স্বস্তি নগরপাল,
স্বস্তি বিমূঢ় কৃতবিদ্য।
গলদ্‌ঘর্ম্মী তব কর্ম্মী নিত্য নব
সিতাসিত ভীতাভীত স্বস্তি,
স্বস্তি কেদারাশায়ী চিম্‌নি চুরুটপায়ী,
স্বস্তি কুলি-কামিন্ বস্তি।
লুপ্ত বিবস্বান্ সদাধোধূম্যমান্
স্বস্তি সুপিঙ্গলগগনা,
বিশাল শৈলীকৃত কয়লাসমাস্তৃত
বিপুল লোহমলমগনা।
নবযুগনন্দিনী হেমনিস্যন্দিনী
হউক হাতের নোয়া অক্ষয়,
সীমন্তে জ্বল্ জ্বল্ জ্বলুক রুদ্রানল
শুভসিন্দুর মৃত্যুঞ্জয়।

মাটির পেটের মেয়ে আগুনে উঠ্‌লি নেয়ে
স্বস্তি লো ইস্পাতবরণী
খনিত লৌহপুরে ধ্বনিত ধন্যসুরে
রণিত হউক তব সরণি।

জীব-উদ্ধার

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণবাড়ী, প্রাঙ্গণের কোণে জরাজীর্ণ কূপ।
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন বেলা শরতের শেষ, শব্দ হ'ল—ঝুপ্!
ব্রাহ্মণ ছুটিয়া গিয়া দেখে উঁকি মারি',—কী একটা প্রাণী
আবছায়া কূপজলে ভাসিছে ডুবিছে খাইছে চোবানি।
সহসা মিলিল সাড়া,—দুর্গা দুর্গা বলো, নহে শিশু নারী;
পড়েছে কূপের মাঝে অসতর্ক ছাগ, শব্দ উঠে তারি।
সন্নিকটে বাগ্দিপাড়া, ব্রাহ্মণ তখনি পাঠাল সংবাদ,
উঁকি মারি' কহে সবে নহে মোর পাঁঠা; একি পরমাদ!

জীর্ণ কূপে কেবা নামে? ভাবিল ব্রাহ্মণ ছাগ যদি মরে,
মরিয়া পচিবে ক্রমে, তারপর যাহা ভাবিতে শিহরে।
একমাত্র পুত্রে তার করিল আদেশ,—নেমে যাও কূপে,
এখনও জীবিত আছে, উঠাইয়া ছাগে আনো কোনরূপে।
পিতার আদেশক্রমে ধীরে গেল নামি' ব্রাহ্মণ-তনয়;
পাঁঠা কাঁধে উঠে এল মৃত্যুমুখ হ'তে যেন মৃত্যুঞ্জয়।
নধর নিষিক্ত পাঁঠা পাইয়া উদ্ধার উঠিল দাঁড়ায়ে,
পলাইতে চাহে ক্রমে ব্রাহ্মণ-পুত্রের দু'হাত ছাড়ায়ে।

পাঁঠার মালিক নাই, প্রতিবেশী দিল উপদেশ,
মালিকে করিতে জব্দ এ ছাগনন্দনে কেটে কর শেষ।
জীবন-সংশয় কার্য্যে নামায়ে তনয়ে সংক্রুষ্ট ব্রাহ্মণ
দিল মত, বাঁধি' পাঁঠা রাখিল খুঁটায়, হৃষ্ট যুবজন।
হেনকালে ছুটে এসে জনৈকা বাগ্দিনী ধরে দ্বিজ-পায়,
হে ঠাকুর রক্ষা করো, ও পাঁঠা আমার, ছেড়ে দাও তায়।
আশুতোষ দ্বিজ কহে,—বাগ্দিনীরে কিছু করি' তিরস্কার,
মালিক মিলেছে যবে ছেড়ে দাও ছাগে। শুনে মুখভার
পাড়ার মাংসাশী সব; উঠিল গুঞ্জন—এ ছাগ মোদের
কূপে নামিবার কালে ছিল না সন্ধান কোন মালিকের।

শুনিয়া বাগ্‌দিনী কাঁদি' ব্রাহ্মণে আবার করিল প্রণাম ;
হাসিয়া ব্রাহ্মণ কহে,—পাঁঠাটির তোর কত হবে দাম ?
পাঁঠাটি নিষ্কালী দেখি, সামনে পূজায় হবে প্রয়োজন,
কিছু ন্যায্য মূল্য নিয়ে ঘরে ফিরে যাও, ক'রো না ক্রন্দন।

বাগ্‌দিনী হইল হৃষ্টা পেয়ে ন্যায্য দাম গেল ফিরি' ঘরে।
সস্তায় নিষ্কালী পাঁঠা পাইয়া ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট অন্তরে।
নধর ছাগের মাংস রহিল পাড়ায় হৃষ্ট প্রতিবেশী।
মৃত্যু হ'তে মুক্তি পেয়ে পাঁঠাটার খুশি সব চেয়ে বেশী।
দেখিয়া পূজার ঘটা ব্রাহ্মণের বাড়ী নাড়ে শিং মাথা,
নিতুই মোটায় যত খায় খুঁটিবাঁধা কাঁঠালের পাতা।

দেহান্তরিত

পরপার হ'তে অপর পারের কথা—
যে নদীর ঘাট নেই, খেয়া নেই, সেতু নেই,
সেই নদীর পারাপারের কথা।
দুস্তর নিস্তরঙ্গ খরস্রোত,
আর স্তরে স্তরে চোরাবালি ;
অকল্লোলিনী অতলস্পর্শিনী কালিন্দী
অবিদ্যুন্ময়ী মেঘমতী নদী,—
ডুব-সাঁতারে পার হয়ে এলাম।
সেই রুদ্ধশ্বাস অগাধ নিশীথ-সঞ্চরণ,
সেই নিশিতে-পাওয়া অকূল স্বপ্ন-সঞ্চরণ!
সে আর আমি, ঐকান্তিক দেহ আর প্রাণ,
মেঘমতী নদীতে ডুব-সাঁতার।
গতপ্রাণ লঘু দেহ ভাঁটিয়ে ভেসে চ'লে গেল দক্ষিণে,
হৃততনু মুক্তপ্রাণ
উজানে ডুব দিয়ে—
সাঁতরে উঠল উত্তরে।

সেই সন্ধ-পাওয়া পরপারের চোরাবালি হ'তে
অপর-পারকে আহ্বান করছি, আকুল হয়ে ডাকছি,
অকূলে ভেসে যাওয়া হে আমার দেহ,
অবসান হ'ল কত যুগ,
প্রাণ দিল কত প্রাণ,
তোমায় কি কেউ বাঁধতে পারে না ?
হে আমার প্রিয়, হে আমার অন্ধের নয়ন,
বধিরের শ্রবণ, তৃষিতের কণ্ঠ,
এস এস ফিরে এস !
আমার এই পরপারের ক্রন্দন
অপর-পারের চোরাবালির চরে ঠেকে
হাহাকার ক'রে উঠল।
মনে হ'ল, সেখানে সেও কাঁদছে।
কেঁদে কেঁদে সে মাটি হ'ল,
আপন অশ্রুতে গ'লে জল হ'ল,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুরিয়ে গেল তার বুকের হাওয়া,
জ্ব'লে জ্ব'লে জুড়িয়ে গেল তার পাঁজরার আগুন,
অসীম আকাশে নিবে এল তার
ক্লান্ত করের পঞ্চপ্রদীপে
পাণ্ডুশিখার থরকম্পন,
নিভে গেল শ্রাবণ-রাতের
যুথিকুঞ্জে বর্ষণ-ক্ষত খদ্যোতিকা।
তবুও উত্তর হ'তে শুনছি দক্ষিণের কণ্ঠহীন কাঁদন।
সে আমায় কেঁদে কেঁদে ডাকছে, এস এস,
হে আমার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠের সঙ্গীত ;
সারা আকাশে আজ তোমার চেয়ে
উড়ছে আমার অন্বেষণের আঁচল ;
ধরা দাও, ধরা দাও,—
ব্যর্থ ক'রে যেও না—
কত যুগ যুগান্তের চুপে চুপে সুদীর্ঘ আয়োজন,

ছিন্ন ক'রে যেও না—
কত দেহ দেহান্তের রূপে রূপে সহস্র বন্ধন।
হে আমার প্রিয়তম ;
এস এস ধরা দাও।
অপর-পারের সেই আকুল ক্রন্দন আছড়ে পড়ছে আমার কূলে।
উত্তাল হয়ে উঠল চৈতন্যসাগর,
উদ্দাম হয়ে এল মহান প্রাণ-ঝঞ্ঝা ;
তলিয়ে যাচ্ছে আমার ভার,
ভেসে যাচ্ছে আমার কাঁদন,
ফেটে যাচ্ছে আমার বুদ্বুদ,
অথই চৈতন্যে অচেতন হয়ে এল আমার চেতনা।
এপারে ফুরিয়ে গেলাম আমি,
ওপারে জুড়িয়ে গেল সে।
মাঝে বইছে অকল্লোলিনী অবিদ্যুন্ময়ী মেঘমতী নদী,
আর তাতেই খেয়া দিচ্ছে পারাপারের ক্রন্দন।
কাঁদছে পরপার ;—
আবার কবে কুড়িয়ে পাব
ফুরিয়ে-যাওয়া আমারে,
তোমার পানে ভাসিয়ে দেব তরী ?
কাঁদছে অপর পার ;—
কবে, সে কোন্ আরাধনায়,
অতনু মোর তনুকণায়
জাগবে তীরে পঞ্চপ্রদীপ ধরি' ?
শাশ্বত এই মেঘমতী নদী
আর শাশ্বত এই পারাপারের ক্রন্দন ;
অসেতুকা কালিন্দীর কূলে কূলে
কাঁদে চখা কাঁদে চখী,
বিভাবরী পোহাল,
তিমির হ'তে তিমিরান্তরে।

বাউল প্রেম

এখন, বাউল প্রেমের বয়স হয়েছে।
অনেক সওয়া সয়েছে সে
অনেক বওয়া বয়েছে।

এখন, কুঁচ্‌কে ভুরু মুখপানে সে চায়,—
আজকে তারে ছল্‌ছলিয়ে
ভুলিয়ে নেওয়া দায়।
অমন, ঠুন্‌কো হাসির টুক্‌রো কত,
তীখন্‌ আঁখির পাখ্‌না কত,
মৃৎপ্রতিমার রাংতা কত
বুঁচকিতে তার রয়েছে।
বাউল প্রেমের বয়স হয়েছে।

বনের শাখে কোকিল ডাকে মুকুল জাগিয়ে,
মনের ফাঁকে এর কথাটি ওরে লাগিয়ে।
হায়, বুঝ্‌তে বাকি নাই
ফাঁকি আগাগোড়াটাই ;—
জান্‌তে বাকি নেই তুনিয়ে,
ফুলের পাশে গুন্‌গুনিয়ে
কান্‌ভাঙানি যে-সব কথা
মৌমাছিরা কয়েছে।
বাউল প্রেমের বয়স হয়েছে।

বিচ্ছেদ

আশী বছরের বৃদ্ধের সাথে—
বাঁধন কাটিল সত্তরার
ষাট বৎসর পরে ;—
রাঙা শাড়ী সিন্দুর আলতায়
চৌদোলে গেল সত্তরা, একা
অশীতি রহিল ঘরে ।

সহসা বৃদ্ধ মোর মুখে চেয়ে—
নিষ্প্রভ আঁখি অশ্রুতে ছেয়ে
ভগ্নকণ্ঠে শুধাল আমায়—
কী করি এখন ক'নৃত ?
শিশিরকীর্ণ স্বচ্ছ প্রভাত
শেফালী-সুরভি বহে শীতবাত,
অকুণ্ঠ নীল অশেষ আকাশ,—
উড়ে চলে নীলকণ্ঠ !

চাহিয়া উর্দ্ধে করজোড়ে নমি'
কহিলাম আমি ডাকি'—
উত্তর দাও—নীল গগনের
হে নীলকণ্ঠ পাখি !

রজনীগন্ধা

সারা দিনমান বারি সন্ধান,—
ফুরাল আমার দিন,
ডুবিল তপন মরুর স্বপন
দিগন্তে অবলীন ।

ফিরিবার পথে আসন্ধ্যা তৃষা
কণ্ঠে দিতেছে হানা,
শূন্য কুটীরে রজনীগন্ধা
দ্বারে দণ্ডায়মানা।

শিশিরসিক্তা সুরভিরিক্তা
প্রভাতে হেরেছি তারে,
সারাদিন কই কণাকরুণাও
ঝরেনি ভিক্ষাধারে।

কাঁদিয়া কহিনু সখি,
আমারই মতন তোমারও জীবন
ব্যর্থই ফুরাল কি!
ফুরাল মোদের নিঃস্ব দিবস
নামে নিঃশশী রাতি,
তিমিরের তীরে স্তব্ধ কুটীরে
তুমি আর আমি সাথী।

দুলিয়া উঠিল রজনীগন্ধা,
বহিল পবন মন্দ,
অন্তরে যেন লাগিল আমার
নব মৃদু মধু গন্ধ!

অন্ধকারের নানা সন্দেহে
সন্ধানি আশে-পাশে,
আমারই সখীর শুভ্র বক্ষে
সৌরভ ফিরে আসে!

বিস্ময় ভরে সস্নেহ করে
টানিয়া নিলাম বুকে,

গন্ধ মেলিয়া মর্ম্মের পানে,
চাহে সে ঊর্দ্ধ মুখে।

আবার কাঁদিয়া কহিলাম সখি
বড় যে সরম মানি,
এবারের মতো অকথিত রবে
ওই গন্ধের বাণী!

নিঃশশী রাত্রি ঘেরিল এখন
নিঃশেষ-গীতি কণ্ঠ,
নৈরাশ্যের মহামন্দিরে
শুনালে নূতন মন্ত্র।

কে জানিত অয়ি সে তব মন্ত্রে
শূন্য দিনের পাত্রে
নব সুগন্ধি এ অন্ধকার
উপছি' পড়িবে রাত্রে!

সাধ্য ত আর নাহি গাহিবার,
নীরবে যাব তা জপি'
রাতের সুরভি প্রভাতের পারে
নিঃশেষে দিতে সঁপি'।

'রজনীগন্ধা—রজনীগন্ধা'
জপিছে রজনী ঝিল্লী-ছন্দা;
ঝিকি ঝিকি ঝিকি জপে জপমালা
তারার আলোকে অলকনন্দা;—
'রজনীগন্ধা—রজনীগন্ধা'···

হেমন্ত সন্ধ্যায়

বন্ধু গো মরমিয়া বন্ধু,
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !
সর্ষেক্ষেতের চোখে মোহ-মোহ স্বপ্ন
মুদে আসে মদ-মদ গন্ধে,
তন্দ্রিত ঘুম তার গুঞ্জিত অনিবার
ফোটাফুলি পাথ্‌নার ছন্দে,—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

সব্‌জি সুটির ক্ষেতে ফুলে ফুলে শেজ পেতে
বিপথিক রশ্মিরা শুয়েছে,
শ্যামলী আলুর লতা কুন্তলালুলায়িতা
সাঁঝ সোঁতে সদ্য গা ধুয়েছে,—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

নীরস খেজুরগাছে কী রস উপছিয়াছে
ঝর ঝর অফুরান ঝর্‌ণা,
পূবের তিমিরকূলে নিবিড় তিসির ফুলে
নীলিমা ভুলেছে তার ওড়্‌না,—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

মাঠে মাঠে পাকা ধান অঘ্রানী আঘ্রাণ
কার আসা-পথপানে তুল্‌চে ?
দ্বিতীয়ার চাঁদখানি কাস্তের আধখানি
কোন্ কৃষাণীর মুঠে দুল্‌চে ?
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি,
বর্ষায় মেঘে মেঘে আহ্বান,

হেমন্তসন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন্ সুন্দরে করি সন্ধান !—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু !

মিছে সব সঞ্চয়, মিছে এ মরণ-জয়
আজীবন টানি' প্রেমে প্রিমিয়ম্,
রবি না বসিতে পাটে মন ছুটে চলে মাঠে,
এ জীবনে সবই যে ব্যতিক্রম,—
হেমন্তসন্ধ্যার বন্ধু,
বন্ধু গো মরমীয়া বন্ধু !

ফাল্গুনী রজনী

ফাল্গুনী রজনী,
রজনী জ্যোৎস্নাময়ী,
জ্যোৎস্নাভরা রজনীগন্ধায়
মৌমাছি ঢুলে মধুতন্দ্রায়।

বোমারুবিমান হঠাৎ হল্লা করে,
সামারু কামান অমনি পাল্লা ধরে,
জান্ বাঁচাইতে জ্যান্ত মানুষ
কবরে কবরে ঢুকিয়া পড়ে,—
রজনীগন্ধা শুভ্র ঝাণ্ডা তুলিয়া ধরে।

কদম্বশাখে বাঁধা হিন্দোল দুলচে,
সখীরা সখার পানে পিচকারী তুলচে,
ছুঁড়ে মারে কুম্‌কুম্,
রুম রুম ঝুম ঝুম,

ফাগ মেখে চেনা দায়—
কে পড়চে কার গায় ?
ফাল্গুনী রজনী—জ্যোৎস্নাময়ী।

কবরে ঢুকিয়া পাঁকের উপর পড়ি'
দেহ আর প্রাণ শুয়ে আছে জড়াজড়ি,
—শুভ্র রজনীগন্ধার ডাঁটি
এই জ্যোৎস্নায় কে নিলরে কাটি' ?—
উড়ে চলে মন যেথায় চল্‌চে হোরি।

যেথা, কালিন্দীতটনীপে বৃন্দাবনে,—
যেথা, জঙ্গীবিমানচারী মেশিন গ্যনে,
যেথা, জলেস্থলে উদার নীলগগনে,—
যেথা, রঙেভরা পিচকারী চলে সঘনে,—
যেথা, চলচে হোরি।
যেথা, চলচে হোরি।

যেথা, বুকে বুকে ধমনী ও শিরার তরঙ্গে
জীবন খেল্‌চে হোরি মরণের সঙ্গে,
হৃদয়ের পিচকারী প্রতি হৃৎকম্পে
জীবনের হাতে উঠে লাল রঙে রাঙায়ে
মরণ ফিরায়ে মারে নীল রঙে নীলায়ে,
হৃদয়ের পাম্পে প্রতি হৃৎকম্পে
আজীবন আমরণ চলচে ত লীলা এ,—
চলচে হোরি, চির চলচে হোরি।

মথুরা বৃন্দাবন রাশিয়া ও চায়না
ঘুরে এসে কয় মন—এসব সে চায় না।
আকাশের তারা ডাকে—আয়, আয়, আয় না ;
কিসের হোরি, মিছে কিসের হোরি ?

উড়িয়া চলিল মন ছাড়াইয়া বৃন্দাবন,
ছাড়াইয়া যত অলী পতঙ্গের দল,
ছাড়ায়ে চকোর চন্দ্র, বিরহ মিলনানন্দ,
যেথা উর্দ্ধে উদাসীন নক্ষত্রমণ্ডল।

বসিয়াছে ব্যোমে, সপ্তর্ষির মহাজিজ্ঞাসা-সভা—
'নভোমন্থন ঘূর্ণাবর্ত্তে ওই কি ধ্রুব?'
অসীমের সেই নিত্যপ্রশ্নে চিত্ত ছুটিয়া চলে
আপন গানের দোটানা ত্ব'খানি ডানার ভরে।

ক্ষুদ্র ধরার দেহ আর প্রাণ শুয়ে আছে জড়াজড়ি,
আবীরের ভয়ে কবরে ঢুকিয়া মুখগুঁজে পাকে পড়ি'
জীবন মরণ খেলচে তখন হৃৎকম্পের হোরি।

উৎসব

দৈনিক দীনতাগুচ্ছে আটি বাঁধা বাঁধা
বৎসরে বৎসর—
শুষ্ক তৃণস্তূপ,—
জীর্ণপ্রায় পাণ্ডু ত্রি-প্রান্তর।
সহসা বিদীর্ণ করি তাম্র দিগন্তর
আসে না উৎসব কোনো?
মুহূর্ত্তের স্ফুলিঙ্গ-পরশে
দাহন-হরষ আনি'
ক্ষণতরে দেয় না রাঙায়ে প্রাণের আকাশ?
সমস্ত শূন্যতা
সুপ্রসন্ন, করি সুপ্রকাশ?

এসো এসো হে উৎসব!
হাসিমুখে একবার করহ আহ্বান ;—
পতিত্ মাঠের মাটি
দিনেকের তরে পেয়ে প্রাণ
উঠুক প্রতিমা হয়ে পূজার মণ্ডপে।
তোমারি মায়ায়
একটি রজনীতরে ঝুটা রাংতায়
উঠুক ঝলিয়া
মহামূল্য মাণিক্যখচিত
কষিতকাঞ্চনসমাদর।
বাঁশের বাঁশীর রন্ধ্রে অধমের মুখে—
নহবতে উঠুক বাজিয়া—
দিব্য সুরে বুকের সানাই।
মরণান্তে প্রসাধিত
অবোলা পশুর চামড়ায়
কাড়া ও নাকাড়া ঢোল
করিয়া উঠুক কলরোল।
মণ্ডপের বদ্ধ নির্জ্জনতা
সহসা খুলিয়া দ্বার হোক মুখরিত
গীতে বাদ্যে গণ্ডগোলে,
আলোক-উজ্জ্বল চন্দ্রাতপতলে
দলে দলে জনসমাগমে।
এ মন্দিরে একদিন
সুন্দর-সুন্দরী নবীনা-নবীন
সাজিয়া আসুক সবে বিচিত্র সজ্জায়
গৌরবে গরবে অলঙ্কারে।
বালক-বালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রৌঢ় কি প্রৌঢ়ারা
মলিন আটপৌরে ছাড়ি'
যে যার পোষাকী সাজে
একদিন সাজিয়া আসুক সারি সারি।

বহিয়া আসুক গন্ধ, মাল্য, মাঙ্গলিক।
ভুলি' নিত্য তুচ্ছতা ও কুৎসিতের স্মৃতি
এক সন্ধ্যা সুন্দরের করুক আরতি—
বাহুল্যের সহস্র শিখায়।
ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা,
পুষ্প পত্র মন্ত্র হোম দান,
নৃত্য হাসি গান,
দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ রব—
আনো আনো আনো হে উৎসব!
তারি মাঝে—
কি আত্মীয় অনাত্মীয়ে
সসম্ভ্রমে করিয়া আহ্বান,
সুমধুর অশনে ভাষণে
সবারে হৃদয় করি দান।
গুরু বৃদ্ধে করিয়া প্রণাম
করপুটে লভিলাম
মুক্তাসম যত আশীর্ব্বাদ,
গাঁথি' মালা, পরায়ে তরুণ-কণ্ঠে,
পূর্ণ করি অন্তরের সাধ।

কার্পণ্যকুঞ্চিত করে
তিন সন্ধ্যা কাঁচ্চা পোয়া ছটাকের জপ
একদিন ভুলাও উৎসব!
দিনেকের তরে
ভারে ভারে মণে মণে মাঠের সম্পদ
বহিয়া আনহ মোর ঘরে।
অনর্জ্জন অসঞ্চয় ঋণ
এক পাত্রে গণি'
এক রাত্রি করো মোরে ধনী,—
ঋণোজ্জ্বল পূর্ণচাঁদে পূর্ণিমা-রজনী সম।

মিথ্যা করি' ভাগ্যলিপি, লজ্ঘিয়া বিধাতা,
বারেক করহ মোরে দাতা।
লয়ে তুচ্ছ অকাঞ্চন কাচে
প্রাণ যদি এতকাল বাঁচে,
কাঞ্চনে করহ আজ কাচ,
কুবেরের কনক-মন্দিরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে উড়ে লাগুক ছোঁয়াচ
হাঘোরিয়া উড়ন্‌চণ্ডীর !

তার পর ?
তার পর দেখিব চাহিয়া—
তোমার বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট ভস্ম তৃণস্তূপ,
তোমার উচ্ছ্বাসবন্যা আনন্দপ্লাবন,
গেছে ভাসি—
গেছে নামি ;—
আর—
ঘিরে চারি ধার—
সংশয়-সঙ্কুল সন্ধ্যা,—
সঙ্কট-পঙ্কিল তেপান্তর !

তা হোক, তা হোক,—
দিগন্ত নিতান্ত নিরুৎসব,
একবার এসো, হে উৎসব !

আমার বসন্ত

(১)

ফিরেছে ফাল্গুন।
কাঁপিছে চঞ্চল দিন—
ধরণী-কপোললীন
চঞ্চল অলক।
আকাশ নীলিম নিষ্পলক।
ফাল্গুনের মধ্যদিন,—
ক্লান্তকণ্ঠ থেমেছে প্রভাতী পিক
রাতের পাপিয়া।
দিগন্তে দেয়ালঘড়ি দোলায় দোলক
ধূপফোটা পাখীকণ্ঠে টক্ টকাটক্ ;—
জীবন ত হয়ে এল ভোর।
এ বাসন্তী ধরণীর
কতটুকু পরিচিত মোর ?
ও-অনন্ত আকাশের কতটুকু ঘোর
ধরিয়াছি ভরিয়াছি
আঁখির এ ক্ষুদ্র পেয়ালায় ?

বিধিবদ্ধ গণ্ডীমাঝে কি দেশে বিদেশে
যেথা যাই আসি
চোখের সম্মুখে উঠে ভাসি'
মৃত্যুমুখী জীবনের জন্মগ্রামখানি।
আম জাম কাঁঠাল বাগান
শীর্ণ বিল
মাছরাঙা চিল
দোয়েল পাপিয়া কাক
ছাতার কোকিল বুলবুল,
সজিনা বাতাবী ভাঁট চম্পক বকুল,

পাড়ায় পাড়ায় ঘেঁষাঘেঁষি
বিবাদী নির্ব্বাদী
জনকত আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী,
ধূলাভরা পথ দোল পথ মহরম,
স্বল্পপুঁজি দোকানের প্রগল্‌ভ দোকানী,
বাংলার ক্ষুদ্র গ্রামখানি।

এবার, এ জনমের মতো
এইত ধরণী মোর এই স্বর্গ মানি।
এরি মাঠ-ঘাট বেড়া-দেওয়া জমি
সাধ্য নাই যাই অতিক্রমি'।
বসন্ত যখনই আসে দ্বারে
তারেই নূতন ক'রে জানি;
তারই ঘাসে ঘাসে
ফিরে ফিরে আসে
যত দূর দেশান্তের শীতের শিশির,
সকল বর্ষার মেঘ
নব নব বৈশাখের কালঝঞ্ঝাবেগ,
তাহারি দিগন্ত ঘেরি ঘুরে;
যেখানের যত পাখী
সে-হাওয়ায় ডানা রাখি'
তাহারি আকাশ ভরি' উড়ে;
তারি স্বজনের স্মৃতি
বিস্মৃতির অন্তরালে
পরাইয়া দেয় বিশ্বমানবের ভালে
অন্তরের প্রীতির তিলক।

এইত ধরণী মোর
ইহারই বাসন্তী ঘোর

ফিরে ফিরে লাগে এ নয়নে,
সেই বাতায়নে
চেয়ে থাকি, জগতের পানে,—
এল গেল বৈশাখ আষাঢ়,
আশ্বিন পউষ খেয়া-পার,
চলেছে ফাল্গুন—
অলক-চঞ্চল দিন
সন্ধ্যার কবরীলীন,
উঠে চাঁদ ফুটে অন্ধকার,
আঁটিয়া রাতের খামে
পাঠাই বিশ্বের নামে
অন্তরের আনন্দ আমার,—
আমের মঞ্জরী-গন্ধ-মাখা
আমার গ্রামের ছাপ আঁকা।

(২)

এসেছে ফাল্গুন ;—
মৌমাছি করিছে গুন্ গুন্,
নানান্ মরসুমী ফুল সখের বাগানে
পপি ফ্লক্স্ হলিহক্স্ জিনিয়া ডালিয়া
দখিনার সোহাগ-পরশে
রঙিন্ সৌখীন অঙ্গ দিয়াছে ঢালিয়া,
টুনটুনিরা মত্ত মধুপানে
দুলে দুলে
নিতান্ত অজানা ফুলে ফুলে।
বেল জুঁই চাঁপা কি বকুলে
মনে মনে যে-গন্ধ চুঁয়াই—
কোথাও যোগান্ নাহি পাই ;
ক্ষুব্ধ অভিমানে
বসন্ত মূর্চ্ছিয়া পড়ে প্রাণে।

ফিরে যাই,—
ছোট গ্রাম,—
ছায়াছাঁকা বাসন্তী আতপে
ধূলিপথে শুভ্র আলিপনা,
শ্যামচূড় চম্পকমন্দিরে
প্রভাতের নিত্য পুষ্পাঞ্জলি,
ঝরা ফুলে সমুদার বকুলের মূল,
রক্তিম শিমুল চাহি'
চোখ গেল দিগন্তের
বনে ও বাগানে
টুন্‌টুনিরা মত্ত মধুপানে
দুলে দুলে
চির পরিচিত বনফুলে ;
আমের মুকুলে গন্ধ ছুটে,
অন্তরে বসন্ত বেঁচে উঠে।

পপি ফ্লক্‌স্ হলিহক্‌স্—
শুধাই তাদের—
তোমরা এসেছ যেথা হ'তে
সেথায় বসন্ত জাগে কিনা ?
ইতালি সুইডেন্ স্পেন ইরান জাপান
কোথা বহে কেমন দখিনা ?
যাযাবরী কৌতুহলে সর্ব্ব বাধা ঠেলে
অপার পর্ব্বত মরু পার হয়ে এলে
কত না দুর্গম পথে পথে
কোমল ফুলের পাতা ফেলে !
অতসী অপরাজিতা
অশোক কাঞ্চন কুরুবক
করবী কুটজ কর্ণিকার
প্রভাতের সূর্য্যমুখী সান্ধ্য সন্ধ্যামণি

রাতের রজনীগন্ধা—
হ'ল পরিচয় এ-সবার সনে ?
সমাদর করেছে কি তারা ?
পর্য্যটন-বিহ্বল কৌতুকে
ওপারের বসন্তের মধু
উচ্ছলি' যা উঠে বুকে বুকে
তুলিয়া দিয়েছ কি তা
এপারের মধুপের মুখে ?
কণ্ঠ ভরি' আনিলে যে সুর,
পরদেশী বিহঙ্গের বিচিত্র মধুর,
পাতি' কান
মধ্যাহ্নের স্তব্ধ পিক শুনেছে সে-গান ?
এপারের দিক্‌বদ্ধ ফাল্গুনী আকাশ
তোমাদের চোখে চোখে
পেয়েছে কি পারান্তের বাসন্তী আভাস ?

পপি ফ্লক্‌স্ হলিহক্‌স্ অ্যাস্টর্ জিনিয়া
লার্ক্‌স্পর্ ডালিয়া পিটুনিয়া,
সর্ব্বদেশে বিদেশিনী ওগো
কে বাঁধিবে তোমাদের মর্মুমিয়া মন ?
তোমাদেরি আলিম্পন-পথে
দেশান্তরী বসন্তের শাশ্বত ভ্রমণ।
মধুময় চিত্তে তোমাদের
নিত্যলীলা চিরবসন্তের।
তোমাদের রক্তে পীতে নীলে
উড়ে তারি উত্তরীয় নিখিলে নিখিলে।
আমারি বসন্ত কিগো রহিবে বন্ধনে—
ফাল্গুন-চৈত্রের পুটে
মলয়-পর্ব্বতকুটে
অশোকে কিংশুকে, পাপিয়া কোকিলে ?

নামগোত্রগৃহহীন
অবন্ধন উদাসীন
ডাক দেয় সে কোন্ সুন্দর ?
ফাল্গুন ভূষণ খুলে
জড়াইছে কটি-মূলে
সায়াহ্ন-গেরুয়া দিক্-অম্বর ;
মুছে ফেলে ললাটের চন্দনের ফোঁটা,
—শুক্লা প্রতিপৎতিথি, মিছে চাঁদ ওঠা—,
মালাছেঁড়া ফুলে
আকাশ ভরিল কূলে কূলে।
চলেছে সে পায়ে পায়ে গুনে
আলোর হলের মুখে
আঁধারের চষা বুকে
উদাস বৈশাখ বুনে বুনে,—
আর পিছু ডেকো না ফাল্গুনে।

নওজোয়ার

একি—জরার জোয়ার এল জীবনে
দুঁহু অঙ্গের তটে
খরস্রোতে উন্মূল
তীরতরু থর থর পবনে।

চোখে চোখে ছলোছল
নিস্তল কালো জল
ফেনায়ে উছলি' উঠে
শুভ্র চপল কেশগুচ্ছে।
জমাতে সাঁজের পাড়ি
বক্-তরঙ্গে পড়ি'
জীর্ণ প্রেমের তরী ডুব্‌ছে।

হাল ছেড়ে ভরা গাঙে
ঝাঁপ দিল যৌবন
অতলে তলায়ে গেল
সেই তনু অতুলন,
লবণের বন্যায়
ভাস্‌ল লাবণ্য,
গহিন্‌ ভাঙন-মুখে
ভাঙা রূপগঞ্জে
নিশ্চিহ্ন্‌ যে আসন্ন।

ফাটা পাড়ে ধরে টান
গাঙপাখী ছাড়ে খোপ,
ঝুপ ঝাপ ভেঙে পড়ে
জুঁইঝাড় বেনাঝোপ,
ভাঙা ডাল ছেঁড়া ফুল
ভেসে-যাওয়া যত ভুল
কোথায় ফিরছে আজ কে জানে,
চোখের সমুখ'দিয়ে উজানে!

তপন ডুবছে বাঁয়ে
আবছা গেরুয়া গাঁয়ে,
ডাইনে উঠছে অমাবস্যা,
তেজ কোটালের মুখে
দু'পারে পড়েছে ঝুঁকে
চৈতী ধরণী নিঃশস্যা।

কূলে কূলে উঠে ফুলে
দুঃসহ এ জোয়ার,
পরাণ ধরিতে নারে
তনুধারণের ভার,—সাথী গো!

কল্লোলে ভরে কান,
কণ্ঠে কাঁদিছে গান,
চিতার আলোকে আঁখি
রাঙায় অন্ধকার রাতি গো !

উজান জোয়ারি হাওয়া,
হে মম বিহঙ্গমী,
সাধ্য ত নাহি আর
দু'জনে অতিক্রমি ;
ওগো যৌবন-সখি,
বুঝেছ কি, বুঝিছ কি ?—

দিবসেরি শুকশারী—
রজনীর চখাচখী ?
আসিছে বাঁশীর ডাক—
জীবন উজানি' যাক্,
যৌবনী অপরাধ
তুমি ক্ষমো আমি ক্ষমি,
অবশ্যম্ভাবীরে
তুমি নম আমি নমি।

হে মম বিহঙ্গমী,
এই নও-জোয়ারে
এমনই বা কোন ক্ষতি ?
ভেঙে চুরে ধুয়ে যদি
অকূলে এ-কূল যায় খোয়া রে।

কতদূর

নৈদাঘ প্রান্তর,—
শুষ্ক তৃষ্ণা লেলিহান
অন্তরে লুটায় দ্বিপ্রহর।
ছায়াদণ্ডী জর্জ্জর খর্জ্জুর,
নিঃশব্দ কালের পথে নিঃসঙ্গ পথিক,
মায়াবটমূলে চলে অন্যমনা।
কাঁটাগুল্মনিষণ্ণা জম্বুকী
লেলিহ রসনাচ্ছন্দে জপি' জবাকুসুমসঙ্কাশ
রাঙা সূর্য্যে করিছে কামনা।

আকাশের চষা ভুঁইএ
খুঁজিছে দিনের কূর্ম্ম রজনীতিমিরজলতল।
পল্বলশৈবালগন্ধী অবগাহ লাগি'
রাশিচক্রে মহামীন উৎপুচ্ছ চঞ্চল।
দিকে দিকে দোর্দ্দণ্ড রদ্দুর,—
সে রাত্রি, সে অবগাহ, কোথা, কতদূর?
ঘুমের অর্গলবদ্ধ বাদুড়ের লৌহপক্ষপুটে
বন্ধদ্বার অনিদ্র মধ্যাহ্ন-কারাগার;
দিক্‌পারে মাথা কুটে রুদ্ধকণ্ঠ বিশ্বের জিজ্ঞাসা—
কোথা আশা, কোথা বা বিশ্বাস?
শূন্যের ভিতরে শূন্য, আকাশের উপরে আকাশ।

দোর্দ্দণ্ড রদ্দুর,—
ছায়াদণ্ডী জর্জ্জর খর্জ্জুর
নিঃসঙ্গ কালের পথে,—
কতদূর, আরও কতদূর?

মিতার জন্মদিনে

আজি বন্ধু, তব জন্মদিনে
যে সভায় মিলেছে সবাই,
সে সভার যোগ্য কোনো কথা
অন্তরে খুঁজিয়া নাহি পাই।

ভাবি—যত অখ্যাত দিবসে
তোমার আশিসে আলিঙ্গনে
যে প্রণাম ফুটি' থরে থরে
আলো করি' রয়েছে এ মনে,
তাদের ছিঁড়িয়া যদি আজ
না সাজাই বরণের ডালা,
তাদের বিঁধিয়া যদি আজ
নাহি গাঁথি সুনিপুণ মালা,
তবে সে কি এত অশোভন
হবে এত গুরু অপরাধ,
হারাইব বাণীর মন্দিরে
সকলের নয়ন-প্রসাদ ?

আজ যদি সভায় দাঁড়ায়ে
চাহি কায়ক্লিষ্ট মুখপানে
জন্মদিনে ভিড়ের উৎসাহে
সহসা মাতিয়া উঠি গানে,—
'ধন্য কবি আনন্দের অনন্ত নির্ঝর
ধন্য তব অমৃত কবিতা !'
তবে বন্ধু, ভুল হয়েছিল যৌবনেই,
ভুল ক'রে বলেছিলে 'মিতা'।

হয়নি হয়নি কোনো ভুল
তোমাতে আমাতে নেই ফাঁকি,
ছন্দে গাঁথা নহে বনফুল
মোদের হাতের এই রাখী।
যদি ছন্দ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়,
যদি ফুল লুটে ধূলিতলে,
যদি বসন্তের পুষ্পরথ
শ্রাবণ-সঙ্কটে নাহি চলে,
তবুও পথের তুমি গুরু,
তুমি বন্ধু, তুমি মোর মিতা ;
—বিপুলা পৃথ্বীর তরে থাক্
নিরবধি তোমার কবিতা,—
অতি ক্ষুদ্র কামনা আমার,
হে আমার নিত্য-স্মরণীয়,
আমি যতদিন র'ব হেথা
ততদিন তুমিও থাকিও।*

নবজন্ম

হাজার হাজার বছরের সাধন-সমরে
মুমূর্ষু মানবাত্মা
আজ যখন অনন্যশরণ হয়ে
পেটের দ্বারে সমুপস্থিত,
তখন—
আসন্ন হয়ে এল মানুষের নবজন্ম-লাভ

* মিতা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ প্রসব করেছিল ব্রাহ্মণ,
বাহুযুগল—ক্ষত্রিয়,
উরুদ্বয়—বৈশ্য
আর—
শ্রীচরণ হ'তে জন্মেছিল শূদ্র।
সেই পুরাতন সৃষ্টিতে পেট ছিল অজন্মা,
তাই-না জগৎজোড়া এই বৈষম্য।
এবার একমাত্র পেট হ'তে
জন্মাবে বিশ্বের নূতন মানুষ।
তারা সবাই হবে সমাধিকারী
বিধাতার পেটের সন্তান,
একেবারে সহোদর।
কিন্তু সেই মানুষের
কী হবে আশা ভাষা আকাঙ্ক্ষা?
আমরা দুশ্চিন্তান্বিত।

সেই নূতন মানুষের কাব্য,—
সে কি রচিত হয়েই চলবে শ্রাব্য কবিতায়?
অর্থাৎ—
সখি, শুনহ পেটের জ্বালা,
চাটিতে চাটিতে কনকিত ভেল
ভজুংয়ে পিতল থালা।—

অচল হবে না কি
ছন্দে ঝঙ্কৃত অলঙ্কারে কলঙ্কিত
এই সব পেটের প্রেমাত্মক
বা প্রেমের পেটাত্মক কবিতা?
পেট আছে পেটুক নেই,
ক্ষুধা আছে ক্ষুধিত নেই,
অন্ন আছে নিরন্ন নেই,

শঙ্কর ছেড়েছে ভিক্ষা,
অন্নপূর্ণার হাতের হাতা
কাটছে গণেশের ইঁদুর।
সাম্যে প্রতিষ্ঠিত সেই কাম্যজগতে
অভিন্ন হবে না কি
পেট ও মানুষ, আত্মা ও আত্মীয়?
আজ আমরা বুঝি সেই মহাযুগের সন্ধিক্ষণে?
আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

হে ভারত, আজি উন্মুখ হয়ে শোনো
গগনে কোথাও গরগর উঠে কোনো?
কোন্ মহান পেটুক
আজ অতি-ভোজনের সাধন-সিদ্ধিতে।

বসুন্ধরা জুড়ে উত্তান অচেতন?
নীল আকাশ তো নয়—
যেন তারই অভ্রভেদন উদর!
দিক্ হতে দিগন্ত, কুঁচকি হতে কণ্ঠ
বিস্তৃত স্ফীত বেলুনায়িত
নিদ্রিত মহোদর বিরাট পুরুষ,
গরগর তার নাসাধ্বনি;
না—ঘরঘর তার নাভিশ্বাস?

মেঘ ছুটছে,
ঝড় উঠছে,
বিদ্যুতের কশাঘাত,
ঐরাবতের শুঁড়,
দধীচির হাড়
উর্বশীর উরু,
উড়োজাহাজ,
বিস্ফোরণ বিদারণ হাহাকার।

ফেটে যাবে, ফেটে যাবে
বিরাটের এই বেলুনায়িত হিরণ্যগর্ভ উদর।
বেরিয়ে আসবে নবজন্মলাভ ক'রে
লক্ষ কোটি নরসহোদর।
আজ বুঝি আমরা সেই সত্যযুগ-সন্ধিক্ষণে?
আমরা দুশ্চিন্তামগ্ন।

অদ্বয়

থেকে থেকে মন কেন বা এমন
ভেঙে পড়ে বৈরাগ্যে?
বসন্ত আজ গিয়েছে যখন,—
যাক্ গে।

গেছে যৌবন এসেছে ত জরা
বহু পুণ্যের কল্যাণে ভরা
পাকা চুলে সিঁথি সিন্দুর-পরা
ঘর করে সেই কল্যাণী;
জড়াইয়ে তারে চীনাংশুকের
অন্তরালে
আজও বাহিরাই যুগ্ম ভ্রমণে
নিদাঘের প্রতি প্রাতঃকালে
বায়ুভূত আয়ু সন্ধানি'।

ভাব্যবতী সে-আয়ুষ্মতীর স্বামী
নোয়া ক্ষয় দিয়ে আজও বেঁচে আছি আমি;
বেঁচে আছে আজও আমার বসুন্ধরা,—
আমারি প্রাণের গানে রূপে রসে
গন্ধে পরশে ভরা।

আজও ত আমার আঁখির তারায়
আকাশের তারা আঁধারের চাঁদ
ডুব দিয়ে দিয়ে রূপ খুঁজে পায়,
কর পাতি' তারি দুয়ারে দাঁড়ায়
আলোর ভিখারী রবি,
পলক ফেলিয়া প্রলয় আঁধার
পলে পলে অনুভবি।
আমারি শ্রবণ রচে নিখিলের গান,
আমারি পরশ-পুলকে বিশ্বপরাণ
বেপথুমান।

নিশ্বাসে মোর মালঞ্চ-কোণে
ফুটাই যোজনগন্ধা,
লীলায়িত করে দুলাই আকাশে
বিজন মনের সন্ধ্যা।
আছে এ জীবন, আছে তাই আজও সব,
মূক অতীতের মুখে তাই ফুটে
আগামীর কলরব।

মোর যৌবনে ফাগুন-পবনে
নবমঞ্জরী জাগালো যারা,
কত কুহরণ কত গুঞ্জন
কত রঞ্জনে রাগালো, তারা
একে একে গেছে চলিয়া, তবু
যায়নি কেবলিই ছলিয়া গো!

নীরব সে সব পিক-অলিদল
ছেয়ে আছে মোর অন্তরতল
স্মৃত বিস্মৃত অগণিত গীত-সৌরভে,

তাদেরি কণ্ঠ-পরম্পরায়
ঝরা বকুলের মালা গাঁথি আর
ঋতু-বালিকারা কবরী জড়ায়
নিতি নৃত্যের উৎসবে।

মোর জীবনের দিক্-দিগন্ত ভরি'
কুহক-কণ্ঠে যত ডাকে 'কুহু কুহু',—
মাটির কবরে খুলি' আবরণ
অঙ্কুরি' উঠে শত শিহরণ,
ফুলে ফুলে আঁখি মেলিয়া মরণ
বেঁচে উঠে মুহু মুহু।

জাগে গুঞ্জন উথলে গন্ধ
রসের সাগরে রূপের ছন্দ
শতদলে উঠে দুলিয়া।
একবার ছিঁড়ে হারানো ছড়ানো
আর বার গেঁথে কণ্ঠে জড়ানো,—
আপন নিজের সৃজন-লয়ের
লীলা-মঞ্জুষা খুলিয়া!

আমি যদি আছি, সবই তবে আছে,
এ মোর জীবনে মরণও যে বাঁচে,
মোর দ্বারে জরা যৌবন যাচে,—
মিছে কেন বৈরাগ্য?
আমারি লীলায় যা আসে যা যায়
থাকে থাক্ যায় যাক্ গো।

নির্ব্বান্ধব

না জানি কখন বন্ধু আমার
অন্তরে আসি' মিশালো !
কেন-বা সে তার পীযূষ-কলস
এক ফোঁটা বিষে বিষালো ?
কেন মিশালো, বন্ধু মিশালো ?

নির্ব্বাণহীন শিয়রের বাতি,
নির্ব্বান্ধব অনিদ্র রাতি
মন্থিত করি' যত ডাকি আমি
বন্ধু আমার বন্ধু চাই,—
মহা-অম্বর-গম্বুজে গুরুগম্ভীরে ফিরে
প্রতিধ্বনিয়া
বন্ধু নাই রে—
তুই ছাড়া তোর বন্ধু নাই !

•

আমার জীবন ভরিয়া, সেকি
চিরতরে গেল মরিয়া গো !
তৃষাবিন্দু কি ললাটের দোষে
সুধাসিন্ধুরে তৃষালো ?
কেন, মিশালো বন্ধু মিশালো ?

নির্ব্বাসন

মিলন-মলিন ধূলিতললীন
ক্লান্ত এ ভালবাসায়, বন্ধু,
বাঁচাও নিবিড় সজল মেদুর
নববিরহের আশায়, বন্ধু !

পাংশু গগনে পাণ্ডুর চাঁদ,
সব-সাধ-মেটা একি অবসাদ!
জ্যোৎস্নার বালুচরে দিগ্‌বাঁধ
ঢেকে দাও কালো মেঘে;
গুরু গুরু গুরু কাঁপাইয়া বুক
বিদ্যুৎ-ব্যথা শিহরি' উঠুক,
শুষ্ক মুখের হাস্য ঝরুক্
ঝড়ের শঙ্কা লেগে।

নিদাঘ রজনী নীরবে দু'জনে
জাগি আজ,
তোমারি চরণে জুড়ি' চারি কর
নির্ব্বাসনের নবনির্দ্দেশ
মাগি আজ।
আজ মেঘদূত ফিরাও উজান পবনে,
অলকাক্লিষ্ট মিলনের ব্যথা
রামগিরি-গুহাভবনে।
পথে যেতে যেতে যাক্ সে কুড়ায়ে
মিলন-মথিত ফুলের মালা,
শিথিল মৌর্ব্বী ভ্রূধনুভ্রষ্ট
ব্যর্থ শরের মৌন জ্বালা।

ভিন্ন করিয়া চুম্বনরত
গততৃষা যত অধরপুট,
সিক্ত করিয়া উদাসীন যত
অনিমেষ আঁখি পল্লবে,
ছিন্ন করিয়া ক্লান্ত শিথিল
প্রাণান্ত ভুজবন্ধন
অকস্মাতের দম্‌কা হাওয়ায়
দুর্লভ করি' বল্লভে,—

নবমেঘদূত ভাসিয়া চলুক দেশে দেশে
রুদ্ধ-কক্ষ অলকা ত্যজিয়া
নিবিড়নীল নিরুদ্দেশে !

দুর্লভ করো বন্ধু আমায়
দুর্লভ করো হে,
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
করো অতিবল্লভারে আমার,
ঘননীল বাসে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে।

সারারাত জ্বলে সন্ধ্যার দীপ,
ছায়া প'ড়ে আছে পা'য়,
ললাটে ক্লান্তি কালিমার টীকা
নির্ব্বাণ করো এ মিলন-শিখা,
দু'টি হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে
নিঃশেষ করো তায়।

বাসি মুখে হাসি পঙ্কজতার
পঙ্কজে বড় লাগে গুরুভার,
ফিরে যায় যদি পঙ্কেতে তার
গহিন তিমিরতলে,
সেথা সে-আঁধারে রচিবে তপন
নূতন মৃণালে নূতন স্বপন,—
গোপন দুরাশা জানাই বন্ধু
চারি নয়নের জলে।

শেষ হ'ল নিশা, আশিস মাগিয়া
প্রভাতী প্রণাম সারিয়াছে প্রিয়া,
ভোরের বাতাসে আঁচল সারিয়া
চলি' যায় শুভ'খন,

ক্ষম' গো বন্ধু এ মম প্রলাপ,
এবার মিলনে হানো অভিশাপ,
অপলাপ হ'তে বেঁচে যাক্ প্রেম
লভিয়া নির্ব্বাসন।

তরুণ

পাখীরা সব
ডাকছে ভোরে
তারই মাঝে
আমার দোরে
'তরুণ!' ব'লে
ডাক দিল কে ওই!

চম্‌কে দেখি
জানলা খুলে
খোকা যাবে
ভোরের স্কুলে
বন্ধুরা তার,
বগলে সব বই।

রাতের কুঁড়ি
রাত পেরিয়ে
গোলাপ হয়ে
ফুটে,
খোকা, মায়ের
কোল ছাড়িয়ে
'তরুণ' হয়ে
উঠে।

ভাঙা বছর

প্রলয়ের কোন্ লয়ের মুখে
ভাঙা বছর ভাঙলো ওই !
ছন্দলোভী ওরে কবি,
থামলো রে তোর ছন্দ কই ?
কালবোশেখে কালো মেঘে
এল যখন ঝড়ের পালা,
মিল খুঁজে তুই তুলিস গেঁথে
হাসিমুখের হাঁসের মালা !

ওই বুকে তাই দুলিয়ে দিবি ?
ওই আঁখি তুই ভুলিয়ে নিবি ?
ওই ব্যথায় হাত বুলিয়ে দিবি
স্বপ্নসেবী হায় মূঢ় !
পাগলা শিবের পাগল চেলাই
সিদ্ধি ভাবে ভাং-এর ড্যালায়,
ভাঙা চাঁদের রাঙা কুচো—
তাই বাঁধে মাথায় চূড়ো !

সেই গুরু তোর সেই ভোলানাথ
বিষের জ্বালায় প্রলয় নাচে,—
তুই কিনা তার ছন্দ খুঁজিস,
অসঙ্গত তাণ্ডবের মাঝে !
অভিনয়ের মঞ্চ নয় এ,
নয় আঁখির প্রবঞ্চনা এ,
সুরবাহারের ঝঞ্চনায় এ
দেড়গজীদের নৃত্য নয় ।

যে-বিরাট আজ প্রাণের ব্যথায়
বেতাল পায়ে হানে তাথ্যয়,
সেই নটরাজ বিশ্বরাজের
নাট্যশালার ভৃত্য নয়।

চোখ মেলে আজ চারদিকে চা,
থামা রে তোর ছন্দ থামা,
সেতারে তোর যে-তার বাঁধা
সব ক'টা তা'র মুচড়ে নামা।

পেটের দায়ে কচমচিয়ে
চিবোয় পদ্মাসনের মৃণাল,
রুটির দায়ে গুহায় ফিরে
বাঘের গায়ে তুলছে রে ছাল,
ভূতনাথের নাচের তলে
ভিড়ে যা সেই ভূতের দলে,
যার কাছে তুই মন্ত্র নিলি
সেই ঠাকুরের রাখ্ রে মান।
ভাঙা পাঁজর ডুগডুগিয়ে
বেসুর রাগে বেতাল দিয়ে
হাহাস্বরে ওঠরে গেয়ে
আসর ভাঙার শেষের গান।

তা নয়,—নিয়ে মনের তুলি
কুড়িয়ে এনেও মড়ার খুলি
গোলাপ জলে আলতা গুলি'
আকাশে দিস আল্পনা!
সেই ছবি—ওই কালবোশেখী
খাতির ক'রে চলবে সে কি?

ছন্দলোভী ওরে কবি,
একি এ ছাওয়ালপনা !
ভাঙা বছর ভাঙলো রে ওই,
ছন্দ যে তোর থামলো না।

ব্যথার ব্যথী

আজ প্রভাতে চোখের জলে
সাধছে আমায় বেদনা :
তোমার পায়ে এই মিনতি
হও যদি মোর ব্যথার ব্যথী
বাঁশীতে সেধো না আমায়
ছন্দ দিয়ে বেঁধো না।

তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে
অন্তরালে কাঁদতে দিও,
ফুলের সাজ কি অলঙ্কারে
সাজিও না আর আমায় প্রিয়।
জানো না কি অলঙ্কারে
ক্রন্দসীর কলঙ্ক বাড়ে,
ভাঙা বুকে সমান বোঝা
ফুলের হার কি সাতনরী।
কাজরী রাতের নাচ যোগাতে
শিকল বাজে মঞ্জীরাতে,
সাত দুয়োরে যে-হাত পাতা
কাঁকন যে তার হাতকড়ি।

বাঁধন-হারা কাঁদন আমার
ছিল যে নীল অসীম ছাওয়া,

আমার বাণী ছড়িয়ে দিত
বজ্রশিখায় ঝোড়ো হাওয়া।
তোমার বুকে অশ্রু দেখে
ঝ'রে পড়ি মেঘের থেকে ;
হায় দরদী ব্যথার নদী
দুকূল বাঁধা তোমারো গান ?
প্রভাত রবি রশ্মি হানি'
রঙ বেরঙের তুলি টানি'
তোমার মুখের আমার বুকে
আঁকছে হাসির জয়-নিশান।

বাদল যদি ভালে লেখা
নাইবা দিলে মাদলে ঘা
অরণ্যে ক্রেংকার ধ্বনিতে
নাইবা জেগে উঠলো কেকা!
আমি ব্যথা তুমি ব্যথিত,
জাতে-ঠেলা অধম পতিত,
মোদের গান যে সুরের অতীত
তোমার কাছেই আমার শেখা।
তবে কেন বাজিয়ে বাঁশী
সাজিয়ে ফুলে অলঙ্কারে,
কেঁদে কেঁদে আমায় নিয়ে
ফিরছো প্রিয় দ্বারে দ্বারে ?

বৈশাখের শাখে

মধ্যাহ্নের মরুবিহঙ্গম
নিঃশব্দ পাখায় করি' অতিক্রম
লোহিতসাগর আর সৈন্ধব-সঙ্গম,
ডানা মুড়ি' বসিল আমার বৈশাখের শাখে।
সেথা আজ—
শস্যহারা প্রান্তর উষর ;
সেথায় পারদ-রৌদ্রে আকাশ ধূসর।
বিদেশী বিহঙ্গ আন্‌মনে
চঞ্চু ঘষে শাখে,
বিস্ময়-বিহ্বল বনে
পাতাটি না নড়ে
পাখীটি না ডাকে।
ম্লান চোখে শ্রান্তি সুনিবিড়,
পাখী কি বাঁধিবে হেথা নীড় ?
চাহে ঊর্দ্ধপানে,—
পারদ-ধূসর সেথা আকাশ-দর্পণে
অনাগত শুক্লা রজনীর
আধ-চাঁদ-মুখছায়া ভাসে যেন মনে।
তরুতলে চায়,—
সেথা ছায়া পাতি' দাহ ঘুম যায়।
দক্ষিণে ও বামে—শস্যহারা মাঠ,
নিতান্ত নহে ত অনুর্ব্বরা কঙ্কর-প্রখরা,
খড় কুটা শুষ্ক তৃণ সঞ্চয়ের নানা উঞ্ছে ভরা।
কলভাষা আভাসিয়া আসে
শুব্ধ চঞ্চুপুটে,
শ্রান্ত আঁখি লুব্ধ হয়ে উঠে।
সংগোপনে বনলতা গুঞ্জন তুলায়—
অজানা বিহঙ্গ হেথা বাঁধিবে কুলায়।

অকস্মাৎ এল ডাক !
ছাড়িয়া বৈশাখ,
বারেক বিদ্যুৎকণ্ঠে ছেদি' দিগন্তর,
মেলি' কালবৈশাখীর পাখা,
ভাঙি' তার ক্ষণপূর্ব্ব আশ্রয়ের শাখা
মহাবিহঙ্গম যায় উড়ে
উধাও সুদূরে।

উড়ে গেছে মরুবিহঙ্গম,—
কোন্ শ্যাম উপকূল,
সে কোন্ প্রশান্ত মহাসাগরসঙ্গম !
ভগ্নশাখ বৈশাখের ফাঁকে
নূতন আকাশ মেলে জ্যোৎস্নাপাণ্ডু আঁখি,
থেকে থেকে বহে মেঠো হাওয়া,
ডেকে ডেকে ওঠে বনপাখী।

রামগাথা

গোলোক ছাড়িয়া কে বা
ভূলোকে করিতে সেবা
মানুষের ঘরে আসি হ'ল অবতীর্ণ।
কার শ্যামরূপে ধরা
হ'ল হেন মনোহরা
কোমল দূর্ব্বাদল শ্যামশ্রীকীর্ণ ॥

বালক-বয়সী কে সে
ঋষিসনে বনে এসে
নবনীত-কমকরে ধরি' ধনু দুর্জ্জয়।

নির্ভয়ে দুর্গমে
দুষ্টে দমিয়া ভ্রমে
নাশি' যত রাক্ষসে হরে আশ্রম-ভয় ॥

পরশি' চরণপুটে
কাঠ সোনা হয়ে উঠে
পাষাণে পরাণ ফুটে ছুঁয়ে কার অঙ্গ।
হেলা ভরে দিয়ে টান
ভাঙি' শিব-ধনুখান
কে লভিল ধরণীর বুকচেরা ধন গো ॥

শত ক্ষত্রুঘ্ন
ভীম জামদগ্ন্য
কার সনে বিনা রণে মাগি' নিল পরাজয়।
পিতৃসত্য তরে
পুত্র কে অকাতরে
ত্যজিয়া সিংহাসন বনবাস বরি' লয় ॥

ভাই কার প্রিয়তম
সাথে ফিরে ছায়াসম
সুখে দুখে রণে বনে আপনারে ভুলিয়া।
বিমাতা-তনয় কার
না ল'য়ে রাজ্যভার
যুগল পাদুকা তার শিরে লয় তুলিয়া ॥

কোন দ্বিজ মিতা ব'লে
চণ্ডালে নিল কোলে
বনবাস-দুখেও কে সুখনীড় বাঁধে গো।
প্রাণের প্রতিমা কার
ছলে হরে দুরাচার
কার দুখে পশু-পাখী তরুলতা কাঁদে গো।

তোমার আমার মতো
কে দেবতা কাঁদে অত
বনের বানর আসি' করে কারে শান্ত।
বালীরে বধিয়া ছলে
কোন্ দেব নরে বলে
তোমাদেরি মতো ভাই আমিও যে ভ্রান্ত॥

দুষ্ট-দমন-পণে
কে নামে অসম রণে
সাগরে জাঙাল বাঁধি' তরে কার শৌর্য্য।
রাবণ ত্রিলোকজয়ী
কার ডরে কাঁপে ওই
কার আশে কারাবাসে ধরে সতী ধৈর্য্য।

লাখো ছেলে দুর্ব্বার
সওয়া লাখ নাতি আর
অসহ সে পাপভার বসুধার কে হরে
দুষ্কৃত দশাননে
নাশি' সম্মুখ রণে
বন্দিনী-বন্ধন বিমোচন কে করে॥

বুঝাইতে প্রেম কী তা
অনলে কে দিল সীতা
দহিল না দেহ তাঁর কার স্নেহ-লেপনে।
দীর্ঘ দুঃখ পরে
রাজ্য লইয়া করে
আপনার সুখ কে-বা স্মরেও না স্বপনে॥

বসিয়া সিংহাসনে
প্রজারে কে প্রভু গণে
গণমন-সেবাপথে প্রাণধনে কে হারায়।

জাগাতে স্মৃতির চিতা
কে গড়ে সোনার সীতা
সসৈন্যে রণে হারি' নিজসুতে কে বাড়ায় ॥

গাহে গান আদি-কবি
রবিকুলে কে-বা রবি
কে করে জগৎ আলো আপনারে দহিয়া।
পরে দিতে সব সুখ
কে সহিল সব দুখ
ফুরায় না কার কথা শতমুখে কহিয়া ॥
গাও বীণা গাও তাই।
রামনাম মহিমাই ॥

কবিজাতক কথা

অনেক কালের গল্প এটি, শৈশুনাগী যুগে,
যে কালে লোক হৈমমুদ্গ বল্‌ত সোনামুগে।
বৌদ্ধযুগও হ'তে পারে— দেখছি পুরাণ সেঁচে—
বুদ্ধ ছাড়া তখন দেশে সবাই আছে বেঁচে।
সবাই যে ঠিক বেঁচেই আছে তাই-বা কিসে বলি ?
কাঞ্চীপুরে ছন্দায়তী পড়বে কেন ঢলি' ;
ছন্দায়তীই নাম বটে তার, জাতক কথা কিনা—
আল্‌তা পায়ে বাজছে নূপুর বাজছে সাথে বীণা।
অমন বীণা কে বাজায় রে ! নাম যে গেলাম ভুলে।
নাচের মুখে ছন্দায়তী সভায় পড়ে ঢুলে
ঘুম পেল কি ? টল্‌ছে কেন ; দেখছে রাজা চেয়ে,
সমের ঘায়ে মূর্চ্ছা গেল ছন্দায়তী মেয়ে !
মূর্চ্ছা হ'লে ভাঙবে সে তো ; মূর্চ্ছা এ তো নয় ;
বিষ খেয়েছে বিষ খেয়েছে— ফিসফিসিয়ে কয়।

ছন্দায়তী বিষ খেয়েছে ! বিষ দিল সে কে ?
রাজবৈদ্য কোথায় এখন ? আন্ তারে ডেকে।
ঝুম্‌ঝুম্ ঝুমু মিলিয়ে গেল আল্‌তারাঙা পায়ে,
চম্পাবরণ নীলিয়ে গেল পত্রলেখা গায়ে ;
এলিয়ে প'ল ছন্দেভরা গ্রীবা গরবী,
অসীম রাতে ডুবলো আঁখির পদ্মকরবী।
বীণা ছেড়ে দাঁড়িয়ে কে রে ! কাঞ্চীপুরের কবি,—
দেখছে ঝুঁকে লুটিয়ে পড়া অপরাজিতার ছবি !
বৈদ্য এসে ফিরলো ঘরে সাধ্যাতীত বলি',
মিল্‌লো কিনা কবির বীণায় গুপ্তবিষের থলি !
রাজা সেদিন বলেছিলেন পরম অনুরাগে—
কালনাগিনী নৃত্য কবি দেখাও ভুজঙ্গ্-রাগে।
কালনাগিনী নৃত্য যখন উঠছে ক্রমে জমে,
ছন্দায়তী লুটিয়ে প'ল ভুজঙ্গ্ রাগের সমে।
ভাঙলো সভা, আজ্ঞা দিলেন সর্ব্বদমন রাজা
কাল প্রভাতে হবে হেথায় চন্দ্রায়ুধের সাজা।

রাজার প্রিয় সভা কবি চন্দ্রায়ুধই নাম,
চন্দ্রায়ুধ আর ছন্দায়তী, বৈশালীয়া গ্রাম।
চম্পাবনে সংগোপনে মিল্‌ত দুজনে,
জ্যোৎস্নানিবিড় মৃদুলা-তীর কোকিল কূজনে,
চন্দ্রায়ুধের বীণার তালে ছন্দায়তী নাচে,
বনের শিখী নৃত্য ভুলে পেখম তুলে আছে,
বীণার সুরে যেমন তনু তরঙ্গিয়া উঠে
অশোক চাঁপা কমল-কলি অঙ্গ ভরি' ফুটে।

ঝনন্ রনন্ ঝন্—
শিরীষ কাঞ্চন,
ঝমক্ ঝম্ ঝম্—
বন্-কেয়া কদম,

ছনক্ ছন্ ধা—
রজনী-গন্ধা,

রিনিক্ রিন্ রুনুক্ রুন্ ঝুনুক্ ঝুন্ ঝুঁই—
শিউলী জাঁতি বকুল পাঁতি চামেলি বেলী জুঁই।
মৃগীর পিছে কাঞ্চীরাজ ধনুক তুলে ধায়,
চম্পাবনে যুগল পানে চম্‌কে ফিরে চায়।
বন্ধু বলি' চন্দায়ুধে দিল আলিঙ্গন,
ধন্য করো রাজার সভা, নইলে আসি বন।
কাঞ্চীপুরে চন্দায়ুধ আর ছন্দায়তী চলে,
বীণার সাথে নৃত্যে মাতে নিত্য সভাতলে!
ধন্য রাজা সর্ব্বদমন ধন্য সভা তাঁর
চন্দ যেথা বাজায় বীণা ছন্দা নাচে আর,
লোকের মুখে দেশবিদেশে বার্ত্তা গেল রটি'
কাঞ্চীপুরের কবিপ্রিয়া কাঞ্চীরাজের নটী।
এসব কথা আরও আগের— জাতক-কথা কিনা,
ছন্দায়তীর নৃত্যকলা চন্দায়ুধের বীণা।
আজকে শুধু দাঁড়িয়ে দেখে কাঞ্চীপুরের কবি
লুটিয়ে পড়া অপ্‌রাজিতা ছন্দায়তীর ছবি।
আজকে শুধু আজ্ঞা দিল কাঞ্চীপুরের রাজা
কাল প্রভাতে হবে হেথায় চন্দায়ুধের সাজা।
রাতের মতো প্রহরীরা প্রহরা দিক্ সব—
হত্যাকারী চন্দায়ুধ, ছন্দায়তীর শব।

রাত দুপুরে অন্তঃপুরে ভাঙলো রাজার ঘুম,
বাজছে বীণা রিন্‌কি-ঝিনি নূপুর রুমুঝুম্!
অবাক মানি' চল্‌লো রাজা কবির ভবনে,
খোলা দুয়ার খাচ্ছে আছাড় ফাগুন পবনে।
সভাস্থানে চাঁদের আলোয় প্রহরা দেয় সব
স্তব্ধ কবি চন্দায়ুধ ছন্দায়তীর শব।

ফিরলো রাজা শয়ন-ঘরে, যেমন এল ঘুম,
বাজলো বীণা রিন্‌কি-ঝিনি নূপুর রুমুঝুম্‌!
রাত পোহালো সভাস্থলে লোকারণ্য লোকে,
সিংহাসনে স্তব্ধ রাজা কী জানি কোন্‌ শোকে ?
মন্ত্রী হেঁকে কইছে তখন— —শুনতে এ অদ্ভুত,
ছন্দায়তীর হত্যাকারী তুমি চন্দায়ুধ।
বল্‌তে পারো, তোমার যদি বলার থাকে কিছু।
অচল কবি যেমন ছিল রইলো মাথা নীচু।
মন্ত্রী কহে আবার ডাকি'— —শোন কবি চন্দ,
বন্ধু হ'লেও, রাজার বিচার— তোমার প্রাণদণ্ড।
স্তব্ধ হয়ে রাজার আদেশ শুনলো হাজার লোক,
সভার মাঝে রইল নাকো অশ্রুহারা চোখ।
শিকল হাতে এগিয়ে এল প্রধান প্রহরী,
চন্দায়ুধের অঙ্গ ছুঁয়ে উঠলো শিহরি'!
মানুষ কোথা ? পাষাণ এযে রাজার সভাকবি!
পাষাণচোখে দেখছে চেয়ে পাষাণময়ী ছবি।
নীলবরণী ছন্দায়তী ধরণী-লীনা,
লুটিয়ে আছে তারই কাছে নীরব বীণা,
কবির সাথে সবাই তারা পাষাণ হ'ল আজ!
আসন ছেড়ে আপনি এসে দেখেন মহারাজ।
চন্দায়ুধ আর ছন্দায়তীর যুগল পাষাণে
থাক্‌ প্রহরা,—আদেশ হ'ল সভাবসানে।
রাত দুপুরে অন্তঃপুরে রাজার এলে ঘুম
বীণায় বাজে রিন্‌কি-ঝিনি নূপুরে রুম্‌ঝুম্‌।
দিনের বেলা কাঞ্চীরাজা সভায় বসে গিয়া
পাষাণ কবি, পাষাণ বীণা, পাষাণী তার প্রিয়া।

বহুকালের জাতক-কথা কতক গেছি ভুলে ;
শপথ ক'রে বলছি তবু সত্য আছে মূলে।

চোখের জল

ও-চোখে মানাবে না চোখের জল আর।
কাঁদিয়া অপমান কোরো না বেদনার।

নাই সে নীলনভে বোশেখী কালো মেঘ,
নাই ত দুরু দুরু আষাঢ়-উদ্বেগ,
কোথা সে শাওনীয়া
বাতাস পুরবীয়া,
কোথা বা বিজলীর ঝলক ছলনার?
ও-চোখে আনিও না চোখের জল আর।

যে-যুঁথী ঝরি' পড়ি' হারালো পরিমল
তারে কি সাজে আর শিশির ঢলোঢল?
নিদাঘ-নিপীড়নে
যে বুক সমতল
সেথা কি ছলছলে কমল কহ্লার?
ও-বুকে ফেলিও না চোখের জল আর।

ও-মুখে হাসি তাও হবে যে উপহাস,
ধুতুরা পারে কি গো ফিরাতে মধুমাস?

নাই সে ধূপছায়া
নাই সে মেঘমায়া
নাই সে গৌরব হাসি কি কান্নার।
ঊষর ও-কপোলে বিফল জলধার

এখন বসো আসি' আসনে উদাসীন,
ঘুরায়ে চলো করে সূতায় গাঁথা দিন,

শুনো না কারা হাসে
কাঁদে ও ভালবাসে,
এখন করো শুধু জপের মালা সার।
সমুখে বহি' যাক গঙ্গা খরধার।

ফেলো না ফেলো না গো বিফল আঁখিজল
কোরো না অপমান গোপন বেদনার।

শ্রাবণ

শ্রাবণ কাঁদে না আমি কাঁদি ?
কী জানি কিসের ক্ষোভে
জটা খুলে বাঁধি !

লবণ সাগরে নইয়া
পবন যে সুরবৈয়াঁ
শালবনে দোলা দিয়ে যায়।
কাদের কাঁদন ভুলি'
কাঁধে বেঁধেছিনু ঝুলি ?
তাদের নিশ্বাস লাগে গায়।

কুটজ কামিনী ভরি'
চুলে গোঁজা মঞ্জরী
শ্যামলীরা কাজরী নাচিছে,
বাদল মাদল বাজে,
দিনে রাতে থামে না যে ;—
যা দেখি সকলি বুঝি মিছে !

আমার আঘাটে নেয়ে
ওই যে মেঘ্‌লা মেয়ে
বনপথে পথ নাহি পায়,
পায়ে পায়ে কাঁটা ফুটে
চমকি চমকি উঠে,
লাজে কারে পথ না শুধায়।

হে মোর বনের মৃগ
তুমি পথ জানো কি গো?
এ বন করিয়া দাও পার।
হে পথভুজঙ্গিনী
আঁকা বাঁকা পথ চিনি
পৌঁছিয়ে দাও ঘরে তার।

হে মম গহন পাখী
পায়ে নাই শৃঙ্খল,
তাই কি একাকী শাখে—
আঁখিতে ঝরিছে জল?

মনে কি পড়িছে কোনো
কুটীরের দাওয়ায়
পিঞ্জরে দোল খাও
বাদলের হাওয়ায়?

আমার স্মরণে নাই—
কোথায় যে ছিল ঘর
কোন মরণের সাঁঝে
কারে ক'রে এনু পর!

সেই হ'তে চিরদিন
শ্রাবণ বিরামহীন
মেঘে মেঘে মেঘে পথ খুঁজে।
কাঁধে ঝুলি শিরে জট
পথে শত সঙ্কট
সাথে সাথে আমি ফিরিনু যে।

সে কাঁদে ত আমি কাঁদি,
সে সাধে ত আমি সাধি,
তারে চেয়ে আমিও উদাস।
দিনে সে আমার আলো
রাতে সে আমার কালো
বছরে সে মোর বারো মাস।

গহন মেঘের পার
কোথা আছে কে আমার
সে কথা শ্রাবণই বুঝি জানে,
অমন বিবাগীবেশে
আজও তাই ফিরিছে সে
হারানো পথেরি সন্ধানে।

আমিও যে সাথে সাথে
ঘুরে মরি দিনে রাতে
মনে প্রাণে লাগিয়াছে আঁধি,
শ্রাবণ কাঁদে না আমি কাঁদি ?

মা

মা গো—
তোমার আকাশে অশীতি ঘনায়—
আমি ভেসে চলি ঘাটের টানে,
অভ্যাস বশে মা ব'লে যে ডাকি
সে-ডাকের আজ আছে কি মানে?

মা-নামের মাঝে যে-মধু লুকানো
সে-মধুর স্বাদ ভুলেছি কবে—
যৌবন-পারে কৈশোর-রেখা
তারও আড়ে দূর সে শৈশবে

তখন ছিলে মা ধেয়ানের ধন
একশ্চন্দ্র মানসাকাশে,
তব মুখপানে বাড়াতাম বাহু
বাঁধা রহি' তব বাহুর পাশে

তোমারি তনুর অমৃতমথিত
সদ্যোত্থিত নবনীসম
তোমারি বক্ষে ভাসিত তখন
দুর্লভতম সে-তনু মম।

ছিল সে অধরে দুধের তিয়াস
স্তন্য ছিল মা তোমার স্তনে,
কত চুমা ছিল তোমার মুখে মা
কত সুধা মোর সম্বোধনে।

তোমার হাসির অরুণ কিরণে
ফুটিল সে মুখে প্রথম হাসি,

তোমার মুখের ঝরা মধুভাষে
হ'ল সে কণ্ঠ কলোচ্ছ্বাসী।

ছেলে ও মায়ের সে জগৎ হ'তে
দুজনেই আজি নির্ব্বাসিত,
জরাজর্জ্জর কায়মনোবাক
মরণের আশে জীবন ভীত।

বিসর্জ্জিতার কাঠামো প্রণমি'
ভক্তিমূল্যে আশিস চাহি,
মোর মুখ চেয়ে বোঝনি কি মাতা
কতকাল তব পুত্র নাহি?

মা গো—
ছেলে ও মায়ের জগৎ হইতে
সত্য কি মোরা নির্ব্বাসিত?
যৌবন আর শৈশব বিনা
সেথা কি সকলি অবাঞ্ছিত?

যশোদা ম্যাডোনা গণেশজননী
ভুবনেশ্বরী ষোড়শী তারা,
রূপে যৌবনে স্নেহে লাবণ্যে
মহিমান্বিতা সবাই তারা।

মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—
কবি গাহে গান—যে-মায়ে দেখে,
অথই মর্ত্ত্যে মৃত্যু জিনিল
চিত্রী যে-মার চিত্র এঁকে।

যুগ যুগ ধরি' কত না শিল্পী
পাথরে ফুটালো যে-মার ছবি
শত সাধনায় বিমুক্তি পায়
ভক্ত যে-মার চরণ লভি',—

সবাই যে তারা যৌবনময়ী
কত গৌরব-গরব-ভরা,
তোমার ছেলের মায়ের মতন
নহে ত ব্যথিতা অশীতিপরা।

শুষ্কতরুর ভগ্ন শাখায়
কাঠ্‌ঠোকরার ঠোকর সম
মায়ের মহিমা পারে কি রাখিতে
মাতৃনাম এ কণ্ঠে মম ?

অরূপার রূপে মায়ের স্বরূপ
ফুটায়ে তুলি যে সে ভাষা কোথা ?
কোলাহল তুলে চেতনার মূলে
ভাঙে কালিন্দী কলস্রোতা।

করধৃত তব এ ভাঙা যষ্ঠি
ভাসে নিষ্প্রভ ও-আঁখি-জলে,
ধূমাবতীসমা দুখিনী তুমি মা,
ষোড়শী পূজা কি আমার চলে

ভগ্ন প্রাণের যা কিছু প্রণাম
ক্লান্ত ও পায়ে নামানু সতী,
পরের মায়েরে মা ব'লে ডাকিতে
জীবনে যেন মা না হয় মতি।

ভীমরতি

আমার কথা ছেড়ে দে ভাই,
বাহাত্তুরো বয়েস—
পরমান্ন খেয়ে ভাবি
খেলাম বুঝি পায়েস।

হারিয়ে গেছে মনের চাবি,
S. P. দেখে পুলিস ভাবি,
উত্তুঙ্গ-বল্মীক-স্তূপে
বলি—উইএর ঢিবি।
সামান্য ঘুসঘুসে জ্বরে
খুসখুসিয়ে রক্ত ঝরে,
ভয়ে মরি—এইরে, বুঝি
ধরলো শেষে T. B.

অন্নাভাবে দলে দলে
মাটির মানুষ স্বর্গে চলে,—
দুর্ভিক্ষ ভেবে আমি
হচ্ছি মিছে নাকাল।
আরও আছে হাসির কথা,—
শ্যাওড়া গাছে সবুজ লতা
টুক্‌টুকে ফল দুল্‌ছে যে সব
ভাবছি তাদের মাকাল!
ঋজু যখন ঠেকছে সোজা
বক্র যা তা বাঁকা,—
এ রোগের আর ওষুধ কোথা?
মিথ্যে বেঁচে থাকা।

কানে কি আর কান আছে ভাই ?
কান্না শুনি কাঁদলে সবাই।
মৃতদেহ পরশ ক'রে
চম্‌কে বলি—মড়া !
সর্পভ্রম হচ্ছে সাপে,
পিতৃভ্রম আপন বাপে,
রজ্জুভ্রম হচ্ছে, যখন
ঠেকছে গলায় দড়া।

মায়ের বোন্‌কে ব'লে মাসি
নিজের ভুলে নিজেই হাসি,
হয় বেনারস নয়ত কাশী
যাওয়াই এখন ভালো।
ফাঁকি দিলেই বুঝছি ফাঁকি—
ভীমরতির আর কিই-বা বাকি ?
গৌর যখন গৌরবরণ,
কৃষ্ণ যখন কালো !

বকুলতলীর ঘাটে

রূপনদীতটে বকুলতলীর ঘাটে
সকাল আমার সন্ধ্যা হইয়া যায়,
সিনান সারিয়া ফিরিল যে ছায়াবাটে
সে অপরূপার নির্ম্মম নিরাশায় !

সোঁতের জলের স্নান-পরিচয়
পথে আঁকিলেও থাকিবার নয়,—
ছিল না কি তার জানা ?
তবু সে ফিরিল সিক্ত বসনে
আঁটি নবতনু সজল শাসনে,

গাঁথিয়া চরণ-চিহ্নের মালা,
না শুনি' আমার মানা।
শতছিন্ন সে চিহ্নের মালা,
বক্ষে শুকালো মোর—
বকুলতলীর ঘাটের পবন
বকুলগন্ধে ভোর।

চলে রূপনদী ছলকি' ছলকি'
বরণে বরণে আলোক ঝলকি'
পলে পলে শত বিম্ব ফলকি'
লালস-লাস্য ভরে।
চঞ্চলা নদী ফিরে বাঁকে বাঁকে,
পূবের কামনা পশ্চিমে আঁকে,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে মানস-মরাল
ঘুরে নামে চরে চরে।

বকুলতলীর ঘাটে নদীজল
স্থির ছায়াবুকে স্রোত-চঞ্চল,
সারাখন ঝরা বকুলের সাথে
ঝরা ক্ষণগুলি ভেসে যায়।
কুহু কুহু কাঁপে সুরভি বাতাস
কাঁপে কিশলয়ে বাসন্তীবাস
গুন্ গুন্ কাঁপে পাখার আভাস
নীল নভে কলি হেসে চায়
মোর চোখে সবই
লাগে যে ছায়ার মালা,—
মনে হয় এ ত সবই মরীচিকা :—
অন্তরে জ্বলে অপরূপ শিখা
গভীর শীতল সলিলে নাহিয়া
নিবিল না যার জ্বালা।

এই রূপনদী ফেলিয়া পিছনে
যে গেল ফিরিয়া আপন নিজনে,
মুগ্ধ কবির সাধ্য-সাধনে
ফিরালো যে হেলা ভরে,
নিবানো দীপের ব্যথা হয়ে জমা
যার দুটি আঁখি হ'ল নিরুপমা,
ঝরা পাঁপড়ির নিতি নিবেদন
যাহার ওষ্ঠাধরে,
ফুরানো গন্ধ যার কেশপাশে
লভে চির আশ্রয়,
হারানো কণ্ঠ যাহার মৌনে
চিরগুঞ্জনময়,
যত কিশোরীর গত কৈশোর
যে মুখের মাঝে ধেয়ান-বিভোর,—
বকুলতলীর ঘাটেতে নাহিয়া
ফিরিল সে ছায়াবাটে।
সকাল হইতে সে অপরূপার
ধেয়ানে ঘনালো সন্ধ্যা আমার,
রূপনদীতীরে তারি নিরাশার
আশ্বাসে বেলা কাটে,
বকুলগন্ধে ভরা গো, শূন্য
বকুলতলীর ঘাটে।

রাত্রি আর অন্ধকার

রাত্রি,
আর অন্ধকার,
আর ভয়,
আকাশের বুক হ'তে

বুকের আকাশে
অনন্ত নিঃশব্দ বিনিময় !
অচল ত্রিকালচক্র রথ
ভরা ভাদ্র,
মেঘান্ধ অমায়,
মূঢ়প্রায় খুঁজিতেছি যে আমার মায়
সম্মুখে দক্ষিণে বামে,
হয়ত পশ্চাতে,
শুধু হাতড়াই ;—
স্পর্শ নাহি পাই ।
বিশ্বব্যাপী মহা-অবগুণ্ঠনের
টেনে চলে জের—
একটানা ঝিল্লীধ্বনি ।
দৃষ্টির পরিধি
চোখের তারার মাঝে হতেছে তন্ময় ।
চিত্তমাঝে নিত্য ভয় মাগিছে আশ্রয় ।
অসীমা এ অমা !—
সেই কি আমার মাতা
চির-অন্বেষিতা
নারী মহত্তমা ?
যার হিমস্নিগ্ধ বক্ষ আশ্রয় মাগিয়া
নিরাশ্রয় লেলিহ অঙ্গুলি
অন্ধকার ধরি' টানে
অনন্ত কাঁচুলি ?
স্তনন্ধয় শুষ্ক ওষ্ঠাধর
যার স্তনবৃন্ত লাগি' উন্মুখ কাতর ?
অঙ্গে অঙ্গে যে অঙ্গের আশ্বাস লাগিয়া
খুঁজিতেছি ভয়ে ভয়ে,
আর অন্ধকারে,
আর রজনী জাগিয়া ?

পরিণতি

অকথন কথা—বন্ধু,
কহি তা কেমনে
ভালবেসেছিনু—বন্ধু,
নাহি পড়ে মনে।

রাতের স্বপন—বন্ধু,
দুপ'রের হাটে,
ফাগুনের গন্ধ—বন্ধু,
ধানপাকা মাঠে,

লেপের আরাম—বন্ধু,
বৈশাখী গরমে,
যতই না স্মরি—বন্ধু,
আসে কি স্মরণে?

বয়স বহুত—বন্ধু,
কহি ইশারায়—
বুকে পিঠে বাণ বন্ধু,
প্রাণ বাহিরায়!

কিশোর কিশোরী—বন্ধু,
কহ বা কেমনে
তেঁতুলের পাতে—বন্ধু,
কাটাও দুজনে?

কেন রাত জাগো—বন্ধু,
মিছে বাতি জ্বালি'।
দুজোড়া নয়নে—বন্ধু,
কি দেখো দীপালি?

মুখের কথাতে—বন্ধু,
আছে বা কি মধু?
কোটিতে গোটিকে—বন্ধু,
কেন ডাকো—বঁধু?

দু'তনু মিলায়ে—বন্ধু,
মিলন কি কহ?
তিলেক দুঠাঁই—বন্ধু,
সেই কি বিরহ?

কাঁদিতে হাসিছ—বন্ধু,
এ কোন কৌতুক?
লাজে আঁখি ঢাকি'—বন্ধু,
বুকে রাখো বুক।

কিশোর কিশোরী—বন্ধু,
তোদেরি শপথ—
নিতান্ত স্বতন্ত্র—বন্ধু,
মোদেরি জগৎ।

যত গানই গাহি—বন্ধু,
প্রেম প্রেম জপি,
রূপার স্বরূপে—বন্ধু,
তত প্রাণ সঁপি।

কাঁধে করি' ঘুরি—বন্ধু,
চামড়ার থলি,
অন্তর-অন্তরে—বন্ধু,
যত এঁদো গলি।

কী ফল শোনায়ে—বন্ধু,
সব পরিচয়?
একটি ব্যথা যে—বন্ধু,
না শুনালে নয়।

আছে আছে আছে—বন্ধু,
রাখিও স্মরণ,
অমর প্রেমের—বন্ধু,
জরা ও মরণ।

পাঁপড়ি ঝরিলে—বন্ধু,
গন্ধ যেথা যায়,
ঝরা-তনু প্রেম—বন্ধু,
রহে যে সেথায়।

বাস্তু

বাস্তু ভিটার বাহির আঙিনাতে—
একটি চাঁপা গাছ,
ফুটে আছে একটি-গাছ ফুল।
বাঁশবাগানের ছিন্ন-ধ্বজা-ঘেরা
চির উদাস, পাণ্ডু আকাশ
এমন গাঁয়ে বাঁধলো যে তার ডেরা,-
আমি জানি, এই চাঁপা তার মূল।

তুচ্ছ চাঁপায় নেই যদি সব লোভই,
গাঁয়ের পূবে আজও বেতো জলায়
উঠবে কেন রবি ?
মড়কহানা বাতাস কেন গন্ধ-লোভাকুল ?
জনবিহীন এমন অযৌবনে
ফাগুন কেন ফিরবে কাঁটাবনে ?
খানায় ভরা আমবাগানে
চাঁদের উকিঝুঁকি ?
কোকিল কেন গাইবে অহেতুকী ?
সবার মূলে,—
চাঁপা গাছে একটি-গাছ ফুল ।

এই গ্রামেরই মাটি ছানি'
পাঁজায় পোড়া ইটে
শত সাধের সাত পুরুষের ভিটে
বিজন সুরে কাঁদে ।
লক্ষ্মী ঝাঁপির কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীপেঁচা বাঁধে
বাস্তু সাপের খোলস-খসা বাসা ।
সন্ধ্যেবিহীন অন্ধকারে যাদের যাওয়া আসা
কেবা জানে তাদের পরিচয় ?
শয়ন-ঘরে পালঙ্কেরি তলে
নির্ব্বিবাদে চলে কিনা চলে
বনবিড়ালে খ্যাকশিয়ালে হাস্যবিনিময় ?

তবু আজও ঐ চাঁপা তার
খোলে যখন ঝাঁপি,
অরুণ হয়ে উঠে আকাশ,
বাতাস ছুটে দিক্‌বিদিকে
গন্ধ বুকে চাপি' ;

ফাগুন সাথে বোশেখ এসে
বাতায়নে দাঁড়ায় হেসে
নিদ্রাহারা বাসর রাতি যাপি' ;
কবাটভাঙা মন্দিরেতে রিক্ত শিলাবেদী
নিত্যপূজার শুভক্ষণে
বারেক উঠে কাঁপি',—
ঐ চাঁপা তার খোলে যখন ঝাঁপি।

বিজন গাঁয়ে একক চাঁপা গাছে
আজও যখন একটি-গাছ ফুল,—
চুকিয়ে আমি দিইনি সকল আশা
শুকিয়ে আজও যায়নি প্রাণের মূল।
কতকালের কান্না হাসির পুণ্যধারা-তীরে
দাঁড়িয়ে আছে ভিটে,—
সে ধারা কি রুধ্‌বে কুচো ইঁটে ?
ভাঙাবুকের চাঁপাবরণ মায়া
আমার অনাগত-মাঝে
ধরবে না কি নব নব কায়া ?
ওগো আমার সপ্তপুরুষ পিতৃপিতামহ !
এই চাঁপারই নিত্য ফোটায়
লহ, লহ, আমার পূজা লহ।
মহাকালের মুঠোয় মাপা
ফুরিয়ে যেদিন যাবে চাঁপা,
সেদিন যেন এই ভিটাতেই
বাসা আমার বাঁধি ;
ঠিক দুপুরে ঘুঘুর সুরে
নিশিরাতের অন্ধপুরে
কালপেঁচাদের কণ্ঠ জুড়ে
আমিই যেন কাঁদি।

প্রণাম

(কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সংবর্দ্ধনায়)

যে দেবতা শিরে ধরিল ধরায়
স্বর্গচ্যুত অশ্রুরাশি
ভস্মভূষণ ভালে যার লিখা
অকুহেলি শিশু-চাঁদের হাসি,
যার বেদনার নিবিড়ানন্দ
ছন্দিত করে সকল দ্বন্দ্ব,
সেই শঙ্করে প্রণমি, হে কবি,
তোমারে প্রণাম করার ছলে,—
ধুতুরা-শুভ্র অন্তর যার
নীলাভ গরল-নীলোৎপলে।

হিমভূমি

(১)

কী দুরন্ত শীত !
অন্তর আমার অসাড় অচল।
মেরুহিমে ডুবানো কুহেলি-তুলি
নিশ্চিহ্ন করেছে মোর
পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট বিন্ধ্য হিমাচল।
অকিঞ্চন কাঞ্চনজঙ্ঘায়
প্রভাত-কিরণ আর পথ নাহি পায়।
নিস্পন্ন মানস সরোবর ;
নিস্পন্দ পাখায় তুহিন-কাতর
পাংশু হংসদল
তটে তটে স্তব্ধ তন্দ্রাতুর।

অকল্লোল জাহ্নবী যমুনাধারা
পথহারা
তুষারকারায় কঠিন শীতল।
এত শীত,—
আমার অন্তরে এত শীত!
অকূল ভবিষ্য আর অনাদি অতীত
দুই হিমসাগরের ক্ষীণ ব্যবধান
এই মোর বর্ত্তমান
অবলুপ্ত,—
হিমাচ্ছন্ন যোজকপ্রমাণ।

(২)

হাতে ধনু পৃষ্ঠে তূণ
কিশোর ফাল্গুন,—কত দূর?
সুতীক্ষ্ণ সায়কাঘাতে তার
কুহু বলি' চমকি' উঠিছে কোন্
বেদনা-বিধুর
দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দ্বীপান্তের বন!
সিন্ধুনীল আকাশের কোলে
শুভ্র ঊর্ম্মি-ফেন-দোলে
দলে দলে চলিছে দুলিয়া তরঙ্গ-কপোত।
একাগ্র অর্ণব-বায়ু অরণ্যশাখায় মর্ম্মর-বিহ্বল।
স্বচ্ছ রৌদ্রে পুচ্ছ তরঙ্গিয়া বিচিত্র পাখায়—
উড়িয়া ফিরিছে দিকে দিকে
কাকলি-মুখর অপূর্ব্ব বিহঙ্গদল।
নারিকেল-কুঞ্জতলে
গন্ধ-বিনিময় চলে
চন্দনে ও পেলব এলায়,
সাথে ঢেউ সারাবেলা আতপ্ত বেলায়।

হাতে ধনু পৃষ্ঠে তূণ ফিরিছে কান্তন বনে বনে
দূর দ্বীপান্তের নির্ব্বাসনে।
কম্বু-কণ্ঠে তার
দুলে মুক্তাহার,
উষ্ণীষ কাঁপিছে শিরে শুক্তিগন্ধী সাগর-পবনে।

নীলাম্বরে নির্ব্বিম্ব তপন,—
শীতার্ত্তের নিশান্ত স্বপন।

দোলে দুলে উঠি

বহুদিন পরে, বন্ধু, বহুকাল পরে
এলে যদি ঘরে বন্ধু, আবার শুধাই,—
এর কি উপায় কিছু নাই ?
এই যে ফাল্গুন এলে আচম্‌কা খুশী হ'য়ে ওঠা ?
ক্ষুদ্র-পক্ষ হুলবান্ কীটের সমান
ফুল হ'তে ফুলান্তরে ছোটা ?
হাজার হাজার বর্ষ ধরি'
একই রস ভিন্ন ভাঁড়ে ভরি'
এই যে চলেছে বিতরণ,—
যুগে যুগে ভবজন যাহা
অগত্যা করিয়া চলে গলাধঃকরণ
কায়ক্লান্তিহর তাড়ির মতন,—
তাই নিয়ে ভাঙা ভাঁড়ে, ঘুরে মরা দ্বারে দ্বারে,—
একি অভিশাপ ! একি নির্য্যাতন !

নিদাঘে ফটিক জল কেন হাঁকি ?
ঝড়ে খোড়ো কাক হয়ে কারে ডাকি ?

বাদলে ভিজে বেড়াল,—অথবা দর্দ্দুররূপে
পরম পল্বলানন্দ মাখি!
শরতে সোনালী রৌদ্রে বিজয়ার শুভসিদ্ধি ঘুঁটি,
ঝুলনে ঝুলিয়া পড়ি, রাসে নেচে মরি,
দোলে দুলে উঠি।
ঋতু-বিপর্য্যয়ে রোমে রোমে
কভু স্বেদ, কভু কম্প, কভু বা পুলক-শিহরণ!
সাথে সাথে মাসিকে মাসিকে বাৎসরিকে
চলে তারি চুক্তি-সুসম্মত স্বভাব-স্ফুরণ,—
চল্লিশ-ছত্তুরে কবিতায় সম্মান-দক্ষিণা-আহরণ!
এই ত জীবন!

লাগে বন্ধু লাগে মিঠে,—ভাড়াটে শ্রীখোলে উঠে
তাঘিনি তাঘিনি ঘিনি বোল।
মানি বন্ধু মহাপুণ্য,—
কড়িকাঠে-বাঁধা-দড়ি
স্বয়ং শ্রীরাধাগোবিন্দের
প্রেমানন্দে বারান্দার দোল।
তবু আজ ক্ষম প্রিয়তম!
শ্লথছিপি বোতলের সোডাজলসম
বিস্বাদ জীবন মম—ঢেলে ফেলে দাও।
আশ্বাস দিও না আর, ফিরিবে না স্বাদ তার
মিশাও যদি বা বন্ধু মামুলী সুধাও।

কী যে আমি চাই?—
অভিরুচি নাই বন্ধু তোমারে জানাই।

নব-কণিকা

—এক—

দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, তবে আমি কোথা দিয়ে ঢুকি?
উভয় সঙ্কটে পড়ি' দ্বার রাখি খুলি' ;—
ঘরের ভিতরে বেধে গেল চুলোচুলি।

—দুই—

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।
উভয়ই সমান তার বুঝেছে অধম,
নির্বিচারে দেয় তাই উত্তম-মধ্যম।

—তিন—

ধ্বনি কহে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করো.
মোর কাছে ঋণী তাই পাছে ধরা পড়ো।
প্রতিধ্বনি কহে তুমি করো না নালিশ,
অঋণ-শালিসী বোর্ডে হইবে শালিস।

—চার—

ছাতা কয় সবিনয়, মাথা মহাশয়,
চিরদিন রৌদ্রবৃষ্টি কারেও না সয়।
নিজগুণে একবার হও যদি ছাতা,
তোমারি তলায় আমি হয়ে থাকি মাথা।
মাথা কয়, ওরে ছাতা তুই বড় গাধা,
এতদিনে বুঝিলিনে মাথার মর্য্যাদা?
বুঝিলিনে তারি গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
তোর একমাত্র কাজ তারে রক্ষা করা?

ছাতা বলে, তাই মাথা হ'তে চাই দাদা,
মাথা ছাড়া কে বুঝিবে মাথার মর্য্যাদা ?

—পাঁচ—

গ্রীষ্মে রাতভোর গলদ্‌ঘর্ম্ম,
কাঁদচে একটানা মা'র খোকা,
কর্‌চে গোটা গোটা গায়ের চর্ম্ম
দংশি' মশা আর ছারপোকা,
বাল্যসখা যত বিত্তশূন্য,
ভার্য্যা ভাবে শুধু হক্‌ কথা,—
ঘরেই মিলছে ত বনের পুণ্য,
বানপ্রস্থটা মূর্খতা।

—ছয়—

হাটের পথে তরুণ পথিক, 'কবি' ব'লে কর্‌লে প্রণাম,—
চিংড়িমাছের পুঁটলি হাতে আমি তখন ফিরছি বাড়ী।
এই দু'পরে তোমার দ্বারে বন্ধু, আমি তাইত এলাম,
খটকা আমার মিটচে না ভাই, মাছ ছাড়ি কি কাব্য ছাড়ি।

নববর্ষের সূর্য্য

(ধ্যান)

'রক্ত-অম্বুজ-আসন-সমাসীন
জগৎপতি ভানু গুণের সিন্ধু,
পদ্মে বরাভয়ে শোভিত চারি কর,
মানিক-ঝলমল মুকুট শিরোপর,
অরুণ তনু ঝলে,
বিশাল ভালে জ্বলে
তৃতীয় নয়নের তিলকবিন্দু।

ও-ওম্‌ হ্রীং হ্রাং সঃ নমস্কার,
নমি শ্রীভগবান সূর্য্যে বার বার।'

হে সবিতা, উঠ, জাগো!
নববর্ষে তব মুখে
শুনিবারে নব সৌরগীতা
তোমারি আশ্রিতা পৃথ্বী
তোমারে ধেয়ায় ঊর্দ্ধমুখে।
হেমগর্ভমণিময়মুকুট-ময়ুখে
উদ্ভাসিয়া নিজ পথ
উঠে এস, হে সূর্য্য,
জাগাও তব এ সৌর জগৎ।
তোমার অদৃশ্য আকর্ষণে
বাঁধা আমাদের পৃথ্বী বসন্তে বর্ষণে।

বাঁধা বুধ শুক্র বৃহস্পতি গ্রহবর,
মঙ্গলামঙ্গল শনৈশ্চর।
কত উপগ্রহ উল্কাপুঞ্জ কত,
দূর হ'তে দূরে
অচ্ছেদ্য বন্ধনে তোমা করে প্রদক্ষিণ।
ছিন্ন করি' তব
প্রেমের কৈতব
মুক্তি কামনায় যারা
ছুটাইল তাহাদের ঊর্দ্ধকেতু রথ,—
তারা যুগান্তরে—
হেরিল বিস্ময়-ভরে
সেই তোমা পানে ঘুরে এল পথ!
সকল চক্রের চক্রী,—
সব বন্ধনের কেন্দ্র তুমি।

সপ্তাশ্বযোজিত রথে
সংহৃত-সহস্ররশ্মিধর
প্রণতোঽস্মি তোমা জবাকুসুমসঙ্কাশ
দিবাকর।

নববর্ষে করো সুপ্রকাশ
বন্ধন-বন্দনা মন্ত্র।
লহ অর্ঘ্য সচন্দন সদ্য-ফোটা ফুলে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে তুমি যার মূলে।
বৃন্তের উপর সে শুকায়,
খসিয়া সে পড়ে মৃত্তিকায়,
পুনরায় ঘুরে সে মুকুলে,—
তুমি আছ এ চক্রের মূলে।
ফুলে-ফলে জীবনে মরণে
হাসি ও ক্রন্দনে
ঘুরিছে সকল চক্র তোমারি বন্ধনে,
বন্দিনী এ ধরণীর সনে।

হে সবিতা, উঠ, জাগো!
নববর্ষে তব মুখে
শুনিবারে নবতর বন্ধনের গীতা
আমিও উন্মুখ আজি।
আমি প্রতিদিন জাগি তুমি না জাগিতে,
ভোরের কাকের ডাক শ্রবণে লাগিতে।
কাল মহাবিষুব-সংক্রান্তি-দিনে
উঠেছিলে বুঝি মীনে?
আজিকে উদয় তব মেষে?
আমার যে হ'ল সারা প্রভাতী ভ্রমণ,
কখন হইবে তব
মীন হ'তে মেষে সংক্রমণ?

জানি না কোথায়
কোন্ নক্ষত্রের দেশে
বিশাখা মিলিছে চন্দ্রমায়।
জানি না সে কোন্ দুঃসাহসী
অন্তরীক্ষে পশি'
তব করে বাঁধিছে বৈশাখী রাখী।
আমি শুধু জানি,—
আমার মাঠের শেষে—
বৃদ্ধ অশ্বত্থের বলিজীর্ণ শাখে
আতাম্র নধর নব পল্লবের ফাঁকে
কাল তব হেরেছি উদয়।
আজও তারি পানে আছি চেয়ে,
বৃদ্ধ অশ্বত্থের বুক বেয়ে
দেখিব তোমার
শ্যাম পত্র হ'তে পত্রান্তরে—
নিঃশব্দ সঞ্চার।

চেয়ে আছি আর শুনিতেছি,
মনে মনে মনে গুণিতেছি—
বুকের ঘড়ির চক্রে
ঘুরে কাঁটা মিনিটে মিনিটে,
বন্ধনের প্রতিধ্বনি মর্ম্মরিয়া
সেকেণ্ডের প্রতি গিঁঠে গিঁঠে।
আজি নববর্ষ-প্রাতে, তোমার উদয় সাথে—
মিলায়ে আমার ঘড়ি
খড়ি টানি' দিয়ে যাবো আঁক,—
দুর্ভাগিনী ধরিত্রীর
মহাশূন্যে নির্ব্বন্ধ-বন্ধন-চক্রপথে—
এই হেথা নব শুভ পহেলা বৈশাখ।

স্ব-রূপ

শোনো ভাই, বঙ্গীয় প্রবুদ্ধ কবিগণ,
তোমাদেরি প্রাজ্ঞীয় এ কবির বিবরণ।
কাব্যের প্রেরণা যে রক্তেরি নেশা যে,
মাথা ঘুরে প'ড়ে মরি তারি হাই প্রেশারে।
অঙ্গের রং ছিল চিরদিনই ময়লা,
পোড় খেয়ে হ'ল খাঁটি বঙ্গের কয়লা।
জাগাতে পেটের কুলকুণ্ডলী সুপ্ত
মাথায় উঠিছে জাগি মহেন্দ্রলুপ্ত।
বাণীনিকুঞ্জে বীণা সাধিতে ও সাধিতে
দেহখানি গেল ভরি' আধিতে ও ব্যাধিতে।
ছন্দোবন্ধে চিরসুন্দরে সেবিয়াই
এত দিনে বাগিয়েছি শ্রীমুখের কী শোভাই!
অধুনা না দেখে থাকো—খুলে ধরো দর্পণ,
দু'ফোঁটা চোখের জল করো তারে অর্পণ।
তবু মনে হয় ক্ষোভ—এরি ফটো তুলায়ে
কেন না দেশের লোক রাখে ঘরে ঝুলায়ে!
বুঝেও বুঝি না—একি কবিজন-চেহারা?—
বাণীর পাল্কিবাহী বুড়ো উড়ে বেহারা!
বল্‌বে—এসব কথা দেহসর্ব্বস্ব;
কবির স্বরূপ তার অন্তরে পশ্য।
হায় হায় চর্ম্ম যে মর্ম্মেও ঢুক্‌লো,
কেশ বিনে দেহে মনে কিছু নাই শুক্ল।
ভাবি তাই—দুনিয়ার সব 'ইয়ে' ভ্রান্ত,
পাঠকে ও প্রকাশকে ঘোর চক্রান্ত!
আঙুলের ঠ্যালা-মূলে যতনা গোবর্দ্ধন
পর্ব্বত হয়ে উঠে লভি সংবর্দ্ধন।
হায় হায় দেশটা কি হ'ল সূর্য্যান্ধ!
কবি কি হ'লেই হ'ল, মেলালেই ছন্দ?

সভায় বুঝিয়ে বলি করি কূটতর্ক—
সবাই জোনাকি (মানে অহমেব অর্ক)।
বুদ্ধির সাথে ক্রমে শুদ্ধিরও হয় লোপ,
কোপ তুলে ব'সে আছি—কখন বা আসে ঝোপ।
রসোত্তীর্ণ মহা-আত্মার মহিমায়
দারাসুত পরিবার ঘেঁষে নাকো ত্রিসীমায়!
করিয়া কলমপাত ভরি যার গহ্বর
তারাই যে পুঁছল না,—কা কথা অন্যপর ?
তখন স্মরণে আসে দূর গিরিকন্দরে
মোর তরে আঁখি ঝুরে,—সেই চিরসুন্দরে।
কৃপা হয়—দেখে সব আধুনিক চ্যাংড়ায়,
তারি খোঁজে রবাহুত ভুল পথে ল্যাংড়ায়।
তখন কাব্য রচি মনের আনন্দে,
ভাবের ধোঁয়ায় করি সকালকে সন্ধ্যে।
দেহ মনে আত্মায় এহেন যে গুণধর,
সত্য কি তারি লাগি' কাঁদে চিরসুন্দর ?
ওগো চিরসুন্দর, অয়ি চিরসুন্দরী!
এবার রেহাই দাও, তোমাদের পায়ে ধরি।
মাঝে মাঝে ভাবি—করি তোমাদেরি দংশন!
এখানো উপায় আছে—দাও মোটা পেন্সন্।
তোমরা শুনলে যারা প্রবুদ্ধ কবি-ভাই,
তোমাদের কাছে শুধু দু'ফোঁটা অশ্রু চাই।

কন্যাদান

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে উথ্লে উঠে বান।
কোথায় বুঝি সাঙ্গ হ'ল তিন কন্যে দান।

তিনটি মেয়ে ঋণ শুধে যায় তিনটি কাঠা চালে,—
'বউ কথা কও' ডাকছে পাখী কনকচাঁপার ডালে।

ঝাপ্‌সা মাঠে হারিয়ে গেল অশ্রুমতির কূল্,
খেয়ার ঘাটে পড়লো খ'সে খোঁপায় গোঁজা ফুল।

ঘোমটা লেগে খসেছে ফুল নোটন্ বেণী খুলে,
সোঁতে ভেসে ঠেক্‌লো এসে ভাঙাঘাটের মূলে।

ফুলের মুখে একটি ফোঁটা চেনা মুখের হাসি,—
ধরতে গেলে ঢেউএর দোলে সোঁতে চলে ভাসি'।

ধোরো না ধোরো না ও ফুল সোঁতের বড় টান ;-
টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে—উথ্‌লে উঠে বান।

স্বরাজ সমরে

দিনে ঝোল ভাত, রাত্রে দু'খানি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি,
তাও যে বন্ধু সহিছে না পেটে, দিন রাত খোঁচাখুঁচি।
খুঁজে নিয়ে মালা ঝুলি
ত্রিসন্ধ্যা তাই শুধু হাতড়াই,—এল কি হজ্‌মিগুলি!
যত ব্যথা আছে 'কলিকের' কাছে করে সব ঘাড় নিচু,
দৈব ছাড়া এ দারুণ ব্যাধিতে নৈব উপায় কিছু।
প্রাণের ব্যথার রূপক বানাতে তুলিনি একথা ভাই,
শূলগ্রস্ত পেটের ব্যথার নাহি কূল নাহি থাই।
অসাব্যস্ত জর্জ্জর দেহে চির বুর্জোয়া পেট
দেশজোড়া এই স্বরাজ সমরে করে মোর মাথা হেঁট।
কহ হে অন্তর্যামী,
এই যন্ত্রণা বহিয়া কেমনে হই স্বাধীনতাকামী?
ধরো,—এল স্বাধীনতা ;—
ঘরে ঘরে ঘরে শুধু পেট ভ'রে উঠিবে খাবারই কথা।

যে খাবার খেয়ে হয়েছে আমার এমন যাবার দশা,
সে বিষ সবায় খাওয়াইতে চায় যত না প্রথিতযশাঃ!
আমি ত বুঝি না এ প্রচেষ্টায় মোর কী সুবিধা হবে,
স্বাধীন হইয়া কলিকে ভোগায় সেই নব গৌরবে?
সহ্য যাহার হয় না বন্ধু দু'খানি ফুল্কো লুচি
কোন্ ভরসায় গিলিবে সে হায় তাহা স্বরাজের কুচি?
আমি চ'লে যাবো, কিছুকাল পরে দেখে নিও ভাই তুমি,—
স্বাধীন কলিকে ছট্ ফট্ করে বিশাল ভারত-ভূমি।
বহু ভেবে কহি তাই—
স্বরাজের আগে ছিল প্রয়োজন কলিকের দাওয়াই।
এই স্বরাজের লাগি'
এল গেল কত কবি, বিপ্লবী, কত নিষ্কামী, ত্যাগী।
বরিল তাহারা অকুল আঁধার আলোর পর্দা তুলে,
তরিল মৃত্যু হাসিয়া ফাঁসির লছমন-ঝোলে ঝুলে।
বন্ধু তাদের নাম—
তোমার খাতায় থাকে না ত লেখা, আমরাও ভুলিলাম!
এ কাটা ঠোঁটের আগে
যে প্রশ্ন আজ উঠিছে ফুটিয়া কহিতে সরমও লাগে।
নামরূপহীন সেই প্রাণগুলি কোথায় ঠেলেছ বন্ধু?
গোপন বিচারে পার করি কারে দিলে গো সপ্তসিন্ধু?
বাংলার কবি যুগশ্লাভিয়ায় চালায় কি কল্-ঘানি?
বাঘা বিপ্লবী হ'ল কি বোমারু ইংরাজ বৈমানি?
পড়ি' তব ফট্কায়
কে সে নিষ্কামী ঘর বাঁধিয়াছে দূর কাম্‌স্কট্কায়?
দেশপ্রেমের পরম পুণ্যে এই বঙ্গেই ঘুরি'
সর্ব্বত্যাগী কে ভাগ্যবান্ লভে খান্-বাহাদুরি?
ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও, বাম হাত হ'তে ডানে,
কখন যে কারে কোথা কেন ঠ্যালো সে কথাটি কেবা জানে?
মিছে যত বিদ্রোহ,
মিথ্যা বন্ধু তোমার রাজ্যে স্বরাজ আনার মোহ।

তোমার জাহাজে বস্তাবন্দী মানবাত্মার মাল
আমদানি আর রপ্তানি-মুখে ঘুরে মরে চিরকাল।
গুদামের মাল গুদামের 'পরে মালিকানি যদি চায়,—
বস্তা বস্তা জাহাজে উঠিয়া সস্তা চালান যায়।
গুদামের ছাদ ছ্যাঁদাময় কেন? তলে ইঁদুরের গর্ত্ত!
মালিক হইয়া কেন রাখিছে না নিজ্ মেরামতি শর্ত্ত?—
মালে ও মালিকে এ অজাযুদ্ধে, এ-দাম্পত্য কলহে,
কলিক্ ভুলিয়া যদি নাহি ভিড়ি কিবা দোষ তাহে বলো হে!
এবার বন্ধু কোন্ বন্দরে আমার চালান হবে?
বৈতরণীর স্পেশ্যাল তরণী লবে কোন্ রৌরবে?—
.........বান্ধবতাময় ছন্দ টুটিয়া কি
সহসা সন্ত্রাসে ভরিবে দুটি আঁখি?
চরণ ধরি তব কাঁদিয়া মাগি লব
একের করুণায় দু'য়ের অপমান?
বোশেখী আকাশের কালো প্রতীচ্যে
আলোর শঙ্কা যে ঝিলিক্ দিচ্চে,
নেমেছে ঝোড়ো হাওয়া থেমেছে দাঁড় বাওয়া
পিছনে দ্বিধা ফেলি' উধাও তরীখান!
সকল তরণীর ওগো অতরণীয়!
সকল স্মরণের অবিস্মরণীয়!
আঁধার রাতে রাতে চলেছ সাথে সাথে
পারায়ে দিতে বুঝি মৃত্যু পারাবার।
জীবনে দিলে ভরি' বাঁধন-বিধুরতা,—
মরণে দেবে না কি মরারও স্বাধীনতা?
ডুবায়ে দিয়ে তরী যদি গো ডুবে মরি,—
শেষ কি হবে না এ-অশেষ পারাপার?
বন্ধু, মরণের বন্ধু, হে আমার
বন্ধু গো............

মায়াপাখী

ফাগুন ফুরালো গাছে গাছে ;—
কি পাখী বোশেখী শাখে
একা ব'সে আছে ?
কখনো সে গাহে কুহু,
কভু কাঁদে গেল চোখ,
কভু বা ঘু-ঘুরু ঘু-হু
ডেকে তোলে প্রেতলোক ।
কখনো ফটিক জল ফুকরায়,
কখনো ফুকর ডালে
ঠক্ ঠক্ ঠুক্‌রায় ।
বকম্ বক্ বকম্
কভু বা ধরে পেখম্,
কভু শ্যেন-আঁখি হানি'
মরণে বিঁধিতে চায় ।

বোশেখী শাখায় শাখী
ও-কোন্ ফাঁকির পাখী
ফাগুন-ফুরানো এ-অরণ্যে ?
সারা বসন্ত, মন,
করিলি কি আরাধন
হরবোলা ও-পাখীর জন্যে ?
হাতে নিয়ে জাল দড়ি
রদ্দুরে দোড়োদোড়ি—

এ-বয়সে আর কি সে পোষাবে ?
এই কাছে এই দূরে
মায়া-কণ্ঠের সুরে
আজও তোরে ওঠাবে ও বসাবে ?

ওরে ও ছন্নছাড়া
চিরকেলে পাখমারা
শেষে কি পাখীর হাতে মরবি ?
যে গান তুলিলি বেঁধে
তারি ছাঁদ পায়ে ছেঁদে
কাঁটাবনে মুখ গুঁজে পড়বি ?
শোন মোর পরামশ'—
যদি থির হয়ে বস'
আপনি হইবে হৃদয়ঙ্গম—
ও যে তোরি মরা গান
ধরেছে পাখীর ভান,
কে ধরিবে সে মায়াবিহঙ্গম ?
যত ফাল্গুনী ফাঁকি
বোশেখে কি থাকে বাকি
বুঝিতে,
ফুরাবি কি বাকি বেলা
বনে বনে হরবোলা
খুঁজিতে ?
ওরে,—ফাগুন ফুরানো গাছে গাছে
মায়াপাখী ফাঁদ পাতিয়াছে !

মালাবদল

ফিরতেছিলাম বাইসিকেলে শালগামুদে রোডে
চুকিয়ে পথের শালতামামি চৈতী চড়া রোদে।
বয়স তখন হবে বোধ হয় আটাশ উনত্রিশ,
পায়ের চাপে ঘুরছে চাকা, চলছে মুখে শিস্।
সূর্য্য তখন মাঝ গগনে, দরদরিয়ে ঘাম,—
বুড়ো ঝাউ-এর ছিন্ন ছায়ে বাইক্ থামালাম।

শুধাই তারে— বয়স কত ওগো বুড়ো ঝাউ ?
বুড়ো বলে— দেওয়ান তখন রামভদ্র শাউ ;
এ তল্লাটে কুঠির সেরা শালগামুদে কুঠি,
সাহেব সুবো পা'ক পেয়াদা সদাই ছুটোছুটি।
সেলাম দিলে স্মোয়ান সাহেব দেওয়ান হ'ল খাড়া,
মেমসাহেবের কবর ঘেঁষে লাগাও ঝাউএর চারা।
বয়স আমার কত হ'ল হিসেব করো তাই,—
বড্ড কড়া রোদ হয়েছে একটু বসো ভাই !

বুড়োর কথায় ঈষৎ হেসে বাইসিকেলে উঠে
ডাকবাংলা পৌছে গেলাম এক কদমের ছুটে।
বুড়ো তখন ছেঁড়া ছায়া জড়িয়ে কটি-মূলে
হাঁপের টানে টানছে পাঁজর ঊর্দ্ধে শাখা তুলে।
কথাটা তার ঠেলে আসা হয়নি আমার ভালো
হয়ত দেখা হবে না আর বাঁচবে কত কাল ও
তার পরেতে তিরিশ বাদল তিরিশ চৈতী রোদ,—
ভুলের তলে তলিয়ে গেছে বুড়োর অনুরোধ।
বিধিচক্রে চলেছি ফের শালগামুদে রোডে
হাতে লাঠি কাঁধে ছাতি পড়তি ভাদুই রোদে।
আমার চোখে পথ যেন আজ মরুর সরু ফালি,
ওই যে খাসা ঝাউতলাতে শীতল পাটির ডালি !
যৌবনেরি নেশায় তরু রৌদ্র করে পান,
সন্‌সনিয়ে আকাশ পানে সবুজ অভিযান !
ছাতা মুড়ে কোঁচার খুঁটে মুছে মাথার ঘাম
ছায়ায় ব'সে স্নেহের সুরে যত্নে শুধালাম—
কত বছর আছো হেথায় ওগো নবীন ঝাউ ?
তরু বলে— দেওয়ান তখন রামভদ্র শাউ—
চমকে উঠে, ছাতা খুলে ঠুকঠুকিয়ে লাঠি
এলাম ফিরে স্বাস্থ্যনিবাস মাড়িয়ে সকল মাটি।

যত ঘুমুই, একই স্বপন, এও ত বড় জ্বালা,
ঝাউএর সাথে অদল-বদল হচ্ছে গলার মালা।

প্রেম ও কবিতা

হেরি তব কৈশোর কবিতা ফুটিল মোর
দুটি ছোট পায়ে দিনু অর্ঘ্য,
প্রতিদানে—যৌবন সাথে দিলে তনু মন,
হাতে দিলে অতুলন স্বর্গ।
তোমারি প্রেমের ফুলে কবিতা গাঁথিয়া তুলে
সাজাই তোমারি প্রতি অঙ্গ,
জাগিয়া তোমায় হেরি, ঘুমাই তোমারে বেড়ি',
স্বপনেও তোমারি প্রসঙ্গ।
কত না উপদ্রব হাসি-মুখে সহো সব,
হাসে যত বন্ধু ও বৈরী।
যৌবন ভাঙি' ক্রমে দু-কূল ভাসিল প্রেমে
বরণ হৈল তার গৈরি'।
খর চঞ্চল নীর ক্রমে থির গম্ভীর,
ছন্দে রচিনু তারো বন্দন ;
নেমে নেমে স্রোতোধার থেমে আসে গান তার
জ'মে উঠে বালুকার বন্ধন।
সে বাঁধনও গানে বাঁধি' তোমারে কাঁদাই কাঁদি
যদি প্রেমে নামে নববর্ষা,
যে-ধারা বালুর তীরে বহে কিনা বহে ধীরে,—
যদি ফিরে হয় খর'পর্শা।
সে আর মোদের পারে চাহে না যে বহিবারে,
ভাঙা তট হয় না পছন্দ,
মাঝে মাঝে বলে খুলে,— ছেঁড়া সিঁথি পাকাচুলে
প্রহসন রস-সম্বন্ধ !

উদাসীন ভালবাসা ছোটখাটো ভালবাসা
খুঁজে ফিরে শহরের প্রান্তে,
পেলে মন-মতো বাড়ী মোদের এ বাসা ছাড়ি'
জীবন সে যাপিবে একান্তে।
পরাণ-অধিক গণি' করিনু মাথার মণি,
সে আজ এমনি হ'ল পর গো,
যে ঘরের আলো বায়ু দিল তারে পরমায়ু
সে ঘরে করিতে নারে ঘর গো!
ঝামেলা এড়াতে সতি তুমি নাকি সম্মতি
দিয়েছ করিতে বাসা ভিন্ন,
কিছু কিছু খোরাকির আশা পেলে সে নাকি
এখনি বাঁধন করে ছিন্ন।
একথা শুনিয়া'বধি ভাবিতেছি—ভবনদী
পারে গিয়ে খুঁজি অপবর্গ!
নব কবিতার আশে সে যদি ফিরিয়া আসে
সাদা খাতা কোরো উৎসর্গ।

কবির ছবি

ঘরের দেয়ালে টাঙানো কবির
ছবিখানি
পঁচিশে বোশেখে বাইশে শ্রাবণে
টানাটানি।
সাবধানে উঠি' নড়ব'ড়ে টুলে
গিঁঠপড়া দড়ি হুক্ হ'তে খুলে
মাকড়সার জাল ঝেড়ে ঝুড়ে তারে
পেড়ে আনি।
ভিজে ন্যাকড়ায় সাবান গুলিয়া
সাফ্ করি তার ফ্রেম্

মলিন টেবিল চাদরে মুড়িয়া
ঠেস্ দিয়ে বসালেম্।

ধূপে দীপে ফুলে সাজায়ে যতনে
ইষ্টবন্ধু ডাকি কয় জনে
গীত-উৎসবে অতি প্রীতি-মনে
পূজি বিশ্বের কবি।—
ভাখে টেবিলের ছবি।

শেষ হ'লে পূজা উঠি সাবধানে
ভাঙা টুলে
পুরানো দড়িতে নয়া গিঁঠ বাঁধি
হুকে তুলে।
দেয়ালের ছবি ফিরে সে দেয়ালে,—
মোরা খাই দাই আপন খেয়ালে,
শুক্‌নো ফুলের মালা খুলে নিতে
যাই ভুলে।

আশ্রয়হারা চকিত লূতারা
ফিরে এসে জাল বোনে,
পাশে টিক্‌টিকি ভালে বুক রাখি'
চেয়ে ভাখে একমনে।

এরি লাগি' কবি সারাটি জীবন
ক'রে গেল বুঝি স্বপ্নসীবন!
এরি তরে বরে বাইশে শ্রাবণ
পঁচিশে বোশেখী রবি!—
ভাবে দেয়ালের ছবি।

কাঁদে কিশলয়

কাঁদে কিশলয়, নব কিশলয়
পাণ্ডুপাতার পাশে,
দখিনার ঝড়ে পাছে খ'সে পড়ে,
বাঁধে তারে বাহুপাশে,—
আরে,— কাঁদে কিশলয়।

কহে কিশলয়,—এই অবেলায়
পারি কি বিদায় দিতে ?
ভবিষ্যতের তীর্থপথের
গৈরিক গোধূলিতে ?
এখনি ওপথে যেওনাকো নামি'
হে মোর অতীত, হে মম আগামী,
এখনো বৃন্তে বাঁধা আছি আমি ;
—কাঁদে কিশলয়।

চাহে কিশলয় তরুর তলায়
ঝরা পাতাদের পানে,
অঙ্গে যে তার শ্যামল-সম্ভার
ক'দিনের কেবা জানে ?
জীবনের নীলে মরণের পীতে
সেজেছে সে আজ এমন হরিতে,
সে কি শুধু বিস্মরণ বরিতে ?
—কাঁদে কিশলয়।
ভাবে কিশলয়, হেন মলয়ায়
ঈশানি পরশ লাগে
কে-নটনাথের চরণপাতের
নির্মম অনুরাগে।

কোন্ কিশোরের রাস-উল্লাস
তুলেছে এ পাতাঝরানো বাতাস ?
শ্যাম অঙ্গের খসে পীতবাস !
—কাঁদে কিশলয় !

বসে কিশলয় উদাসী বেলায়
মর্ম্মর বাতায়নে,
পাণ্ডু পাতার বৃন্তে সে তার
মর্ম্মের ধ্বনি শোনে।
কুহু কুহু যত কুহরে কোকিল,
সঘনে শিহরে গগনের নীল,
ফুটে আঁখিকোণে শিশিরের কণা ;
—কাঁদে কিশলয়।

যৌবন বঁধু অধরের মধু
মাগিছে ওষ্ঠপুটে,
ক্ষণে অক্ষণে দখিন পবনে
বুকের কাঁচুলি ছুটে।
একে একে একে জ্ব'লে উঠে দীপ,
সখীরা পড়িল জোনাকির টিপ,
পাণ্ডু পাতার মুকুর সমুখে
কাঁদে কিশলয় ;
শ্যাম-সমাকুল কুন্তল তার তুলে বাঁধে আর
কাঁদে কিশলয়।

ভোরের স্বপ্ন

স্বপন আমি দেখিনু শেষরাতে ;—
প্রথম দেখা তোমারি সাথে—
কুসুম-শয্যাতে।
কিশোরী তুমি, কাঁদিছ তুমি,
বসিয়া মম পাশে,
সজল আঁখি মেলিয়া মুখে
কিসের প্রত্যাশে!
ভাবি,—এ কোন্ সুপুরাতন
নিরতিপরিচিতা
অপরিচয়ে নূতন হয়ে—
আপন-বিস্মৃতা!

না জানি এর কী অভিমান,
কবে কী ব্যথা করেছি দান?
কুসুম-শেজে কাঁদিয়া এ যে
মিলনরাতি করিল ম্লান।
কাঁদিয়া কহি, নবীনা বধূ কেঁদো না,
জীবন-পথে প্রথম রাখী
বেদনা দিয়ে বেঁধো না।

কহিতে কথা চকিতে ঘুম ভাঙে,
আধেক খোলা জানালাপারে
পূর্ব্বাকাশ রাঙে।
পড়িল চোখে সুদূরলোকে কৃষ্ণা একাদশীর
রজনীশেষ শশীর
ক্ষয়ের বোঝা বোঝাই-দেওয়া ক্লান্ত তরীখানি
দিনের কূলে প্রভাতী তারা চ'লেছে গুন টানি'।

আব্‌ছা আলো-আঁধারি ঘরে
পুরানো খাটে বিছানা 'পরে
তুমি ও আমি রয়েছি পাশাপাশি,
ক্লিষ্ট দেহ গ্রন্থিবাতে
আবরি' লেপে শীতের রাতে
ঘুমাতেছিনু দুজনে ঠাসাঠাসি।

আমার ঘুম ভেঙেছে আগে
তোমার ভাঙে নাই,
কাতর ছিলে প্রথম রাতে
বুকের বেদনায়।
পুরানো দুটি জুড়ানো দেহ
এড়ায়ে নব-জরার স্নেহ
নূতন রূপে অচেনা হয়ে মিলিল স্বপনে,
হরিণ-চোখে হারানো প্রীতি
শরণ মাগি' হ'ল অতিথি
নিশীথ-ঘন কাননে বুঝি গহিন গোপনে।
যে-প্রেম সদা তনুর পাকে
ফেনার মতো ঘুরিতে থাকে,
রূপের চির ঘূর্ণা-কূপে সহসা ডুবে যায়,
ঘুমের আড়ে স্বপন হ'য়ে
মরণ-পারে জনম ল'য়ে
নূতন তনু পেল সে বুঝি অচেত চেতনায়!

জাগ গো এ জীবনের প্রিয়া,
ডাকিছে পাখী আশ্বাসিয়া
অস্তরবি ঘুরিয়া আসে পূবে,
নিশার শেষে কিশোরী ঊষা
রচিছে নিজ সীঁথির ভূষা
তব সীঁথির সিঁদূরে অগ্নি শুভে।

বিধির সাথে আমার বাদ,
পূর্ণ হবে তোমারি সাধ
প্রণামে নিতি উঠিছে যা জমে',
এ প্রেম-হোম-ভস্মটীকা
হবে গো মম ললাট-লিখা
স্মরণ-পারে আগামী জনমে।

মিলনকামী তুমি ও আমি বাঁধিব ফিরে' ঘর
ধরণীমাঝে নূতন সাজে নবীন বধূবর।
সূচনা তারি স্বপনে এল
স্বপনবাদী কহে,
ভোরের দেখা স্বপ্ন কভু মিথ্যা নহে নহে।
ভাবি গো শুধু মনে,
পুরানো জল দেখিনু কেন
নূতন আঁখিকোণে!

চাঁদের তরী

কৃষ্ণাতিথির নিশি-নিশুতির
চাঁদ গো!
জোছনা-উজোর ওই তরী তোর
এ আঘাটে মোর বাঁধ গো!

না পোহাতে রাতি শয়ন ত্যজিয়ে
ছেড়ে এনু ঘর দুয়ার ভেজিয়ে
অকূলে চাহিয়ে দাঁড়ানু যে আজি,—
সে বুঝি তোমারি লাগি';

যে তরণী 'পরে বিদায়ী রাত্রি
পার করে তার তারার যাত্রী,
সে তব তরীতে মরণ তরিতে
শরণ তোমার মাগি।

শুক্লা রাতির চাঁদেরই খাতির
করেছি জীবন ভোর,
তাহারি আলোকে চাঁদ-চাওয়া চোখে
অশ্রুর নাহি ওর।

অসীম আলসে ঘুমের লাসসে
কখনো দেখিনি চেয়ে,
কালো রজনীর ও-কুল আলোকি'
চলে যে এমন নেয়ে ;

সবাই ঘুমালে তুমি ওঠো জেগে,
ঘুমাও সবার জাগরণ লেগে,
ক্ষয়-ক্ষতিভরা রাতের পশরা
নামাও দিনের কূলে ;

পূর্ণিমাহারা অমাপ্রত্যাশী
কী যে অপরূপ ও-মুখের হাসি!
ধ্রুব-ধরা হাল, জ্যোছনার পাল
পূব্‌ গাঙে তরী দুলে

কত ঘাটে কত পাষাণের ঘায়
সারা গায় ক্ষয়চিহ্ন,
ভেঙে গেছে বুক, তবু চাঁদমুখ
সুধা-হাসি-উদ্ভিন্ন।

জাগে পুবে জাগরণের জোয়ারি,
হে কর্ণধার, রহ হুঁশিয়ারি,—
সকল ক্ষয়ের পরম খেয়ারী
কৃষ্ণাতিথির চাঁদ গো।
প্রভাতী তারার একতারা হাতে
দাঁড়ায়েছি কূলে তোরি ভরসাতে,
নির্ভীক নেয়ে, এসে আঘাটে-এ
বারেক তরণী বাঁধ গো।

বাসন্তী চা

সাজানো ঘর, ট্রিপয়ে ফুলদানি,
দেয়ালে ছবি, মেঝেয় গালিচা,
পিছন-ফেরা অজানা রূপখানি
পেয়ালা ছাপি' পিরিচে ঢালে চা।
দুধে-আলতা আলতো মুঠি হ'তে
আলতা-দুধে ধোঁয়ানো পানীয়,—
এ মোর মেটে গেরুয়া গেলাসেতে
করুণাময়ি, একটু দানিও।

মধুর-বেশা চায়ের নেশা,
ফুলের বুকে ফোটার তৃষা,
স্নিগ্ধ ভোরে মাঘের শেষা-কুয়াসা-ছাড়া হাই।
ধূর্জটির তপের দ্বারী—
নন্দীগিরি ত্রিশূলধারী,—
সমুচ্ছ্রিত তর্জ্জনীর শাসানি আজ নাই।
সারের পরে সার
ফুল দেওদার,
আকাশ-ঝরা, ক্লান্তিহরা বসন্তীয় চা-য়—
ফাগুন ছাপি' চৈত্র ভাসি' যায়।

পেয়ালা ছেপে পিরিচে পড়ে, পিরিচ হ'তে ট্রে,
পিপাসা কাঁপে রাঙা অধরে আয়ত নেত্রে

ভ্রূমধ্যায় আগুনে বৈশাখ,
কেৎলী-হাতে সাহারা-পারে থাক্।
সে দেশ হ'তে কে মরুপাখি
শুক্‌নো ঠোঁট বাতাসে রাখি'
'ফটিক্ জল ফটিক্ জল'—আকাশে পাড়ে হাঁক?

ভাঙনে-ভাঙা নদীর কূলে
যে-শুভ্রতা কাশের ফুলে,
প্রিয়ার কেশে অলক ছুঁলে হারায় গৌরব।
নীলেতে সাদা মেঘের ঘটা,
বুড়ো-শিবের পেকেছে জটা;
বন্ধ দ্বারে ধাক্কা মারে বকুল সৌরভ।
নারিকেল-নিকুঞ্জ-ছাওয়া
দ্বীপান্তরী সাগরী হাওয়া
ঊর্মিভাঙা দিগন্তরে মেলিয়া দিল নীলিম চাওয়া
সিনান সারি' দখিন সাগরে;
মলয়-মুখে পাঠালো বাণী
চাঁপার বনে ঘুমভাঙানী—
বোনের ভাই সাতটি চাঁপা জাগো রে জাগো রে!
কূজিছে পিক পাপিয়া অলি
কাঁটা শিমূলও খেল্‌ছে হোলি
অশোক কিংশুক—
চাহনি হিংসুক;—
ডাহিনে বামে শহরে গ্রামে ফাগুন নামে ওই;
ফুট্‌ছে কলি বনে ও টবে,
খস্‌ছে পাতা মাভৈঃ রবে,
ঝরছে ফুল—গোবিন্দায় নমঃ উড়ো খৈ।

ফাগুন এল, কি এলোমেলো জাগিল বিপ্লব,
জয়তু যত যুবতী যুবা,
ক্ষয়তু জরা ভাসা ও ডুবা,
মনে ও মনে বনে ও বনে কলহ কলরব।
প্রিয়ার কাছে প্রিয়েরা যাচে
যখন চায় মন যা,
কত না চীনা চাদানি মাঝে
পীতসাগরী ঝঞ্ঝা!
শ্বসছে বুড়ো, জাগ্‌ছে বুড়ী-প্রিয়া,
তুলছে হাই তিনটি তুড়ি দিয়া,
প্রমাই পাছে ক্ষয়,—
সেই ত বড় ভয়।

নূতন মাঝি নূতন দাঁড়ি
নবীন নায়ে জমায় পাড়ি
নবজম্পতি,
প্রেমের চুম্বক-বিধানে
আপনে ঠ্যালে পরকে টানে;—
চিলে-কোঠায় ভজন গায় কপোত-কপোতী।
মাতাল হয়ে মলয় বয়,—
মুখে ফুলের গন্ধ কয়,
ফুলদানিটা উল্টে পড়ে পিকদানির ঘাড়ে;
তিন তুড়িতে মরণ ঠেলে চলহ ভবপারে।
ছন্দ ছিঁড়ে অর্থ চিরে জীবন পোহালো,
ঢাকাই কাঁথা কবিতা গাঁথা না হয় না হল।

কে যেন এসে লুকালো ফুলদানি,
কে কোথা হ'তে গুটালো গালিচা!
সমুখে মোর পুরানো ঠাকুরাণী—
ফাটা পেয়ালা ভরিয়া খালি চা!

রান্নাঘরে কখন হ'ল ঢালা—
বাস্‌টে ছুধে কাল্‌চে পানীয় ;
চা-পান আমি ছেড়েছি বহুদিন—
বন্ধু সেটা স্মরণে আনিও।

হাতল-ভাঙা চায়ের বাটি,
তেঠেঙো কেদারা
শিবের জটা জটিলে কল-
কলিত-ত্রিধারা ;
উড়িছে ধোঁয়া ঘুরিছে ধোঁয়া
আকাশে আঁকি' গাঙ্
ভস্মাবৃত বহ্নি আর
রাংতা-মোড়া রাঙ্।
কেন যে আজ এলিয়ে যায়
সকল বাঁধনি,
হাসির হাতে দিচ্ছে তালি
বুকের কাঁদনি ?

পঞ্চারতি

ঢং ঢং ক্রাং ক্রাং ওঁ শিব শঙ্কর,
ভগ-ভগ বম্ বম্ বোম্ বিশ্বেশ্বর !
ঘণ্টা-কাংস-ঘন-পটহ-ধ্বননে
জাগো জাগো মহাশিলা প্রসন্ন আননে।
মন্দিরে মন্দিরে লহ এ আরাত্রিক,
পরমতীর্থ ওঁ ওঁ মহাযাত্রিক !
দিপ্ দিপ্ পঞ্চপ্রদীপে দীপাবর্ত্তন,
ঝিক্ ঝিক্ নভে নভে তারকার নর্ত্তন,
হিমকুজ্ঝটি-ধূপধূম্রাচ্ছন্ন
তুঙ্গ গৌরীশঙ্কর মহাশৃঙ্গ,

নিষ্কামানলে কামামল নিশ্চিহ্ন
গৌরীপট্টালিঙ্গিত শিলালিঙ্গ ;
লহ এ আরাত্রিক
ওঁ মহাযাত্রিক !
ঢং ঢং ঢং ঢং ওঁ শিবসুন্দর,
ক্রাং ক্রাং ডগ-ডগ ওঁ ভুবনেশ্বর !
মেরুসাগরের পাণিশঙ্খের বারি ওঁ,
মরু-আরবের হোমকুণ্ডায় ভারি ওঁ,
কর্পূর-কস্তুরী-দহনগন্ধধার-
ধূসরিত নীলকণ্ঠের ধূর্জ্জটাভার,
ওঁ ভালে সন্ত-বিগত অমাবস্যা,
সর্ব্ব-অঙ্গে ওঁ উমার তপস্যা,
আর্য্য-অনার্য্যের স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের
বাস্তলোলুপ, যাযাবরী অবিমৃশ্যের,
মানব-দানব-দেব সবার প্রণম্য,
রুদ্রে রৌদ্র ওঁ ওঁ সোমে সৌম্য,
প্রভাতে কুমারী-চিতে ওঁ ব্রতবন্দন
যুগলমিলনরাতে ওঁ ভুজবন্ধন,
ওঁ মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত যাজ্ঞিক,
ওঁ বৈরাগ্যের ধ্যান অপরাহ্নিক,
কণ্টকান্বিত ওঁ বিল্বপাদপমূল,
শিশির-অশ্রুস্নাত ওঁ ধুস্তুরা ফুল,
ডম্বরু ডম-ডম পিনাকের টঙ্কার,
বেণু-বীণা-মৃদঙ্গে সঙ্গীত-ঝঙ্কার,
ভাস্কর-করে ওঁ ছেদনী ও হাতুড়ি,
শিল্পীর শৈলী ও কারুময় চাতুরী,
কোটি কোটি নগ্নকটিতে ওঁ বস্ত্র,
ভুজে ভুজে ভুজে ওঁ বরাভয় অস্ত্র,
অন্নে দর্ব্বী ওঁ ভিক্ষুকে ভিক্ষা,
ওঁ গুরুগৌরব শিষ্য-সমীক্ষা,

ওঁ রস বাক্‌ছন্দিত কবিচিত্তে,
আনন্দনির্ঝর-তন্থ ওঁ নৃত্যে,
লহ এ আরাত্রিক,
ওঁ মহাযাত্রিক !

ঢং ঢং ওঁ কৈলাসচূড়া ক্রাং ক্রাং—
হিমজটাগলিত গঙ্গা-ম্যাংসিকিয়াং,
হর হর হর খর গোমুখীপ্রপাতে
ভেসে-আসা পারিজাত পরে উমা খোঁপাতে,

কন্যাকুমারী ও লবণ-সমুদ্রে
ভালে সিংহলী টীকা জপে মহারুদ্রে,
ওঁ নীলকণ্ঠের প্রশান্ত হৃদিতল
প্রবালের দ্বীপে গাঁথা হাড়মালা ঝলমল,
সপ্তসিন্ধুমুখী শত নদ নদী ওঁ,
সহস্রশাখাজটে প্রচ্ছায় বোধি ওঁ,
ওঁ যব সুমাত্রা বলী নগ-নাগময়,
ব্রহ্ম-শ্যাম ওঁ মালয় মলয়ালয়,
পূর্ব্ব-উদয়াচলে ওঁ আগ্নেয় জ্বালা,
দুর্য্যোগমেঘে ওঁ মানস-হংসমালা,
ওঁ গোবি সুবিশাল হিমে ঢাকা বৈকাল,
সুমেরু-সমুত্থিত মহাতপা ইউরাল,
কৃষ্ণ কাস্পিয়ান ককেশসী আহ্বান
ইরানী হিন্দুকুশ পামীর প্রশস্ত,
ওঁ পাপমর্দ্দন জাহ্নবী-অর্দ্দন,
আলাস্কা-প্রসারিত ওঁ শিবহস্ত,
লহ এ আরাত্রিক
ওঁ মহাযাত্রিক !

ঢং ঢং ঢং ঢং ওঁ ধূপ ওঁ দীপ,
নমো শিলামূর্ত্তয়ে জম্বুমহাদ্বীপ,
নমো শূলী শঙ্কর নমো প্রলয়ঙ্কর,
অযুত নির্ঘাতকে ক্ষমো ক্ষমাসুন্দর,

বম্ বম্ ভগ-ভগ অম্বর-পটহে
মৃত্যুঞ্জয়-জয়-ডম্বার রট হে,
মন্দিরে মন্দিরে সান্ধ্য আরাত্রিক,—
ওঁ শিব ওঁ শুভ ওঁ মহাযাত্রিক !

মনোরমা

তোমারি মাঝে কবে যে আমি হারানু তোমারে
বিজন তব গহন মনে হারানু মনোরমারে।

নিবিড় নীল ঝঞ্ঝামেঘে
খুঁজিয়া ফিরে কাতর আঁখি
কোথায় হায় মেলিয়া পাখা
মিলালো মোর সে নীল পাখী ?
ক্লান্তিহরা কণ্ঠ তার
পিয়াসী কানে পশে না আর,
চমক-হানা ধমক মাঝে
দিগন্ত মেঘান্ধকার।
গভীর অমা আঁধারতলে
হারায় স্নেহবটের ছায়া ;
রুদ্র মরু-মরীচি-ভালে
হারায় মরীচিকার মায়া,—
তেমনি আমি হারানু তোমারে,—
নিবিড় তব গহন মনে আমার মনোরমারে।

ফিরিছ আজ ছদ্মবেশে—
ভস্ম মাখি' চাঁচর কেশে,
লুলিত করি' ললিত তনু,
ত্রিবলি টানি' ললাটদেশে,

গেরুয়া করি' চীনাংশুক
রুদ্রাক্ষে ভরিয়া বুক,
উদাস করি' মায়ালু প্রাণ,
কঠিন করি' কোমল হিয়া !
ধেয়ানে তাই নয়ন বুঁজি'
তোমারি মাঝে তোমারে খুঁজি,
খেয়াল-খেলা খেলিতে বুঝি
গিয়েছে খোয়া কবির প্রিয়া।
ক্ষমো এ লীলা নিঠুরতম
ফিরায়ে দাও প্রেয়সী মম—
তোমারি সংগোপন মনে
নির্ব্বাসনে কাঁদিছে যে,
বরষা-ঘন বিরহ-ভরে
যে প্রিয়া তার কবিরে স্মরে,
বিভ্রষ্ট-বলয় করে
কবরী নাহি বাঁধিছে যে,
ফোটা ও ঝরা কদম কেয়া
বাহিছে যার দুখের খেয়া,
পূরব বায়ে স্মৃতির দেয়া
গাহিছে যার ব্যথার গান ;
তোমারি নিতি-ছন্দতলে
যাহার হৃদি পদ্মদলে
গুমরে মধু স্মরিয়া তার
ভ্রমর-মুখে মাধবী পান,
ফিরায়ে দাও সে মনোরমা যে তব মনে নির্ব্বাসিত
ডুবিয়া বিস্মরণী-নীরে মরণে আজো বরেনি সে-ত।
জানি গো জানি কবির গীতি
ঢেউএর বুকে আকাশী চাঁদ,
জানি যে তার প্রিয়ার প্রীতি
স্রোতের মুখে বালির বাঁধ।

যেতে যে হবে একা ও একা
কাহারো সাথী হব না কেহ,
যাবার আগে বারেক দেখা,—
জানি গো জানি ছলনা এহ।
তবু যে সেই দেখার তরে
ঝাপসা আঁখি ঝুরিয়া মরে
নিমেষ-হারা নিমেষ লাগি
তারকা হ'তে তারকা খুঁজি,
হাজারো বার দেখেছি যারে—
আবারও চাই দেখিতে তারে।
শেষের দেখা যদি বা থাকে
দেখার শেষ নাই গো বুঝি।

দাঁড়ানু তাই দেউলমূলে অকুল যেথা কল্লোলিছে।
পাঁজর-ভাঙা পাষাণ ঘাটে ভাঙিছে ঢেউ ঢেউ-এর পিছে,
সন্ন্যাসিনি তোমারে ঘেরি সন্ধ্যা উঠে পিঙ্গলিয়া,—
লুপ্তকারু অভ্রভেদী
দেউল,—সে কি শূন্য-বেদী ?
দুয়ার খোলো প্রদীপ জ্বালো দেখিবে কবি কবির প্রিয়া—
তোমারি মাঝে তোমারে, আর
হারানো মনোরমারে তার।

সমাধান

"যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা,—
"প্রেম ব'লে কিছু নাই,
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।"
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতনার ঝাঁজ ?

যে-হুতাশনের হুতাশে আমার শুকাইল যৌবন,
যে-পিপাসা মোর রূপ-কূপোদকে নহিল নির্ব্বাপণ,
বৈশাখী তাপে তুলসীর ঝারি,—
যে-সিনান মোরে করে মরুচারী,
যে-দাবদাহনে বাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম,—
আজ মনে হয় এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে ব'লেছিনু—নাই,
চেতনার কূলে বসি' চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই।

সেই এসেছিল মোর যৌবনে বৈরাগী বেশ ধরি',
বক্ষে তাহার বেদনার হার চক্ষে অশ্রু ভরি'!
হাতে একতারা গলা ধরা-ধরা গান গেয়ে সে যে কান্ত ;
রুক্ষ চাঁচরে ঘুরাইয়ে বাঁধা ছেঁড়া উড়ানির প্রান্ত।
ছিল না ত তার পিঠে ফুলধনু,
পীত উত্তরী-পিনদ্ধ তনু,
কোথা ফুলসাজ কোথা বীণা বেণু?—চিনিতে পারিনি তারে।
মিলিয়া পাড়ার ছেলে-মেয়েগুলা
পথে যেতে তার গায়ে দিত ধূলা ;
আউল বাউল এ কোন্ উদাসী চলেছে ভবের পারে!

আজ পথে-পথে ধূলা ঘেঁটে মরি খুঁজে তারি পদচিহ্ন
ঘাটে ঘাটে ডুবি,—যদি হাতে ঠ্যাকে তারি উত্তরী ছিন্ন।
কাঁটার আঘাতে ফোঁটায় ফোঁটায়
পথের প্রান্তে বোঁটায় বোঁটায়
রক্ত কুসুম যত ফুটেছিল কোথায় তাদের খুঁজি?
তারি চক্ষের দুটি জলধার
বক্ষে তাহার রচিল যে-হার
কোন্ নদীজলে খর স্রোত-তলে সে হার হারালো বুঝি।

চিরতরে হায় ঝঙ্কার-হারা
কোথা প'ড়ে আছে ভাঙা একতারা,

মুখর মুখের করোটির পারা কোন্ শ্মশানের কোণে ?
আজ কি কাহারো ধনুকের গুণ
জাগাতে পারে না ক্ষণিক ফাগুন ?
তড়িত-চকিত লাগাতে আগুন মূক কিংশুক বনে ?

আজও বরষার নাহি যে অন্ত,
শীত-শঙ্কিত দ্বারে হেমন্ত ;—
এ অকালে কে জাগাবে বসন্ত জীয়াতে আমার প্রেম ?
পথে পথে শুধু দিতে নিতে দুখ
আঁখি মেলে কভু দেখিনি যে-মুখ,
পেলে ক্ষণতরে বুকে টেনে তারে আর বার হারাতেম।

চিবুক ধরিয়া কহিতাম—ক্ষমো
সারা জীবনের অপরাধ মম,
সাথে সাথে ছিলে সহচর সম তবু বলেছিনু—নাই ;
বহু বিলম্বে এখন বুঝেছি—
তোমারে ঠেলিয়া তোমারে খুঁজেছি,
দূর দুর্গমে কত যে যুঝেছি যদি তব দেখা পাই।

আজ চেতনার কুজ্ঝটি-কূলে
নির্ব্বাপিত এ তব চিতামূলে
যৌবন-বেচা জরা বিনিময়ে জড়ত্ব বরিয়াছি
কুক্ষণে কহা এ মুখের কথা
এত কালে এ কপালে ফলিল তা,
প্রার্থিত সেই শেষ সমাধান আসিয়াছে কাছাকাছি।

তুমি নাই তুমি নাই তুমি নাই,—
উঠে ঢেউ পড়ে ঢেউ,—
চেতনে ও জড়ে কাঁদে গলা ধ'রে,
দরদী নাহিক কেউ।

যূথীগন্ধ

আষাঢ় রাতের আর্দ্র তিমিরে নিবিড় শীতল স্নেহ ;
যূথীগন্ধের আহ্বানে মোর পরাণ ছাড়িল দেহ।
বাতায়নতলে প্রভাতে নিতুই
রাতের বাদলে ফুটিয়া যে জুঁই
মাটিতে লুটায়—ছুঁই বা না ছুঁই, এ গন্ধ তার নয় ;
এ যে দুর্গম গহনের ঘ্রাণ
পশিলে মর্ম্মে যার আহ্বান
গেহী ছাড়ে গেহ, দেহ ছাড়ে প্রাণ না মাগিয়া পরিচয়।
পড়িয়া রহিল লঘুগুরুভার,
উড়িয়া চলিল পরাণ আমার,
মরণ-সাগরে কোথা জাগে তার অভিনব দ্বীপপুঞ্জ !
দিক্‌পারে কোথা সে নিরুদ্দেশ
তালি-তমালের নীল সমাবেশ,
পাঠালো এমন শীতল গন্ধ কোথাকার যূথীকুঞ্জ ?
এ যূথীগন্ধ জুড়ালো আমার যত-না যাতনা জ্বালা,
ছিঁড়িয়া ছড়ালো রাঙায় কালোয় রঙানো গুঞ্জামালা।
এই গন্ধেরি মন্থর স্রোতে
না জানি ভাসিয়া আসে কোথা হ'তে
যত ঝরা জুঁই মরা খদ্যোতে তারায় আকাশ ভরি'।
নৈঃশব্দের না মিলে পরশ,
দু'পাথায় কাঁপে অরূপ অরস,
শুধু গন্ধেরি সন্ধানে প্রাণ হবে কি দেহান্তরী ?
যে-যূথীকুঞ্জ পাঠালো এমন সৌরভী আহ্বান
সে-কুঞ্জতল লভিলেও প্রাণ পাবে না কি নির্ব্বাণ ?

ভাঙা-গড়া

নাচ্ ফরমাস করেছিনু ব'লে নেচেই চলবে ঠাকুর ?
দেখবে না চেয়ে পায়ের তলায় মানুষ কি মরা কুকুর ?
এক লোটা ভাঙ্ জোড়া বেলপাতা,—
এতেই তোমার বিগ্‌ড়ালো মাথা !
ষোড়শোপচারে পূজিতা প্রতিমা
ভাঙিলে লাথির ঘায় !
কিলিবিলি করে গোখ্‌রো কেউটে,
নিশ্বাসে বায়ু বিষাইয়ে উঠে,
ভূতের প্রেতের গায়ের গন্ধে
আপামরে বমি পায়।

ফিরে শবলোভী ভীরু ফেরুপাল,
ঘৃণ্য শকুনি টেনে ছেঁড়ে ছাল,
তারি মাঝে তুমি বেহুঁস বেতাল—নাচো,
খেয়াল নেই যে কে মরে কে বাঁচে, আপনি মরো কি বাঁচো !

ছিলে কত সুন্দর,
আজ, কী দশা অরুচিকর।
কে কোথা শুনেছে নাচে যদি শিব
শৃগাল শকুনি হয় উদ্‌গ্রীব ?
তোমার ভিতর এমন ইতর কোথায় লুকায়ে ছিল ?
নটনাথ তরে সাজানো আসরে ভূতনাথ দেখা দিল।

তবু ভেবেছিনু,—হোক কিছু মজা
ভৈরব যদি তুলিয়াছে ধ্বজা
না হয় নূতন গাজুনে ভঙ্গি
দু-একটা নেবো শিখে ;
কে জানিত হায় তুমি একেবারে—
মঞ্চ ভাঙিয়া লাফ দেবে ঘাড়ে !
পায়ের চাপনে কত মরে কত
পলায় দিক্ বিদিকে।

ভাঙিল আসর ছিঁড়ে' উড়ে পাল,
একহয়ে গেল আকাশ পাতাল,
কে জানিত হেন বদ্ধ মাতাল
এতকাল পূজা খায় ?
কাঁধে ফেলে মরা অন্নপূর্ণা
সারা ধরণীটা করো বিচূর্ণা,
যত জীয়ন্তে মরণ হানিলে
মরা কি জিয়ানো যায় ?

বহুদিন গত চৈত্রী গাজন,
মেঘে-মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়-শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গ'ড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।

আমাদেরি সাথে চলোগো ঠাকুর ওই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল পাথরও যেন গো ফাটে।

ভালো লাগিত না আধমরা শিব,
তা ব'লে চাহিনি ক্ষ্যাপা অতিজীব
যাহার চরণ নির্বিচারণ
ছড়ায় মরণ-ঘূর্ণা।
শঙ্কর! হও সঙ্কর্ষণ,
মাটি-ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা।

মোরা আছি সাথে, মাভৈঃ মাভৈঃ,
মনে নাই সতী হে মরণজয়ী,

মিছে ভাঙনের প্রয়োজন কই,
এল গড়নের পালা ;
মাঠে মাঠে মোরা ফলাবো ফসল,
ঘাটে ঘাটে তরী হবে চঞ্চল,
আগে বাঢ় ভাই কাঁধে হল, শিরে
কাস্তে চাঁদের ফালা।

দেবতা যখন পূজা পেয়ে পেয়ে হ'ল দানবের বাড়া,
শিব ভেঙে মোরা মানুষ গড়িব তবে ভাই পাবে ছাড়া।

শবরী

আজি মোর শুষ্ক তপোবনে
রিক্ত শাখে দুলে শেষ ফল,
বৃন্তের একান্ত ক্লান্তিভরে
না জানি কখন খসি' পড়ে,
বর্ষশেষ চৈতালির শ্বাসে
চাহিছে সে লভিতে ভূতল।
দ্বিধাভরে আশা ও নৈরাশে
বাতাসে দুলিছে শেষ ফল।

তুমি এস জীর্ণ পর্ণবাসে
এস মোর অসাধ্য-সাধন !
কত বর্ষ, কত মাস, দিন,
যৌবন জরায় হ'ল লীন,
শুকালো মুখের ফলগুলি—
দীনার সকল নিবেদন।
এপথে বারেক পথ ভুলি'
রামরূপে এস গো মরণ !

এস, ল'য়ে রাঙাপদ-ধূলি
আঁকো এ অশীতি-শুভ্র সিঁথি,
কানে কানে ডাকো নাম ধরি'
বলো—'আমি এসেছি, শবরী
সন্ধ্যা হ'ল তব তপোবনে
এ রজনী তোমারি অতিথি।'
এস ত্রস্ত ব্যাকুল চরণে
মর্ম্মরিয়া শুষ্ক বনবীথি।

আজি মোর রিক্ত তপোবনে
শেষ ফল হতেছে নিষ্ফল ;
কখন যে আসো, ভাবি তাই—
যে-আঁখি কখনো মুদি নাই
নিবে-আসা সে-আঁখির জলে
ফুটে ওঠো নব নীলোৎপল !
তুলে নাও রক্তকরতলে
আমার বনের শেষ ফল।

বাঁচা চাই

কোনো কিছুই করতে গেলে
এই দেহটার বাঁচা চাই।
হুইল পেতে ধরবে মাছ,
ফলাতে চাও লাউ-এর গাছ,
কিম্বা স্বয়ং শিবের নাচ,—
উপযুক্ত মাচা চাই।

ভূত কালের অন্ধ ঘরে বর্ত্তমানের ঘুলঘুলি,—
সেথায় খাসা বাঁধছে বাসা ভবিষ্যতের বুলবুলি;
ডিম ফুটে বেরুবে ছানা,
গজিয়ে কখন উঠবে ডানা,
ওড়ার আগে পুষতে হলে
সময়টা ঠিক আঁচা চাই;
এবং একটি খাঁচা চাই;
কারণ পাখী বাঁচা চাই।

যাত্রা শুভ করতে হ'লে পাঁজিতে দিন বাছা চাই।
আরও ভালো হবার হ'লে উত্তমাঙ্গ নাচা চাই।
বিফল যদি হ'তে চাও ত পিছনে কেউ হাঁচা চাই।
টিক্‌টিকি টিকুলে পরে

স্বাধীনতা ভুগতে হ'লেও বছর কয়েক বাঁচা চাই।
পালিয়ে যদি যেতেই হয় ত অধমাঙ্গে কাছা চাই।

ছ্যাঁচা তোয়ের করবে যদি বাঁশগুলো বেশ কাঁচা চাই;
এবং তাদের আগাগোড়া খাসা ক'রে চাঁচা চাই।

মাথা খাবার ক্ষিধে পেলেই
আছে ত সব পাড়ার ছেলেই,
জী'কো জয় আর জিন্দাবাদে নাচিয়ে দিয়ে নাচা চাই।
হাতে যদি কাজ না পাও
ধানে চালে মিশিয়ে দাও ;
তদভাবে শাস্ত্রবিধান,—গঙ্গাযাত্রী চাচা চাই।

গদ্য কবির পাকিস্তানে
পদ্য যদি প্রাণে প্রাণে
টিঁকতে চায় ত না থাক মানে
দাশুরায়ী ধাঁচা চাই ;
এখন শুধুই বাঁচা চাই।

হাসি যাদের পাচ্ছে নাকো লাগাও কোঁকে গুড়গুড়ি ;
হাসতে পারে ফরমাসে এক কবি, কিম্বা গুড়গুড়ি।
অনটনের টানে টানে
ধোঁয়া হয়ে উঠছে মানে,
মাথায় যখন টিকের আগুন পেটে হাসির ভুর্‌ভুরি।
ভাবগুলো সব এর ঘাড়ে ও পড়ছে গিয়ে হুড়্‌মুড়ি।

এদেশকে ফের হাসতে হ'লে প্রচুর লক্ষীপ্যাঁচা চাই।
বাঁচতে হ'লে হাসা চাই, আর হাসতে হ'লেও বাঁচা চাই

মুক্তি

(১৪।১৫ আগস্ট ১৯৪৭)

শুনিয়াছিনু—উদিবে তুমি তিমির-নিশি-শেষে,
সূর্য্যসম সুদূরাচলে নবীন কোন প্রাতে।
অকস্মাৎ না-চলা পথে দাঁড়ালে দ্বারে এসে
শ্রাবণ-ঢাকা অন্ধকার চতুর্দশী রাতে!

আধেক ঘুমে ডাকিয়া বলো—
খোলো গো দ্বার খোলো,
আজিকে এই অসময়েই সময় মোর হোলো।

দেখেছি ব'লে পড়ে না মনে, কেমনে তবে চিনি?
বিশ্বভরা অন্ধকার বাদল-ঝরা রাতি—
স্মরণে নাই কণ্ঠ ওই শুনেছি কোনো দিনই,
শঙ্কা জাগে এ দুর্যোগে হইতে তব সাথী।
এখনো চোখে কত যে ঘুম;
ক্লান্তিভরা দেহ,
শয়ন-কোণে স্বপন বোনে ছিন্ন যত স্নেহ।

তবুও তুমি হানিছ কর দাঁড়ায়ে মম দ্বারে;
শূন্যশশী চতুর্দশী, যায়না মুখ চেনা।
অপরিচিতে না ধরি যদি অদীপ আঁধিয়ারে
এ রাতে আর পুরানো পথে একা কি ফিরিবে না?
অরুণ-আলো সাজে যে শুধু
উষার হাসিমুখে,
নিশীথরূপে এলে কি তাই আঁধারে-কাঁদা বুকে?

দুঃখঘন শতাব্দীর অন্ধকার মাখি'
বক্ষে ধরি' অসংখ্যের অশ্রুবারিধারা
অসিত-নভোতপন নব, শ্রাবণে মুখ ঢাকি'
আপন হ'য়ে গোপন পথে দুয়ারে দিলে নাড়া।
গভীর রাতে প্রণতি সাথে
স্বীকার করি' ল'ব
সর্বসম্ভাবনাময় ও-কালো-রূপ তব।

বাছোনি তিথি, অতিথিতম, আসিতে মম দ্বারে,
আরতি-দীপ ফুলের মালা কোথা বা এত রাতে?

ব্যোমবিথার অন্ধকার বসিয়া মেঘপারে—
তোমারি তরে তারার হারে অযুত রবি গাঁথে।
কিরণ-রথে অরুণ সম
আসেনি,—নাহি ক্ষতি,
শ্রাবণ রাতে পেয়েছি আজ ব্যথার মতো ব্যথী।

অপরিচিত সুহৃদ্বর,
তোমারি কর ধরি'
বাহির হ'নু বর্ষামাথে অজানা পথোপরি।

ভাঙা আসরে

বর্ষার মেঘ দু'হাতে সরায়ে সন্থ মুছেছি আঁখি,—
এমন সময় বন্ধু, আমায় কেন করো হাঁকাহাঁকি?
নূতন করিয়া নামিতে কি হবে এই শারদীয়া আসরে?
গাহিতে আবার হবে কি সে গান, যাহা তুমি ভালবাস রে?

কূলে কূলে নদী দেয় করতালি,
ছন্দে ছন্দে ঝরিছে শেফালি,
নীল জটে বাঁধি' মেঘের রূপালি
নাচিছে শুভ্র সুন্দর।
সত্যই মিতে, সাধ হয় চিতে
সেকালের মতো নাচাতে নাচিতে,
দু'জনে মিলিয়া মালা গেঁথে দিতে
কুমুদ-কমল-কুন্দর।

পাগল হাওয়ায় ভুলে যাই ভাই,—
গলা-ভাঙাদের কোনও গান নাই,
মরিচ-মিছরি মিছে চুষে' খাই,
খুলে' বাঁধি গলাবন্ধ;

বেতো পায়ে নাচ, সে যে কি ক্ষ্যাপামি
হাড়ে-নাড়ে আজ বুঝিতেছি আমি,
অকারণ শ্রমে যত উঠি ঘামি'
পায়ে পায়ে ছিঁড়ে ছন্দ।
হয়ে যায় সব আবোল-তাবোল ডুগি-তবলার ভয়ে,
হা-হা ক'রে উঠে আপন কণ্ঠ আপনার পরাজয়ে।

জানো ত বন্ধু, জানো চিরকাল—
পাতাচাপা নয় এ পোড়া কপাল,
কত ঝাঁটালাম ফিরাইতে হাল
কাঁধ মিলাইয়া কাঁধে,
কত মরু মেরু খুঁজিলাম হায়,
যে-নটের নিতি নৃত্যের ঘায়
চিত্তে চিত্তে পদ্ম ফুটায়
সে চির-পদ্মপাদে।

হাড়ে-হাড়ে ভাই যত ঘুণ ধরে,
তত কেঁদে ডাকি সেই সুন্দরে,
ভিড় ঠেলে যাই, সাধ্য ত নাই,
উদ্দেশে তাই নমি।
ভাঙা আসরের বন্ধু আমার,
সময় মোদের হয়েছে থামার,
এবারের মতো অপরাধ যত
তুমি ক্ষমো, আমি ক্ষমি।

মরামুখ

নয়ন ভরিয়া নীরে দিলে যে কঠিন কিরে
সে হ'তে হইয়া আছি মূক ;—
"গাঁথি' গাঁথি' তব কথা রচি যদি স্তাবকতা
তবে যেন দেখি মরামুখ।"
যে ফাঁকি জীবিত মুখে সহি এলে সুখে দুখে,
সহসা কি হ'ল সে অসহ ?
শেষ হতে সেই ফাঁকি ক'দিনই বা ছিল বাকি ?
অমন কঠিন কথা কহ।

নিবিলে ঘরের বাতি মরামুখে মালা গাঁথি'
মিছা ব'সে জাগি বিভাবরী,
হয় যদি তব মুখই সে মালার ধুকধুকি
ফাঁকি কি উঠিবে তাহে ভরি ?
জীবনে যা জানো মেকি খাঁটি হবে মরিলে কি ?
মরণে কি জুড়ে ভাঙা প্রাণ ?
পড়িয়া মোদের ফাঁদে যে বাঁশী হাসে ও কাঁদে
মিছে কি শুধুই তার গান ?

খাঁটি ভালবাসা বেসে নীরবে ত মরে যে-সে,
কে গাঁথে তাদের সেই কথা ?
মিছা প্রেমও গানে বাধি' যদি হাসি যদি কাঁদি
হয়তো তা পাবে অমরতা।
সেই অমৃতের লোভই কবিরে যে করে কবি,—
প্রতিমা গড়িতে মাটি ছানা ;
সচ্ছল যৌবনে মানিতে তা মনে মনে
স্তবগানে ছিল না ত মানা।

আজ যবে মুঠা মুঠা দু'হাতে কুড়াও ঝুটা,—
মোর কাছে মাগো মোতিমালা।
নহে—হানি' মরামুখ ভেঙে দিতে চাহ বুক,
আপনি জ্বলিবে দিতে জ্বালা!

তোমারি মুখ-মুকুরে বারে বারে আসি ঘুরে
দেখিতে মিছার ছায়াছবি;
তারি ব্যথা কথা হয়ে উঠে মোর বুক ব'য়ে,—
তুমি ভাব আমি তব কবি।
ছায়া চেয়ে কাঁদে ছায়া ঘনায় মিছার মায়া,
মুকুরে না কর অপরাধী,
মরে মুখ, থাকে গান, রাখিতে মুখের মান
মিছা কুড়াইয়া গান বাঁধি।

ক'টা দিন আরও সহ শপথি ফিরায়ে লহ,
ব্যথা গাঁথা স্তাবকতা নয়,
একদিন ভাঙা বুকে জীবিত ও মরামুখে—
হবে ত আঁধার বিনিময়।
সেই মহাক্ষণ লাগি' জেগে রহ রে অভাগী
অনিমিখ করিয়া নয়ন;
চাহি ও-মুকুর পানে আমি ভুলে থাকি গানে
ছায়াবাজি রহে যত ক্ষণ।

চির-চাকরি

যখন, এইখানে আর চাকরি আমার থাকবে না,
যতই করি এরা আমায় রাখবে না,
নিঃক্ষমতার কলম ঝেড়ে
উঠব হিসাব নিকাশ সেরে,

সে কলম আর এদের কালি মাখবে না ;
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
বিস্মরণের পথের বাঁকে
নাই-বা পিছু ডাক্‌লে।

যখন, ঝরবে বাদল খোড়ো বাসার খড়গুলায়,
রাজপ্রাসাদের রংফলানো ঘরগুলায়,—
সোনাজলের বন্যামুখে
জাগবে ভাঙন্ বাঁধের বুকে,
সবুজ ফসল ডুববে দূরের চরগুলায় ;
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
বিস্মরণের পথের বাঁকে
নাই-বা পিছু ডাকলে।

তখন, এমনি ক'রেই গাঁথবে বাড়ী মিস্তিরি,
ভিতর ফাঁকি বাইরে চূণের ইস্তিরি,
পথের মজুর ভাঙবে পাথর,
চলবে খেটে ছুতোর মেথর,
ঠিকেদারের মিলবে সঠিক দস্তুরি ;
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
বিস্মরণের পথের বাঁকে
নাই-বা পিছু ডাকলে।

তখন, কে বলে গো সেই আফিসে নেই আমি ?
সব সফরে মরবে ঘুরে এই-আমি।
সেই আসনে আসীন রহি'
নূতন নামে করবো সহি,
আসব যাব মাইনে নেব সেই-আমি
আমায় তখন নাই-বা মনে রাখলে,
বিস্মরণের পথের বাঁকে
নাই-বা পিছু ডাকলে।

আলো আঁধার

দিনের শেষে দিক্-সীমায়
দীপ্ত রবি নিবিয়া যায়
রাতের তারা তখনো আভাহীন ;—
ধরার কোণে আমার ঘরে
জ্বলেছে নিতি তোমার করে
সন্ধ্যাদীপ স্নিগ্ধ অমলিন।
তোমারি জ্বালা সে দীপালোকে
নিত্য সাঁঝে মুগ্ধ চোখে
দেখেছি তব পাতানো সংসার,
খুঁটি ও নাটি ছোট ও বড়
যা কিছু সব হয়েছে জড়ো—
আলোর পাশে কাঁপিছে ছায়া তার।

তাহার মাঝে কর্ম্মরত
ফিরিছ পালি' লালন ব্রত,
সকল-দুখ-সহন সুখে হৃদয়খানি ঢালে!
তোমারি জ্বালা প্রদীপে মোর
আঁধার ঘর আলো।
সবার শেষে গভীর রাতে
শোবার ঘরে তোমারি হাতে
নিবেছে নিতি নিশীথ-দীপ মম
কখনো কেশগন্ধভারে
কভু কাঁকন-ঝনৎকারে
অন্ধকার করেছ সুধাসম।

তোমারি দেওয়া অন্ধকার
আঁজল ভরি' বারংবার
পিপাসাতুর করেছি আমি পান ;

তাহারি হিম-পরশ স্নেহে
দিনের দাহদগ্ধ দেহে
নিত্য আমি করেছি সুখস্নান।
চিত্তঘটে তীর্থবারি
ভরেছি সেই অন্ধকারই
বাহিরে বহি গিয়েছে বাকি রাত ;
ভোরের আলো মেলিয়া ডানা
দুয়ারে যবে দিয়েছে হানা
করেছি মানা জুড়িয়া দু'টি হাত।

তোমারি আলো আলোকতম,
আঁধার তব কুসুমকম,—
চিত্তে মম শঙ্কা নাহি আর।
প্রদীপে যদি প্রদীপ জ্বলে
আঁধারে তবে আঁধার ফলে,
জীবন হ'তে মরণ নহে ভার।
দ্বিপ্রহরে উর্দ্ধপানে
চাহিয়া পূজি বিবস্বানে
তুলিয়া ধরি তোমারি জ্বালা
প্রদীপে ভরা ডালা,
নিশীথে অমা-তিমির পাতি'
তোমারি তোলা আঁধার গাঁথি'
শ্মশান-কালী পূজিতে রচি অপরাজিতা মালা।

স্নেহ-ভিখারী

আমার বুকের স্নেহ না ফুরাতে ফুরালো তোমার ক্ষুধা,
তোমারি ফিরানো সে-স্নেহ আমার ভিখ মাগে এ বসুধা

নীলগিরিমালা দিগন্তচারী
কে জানিত মোর স্নেহের ভিখারী ?
যাচে নদ-নদী গদগদ-বারি তোমারি প্রাসাদী সুধা।

অসংখ্য তারা দ্বিধাভরে চায়
এ স্নেহের কণা কে পায় না পায় ;
বনের কুসুম গন্ধ বাড়ায়ে দাঁড়ায় আমার দ্বারে,
কাঙাল কণ্ঠে কুণ্ঠিত পিক যাচে স্নেহ বারে বারে !

মাটি দিয়ে গড়া বুকের কটোরা,—কতটুকু স্নেহ ধরে,
তোমার ক্ষুধাই মিটিবে না তাই রাখিনু তোমারি তরে।
বঞ্চিত আমি করিনু সবারে,
ফিরে না চাহিনু কারা এল দ্বারে,
সাধিয়া যাচিয়া তোমারি অধরে ধরিলাম মৃৎপাত্র ;
শেষ হ'লে তবে নিঃশেষে পান
মাটির কটোরি হবে খান খান,—
এই আশা ধরি' তোমা সাথী করি' জাগিলাম অমারাত্র।

শেষ রাতে তুমি কহিলে সহসা বন্ধু, চাহিনা আর ;
না ফুরাতে কথা—শিথিল অধর,
এলায়িত মাথা শিথানের 'পর,
অসীম তৃপ্তি লিপ্ত ললাটে, নয়নে ঘুমের ভার।

চাহিয়া দেখিনু মাটির কটোরা
তোমার প্রসাদী স্নেহ আধভরা।
না পোহাতে রাতি আসে ভিড়-করা স্নেহভিখারীর দল।
আকাশের তারা বাড়ায়েছে কর
দূরে নীলগিরি ফেলে নির্ঝর,
সুরভি পবন বন উপবন মর্ম্মর-চঞ্চল।

তুমি ঘুমাইছ, আমি ব'সে ভাবি,—
কারে রাখি' কার মিটাব যে দাবি ?
স্নেহ বাঁটিবার দুর্ভর ভার আমারে কি আর সাজে ?
তোমারি অধরবিচ্যুত স্নেহ ব্যথা হয়ে বুকে বাজে।

উদিলে তপন ভরিবে ভুবন বুভুক্ষু কলরবে,—
নূতন ক্ষুধায় সহসা জাগিয়া
বাকিটুকু যদি লহ গো মাগিয়া
তব কল্যাণে হে কল্যাণীয়া বেঁচে যাই আমি তবে।
তোমা হ'তে হয়ে নিঃস্ব
এবারের মতো ফাঁকি দিয়ে যাই ক্ষুধাতুর সারা বিশ্ব।

সমাপ্তি

মরমীয়া বন্ধুর মরুময় সন্ধান ;—
ছুটোছুটি কেটে গেল চৌপর দিনমান।
ঘনাইল ত্রিযামা যামিনী অমাবস্যা,
আকাশে অসংখ্য অসূর্যম্পশ্যা।
ঝিকিমিকি তারা-ভরা ডুব্-জলে নাবছি,
এ শেষ জলাঞ্জলি কে ধরবে ভাবছি।
গঙ্গে যমুনে গোদাবরী হে সরস্বতী
তোমাদেরি স্রোতে পূত করো এ স্রোতস্বতী,
সিন্ধু কাবেরী ও নর্মদা তাপ্তী,
স্নাতকে দেহ গো আজি স্নিগ্ধ সমাপ্তি।

নিশান্তিকা

গন্ধধারা

ফুলের গন্ধ বাজে মোর বুকে,—
বন্ধু, তোমারে ক'য়েছি আগে ;
এখন গন্ধ মন্দ লাগে না,
ফুলের গন্ধ ভালোই লাগে।
এখন বোশেখে প্রতি ভোরবেলা
যতনে চয়িতু মল্লিকা বেলা
চাঁপা চামেলীর নানান্ ঝামেলা
কবির টেবিলে নিত্য,
ফুলদানি ডিসে কত ফিস্‌ফাস্,
চাপা অধরের কাঁপা উল্লাস,
গন্ধে ভরিয়া ঘরের বাতাস
ম' ম' করে মম চিত্ত।

দুধের পেয়ালা সদ্যস্ফুট,
হৈয়ঙ্গবীনমাখা বিস্কুট,
মক্ষিকা আসি জুড়ে করপুট,
রসনাসরস ঘ্রাণে ;
কুহুরবে দিক্ করে চম্‌চম্
শব্দে গন্ধে প্রাণ ছম্‌ছম্
এত দিনে হয় হৃদয়ঙ্গম
দেহধারণের মানে।
গোলাপে কমলে ডাঁটায় ডাঁটায়
যে ব্যথা শিহরে কাঁটায় কাঁটায়,
সেই ব্যথা ফুটে পাপড়ির পুটে,
হ'য়ে ওঠে সৌরভ,

কোমল বুকের যা-কিছু বেদন,
গন্ধ যে তারি মূক নিবেদন,—
সারা যৌবন দিয়ে তা বন্ধু,
করেছিনু অনুভব।
ফুলের গন্ধ শূলের মতন
বিঁধিত যে মোর দিল্—
আজ বুঝিয়াছি সেটা শুধু, সুখে
থাকিতে ভূতের কিল।
যে-সুখ বেলি ও চামেলি গন্ধে,
অবশ করিছে এ নাসারন্ধ্রে,
যে-সুখ কাঁপিছে এ মোর ছন্দে—
তা যদি মিথ্যা হয়,
যে দুঃখ তবে হৃদয়ে হৃদয়ে
তুষানল সম ধোঁয়াইয়া দহে,
যে-দুখ বীণার ছেঁড়া তার বহে,
কেন তা মিথ্যা নয়?
দুঁহু কোড়ে কেঁদে গেল যৌবন,
কাঁদে আজ জরা-জড়ানো জীবন,
কাঁদিয়া অন্ধ করিনু নয়ন,
কি ফল লভিনু তাহে?
যাবার বেলায় তাই ফুল আনি,
যতনে সাজাই ভাঙা ফুলদানি,
মহাতৃষাতুর এ মহাপ্রাণী,
রসের পেয়ালা চাহে।

পৌষ-শয়ন-সুখে

পৌষ-শয়ন-সুখে—
পালঙ্কে কৌতুকে
নিদ্ যাই,—নিশি নিস্তব্ধ ;–
সহসা দূর-শ্রুত
দিগ্ বলয়-চ্যুত
অশ্রুপ্লুত একি শব্দ !

পল অনুপল গণি'
নিকট হতেছে ধ্বনি,
প্রহর কাঁপিছে থরথরিয়া,
সংশয় শঙ্কায়
সচকিত মন ধায়
ধ্বনির প্রতিধ্বনি ধরিয়া।

লৌহ বর্ম্মচারী
আসিছে ছুটোর গাড়ী।
বাষ্পরুদ্ধ তারি আর্ত্তি ;
বুকে বহি' ঘরছাড়া
রাতের শয়ন-হারা
আঁধার পথের বাঁধা যাত্রী !

জেগে বসে গিরি বন
উচাটন উন্মন
ধ্বনিত তেপান্তরী তিমিরে,
তপ্ত শয়ন ছাড়ি'
সুপ্তি দিল যে পাড়ি
শিশির-সজল শীত সমীরে।

কালের ঝর্‌নাতলে
কলস নামায়ে রাখি'
নিশীথিনী কালো মেয়ে
হ'ল সে আনমনা কি ?
উপচি' যায় যে তার কলসী ;—
উজ্জ্বল কল-কল—
কলিত ধ্বনির ধারা
কালো কলসের গায়ে
গড়ায় বিরামহারা
ফেনায় পুঞ্জতারা ঝলসি'।

প্রসারিত ছায়াপথে
কে আসিছে মায়ারথে ?
সে আছে তাহারি পথ চাহিয়া,
জলভরণের ছলে
এসেছে নিঝর তলে
উপলকীর্ণ পথ বাহিয়া।

সহসা শুনিল ধনী
অদূরে বাঁশীর ধ্বনি,
চমকি' কলসী তুলে কক্ষে,
নিকটে আসিল দূর
কাঁপে হিয়া দুরুদুর,
কাঁচুলি কাঁপিয়া বসে বক্ষে।

দুর্গমে দিয়ে পাড়ি
থামিল দুটোর গাড়ী,
নামিল উঠিল কত যাত্রী।
কালো মেয়ে যারে চায়
সে তো নামিল না হায়,
গগনে গড়ায়ে যায় রাত্রি।

ফিরিবার পথে ঢালি'
ভরা ঘট করে খালি,
তারি ধ্বনি শুনি সুখ-শয়নে।
এ শীতে শয্যাহারা
পথের পথিক যারা
তাদের সুপ্তি লাগে নয়নে।

যে অভিমানিনী মেয়ে
ফিরে গেল চেয়ে চেয়ে—
ধ্বনির ঝর্‌নাপথ ধরিয়া,
স্মরিয়া তাহারি মুখ
ভরিয়া উঠিছে বুক
পৌষ শয়ন-সুখ হরিয়া।

পৌষ : ১৩৫৪

হে রাম

বনের বানর পাইয়া হে রাম
দিলে প্রার্থিত বর,—
প্রতিশোধ তরে পিতৃঘাতীরে
বধিবে ব্যাধের শর।

তুমি এলে যেই শ্যামসুন্দর,
মানুষে করিলে ব্যাধ
মৃত্যুশায়ক হানি' সে গোপনে
পুরাল পাশব সাধ।

ছুটে এলে পাশে সে কী দেখিল সে!—
ধুলায় লুটাও রাম,

বাণ-বেঁধা বুক হাসিমাখা মুখ,
বলে গেলে—'ক্ষমিলাম।'

না চাহিতে রাম, দিয়ে গেলে বর—
ব্যাধের স্বর্গবাস
মানুষ বুঝিল স্বর্গ এ নয়—
এ তার সর্ব্বনাশ।

কত কাল কেটে গেছে তারপর :
স্বর্গে মেলেনি সুখ
ধ্যান করে নর বাণ-বেঁধা বুকে
সেই হাসিমাখা মুখ।

কত মুনি ঋষি সন্ন্যাসী ক্রুশী,
কত তপ কত তাপ,—
মানুষের শরে নারায়ণ মরে ;
খণ্ডে না এই পাপ।

কোথা আছে সেই মরা নারায়ণ,
মানুষ খুঁজিয়া ফিরে ;—
সূর্য্যে না সোমে পাষাণে কি ব্যোমে
গির্জায় মন্দিরে।

এল কি রে দিন ধুয়ে মুছে দিতে
সেদিনের অপরাধ,
মানুষের মহাপরীক্ষা তরে
ভগবান হ'ল ব্যাধ ?

বাণ-বেঁধা বুকে হাসিমাখা মুখে
সে শুধু 'হে রাম' বলি'

সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণমি'
ধূলায় পড়িল ঢলি' !

এ নহে পুরাণ, এ নহে কাহিনী,
মিছে নয় এক তিলও,—
একের আঘাতে বিশ্বের লোক
'উহু' বলে চমকিল।

কেঁদ না কেঁদ না যুগের মানুষ
আজ বড় শুভদিন,
তোমারি ভাগ্যে হ'ল পরিশোধ
চির ভগবৎ-ঋণ।

এবার ত আর নহে অবতার
ঠাকুরের লীলা নয়,
মাটির মানুষ মানুষেরি প্রেমে
হ'ল মৃত্যুঞ্জয়।

সর্ব্বযুগের সব মানবের
তপোঘন মুরতি সে
ডাক দিয়ে বলে দেবতার চেয়ে—
তুমি আমি কম কিসে ?

যুগযুগান্ত মানব-সাধনা
এ যুগে পূর্ণকাম,
চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম মোরা
ব্যাধও ব্যাধ নয় :—রাম।

ইলাবাস

এক বোঁটায় দুটি কুঁড়ি,—
ইলা আর লীলা,
মিতার দুটি মেয়ে।
চোখে মুখে তখনও প্রভাতী শিশির
ঝিক্‌মিক্ করছে ;—
ঝ'রে পড়ল ইলা।
মিতানি কাঁদে,
মিতা কাঁদে আর কবিতা লেখে ;
আমায় শুধায়—
মিতে,
কেমন করে ইলাকে ফেরাবো ?
আমি বলি—
যে গেছে তাকে আর ফেরাতে চেয়ো না।
মিতা বলে—না ;
নূতন বাড়ীর পাকা গেটে
পাথর কেটে বসাব—ইলাকে,
আমার নূতন বাসবাড়ীর নাম হবে—
ইলাবাস।

আঙিনায়
বেল জুঁই চামেলির ঝাড়ে ঝাড়ে—
হাজার কুঁড়ি ধরবে,
আর ফুল হ'য়ে ফুটবে—প্রতিদিন।
আমি বললাম—বেশ।
তাই হ'ল,
ইলাবাসে কত কুঁড়ি, কত ফুল।
তারি মাঝে লীলা ফুটে উঠে'
ঠিক দু'পুরে পড়ল ঝ'রে।

আবার কাঁদে মিতানি,
কাঁদে মিতা
ইলাবাসে ব'সে লীলার জন্য।

বেলা প'ড়ে এল ;
মিতানি হঠাৎ বলে উঠল—
যাই তাদের ফিরিয়ে আনি।
সেই যে গেল, আর ফিরল না।
ইলাবাসে ব'সে মিতা এবার কাঁদে
একা একা।
কাঁদে আর কবিতা লেখে।
দারুণ দুর্য্যোগ দিনান্তের—
আসন্ন সন্ধ্যান্ধকার!
সহসা বেরিয়ে পড়ল মিতাও,
ইলার খোঁজে
লীলার খোঁজে
মিতানির খোঁজে।
এবার যখন গেলাম ইলাবাসে,
মিতার সঙ্গে দেখা হ'ল না ;
দেখে এলাম—
বেলি চামেলীর ঝাড়ে ঝাড়ে কাঁদছে
আগামী বসন্তের নূতন কুঁড়ি,
আর, ইলাবাসের পাকা গেটে—
শিলাসনে কাঁদছে—ইলা!
দু'গেট বেয়ে ঝরছে—
কত কত বিগত বর্ষার
ঝরা জুঁই।

প্যাথিবিভ্রাট

"সনাতন সার্ব্বভৌমের একমাত্র কন্যা ভারতী ;
সারা পল্লীর দুলালী সে,
তারই হ'ল সঙ্কটাপন্ন পীড়া।
পাড়াতেই থাকেন—দুঃখহরণ আয়ুর্ব্বেদরত্ন মহাভিষকৃশাস্ত্রী,
তিনিই নিলেন চিকিৎসার ভার।
তাইতো,—সুষুম্না পিঙ্গলা ঈড়া
ত্রিনাড়ী আশ্রয় করে ত্রিদোষজ পীড়া!
চলতে লাগল দীর্ঘদিন যথাশাস্ত্র চিকিৎসা।
বটিকা চূর্ণ কষায় আসব
ইত্যাদি সব বিবিধ মহৌষধি।
কিন্তু রোগের মেলে না অবধি,
সে নিত্য চলে বেড়ে।
শাস্ত্রী বললেন,—আছে বটে—
চরকে সুশ্রুতে বাগ্‌ভটে
অসাধ্য ব্যাধিরও শাস্ত্রীয় ঔষধ।
উপস্থিত অবস্থায় প্রয়োজন—ক'টি নপুংসক ছাগ
আর যথাবিধানে করতে হবে তাদের বধ।
তারপর যা যা কর্ত্তব্য
সে সব আমিই করব,
তোমরা কেবল
কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রে
উত্তরাস্য হ'য়ে, স্বামীস্ত্রী একত্রে,
পদ্মপত্রে যে জল
করছে সদাই টলমল,
সেই জল করবে সংগ্রহ ;
সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে—কন্যার জন্মগ্রহ,
মিলিয়ে নিয়ে রাশি গণ
যথাযথ শান্তিস্বস্ত্যয়ন সাঙ্গ করে,

ত্রিকটু ত্রিফলা পঞ্চতিক্ত দশমূল
শালপানি বেড়েলা ইত্যাদি
সত্ত্বতোলা চৌষট্টি মশলাযোগে
পরম শুদ্ধাচারে,
যে মহাভেষজ হবে প্রস্তুত,
তাতেই হবে সুফল ;
আর সে ফল হবে—অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত !

এত দিন রোগী টিঁকবে কিনা
সে সন্দেহ স্বতই উঠল সনাতনের মনে।
ডাকলেন তিনি বিলাতীডিগ্রিধারী
পশ্চিমপাড়ার ডাক্তার মিস্টার গন্‌কে।
কব্‌রেজ মশাই সুতরাং গেলেন চটে ;
মনে মনে বললেন—বটে !
তবে পাড়াপড়শী, আত্মীয়তার স্থান,
আসেন, নাড়ী দেখে যান।

চিকিৎসা করছেন ডাক্তার গন্‌।
খাঁটি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা,—
মলমূত্র রক্তপরীক্ষান্তে
রোগটা যখন পারা গেল জানতে,
চলতে লাগল—
নানা ঔষধ প্রলেপ পট্টি বিবিধ ইন্‌জেকশন।
কিন্তু রোগ গেল এমনই বেড়ে
যে রোগীর ধাতই এল ছেড়ে।
গন্‌ বললেন—হার্টের যা অবস্থা, তাতে
যে ট্যাবলেটে হবে সুনিশ্চিত ফল,
এক ক্যালিফর্নিয়া আর মস্কৌতে
তার আছে দুটি কল্।

এখানকার আমদানী বা প্রস্তুতী দাওয়াই
বিশ্বাস হয় না ছাই।
ক্যালিফর্নিয়া বা মস্কো থেকেই আনা চাই।
যদি হন রাজী—
এরোপ্লেনের ব্যবস্থা ইত্যাদি
সব করতে পারি আজই।

অত টাকাই বা কোথায়?
আর এমন অবস্থায়
অত দেরি সইবে কিনা রোগীর
স্বতই সন্দেহ হ'ল সনাতনের মনে।
নিরুপায় হ'য়ে ডাকলেন
ভিন্নপাড়ার হোমিওপ্যাথ একজনে।
ডাক্তার গন্ গেলেন খুবই চটে,
মনে মনে বললেন—বটে!
তবে খবরাখবর নিয়ে থাকেন,
মেয়েটার আর কত দেরি
জনে জনে শুধিয়ে দ্যাখেন।

বন্ধ হ'ল রঙিন্ দাওয়াই প্রলেপ ইন্‌জেক্‌শন্,
চলতে লাগলো সূক্ষ্মশক্তি উচ্চ ডাইলিউশন্
তুচ্ছ খাঁটি জল।
তাতেই কিন্তু মনে হ'ল
একটু আধটু ফল।
শুনে, কবিরাজ উঠেন হেসে, ডাক্তার করেন ব্যঙ্গ,—
এই রোগেতে হোমিওপ্যাথি।
হায় রে কপাল,
হাতে ঠেলবে হাতী?
যে কারণেই হোক্—
শেষে হাতী কিন্তু নড়ে।

হপ্তাখানেক পরে রোগীর নাড়ী এল ফিরে,
প্রলাপ থেমে জ্ঞানের কথাই কয় ;—
পাড়াসুদ্ধ সবাই বলে—
হোমিওপ্যাথির জয় !

এরই কদিন পরে আমি এলাম গ্রামে ফিরে।
সকল কথা শুনে দেখতে গেলাম ভারতীরে।
শীর্ণশ্রী শক্তিহারা দেহ
সদ্য ফিরে-পাওয়া প্রাণের টাটকা হাসিটুকু
জাগায় বুকে সশঙ্কিত স্নেহ।
মনে হ'ল,—
কী বাঁচাটাই বেঁচে গেছে এবার—
এখন শুধু প্রয়োজন এর,
সুপথ্যের, আর অক্লান্ত সেবার।

বাড়ী ফিরতে পথে হ'ল দেখা,
গঙ্গাস্নান সেরে
মহাভিষক্‌শাস্ত্রী ফিরে আসছেন একা।
কথা উঠল ভারতীর ;—
বেঁচেছে না ছাই !
মকরধ্বজ দেওয়া ছিল,—তাই।
মাসখানেক বড় জোর,
তারপরেই দেখতে পাবে
কী যে ঘটে ওর।

নাড়ীতে জ্বর লেগেই আছে ;
ভায়া, নাড়ী বোঝা চাই ;
ইনি উনি যিনিই হ'ন না
নাড়ীজ্ঞান তো নাই।

নমস্কার ক'রে যাচ্ছি চলে :
দেখি—চলেছেন ডাক্তার গন্
জরুরী এক কলে।
আমায় দেখে বললেন—কবে এলেন ?
সনাতনের মেয়ের কথা বোধহয় শুনেছেন।
আহা, কোয়াক্ ডেকে মেয়েটাকে মেরে ফেললে ওরা !
আমি ত সব দেখছি আগাগোড়া,—
ভিটামিনের অভাব ওর শুকিয়ে দিলে টিস্থ ;
এখন যত পিপু এবং ফিস্থ,
বলছে,—মেয়ের রোগ গিয়েছে সেরে !
ফুঃ,—গেছেই যদি সেরে
এক হপ্তার উপর হ'ল
ভাত খাচ্ছে, দুধ খাচ্ছে,
উঠল না কই ঝেড়ে ?
সেই যে গোড়ায় দেওয়া ছিল ডি. ডি. ইন্‌জেকশন্,
তাই এখনো টিঁকে আছে,
কিন্তু,—কতক্ষণ ?

ঘরে ফিরে উঠল মনে নানা কথার ঢেউ,
মেয়েটা যে বেঁচে আছে, হয়ত বেঁচে গেছে,
কি কবিরাজ, কি ডাক্তার ; খুশি নয়কো কেউ
দুজনাতেই চাইছে ওরা বাক্যকায়মনে
হোমিওপ্যাথির বাঁচা রুগী
মরবে কতক্ষণে।

সুপ্তিলোক

স্বপনে দুঃস্বপ্ন ভাঙি'
কাঁদিয়া উঠি' কহিনু আমি—
স্বপ্ন তবে সত্য ? তুমি নাই !
বুলায়ে হাত সান্ত্বনিয়া
গভীর স্নেহে কহিলে প্রিয়া,—
ছি ছি ছি, অত অধীর হ'তে নাই।
বক্ষে মুখ লুকায়ে কহি—
কেমনে বল শান্ত রহি ?
তোমারে শেষে হারাতে যদি হ'লো !
অসহ মম এ জাগরণ,
কর গো এরে দুঃস্বপন,
ও-মুখ হ'তে নাই-এর ঢাকা খোলো।
ঘামিয়া ওঠা ললাট'পরে
আঁকিয়া স্নেহ ওষ্ঠাধরে
কহিলে তবে এবার আমি যাই ;
পরম সেই পরশ-ঘায়
চমকি' ঘুম ভাঙিয়া যায় ;
দেখিনু—আছ, যদিও পাশে নাই।
স্বস্তিভরে দুর্গা স্মরি'
উঠিয়া বসি শয্যা'পরি,
পড়িল মনে গিয়াছ তুমি দূরে ;
চলিয়া গেছ—কদিন পরে
আসিবে ফিরি' আপন ঘরে
শৈশবের স্বজন-ঘর ঘুরে।
সহসা বুকে শঙ্কা জাগে—
স্বপ্ন, যেটা ভাঙিল আগে,
সেটা না এটা সত্য ? কেবা জানে ?

অঘোর যার ঘুমের গাঙে
স্বপন-মাঝে স্বপন ভাঙে
জাগার তার কী আছে হায় মানে।
এই যে গিয়ে ঘুরিয়া আসা
এ বাসা হ'তে আরেক বাসা
যেমন ভাবে গিয়েছ তুমি মম।
এ দেহে কিবা বিদেহে হোক্
সবই কি নয় সুপ্তিলোক ?
স্বপন-মাঝে স্বপন-ভাঙা সম ?
শ্রাবণ-নিশি স্বপনে দেখে—
কৃষ্ণাশশী অরুণ মেখে
ধূসর হয়ে উষায় মিশে যায়।
চলন্ত মেঘান্তরালে
জড়ায়ে পাখা জ্যোছনাজালে
কাতর চাঁদ উপায় নাহি পায়।
অগণ-দুঃস্বপন-ছাওয়া,
ঘুরিয়া আসে ঘুমের হাওয়া,
শূন্য শেজে নয়ন আসে বুঁজে ?
স্বপন হ'তে স্বপনে যাই,
তোমারি কাছে তোমারে চাই।
'নাই'-এর মাঝে 'থাকা'রে মরি খুঁজে।
সত্য হও সত্য হও,
তুমি ত শুধু স্বপনই নও,
তপনরূপে ভাঙাও মম সুপ্তি ;
দীপ্ত তব কিরণ লেগে,
জাগুক্ বেলা শ্রাবণ-মেঘে,
লাগুক্ মুখে আলোকময়ী মুক্তি।

গোটা কয়েক টাকা

মাসিক আরও গোটা কয়েক
টাকার অভাবে
তিতো ক'রে দিলাম প্রিয়ার
অমন মিঠে স্বভাবে।

দুঃখ আমার কোথায় ফেলি ?
বাগানভরা জুঁই চামেলী
পয়সাভাবে ফেলছে ঢাকি',
বিম্বাধরের তেলাকুচো ;

কামিনীর কেয়ারি-ঝাড়ে
বনের উচ্ছে লতিয়ে বাড়ে
সহকারের মাধবী আজ
নিমগাছে হ'ল গুলুঞ্চ।

শিউলি ফুলের গোড়ে গাঁথা
স্থগিত রেখে বর্ত্তমানে
চলছে দাওয়াই শিউলিপাতা-
ছেঁচা রসের অনুপানে।

আছে বটে মধুর ছিটে,
তিতো তাহে হয় কি মিঠে ?
নাটার ডাঁটার সুখ্ তানিতে
যে সুখ তা রসনাই জানে

এক টাকারও ঘাটতি পূরণ
হয় না করলে হৃদয়-ফুরণ ;



একটি চিঁড়েও ভেজে না হায়
লক্ষ কথায় জল-অভাবে।

থুতু দিয়ে ছাতুমলা
আড়িয়ে শুধুই যায় যে গলা
উগরে তারে ফেলতে নারি,
ভিতর দিকেও কই বা নাবে?

সন্দেহ নেই সেই প্রয়াসেই
এবারকার এই প্রাণটা যাবে;
হায়রে, মাসিক গোটাকয়েক
টাকার অভাবে।

খোলা কথা

শুধালে তো কহি প্রিয়,
অপরাধ নাহি নিও,
যৌবন গেছে—গেছি বেঁচে
তোমার প্রেমের ভার
দিবা রাতি বহিবার
গুরু দায় আজ ফুরায়েছে।

এই দেহ এই মন
সাজায়েছি অনুখন
তোমার মনের মতো করি',
পাছে তুমি পাও ব্যথা,
কয়েছি সুখেরই কথা
গতনিদ্‌ কত বিভাবরী।

জাগর ক্লান্তি ভুলি,
লইয়া পায়ের ধূলি
দিনের সেবায় দিছি মন।
কত কাঁটা পা'য় পা'য়
ঢেকেছি তা আলতায়,
গঞ্জনা করি আভরণ।

কহিনি মনের সাধ
ঘটে পাছে অপরাধ,
তুমি যে সদাই ক্ষুধাতুর;
দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া
সাজিয়া প্রাণপ্রিয়া
সুধায় ক'রেছ ক্ষুধা দূর।

শুকায়নি ভিজে চুল,
তবু তাহে গুঁজি' ফুল
রচিয়াছি সাঁঝের কবরী।
না সারি হাতের কাজ
ক'রেছি রাতের সাজ
তোমার রজনী দিতে ভরি'।

বাড়াতে তোমারি মান
করিয়াছি অভিমান
দু'নয়নে ভরি জলে ছলে;
কভু সাজি' অপরাধী
চরণে পড়েছি কাঁদি'
তুমি তাই ভালবাসো ব'লে।

ভুলিয়া স্বজনগণে
জপিয়াছি একমনে
এ প্রাণ তোমারে শুধু চায়;

উজাড় করিয়া তনু
কত ফুলই যোগায়নু
মালা গাঁথি' পরাতে তোমায়।

জীবন করিয়া ক্ষয়
সযতনে সঞ্চয়
ক'রেছি তোমারি যত দান।
সকল বেদনা ভুলে
হাসিয়া দিয়েছি তুলে
তব কোলে তব সন্তান।

বার বার মা হবার
ব্যথা নহে বুঝাবার,
তাও হায় দিয়ে যায় ফাঁকি।
সহসা চোখের জলে
ধুয়ে যায় পলে পলে
হৃদয় শোণিতে যারে আঁকি;

লালন-পালন ভার
সেও নহে বুঝাবার
কত দুখ কত জাগরণ!
এক বুকে ছেলে জাগে,
আর বুক বাপে মাগে,
যুবতীর এহি যৌবন!

যে প্রেম যে যৌবন
পুঁথি পাতে সুলোভন
জীবনে তা কোথায় বা রহে?
যে দুঃস্বপ্ন ঘোর
বহিনু আকৈশোর
যৌবন তারেই তো কহে।

সেই যৌবন তরে
পরম আকুতি ভরে
তিলেক সহনি বিচ্ছেদ।
পড়িয়া ধাঁধায় তার,
হায় বিধি বিধাতার,
প্রেম ব'লে চলে নারীমেধ।

সেই যৌবন মম
সেই প্রেম, প্রিয়তম,
চ'লে গেছে তুমি কাঁদো তাই।
আমি যে বেঁচেছি প্রিয়,
দু'পায়ের ধূলা দিও,
তারে আর ফিরিয়া না চাই।

যৌবন নিবাইয়া
যে বিধি জুড়ালো হিয়া,
সে বিধি নারীর হিতকারী।
যদি পায়ে থাকে মতি,
যদি আমি হই সতী,
আর যেন নাহি হই নারী।

সুখভোগ

বহু সুখ ভালে লিখিলে বন্ধু,
লিখিলে না সুখভোগ,
সাথে বেঁধে দিলে শিব-অসাধ্য
বিদ্ঘুটে এক রোগ।

হোমিও-ঘুমিও-অ্যালো-জল-প্যাথি
আয়ুর্ব্বেদের ঘটে অখ্যাতি,
কিছুতে কাটে না এ ভূতুড়ে ব্যাধি
যত ঝাড়ি তত বাড়ে,
সর্বের মাঝে আছে বসিয়া যে
সর্বেরে সে কি ছাড়ে ?

হয়তো পুণ্য ছিল কোন কালে—
সঘৃত অন্ন লিখিলে কপালে,
জুটে নিয়মিত সন্ধ্যা সকালে
ধোঁয়ানো দুধের বাটি !
সে ঘৃতান্নের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে
যত নিরন্ন মুখ মনে আসে,
চুমুকে চুমুকে দুধের ছেলের
ক্ষুধার কান্নাকাটি।

এ মোর অন্নে কোন নিরন্ন
জানায় নি প্রতিবাদ।
রসনা-তোষণ ভোজনায়োজন
তবু লাগে বিস্বাদ।
কেহ কহে ইহা দুঃখবাদ গো
কেহ বা বায়ুব্যাধি।
দুখে দুখ পাই, সুখে সুখ নাই,
মুখে হাসি বুকে কাঁদি।
মধুমালতীর মঞ্চে আমার
এসেছে ফুলের বান,
দখিন হাওয়ায় দোল দিয়ে যায়
উঠে ঘন সুঘ্রাণ।

তন্বীরা যেন স্তনভারানতা—
ফুলভারে দুলে মালঞ্চলতা,
বসি' তারি তলে সকালে বিকালে
অবসর মোর কাটে।
ঈর্ষাকাতর—পথিকেরা চলে
ধূলি ধূসরিত বাটে।

তারা তো জানে না সে ফুলের বানে
ভেসে চলি আমি কোন্ সে শ্মশানে
ঝরা কুসুমের মরা মুখগুলি
সারি সারি যেথা শুয়ে।
কত ফাগুনের স্খলিত পাতার
ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা ভুঁয়ে।

এ সুখের হাটে দিন মোর কাটে
সুখপরখের দুখে,
যে ব্যথা আমার নহে আপনার
সেই ব্যথা কাঁদে বুকে।

যে প্রেম, বন্ধু, সুন্দর লাগি'
চিত্ত গহনে হয়েছে বিবাগী
মাঝে মাঝে ভাবি ছেড়ে ছুড়ে সবই
ফিরি তারি সন্ধানে।
পিছনে তাতল সৈকতে বারি—
বিন্দু সমেরা টানে।
তোহে বিসরিয়া সব মন তাহে
করিনি সমর্পণ,
তাই দোটানায় প্রাণ বাহিরায়,
কি কাজে লাগি এখন ?

সুতমিতদারা খুশি নয় তারা
তুমিও তো খুশি নয়,
দুঁহু যবে বাম মম পরিণাম
দ্বিগুণ নিরাশা নিশ্চয়।

সুখের সাগরে মিলে না সাঁতারি'
দুখ মিটাবার এক ফোঁটা বারি
অসহ তিয়াস ঘন বহে শ্বাস
দুটি বাহু বলহীন,—
ঝুটার পিছনে খাঁটির মাতাল
ছুটে বল কত দিন ?

ভাঙন পথে

শীতলডাঙার রাঙা মেয়ের
তনুর ভাঙন বেয়ে
উঠলে কুলে চিকুর-কালো
শাঙন গাঙে নেয়ে ;

সদ্য ফোটা কাশের ফুলে
যে পরিহাস উঠছে দুলে
সিঁথির মতো অপরিসর
পথের দুপাশ ছেয়ে,—

তার মাঝে আজ ওগো কবি
মিথ্যে খোঁজাখুঁজি,
মিলবে না আর হারিয়ে যাওয়া
ফাগুন রাতের পুঁজি।

যাওগো ফিরে যাও।
ওই ভাঙনের পিছল পথে
শাঙনে ডুব দাও।

হেন প্রীতি

এ বয়সে হেন প্রীতি কভু নাহি শুনি,
বুক পাতি' মাগি' লয় বুকের আগুনি।
ক্ষীণ দিঠি ভরি' হেরে ধরিয়া চিবুক
ব্যথাবিমধুর বলি-বলয়িত মুখ।
কে জানে কি আছে দুটি জরাভরা দেহে,
জুড়ায় একের দাহ অপরের স্নেহে।

এ উহারে দেখে যেন কভু দেখে নাই,
এই বুঝি শেষ দেখা ভাবে দুজনাই।
কেবা কারে আগে ছাড়ে ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
নিমিখ না ফুরাইতে যুগ অবসান।
কৃশ তনু দুরু দুরু ক্ষীণ বাহু ডোরে
দীপমুখে শিখা যেন মধুনিশি-ভোরে।
বিস্মিত যৌবন জানায় প্রণাম ;
কবি কহে, হেন প্রীতি এই দেখিলাম।

চোখোচোখি

সারাটি রজনী জাগিয়া কাটালো কবি
চাহি ঘুমন্ত প্রিয়ার মুখের পানে,
সুপ্ত প্রিয়ার স্বপন রাঙিয়া কবি
'জাগো জাগো জাগো' সাধে গুঞ্জন গানে।

ভোর হ'য়ে এলো ঘুমে ঢ'লে পড়ে কবি,
রাঙা তনু মোড়ি' জাগিয়া বসিল প্রিয়া,
অরুণ নয়নে সাধি কহে—'ওগো কবি,
জাগো জাগো জাগো, কেন হেন ঘুমাইয়া ?'

"দিবস রজনী যাপে পাশাপাশি
কবি আর তার প্রিয়া
কত অনুরাগে এ যখন জাগে
ও তখন ঘুমাইয়া !

চোখোচোখি নাহি হয় ;-
সে ব্যর্থতার দুঃসহভার
বিশ্বভুবনময় !"

কবি আর তার পরাণ-প্রিয়ার
মিলনের ব্যবধান
ফাগুনের ফুলে শাওনের কূলে
গাঁথে বেদনার গান ।

এ নহে কথার কথা,—
একজোড়া বুকে কাঁদে অধোমুখে
ত্রিভুবন জোড়া ব্যথা ।

হাসি

বর্ষা-অন্তে আজ
শরৎপ্রান্তে
সখা তোমার সাথে
শার- দীয়োৎসবে
মোর হাসতে হবে,
হাসি আসুক বা না আসুক
উচ্চরবে
হাহাঃ হাসতে হবে।

বর্ষার শেষে তব
শরৎ আসে।
সখা মোর সংবৎসর—
মোর বারোমাস
হায় একই সমস্যা ও
একই সমাস ;
সেই নিত্য অভাব—
খাঁটি অব্যয়ীভাব !
আর ধনে ও ধান্যে তুমি
বহুব্রীহি।

তাই বিকট মিহি
হিহি হিহিঃ হিহি—
যদি হেসে উঠি প্রাণপণে
তোমার হাহাঃ সনে,
বেয়াদবি হ'ল ব'লে
জবাবদিহি
মোর করতে হবে কি
ওগো বহুব্রীহি ?

যে হাসি হাসতে গেলে
মাথা হয় হেঁট
তবু যে হাসি না হাসলেও
ফুলে উঠে পেট,
আজ সে হাসি পেয়ে
ঘোর 'বিষম' খেয়ে
যদি কাসতে কাসতে মোর
শ্মশ্রু বেয়ে
ঝরে অশ্রু-বারি,
আর হাসির চোটে
চোখ কপালে ওঠে,
তবে করুণা করি'
ওগো পরাণ প্রিয়
হাসি মুছিয়ে দিও ;
দেখো এত কাল কেঁদে
শেষে হেসে না মরি।

তোমার কেটেছে মেঘ
হাসছ—হোহোঃ
আমার কাটেনি আজও
শনিগ্রহ।
তবু তোমায় দেখে
দ্যাখো পড়ছি বেঁকে
ঘন হাসির ঝোঁকে
বুক নামে ও ওঠে,
ফিক্ লাগছে কোঁকে
ফাট ধরছে ঠোঁটে
ওহো হাসির মোহ !
তুমি হাসছ ব'লেই
আমি হাসছি হোহোঃ।

খিল্ খিল্ ফিক্ ফিক্
মুচকি হাসা,—
ভাই এবারের মত শেষ—
সে সব আশা।
ওই নবনীল নভতলে
মালাগাঁথা বকে হাঁসে
জলে থলে সেই হাসি
কমলে কুমুদে কাশে,
সে হাসিরও ধার
আমি ধারিনে তো আর ;
তাই হোহো—হাসি
হিহি—হাসি
হাসি—হাহাকার।

মোর এ হাসি দেখে
আরো হাসল কে কে,
ওগো বন্ধু আমার,
সে হি— সাব রাখে কে ?
শেষ হাসির কথা
শোন হাসতে হাসতে
হ'লো কপাল ব্যথা,

এলো জবর খবর
নমঃ শারদীয়ায়ৈ—
কাঁচা ধান ডুবেছে ও
পাকা ধানে মই।

ভিখারী

খেটেখুটে ফিরি শূন্য কুটীরে,
দেহখানা আজ কী অবসন্ন !
কে তুমি ঠাকুর ? এ অপরাহ্ণে
গরীবের দ্বারে কিসের জন্য ?
আমার যে নাই কাজের কামাই,
দাঁড়াও, কাঁধের লাঙল নামাই।—
এইবার বল' কী তোমার চাই,
কে তুমি এ গৃহ করিলে ধন্য ?
মুখখানি দেখে মনে হয়,—আহা,
কতদিন যেন জুটেনি অন্ন।

এমন শত্রু কে ছিল তোমার
গলায় জড়ায়ে দিল ভুজঙ্গ ?
ছেঁড়া বাঘছাল বাঁধিয়া কটিতে
ভস্মে লেপিল ও কাঁচা অঙ্গ ?
মরি মরি, ওকি কাস্তের ঘায়
কপাল কাটিয়া লোহু বাহিরায় ?
এ দশা হ'ল কি বামুন-পাড়ায় ?
তাই খুঁজিতেছ চাষার সঙ্গ ?
ভূতের মতন পাড়ার ছোঁড়ারা
দূর হতে সব দেখিছে রঙ্গ।

বিহানের ফোঁটা পদ্মের মতো
হাত পেতে তুমি মাগিছ ভিক্ষা,
নাই কাঁধে ঝুলি হাতে করঙ্গ,
ভিখারী হবারও হয়নি শিক্ষা ?

মুঠো ভ'রে যদি চাল দিই ভাই
ফুটিয়ে খাবে যে সে ক্ষমতা নাই,
হেন নিরুপায়ে ঘরছাড়া ক'রে
কোন ঠাকুরাণী লয় পরীক্ষা ?
কেমন সতী সে এমন পতিরে
দিল ভবঘুরে হবার দীক্ষা ?

দেখিনি এমন পরমত্বঃখী,
জন্মও হেন বোকার বংশে,—
নীল হ'য়ে আহা উঠেছে কণ্ঠ
বুকে-তুলে-রাখা সাপের দংশে।
মরি মরি মরি ঢুলে পড়ে আঁখি,
ও বিষ হজম, কথার কথা কি ?
আহা-হা এ দশা যে করিল তব
দেখাতে পার কি সেই নৃশংসে ?
বুঝে নিই তারে,—আমারো জন্ম
গোঁয়ার বলাই চাষার অংশে।

যাই হোক ভাই, কোন ভয় নাই,
রোজা ডেকে বিষ নামায়ে নিব,
কপালের ক্ষত শুকাবে তুদিনে
স্নিগ্ধ প্রলেপ বাঁটিয়া দিব।
বাঘছালখানা ছেড়ে ফেল ভাই,
ধুয়ে মুছে দিই অঙ্গের ছাই,
মারিয়া তাড়াই সাপের বালাই
সকল অশিব হইবে শিব।
লক্ষীটি হ'য়ে লহ যদি সেবা
তবে তো বুদ্ধি প্রশংসিব।

ভাল হ'য়ে ওঠো,—দুজনে মিলিয়া
লেগে যাব মোরা ক্ষেতের কাজে,
মুখখানি বুঁজে সহো যত ব্যথা
ভুলেও সে কথা তুলিব না যে।
পরস্পরের দুখ লব বেঁটে
বর্ষা ও খরা সমভাবে খেটে
সোনার ফসল ফলাব যখন
রব উঠে যাবে গাঁয়ের মাঝে।
ছি ছি ভাই, এই জোয়ান বয়সে
ভিক্ষা করা কি তোমার সাজে ?

আর যদি তোরে না পারি সারাতে,
দুঃখের বোঝা নামাতে নারি,
দুয়ার হ'তে কি, ওগো অসহায়,
চাল-মুঠো দিয়ে ফিরাতে পারি ?
সংসারে মোর আছে আর কেবা,
জীবন কাটাব করি' তোরি সেবা ;
দেব্‌তা মানুষ ক্ষ্যাপা কি ভিখারী
যাই হোস্‌ মোরে যাসনে ছাড়ি' ;
সকল ব্যথার ব্যথিত দেখিয়া
দুটি চোখ আজ হ'ল যে ঝারি।

বৃন্দাবনে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি' ফিরিতে গোপ-গোকুলে
দেবেরও দুর্লভ্য দেবতা :
যখন খুশি দেখিত যে-সে মাঠে বাটে নদীকূলে,
শিহরে দেহ স্মরিয়া সে কথা।

নগ্ন তনু কটিবসনে আঁটিয়া, করে পাচনি
রাখাল সনে করিতে রাখালি,
সন্ধ্যা হ'লে ফিরাতে গাভী গরীব গোপ-বাছনি
যমুনাজলে গোধূলি পাখালি'।
ভাবিত মায় মন কি যায় এমন ছেলে পাঠাতে
রোদে ও জলে গরুর পিছনে,
ভাবিত পিতা গোয়ালা যদি না খাটে বাপ-বেটাতে
মরিতে হবে অন্নবিহনে।
লুব্ধ ছেলে সুযোগ পেলে খাইতে ছানা নবনী
ক্ষুধার দায়ে লুকায়ে চুরায়ে,
পড়িলে ধরা প্রহার দিত ধৈর্য্যহারা জননী,
পড়িতে কেঁদে ধূলায় গড়ায়ে।
খেল্‌না ছিল বাঁশের বাঁশী বাজাতে বসি' বিপিনে,
শুনিত ধেনু শষ্প-কবলে,
বাহবা দিত রঙ্গভরে, তুমি যে কে তা না চিনে,
মিলিয়া যত সুদাম-সুবলে।

এমনি তব কাটিত দিন গোপনে গোপ-ভবনে
সুখে ও দুখে হাসিয়া কাঁদিয়া
খুঁজিত যত ধ্যানী ও জ্ঞানী মন্দিরে তপোবনে
কত না শত মন্ত্র ফাঁদিয়া।
সহসা কবে না জানি সাড়া জাগিল সারা গোকুলে,
বাঁশরীরবে শিহরে বনানী!
কুহরে পিক, বিহরে অলি মালতী চাঁপা বকুলে,
যমুনাজল বহিল উজানি'!
ফুল্ল নীপ বাড়ায়ে ছায়া দাঁড়াল পথ-কিনারে;
বধূরা চলে ভঙ্গিতে গাগরী,
গাঁয়ের যত আহীরী মেয়ে এ দেখে চেয়ে উহারে,
সহসা সবে রূপসী নাগরী!

চিরকিশোর হেরিয়া যত হৃদয় হ'ল কিশোরী,
উথলে প্রেম আকাশে বাতাসে,
বাজিছে বাঁশী দু'কূল নাশি', ক্ষুধা ও তৃষা রিসরি'
ছুটেছে সবে রুদ্ধ নিশাসে।
বৃন্দাবনে সুন্দরের চলেছে নিতি আরতি,
জানে না কেহ সে কথা বাহিরে ;
মথুরাপুরে রচিত হবে যে যুগ-মহাভারতী
সেদিনও তার চিহ্ন নাহিরে।

সেদিন শুধু বৃন্দাবনে কানুর বেণু শুনিয়া
সখা ও সখী সঁপিছে তনুপ্রাণ,
ঋষির মুখে সেদিনও কোথা উঠেনি বাণী ধ্বনিয়া—
কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান !
ধরি' মদনমোহন তনু ফিরিছ বৃন্দাবনে,
মরি গো মরি ধ্যানের দেবতা !
যখন খুশি দেখিত যে-সে পথে ঘাটে উপবনে,
কাঁদিয়া মরি স্মরিয়া সে কথা।
কাঁদিয়া মরি জড়ায়ে ধরি' পাথরে গড়া চরণে,
পাষাণ বুকে কুসুম দুলায়ে,
কাঁদিতে থাকি মুরতি আঁকি অদেখা রূপ স্মরণে
স্বপন দিয়ে আপনা ভুলায়ে।
ছন্দ বাঁধি' মরিছে কাঁদি যুগে ও যুগে কবিরা
রচিয়া গানে তোমারি কাহিনী.
ফুকারি' কাঁদে গুমরি' সাধে মুরলী বীণা অধীরা,
ভকত-আঁখি অশ্রুবাহিনী।
মিলে না দেখা সুন্দরের কিছুতে কোথা ভুবনে,
বিশ্ব ভরি' গুমরে সে ব্যথা,
যখন খুশি দেখিত যে-সে যে-রূপ বৃন্দাবনে
সে আজি শুধু ধ্যানের দেবতা।

ও অশথ!

ও অশথ, বাৎলে দে পথ,—
কেমন ক'রে এমন হয়
হু হু হু চৈতী বায়ে
জরাজর্জ্জর গায়ে
সহসা কি পুলকে
দুলে উঠে কিশলয়!
তোর দলে দলে কিশলয়!
কেমন ক'রে এখন হয়?

ফাগুনের ভাঙা হাটে
সেদিনও পাইনি রে তোর
অগোনা গাঁঠে গাঁঠে
বয়সের গাছ কি পাথর;
বয়সের সেই গহনে
চকিতে মন উদাসি'
বাজাল কেমন ক্ষণে
কে কিশোর এমন বাঁশী?
তোর অঙ্গভরা জীর্ণজরা
শ্যামে শ্যামে শামময়!
তোর পথে বসা পাতাখসা
জীবন হ'ল মধুময়!
কেমন ক'রে এমন হয়।

পথিকের পথের বুকে
হারানো ছায়া ফিরে।
পাখীরা কলসুখে
ফিরে ফের শাখানীড়ে।

ফিরে সেই ঝুরু ঝুরু
চলে নাচ দিনে রেতে
পুরানোর পাঁজর বাজে
নতুনের পাঁয়জোড়েতে।
মহাকাল হ'য়ে নাকাল
মানে আপন পরাজয়।
কেমন ক'রে এমন হয়?
ও অশথ!

একলা ঘুমো

মিছে নাক ডাকাস্ নে আর
আসবে না সে ডাক শুনে কেউ,
একলা ঘুমো।
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে!

একলা ঘুমো একলা ঘুমো
একলা ঘুমো রে!
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে!
এ পথের হয় না সাথী,
কেন এই ডাকাডাকি?
এ রাতের নেইকো বাতি'
মিছে সব হাঁকাহাঁকি।
আছে তো ছেঁড়া চাটাই, বিছিয়ে নে তাই
আপন গুমরে—
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে!

আঁধারের পেটের ছেলে
খুঁজিস আজ আলোর আরাম?
তপনের স্বপন দেখিস
ওরে ও নেমকহারাম!
হ'লি কি—পরের ঘুমোর চুমোর ভয়ে
হুতুমথুমো রে?
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে—।

যে কালোর অন্ধকূপে
সারাদিন কাটালি রে
সে কালোই সন্ধ্যারূপে
তোরে আজ এল ঘিরে;
বুকে তার—চেতনহারা দুধের ধারা
মুখে চুমো রে।
ঘুমো তুই, একলা ঘুমো রে।

দরিদ্রনারায়ণ

দেখে এনু প্ল্যাটফরমে-ফরমে
গড়ায় গড়ায় নারায়ণ!
ওপার হইতে তাড়ায়ন পেয়ে
এপারে আত্ম-ভাঁড়ায়ন।
আহা, যত নর হ'ল নারায়ণ।

শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম
রাখি কাস্টম্‌স্‌, ক্ষেত্রে,
অশ্রুমোচন কমললোচন
চাহে হরীতকী-নেত্রে।

ছোলা কলা হাতে সেবকবৃন্দ
ডাকিছে, তোরা কে খাবি আয়,
ঢেউএ ঢেউএ এসে গাঁদি লেগে ভেসে,
নারায়ণ আজ খাবি খায়।

এবার সেবার সুবর্ণযোগ,
ধ্বনিত দিক্ দিগন্ত,
দ্রাবিড় বেলুড় মাড়োয়ার হ'তে
ছুটিছে পুণ্যবন্ত।
যে যেমন পায় কুড়িয়ে নে যায়,
পতিতোদ্ধার-পরায়ণ,—
বাংলায় আর নর মেলা ভার,
যা আছে সেরেফ্ নারায়ণ।
সে বারের শোধ নিতে ক্ষ্যাপা হর
নারায়ণে তুলে নিয়েছে পিঠে,
ত্রিশূল উঁচিয়ে খুঁচিয়ে কুচিয়ে—
ছড়াবে নব একান্ন পীঠে।
তীর্থে-তীর্থে পাঁজরা কণ্ঠা
দাপ্না টেংরি সকলি পাবে,
প্রাণের চিহ্ন কোথাও পাবে না
কন্যাকুমারী আপঞ্জাবে।
হায় হায় হায় শুধায় কাহায়,—
পদ্মার জল ছিল না কি রে?
কোন্ মরীচিকা মিটাতে দিল না
মৃত্যুপিপাসা সে স্বাদু নীরে?

দ্বৈত ব্যর্থতা

ইঁট কাঠ চূণ বালি আনাইয়া গাড়ী গাড়ী
সারাটা জীবন শুধু গাঁথিনু পরের বাড়ী।
কত দুশ্চিন্তাই ঘটাতে বাসের সুখ,
আলো হাওয়া জল ড্রেন, পাছে কোন হয় চুক!
সে সব বাড়ীতে মোর কোন অধিকার নাই,
পথে পথে খুঁজি আজ মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।

ছন্দ অর্থ ভাব ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বাছি',
সকলি পরের তরে, কবিতা যা গাঁথিয়াছি।
অশ্রুসাগর সেঁচি' অহেতুক কৌতুকে
গাঁথিয়া গাঁথিয়া মালা দুলায়েছি বুকে বুকে।
হায়রে, 'আমার' বলি সে-বুকের মালা কোথা?
যার বিনিময়ে মোর জুড়াবে বুকের ব্যথা?

বরাত সঙ্গে চলে, কিছু নাই বলিবার,
মিথ্যে হইনু কবি, মিছে ইন্‌জিনিয়ার।

বৃথাশ্রম

চাষা ধান বোনে তাই ধান হয়,
তারা মিছামিছি মরে খেটে,
আহা ভেনে ঝেড়ে দেহ করে ক্ষয়
তবে তুষের ভেজাল মেটে।

যদি তার চেয়ে বোনে ঝাড়া চাল,
তবে ঢুকে যায় সব জঞ্জাল,
ক্ষেতে ফ'লে থাকে খাসা খাঁটি মাল,
শুধু রেঁধে বেড়ে ভরো পেটে।

ফুলে-ফুলে-গতি
নম প্রজাপতি
মানুষের প্রতি কি দয়াল,—
একদিন হয়
মালা-বিনিময়
জ্বালাবিনিময় চিরকাল।

দেখা দাও

দেখা দাও দেখা দাও।
আলো নিবিবার আগে একবার
সুন্দর, মোরে দেখা দাও।

তুমি র'য়ে গেলে দেখার অতীত।
সব কিছু তাই দেখি কুৎসিত,
দেখার এ দোষ যাবে না যদি না
দেখা দাও।

অপরূপ রূপ আঁখির সমুখে
আপনি যদি না ফুটে
অপরের ডাকা নামে বারে বারে
ডাকিতে কি মন উঠে ?

এস এস এস হে মোর অনামী,
অন্তর্হিত অন্তর্যামী
নিভৃতে গোপনে আমি-হ'তে-আমি
দেখা দাও।

ওগো সুন্দর—তোমারে খুঁজিয়া
দীর্ঘ জীবন কাটে,
মুখে মুখে আর বুকে বুকে এই
অসুন্দরের হাটে।
ভাঙা ছেঁড়া কুচো দিয়ে জোড়াতালি
রূপে রূপে শুধু মিলে চোরাবালি,
কুসুম শুকায় চাঁদ ডুবে যায়,—
দেখা দাও।

গন্ধ ফুকারি' কাঁদে ফুলদল—
'দেখি নাই, দেখি নাই'।
ছন্দ ভুলিয়া কাঁদে মরা নদী,—
'সে কি নাই, সে কি নাই' ?
সারা জীবন যে কত কটু কহি',
কেমনে লুকায়ে আছ সবি সহি' ?
দুখ দিতে তোমা কত সুখ বহি,—
দেখা দাও।

কণ্ঠে তোমার—যে মালা দুলাই
হয় তা শুষ্ক ম্লান,
যে ধূপেই তোমা করি গো আবতি,
ভস্মে সে অবসান।
এ জ্বালা আমার যায় না কিছুতে
তাই ছুটি মরীচিকার পিছুতে,
সারা জীবনের নয়নাশ্রুতে
চিরসুন্দর, দেখা দাও

সময়বিৎ

গান যদি তার না থামাতে পারে
সমে অর্থাৎ সময়ে
বুঝিবে কবির মগজ ভর্তি
গব্যে ওরফে গোময়ে।

*
* *

সকল বাঁধন ছিঁড়ে দিলে প্রিয়—
একটি বাঁধন ছাড়া,
ঝন রণ ঝঙ্কৃত বীণা আজ
টুং টাং একতারা।

*
* *

বাদল-দলা জুঁয়ে
গন্ধ গেছে ধুয়ে,
পবন বলে কেন
এখনো বোঁটা ছুঁয়ে ?

*
* *

পুঞ্জপত্রে সুনিবিড় শ্যাম নিকুঞ্জ সম্ভবা
গাছভরা রাঙা জবা।

*
* *

আষাঢ় বরষণে
ভিজিছে তরুলতা,
কাননে সারাদিন
স্তব্ধ মুখরতা।

সহসা হাহাস্বরে
একক কোন্ পাখী
জানালো মেঘস্বরে
কি ব্যথা কারে ডাকি' ?
গোলাপী চিবুকে দহন আঁকিল
প্রথম প্রেমের ফুল্কি
সে বলে পরেছি উল্কি।

ডুবে গেল চাঁদ উবে গেল তারা
নিবিল নিশার আশা,
ছিন্নমালার শুষ্ক কুসুমে
শুকাইল ভালবাসা।

* *

হৃদয় আমার ঘর ছেড়ে যেতে চায়,-
অজানা ঢেউএর ঘায়
নির্জ্জন কুল ভেঙে ভেঙে পড়ে
সে অতল দরিয়ায়।

আগে চুরি করে জেল খাটে পরে
নির্ব্বোধ চোর যারা,
আগে জেল খাটে পরে চুরি করে—
সেয়ানা স্বদেশী তারা।
যে-চুরিতে ভাই জেলখাটা নাই
না আগে না পশ্চাৎ ;
নিরীহ আমরা বাণীর সেবক
তাতেই পাকাই হাত।

ডুগ্‌ডুগি

ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌   ডুগ্‌ডুগি বা···জে ওই,
ঐ আসে ফেরিয়লা   পল্লীর মাঝে ওই,
রাতের   ভিয়ানো   তাজা
নূতন   গুড়ের   খাজা,
শালপাতাঢাকা ডালা   শিরপরে রা···জে, আর
ডান হাতে ডুগ্‌ ডুগ্‌   ডুগ্‌ডুগি বাজে তার।

পল্লীর শিশুদল   উন্মন চঞ্চল
কেউ ছুটে খেলা ছেড়ে,   কেউ মার অঞ্চল ;
কারো চোখ চক্‌চক্‌
কারো আঁখি ছলছল   করছে,
মার পাশে ফিরে এসে
কি বায়না   ধরছে।
ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌ ডুগ্‌   মাঝে মাঝে থামে ওই,
মাথার ডালাটি বুঝি   নামে ওই।

কচি কচি মুখগুলি
ঠোঁটের পাঁপড়ি খুলি'
ডালা ঘিরে ভীড় ক'রে   কাঁচা রোদে ঘামছে।
দুয়ারে দুয়ারে ডালা   উঠছে ও নামছে।

গুড়ে খাজা চুষি চুষি   কত খুশী কচি মুখ,
ও বুঝি পায়নি, আহা,   কত সয় কাঁচা বুক !
পাকা যারা গৃহকোণে
সে খুশি কেই বা গোণে ?
সে ব্যথা কে আনে মনে,   হায় রে !
কচি বুকে ডুগ্‌ডুগি ঢেউ তুলে   যায় রে।

ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্   পথে পথে চ'লে যায়,
জরাজর্জ্জর মোরে   কী মন্ত্র ব'লে যায়,—
খসিয়া যে পড়ে তার
অস্থিচর্ম্মসার
দেহভার বাসাংসি জীর্ণ;
পলকে চেতনাকূলে
কৌমার পরে তুলে
নব তনু মরণোত্তীর্ণ!

দলে দলে চিরশিশু   অম্বরে নাচে ওই,
ডুগ্ ডুগ্ ডম্বরু   তাতা থৈ তাতা থৈ।
সুলভে ভরিয়া মুঠি
আনন্দে কুটি কুটি
দুর্লভে নাহি লোভ   যাহা পায় তাই সই।
মেঘ রৌদ্রের ছাঁদে
এই হাসে এই কাঁদে
মৃত্যুঞ্জয়ী নাচ নাচে   শিশু তাতা থৈ।

সাথে সাথে সাথে বাজে
ডম্বরু ডুগ্ ডুগ্,
অম্বরে ফুটে ফুটে
উঠে নব নব যুগ।

বাঘ-ছাগলের কথা

(বনপীরের গান)

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল,—
ওই   রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ,—
সুযোগ বুঝে শৃগালমামা ডাক্তার ডাকাইল,
এক   সুবিজ্ঞ রামছাগ।

ডাক্তার আসি' শৃঙ্গ দাড়ি নাড়ি যুগপৎ
দুই চক্ষু মুদে কয়
কঠিন অপারেশন্ ভিন্ন নাই যে অন্ত পথ,
নইলে অক্কা পাবার ভয়।

একদিকে তার মুণ্ড রাখ আর এক দিকে ধড়,
আমি তবে খসাই হাড়,
বেদম্ হ'য়ে আসছে রুগী, হও সবে তৎপর :
শুনে সবাই নাড়ল ঘাড়।

কেউ কেউ বলেছিল— ক'রো না গো অমন কাজই
এতে বাঘটি যাবে ম'রে,
ডাক্তার ছাগল বলেছিলেন—দেখাচ্ছি ভোজবাজি
আমি দক্ষিণ রায়ের বরে।

সাঙ্গ হ'ল রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের গলা কাটা,
আর বাহির হইল অস্থি,
ভারতজোড়া হরিণ ভেড়া ভাবে চুকল ল্যাটা,
এবার ফিরে পেলাম স্বস্তি।

রক্তরাঙা গাঙের ধারা ভিজে বালির চর,—
আহা যেন খাঁড়ার দাগ ;
এক পারে তার মুণ্ড পড়ে আর পারে তার ধড়,
হায় কাটা পড়ল বাঘ।

দক্ষিণরায়ের বরে মুণ্ড তবু ছাগল খায়
তার ক্ষুধা নাহি মেটে,
পেট নেই তার পেট ভরে কি ? চালান করে হায়
সব এপারের এই পেটে।

কাটামুণ্ডের ভয়ে ওপার হয় বা ছাগলহীন,
আর এপারে হাঁস্‌ফাঁস্‌,
এপারের সব ছাগলগুলি ভাবছে নিশিদিন
কোথা মিলবে এত ঘাস ?

উভয় পারের ছাগল মিলে চলছে গুঁতোগুঁতি,
বাধে বিষম গণ্ডগোল ;
এক সময় কাটামুণ্ড দিল প্রতিশ্রুতি
আর খাইমু না ছাগল।

তাই শুনে নানা মুনি দিলেন নানা মত
ওই সম্ভব অসম্ভব,
কেউ বলে—বাঘ দীক্ষা নিয়ে ছেড়ে শাক্ত পথ
এবার হইয়াছে বৈষ্ণব।

কেউ বা বলে বাঘের কথায় ক'রো না প্রত্যয়—
ভাই দিচ্ছি মাথার কিরে ;
কেউ বা বলে এপারের ঘাস মোটেই মিষ্টি নয়
এবার চল' গো সব ফিরে।

দোটানায় পড়িয়া সবাই করে হুড়োতাড়া
আহা কত যে হয় ঘাম।
ফকির কহে—উভয় পারের যত হতচ্ছাড়া
ওরে বারেক তোরা থাম।

ভাল ক'রে ছাখ রে চেয়ে কাটা মুণ্ডু ওটা,
ওতো নয়কো আসল বাঘ,
আর নিজের পানে তাকা, তোরাও মানুষ গোটা গোটা,
নয় রে কসাইখানার ছাগ।

এই বাঘছাগলের কথা যদি শুনে ভক্তিভরে
আর শোনায় বন্ধুজনে
ধড়ে মুড়ে জোড়া লাগে দক্ষিণ রায়ের বরে
এক পরম শুভক্ষণে।

কবি নহি

আমার কবিতা হয়তো পড়নি কেহ,
পড়িলে কখনো বলিতে না মোরে কবি।
কবি যে হবে সে জেনো নিঃসন্দেহ
বাঙলায় বসে ভাবে না সাহারা গোবি।
চারিদিকে মোর শ্যামল গন্ধ-গীতি,
কত হাসিমুখ কত স্নেহ কত প্রীতি,
আলো-ছায়া, সুখ-দুখ
সে-সবে আমার নেশা ধরিল না চোখে—
মন বসিল না প্রেমের অলকা-লোকে,
ভরিল না খালি বুক।

কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত,
যে ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত—
আমি, সে ব্যথায় চির-ব্যথিত।

কে আমার বুকে চিরতৃষা-জর্জ্জর
চাহে শুধু দূর সুন্দর মরীচিকা?
বৃথা ডাকে তারে বাপী কূপ সরোবোর
অন্তরে জ্বলে অনির্ব্বাপ্য শিখা।

সে শিখা টলে না দুঃখের কালো ঝড়ে,
তর্জ্জনী তুলি' জ্বলে তা বাসরঘরে,
কে তারে বুঝিবে বলো ?
সূর্য্যের মত নির্ব্বাক আহ্বানে
শিশির-কণায় কহে সে যে কানে কানে—
আমি জ্বলি তুমি জ্বলো।

কবি নহি আমি, কবি নহি তথাপ্রথিত
অনাসৃষ্টির ঘনমন্থনে মথিত
আমি, অনাদি ব্যথায় ব্যথিত
জানি না সে ব্যথা কবে হবে কোথা শেষ,
শুধু জানি—আমি ধরেছি নিরুদ্দেশ
মৃত্যুর ছায়াপথ,
বধির বিধাতা যেথা অনলাক্ষরে
লিখিয়া চলেছে তিমির-ললাট 'পরে
মানুষের দাসখত।

কবি নহি আমি, করিনি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত ;
আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত।

থুত্থুর থুত্থুর থুত্থুর
শাক-ওয়ালী তিনকেলে বুড়ী।
কম্‌লা দীঘির জংলা পাড়
হুমড়ে টানছে কলমির ঝাড়।

শুশুনি কলমি ল' ল' করে
বুড়ীর মাথায় ঝুড়ির পরে।
ঝুড়ির নীচেয় কাঁপছে ঘাড়—
শীতের হাওয়ায় কচুর ঝাড়।

পদ্মের পত্রে ছল ছল জল
দলমল দলমল কলমির দল।
চলেছে তিনকাল পা পা হাঁটি
বোঝার উপরি শাকের আঁটি।

কাঁপছে কণ্ঠ উঠছে ডাক—
নাও মা শুশুনি কলমির শাক।
শুশুনি কলমি ল' ল' করে
নামিয়ে নাও মা ঘরে ঘরে।

হাঁকছে তিনকাল শুনছে কে ?
কানছে এককাল মুখ ঢেকে।
চলছে চলছে গুটি গুটি—
নাও মা নাও মা দাও মা ছুটি ॥

ক্যাক্‌টাস্

দিনযাপনের উদয়ে অস্তে
লবণের পারাবার,
তারি তীরে খাসমহালি মরুতে
ক্যাক্‌টাস্ ঝাড়ে ঝাড়।

সারি সারি সারি মরণ-পথিক
শরণার্থীর তাঁবু,
বালিবদলের ব্যাধিবিবর্ণ
কাঁটাসার যত কাবু।

জাহাজ ডুবিতে দম ফেটে মরা
নাবিকের পরিহাস,
শ্মশানবন্ধু অক্টোপাসের
কঙ্কাল ক্যাক্‌টাস্‌।

গর্ত্তে গর্ত্তে দ্রুত গতাগতি
দাঁড়াসার কাঁকড়ায়
কণ্টক-প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে
ক্যাক্‌টাস্‌ আঁকড়ায়।

কোন স্বপনের খণ্ড ছিন্ন
স্মরণের ইতিহাস
বালুর ঢালুতে শুষ্ক তালুতে
গুঞ্জরে ক্যাক্‌টাস্‌।

রৌদ্রোজ্জ্বল দিগ্‌-অরণ্যে
নীল পাহাড়ের ধূমে,
জ্বলিছে জীবন অভ্র ভেদিয়া
দেবদারু ক্রমে ক্রমে।

তরঙ্গভাঙ্গা দ্বীপান্তরের
নারিকেল চূড়ে চূড়ে
মৃত্যুঞ্জয়ী দুঃসাহসের
বিজয়কেতন উড়ে।

দূরের সে সমচার তো কখনো
পায় না বামন ঝাড়;
দিনযাপনের চতুঃসীমায়
উই-পাহাড়ের সার।

শিলামন্দিরে জগন্নাথের
সরাচাপা সন্ন্যাস,
মরুসাগরের বালুকাতীর্থে
তীরস্থ ক্যাক্‌টাস্।

বোশেখী ছড়া

গাঁ'র শেষে পথ শেষ, ভোলা-মাঠ সুরু।
কচি অশথের পাতা কাঁপে ঝুরু ঝুরু ॥
ঝুরু ঝুরু কাঁপে পাতা উড়ু উড়ু মন।
ঠিক দুপুরের কোলে দোলে শরবন ॥
শরবনে বীণ্‌ বাজে সরস্বতীর।
মাটির ঘোড়ায় মাঠে ছুটে চলে পীর ॥
ঝিন্‌ ঝিন্‌ করে দিন প্রাণ আইঢাই।
ঢ্যালাবন খুঁজে দুটো তরমুজ খাই ॥
চোখ বুঁজে তরমুজে শুনি কিচ্‌মিচ্‌।
কেটে দেখি গুচ্ছের উচ্ছের বীচ ॥

একখুঁটো তালগাছে বাবুইএর হাট।
রোদে পুড়ে হাটুরের গলা হ'ল কাঠ ॥
যদ্দূর যায় তারা খায় রদ্দুর।
সাঁই-এর দীঘি সে বলো আছে কদ্দূর ॥
দীঘল দীঘিতে জল কানায় কানায়।
রাঙা মেয়ে কাঁদে একা ঘাটের রাণায় ॥
রাঙা মেয়ে কাঁদে কেন কাঁদে চাঁপা মেয়ে।
বকুলের তলা কেন ফুলে যায় ছেয়ে ॥
চাঁপা গাছে চাঁপা ফুল কেবা দেয় পেড়ে।
কচু পাতা ভাবিছে তা ঘাড় নেড়ে নেড়ে ॥

বুনো কচু খেয়ে বুড়ী ভাঙে গোটানাল।
মটামট্ ভাঙে বুড়ো তেঁতুলের ডাল॥

পাহাড়ে মাছির চাক তেঁতুলের ডালে।
পেয়ে নাড়া বসে তারা দাড়িভরা গালে॥
মৌচাকে পাকাদাড়ি কাঁচা হ'য়ে ওঠে।
টপ্‌টপ্ মধু ঝরে বুড়ো যত ছোটে॥
কাঞ্চন থালে মধু উপচিয়া পড়ে।
একফোঁটা খেয়ে প্রাণ আন্‌চান্ করে॥
এগাঁ থেকে ওগাঁ যাই আন্‌চান্ প্রাণ।
মাঠের হাওয়ায় লাগে পাহাড়ের টান॥
পাহাড়ে পাহারা দেয় নীল পর্ব্বত।
ঝর্‌নায় ঝর্ ঝর্ ঝরে শর্‌বত॥

যত শর্‌বত খায় পাহারাওয়ালা।
তাই দেখে রেগে খুন উম্‌নো গোয়ালা॥
উম্‌নো গোয়ালা রেগে ঘুঁষ দিল ভুসি।
ঘুঁষ খেয়ে খুশী হয়ে মেরে দিল ঘুঁসি॥
ধুম্‌মো পাহারোয়াল উম্‌শো গোয়াল।
ঘুঁসোঘুঁসি ভাঙে তারা এ ওর চোয়াল॥
একটা চোয়াল নিল বোয়ালের পোয়।
আরেকটা কইমাছে তালগাছে খোয়॥
তালদীঘি ঢলঢল কলমির দল।
পদ্মপত্রে জল করে টলটল॥
পদ্মের পাতে খোকা খেলে শুয়ে শুয়ে।
টলটল ফটিকের ফোঁটা টলে ফুঁয়ে॥

নীল ঘেরাটোপে ঘেরা মস্ত খাঁচায়।
রঙবেরঙের পাখী কেবলি চ্যাঁচায়॥
ভোমরায় গোমরায় গুন্ গুন্ গুন্।
ঘোলাজলে কোলা ব্যাঙ ভালে খায় নুন॥

সেই যে গিয়েছে বেঙী গঙ্গাস্নানে।
আজও তো এল না ফিরে কী হ'ল কে জানে ॥
ইন্দ্রের রথ নামে গঙ্গার তীরে।
সুন্দরী দেখে চুরি করে কি বেঙীরে ॥
ভেউ ভেউ কাঁদে ভেক কোথারে ভেকী।
মনের হুতোশে শেষে ভেখ্ নিলে কি ॥
ডুবে ডুবে ডোবাটার নাহি পায় তল।
আকালের গাছে ঝোলে মাকালের ফল ॥
বস্তি বাগানে খালি নিকিড়ির কুঁড়ে।
মরেছে নিকিড়ি খুড়ো পেটে মাথা খুঁড়ে ॥
শ্যাওড়ার ঝোপে ওকি রয়েছে বেঁকে।
পাঁদারে মাদার গাছে পা ঝুলিয়ে কে ॥
কেলে হাঁড়ি গাদা হ'ল আকাশের কোণে।
ছুট্ ছুট ছুটে ঘরে দুটি ভাইবোনে ॥
পিছনে ছুটেছে ঝড় ধর্ ধর্ ধর্।
অশথের কচি পাতা থর থর থর ॥
ছুটে কোলে উঠে মার আঁচলের নিধি।
হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে ভয় কি রে দিদি ॥

বৃক্ষরোপণ

বৃক্ষবর্গ ব্যাকরণে পুরুষ ব'লে গণ্য,
পাড়াগাঁয়ের মানুষ তারা স্বভাব স্বতই বন্য।
রোপণ যদি কর তাদের অপ্সরাদের নৃত্যে
ছায়া দেবে ফল ফলাবে—সে সব আশা মিথ্যে।

সাধু সাবধান,—
গাছ পুঁততে কোদাল লাগে,
লাগে না নাচ গান।

চাষাভূষো অবাক হ'য়ে
ভাবছে—এ কি ব্যাপার !
স্বাধীন যত বাবুদের আর—
বিলম্ব নেই ক্ষ্যাপার ।

অবসর

কর্ম্ম-স্পর্শহীন
অমলিন অতি দীর্ঘ দিন
অব্যাঘাত নিদ্রাভরা রাত
আসন্ধ্যা প্রভাত ।
প্রত্যহের উপর প্রত্যহ
গড়াইয়া গড়িছে সপ্তাহ ।

মাস সংবৎসর
বিস্তীর্ণ ধূসর অবসর
যত নির্ভাবনা ভাবিবার
বহু আকাঙ্ক্ষিত
(আবৈতরণী রবিবার)
কর্ম্মান্তিক এ বিশ্রাম
জীবন্তে দিতেছে মোরে
ভীতিহীন মৃত্যুর আরাম ।

ভয় কি ?

বরাবর মোরা আসছি দেখে
পালায় যাহারা প্রথমে ঠেকে
শেষটা তারাই লড়াই জেতে
বিধাতা তাদের স্ব-পক্ষেতে।
দু'দু'বার দেখ ব্রিটিশ্ লায়ন্
ঊর্দ্ধশ্বাসে সে কী পলায়ন !
প্রথম পালাল 'মন্‌সে' হেরে
হ্যাথা ক্যাথা যত সকলি ছেড়ে।
দু'বারের বার ডন্‌কার্কে
ডোবরে উঠিল ডুব মারকে।
শেষটা কিন্তু জিতল সেই,
জার্মানদের পাত্তা নেই।
রুশ ভল্লুকও খায়নি কম
কভু উত্তম কভু মধ্যম,—
ফাটায়ে গগন আর্ত্তনাদে
ওয়ার্স হ'তে স্তালিনগ্রাদে।
সেই রুশিয়ার ভয়েতে আজ
বিশ্ব পরিছে যুদ্ধসাজ।

সশস্ত্র যদি পালানো চলে
নিরস্ত্রে ভীরু কে তবে বলে ?
আঁধার রাত্রে ভূতের ভয়
মানুষ মাত্রে সবারই হয়।
প্রভাতে যখন সূর্য্য উঠে
ভূত প্রেত সব পালায় ছুটে।
নিষ্ঠুর মূঢ় অত্যাচারী
প্রথম জিৎ তো হবেই তারই।

বিধির বজ্র দেরিতে নামে
তখন তাদের নাচন থামে
অতএব কোন চিন্তা নেই,
লড়াই থামে না পলায়নেই।
দুধে ভাতে নেতা আছেন বহু,
তাঁদের চরণে প্রণাম রহু।
আঁক ক'ষে তাঁরা দেখান ভয়
মেনে নিতে হবে এ পরাজয়।

জীবন-মরণ—সন্ধিক্ষণে
কত কথা আজ পড়ে যে মনে।
বাংলায় আর নাই কি কেউ
লাগামে ফেরাবে প্রলয় ঢেউ?
সে তরঙ্গের ধরিয়া ঝুঁটি
ঝঞ্ঝার সাথে চলিবে ছুটি!

না থাকে না থাক, কিসের ভয়?
হবে হবে হবে মোদেরি জয়।
আবার আমরা ফিরব দেশ,
হব না হব না নিরুদ্দেশ।
ঝুলির ভিক্ষা ঝুলিতে থাক,
পেয়েছি সত্য ক্ষুধার ডাক।
পশ্চিম পারে না পেয়ে খেতে
পুবে ফিরে যাব ক্ষুধায় তেতে।
তখন মোদের রুখবে কে?
ঘরে খিল্ দেবে ভাব দেখে।
ম্যয় ভুখা হুঁ—ক্ষুধার ঝণ্ডা
তুলে, বুঝে নেব আপন গণ্ডা।

শীতের কমল

শীতের কমলসম
এবার শুকাল মম
চিত্তের প্রকাশ।
আজ শুধু অশ্রুজলে
মগ্ন আছি পঙ্কতলে
পঙ্কজের ধ্যানে।

কে জানে আবার কবে
আপন গৌরবে হবে
মৃণাল বিন্যাস
শ্যামপত্রে—ঢাকি' জল
বিকশিবে শতদল
বর্ণে গন্ধে গানে
নভশ্চর সূর্য্যের সন্ধানে।

সে প্রভাত লাগি'
পঙ্কমাঝে অন্ধ নিশা জাগি।

স্বাধীনতার সূর্য্য

কাঁপিতেছিস আশার বাতি
পোহাবে কি এ দুঃখরাতি ?
সহসা বায়ু বেণুর বনে
বাজায়ে গেল তূর্য্য,-

জাগো গো জাগো তুয়ার খোলো,
তিমির নিশা প্রভাত হ'ল,
পূরব-ভালে উদিল ওগো
স্বাধীন নব সূর্য্য।

চমকি' মোরা বাহিরে আসি,
দেখি যে— ধরা যেতেছে ভাসি,
শ্রাবণ-ঘন-বাদল রাতি
পোহাস কি না কে জানে।
কোথা বা নব কিরণ-ছটা,
মেঘের বুকে মেঘেরি ঘটা,
অন্ধকার দ্বিগুণ কালো
হয় কি কভু বিহানে ?

সিক্ত শাখি-শাখায় থাকি'
ডাকিয়া কহে ভোরের পাখী—
আমরা জানি আমরা জানি
নবীন রবি উঠেছে।
বাদল-ঝরা মেঘের পারে
তিমির-হরা কিরণ-ধারে
অকূল তুঃস্বপ্নভরা
আঁধার রাতি টুটেছে।
জয়তু জয় বিবস্বান,
নমো হে নম জগৎ-প্রাণ,
শ্রাবণ-মেঘ তোমারি দান
সে কথা মোরা বুঝেছি।
অরুণ তুমি কবির গানে
পূষণ তুমি ঋষির ধ্যানে
তোমারে নিতি নূতন নামে
অনাদি কাল খুঁজেছি।

উদিলে যদি, প্রকাশ হও,
মেঘের গ্লানি কেন গো সও,
হে স্বাধীনতা, হে অভিনব
স্বয়ম্প্রভ সূর্য্য !
তোমারি তেজ বহিতে দাও,
তোমারি আলো সহিতে দাও,
কণ্ঠে আজি উঠুক বাজি'
তোমারি জয়তূর্য্য ।

হাটের কবি

হাটে হাটে আজ ঘুরে যে বেড়াই
সে শুধু করিতে হাট,
চাল ডাল নুন তরি-তরকারি,—
সহস্র ঝঞ্ঝাট !

সেদিন আমার গিয়েছে বন্ধু
যেদিন যেতাম হাটে,
শুনিবারে শাক-সব্জীর মুখে
কী ব্যথা জমেছে মাঠে ।

রসালের গালে অশ্রু হেরিয়া
পড়িত দীর্ঘশ্বাস,
কিস্‌মিস্‌ কেঁদে শুনাত দ্রাক্ষা-
কুঞ্জের ইতিহাস ।

গিয়েছে সে সব দিন,—
যে বুক মূকেরে করিত মুখর
সে আজি দরদহীন ।

গেছে যৌবন নাই অর্জ্জন
করি নাই সঞ্চয়,
তাই আজ ভাই পাই-পয়সাটি
করি না অপব্যয়।

হাটে গিয়ে আর মেলে না আমার
দরদীর সাক্ষাৎ
উদর ভরিতে সওদা করিতে
আজি মোর যাতায়াত।
চলি থলি হাতে ভাঙা ছাতি মাথে
পুরাতন সেই হাটে,
অতি সাবধানে পরাণ-অধিক
পয়সা গুঁজিয়া গাঁঠে।
কোথা কোন্ বুড়ী বেগুনের ঝুড়ি
বেচে কিছু সস্তায়,
ইষ্টকাদপি দৃঢ় বাঁধাকপি
আছে কোন্ গাদাটায়,
ইত্যাদি বহু, কত আর কহু?
করি যা ইতরপনা।
দেখিছ বন্ধু হাটের কবির
ললাটের লাঞ্ছনা?
এ দুঃখ সহা এই থলি বহা
জানি অলঙ্ঘনীয়,
যে দুখের তার সহে না কো আর
তোমারে কহি গো প্রিয়
হাতে কাঁটা ফুটে নধর বেগুন
ঝাঁকা ঘুঁটে বেছে আনা,-
ভাঁড়ারের বঁটি কুটিয়া দেখায়
দু'জনেই মোরা কানা।

কান্‌কো পরখি' টিপে টুপে শুঁকি'
টাট্‌কা যে মাছ কিনি,
রাঁধুনীর তাওয়া ছুঁতে নাহি ছুঁতে
পচা ব'লে তারে চিনি।
আরও সুকঠোর দুর্ভোগ মোর
কিছুদিন হ'তে দেখি,
চেনা দোকানের ভাঙানো রেজ্‌কি
মোকামে আসিয়া মেকি!
যত কানা কুঁজো ভুয়ো শুঁয়োধরা
হাট-ঝাঁট-দেওয়া মাল
আমি নাকি ভাই খুঁজে খুঁজে তাই
কিনে আনি আজকাল।

সে দোষ যে মোর থলির, বন্ধু,
সে কথা বলি বা কারে?
চোখের চশ্‌মা কপালের ঘাম
মিছে মুছি বারে বারে।

হেন বদনাম অপকলঙ্ক
ঘটিত না মোর আগে,
পথের ধূলাও হ'ত স্বর্ণাভ
এ হাতেরই অনুরাগে।

তুষিতে আমার গভীর অমায়
ফুটিত চাঁদের হাসি,
পাশে আসি' কাঁদি' শাওনের মেঘ
রুধিত অশ্রুরাশি।

সে সৌভাগ্য গিয়েছে, যাক্ গে
নাহি ক্ষোভ অন্তরে,

হাটের ফেরতা থলি যেন কেউ
নামায় দরদভরে।

যা ক'রেই হোক্ সহিব বন্ধু
হাটের প্রবঞ্চনা,
ঘরে ফিরে যদি নাহি ঘটে ভালে
ততোধিক লাঞ্ছনা।

দুবেলা দুমুঠো

দুবেলা দুমুঠো পেটে খেয়ে শুধু বেঁচে থাকা
বাঁচার বাহিরে,—
অস্তসূর্য্য অপরাহ্নিক ধূম্র আকাশে
অনাদ্যন্ত ধূ ধূ ফাঁকা।

হে বন্ধু, কহ কোন পথে মোর
এ দুঃশান্তি পথিক হবে?
এ ঔদাস্য এ নৈরাশ্য এ অতৃপ্যতা
বাণী পাবে বল কোথায় কবে?
অমারজনীর অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
তারায় তারায় নিমেষপাতের ছন্দে ছন্দে
দৈন বিধবা নিশিগন্ধার
নবজাগরণে সসৌরভে?
অথবা,—ক্লান্ত সুষুপ্ত সব দুঃখহরণ
মহামরণের অবলুপ্তির অগৌরবে?
কোথায় কবে?

অষ্টপ্রহর—অবিশ্রান্ত মরিছে খেটে
দুবেলা দুমুঠো কদন্ন তবু জুটে না পেটে,
জানি জানি আমি জানি
নিদ্রাহারা সে মহাশূদ্রের
রুদ্র ক্ষুধার বাণী।

কিন্তু বন্ধু,—
ঘোলা জলে নেমে পানা ঠেলে নিতি
'ওঁ গঙ্গেতি' প্রাতঃস্নান,
বিগতস্পৃহ পাকস্থলীতে
যেন তেন দুটো অন্নদান,
ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বেঁধে ব'য়ে মরা
চোরাই রত্ন দীপ্তিমান।

নাহি জানি নাহি জানি
এই জীবনের বাণী।

চৈত্র : ১৩৫৭

জন্মদিন

মেঘের আড়ালে আষাঢ় দিবস চুপি চুপি চলে যায়,
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায়?
আবাহন-হীন এ আষাঢ় দিন বারে বারে গেছে চলি',
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি'।
এবার সাধিয়া শুধাও তাহারে কী চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করনি স্মরণ বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজল শ্বাসে ভরি' লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারাজীবনের মুখ।

আজিকার কালো, রবি শশাঙ্কে হয়নি কলঙ্কিত,
কাল সাগরের কৃষ্ণকমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত।
ঢল ঢল তার নির্ম্মল শোভা সনির্ব্বন্ধে ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সজল গগন ঢাকে।
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হ'ল গুঞ্জনহীন,
মর্ম্মর কোষে তপন তারকা—তারি মধুপানে লীন।
চির কলঙ্কী ওরে কবি তোর কি সৌভাগ্য বল্—
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল।

পেরেছিস্ কিরে চিন্‌তে ?
মরণকমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।
চেয়ে থাক্ চেয়ে থাক্,
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল নির্ব্বাক।

১৩ই আষাঢ় : ১৩৫৮

টুকরো

ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল,
কতদূরে র'য়েছিস্ বল্, মোরে বল্।
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি—
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি।
শুনে হাসে ঝিঙাফুল, কুমড়ো, বেগুন ;
জুঁই, বেলি ভাবে এযে কাটা ঘায়ে নুন !
অফলা ফুলের মালা দুলাইয়া গলে
মিছে আশা দেয় কবি সব ফুলই ফলে।
মুখর গোলাপ কহে—'কবি মহাশয়,
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা তব যোগ্য নয়।
বেদনার প্রতিকার যদি নাহি পাও,
যে ব্যথা গভীর তারে ফুকারিতে দাও।

নব বৈশাখে দূর তালীশাখে
বাঁকা চাঁদখানি দুলে,
নব মিলনের সঙ্কেতদীপ
অন্ধকারের কূলে।

বৈশাখ : ১৩৫৭

*
* *

উদরে যার অন্ন নাই
কটিতে নাই বস্ত্র,
বাহুতে যার বহিতে নাই
প্রাণ বাঁচানো অস্ত্র,
স্বাধীন হোক অধীন হোক
কী তার তাহে আসে যায় ?
স্বাধীনতা তো মাদুলি নহে
গলায় বেঁধে ধুয়ে খায়।

শ্রাবণ : ১৩৫৭

*
* *

অন্ন দাও মোদের মুখে
কটিতে দাও বস্ত্র,
হে স্বাধীনতা, বাহুতে দাও
প্রাণ বাঁচানো অস্ত্র।
হাসিয়া কহে স্বাধীনতা,—
মোর তো ভাই দোকান নাই,
ওসব আমি পাব কোথা
হাতে ও পায়ে শিকল ছিল
দিয়েছি খুলে তাই,
বাঁচিতে চাহ বাঁচিতে পার,
মরিতে বাধা নাই।

শ্রাবণ : ১৩৫৭

উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার
যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার ;
কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে কাটে সমুদয়
সুন্দর সুন্দর দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়।

উই আর ইঁদুর কহিছে জুড়ি কর,
এত বড় অপবাদ কেন দাও নর ?
কাটিতে পারি না হেন দ্রব্য আছে নানা,
মানুষের মাথা আর ছাগলের ছানা।
গাঁঠ-কাটা সিঁদকাটা এ সবও না জানি,
চরকা কাটার বন্ধু রাখি না সন্ধানই।
দূরে রহু ঘটি বাটি লোহা ও পাষাণ,
কাটিতে শিখিনি আজও নিজ নাক কান।

আষাঢ় : ১৩৫৮

*

* *

প্রেম চুকে গেছে,
প্রেমিক প্রেমিকা মুখ বুজে ঘর করে ;
শুকায়েছে জল,
আবাদ চলেছে অচ্ছোদ সরোবরে,
দেয়ালে ঝুলিছে
আর্শোলা-খাওয়া বেরঙা র‍্যাফেলী ছবি ,
কবিতা ছেড়েছে,
বৃদ্ধ বয়সে নাম জপ করে কবি।

আশ্বিন : ১৩৫৮

উত্তীর্ণ হয়েছে সন্ধ্যা, অন্ধকার ঘিরে,
চলেছি লণ্ঠন হাতে বৈতরণী তীরে।

অবসন্ন ক্ষীণ দেহ সরণি নিঝুম,
কম্পিত প্রাণের শিখা উদ্গারিছে ধূম।
পলিতা যতই ঠেলি বাড়াইতে আলো
কালিমাখা কাচ তত ছড়াইছে কালো।

সংকীর্ণ বন্ধুর পথ, বন্ধু কেহ নাই,
যত চলি তত অভিসম্পাত ছড়াই।
বাড়ে আঁধারের ধাঁধা, লণ্ঠনের ফাঁদে
অনাদি জ্বালায় মোর ব্যর্থশিখা কাঁদে।

মাঘ : ১৩৫৯

*

* *

ভগ্ন বাতায়ন 'পরে
হতশ্রী মুকুর করে বসেছি হেলিয়া,
মগ্ন আলো সন্ধ্যাকাশে
একুশে ফাল্গুন আসে রজনী মেলিয়া।

ফাল্গুন : ১৩৫৯

*

* *

দীঘির ঢালু পাড়ে
জেলেরা জাল ঝাড়ে
চকিত মাছগুলি লাফায় খাবি খায় ;
ওপারে তালগাছে
চিলটি চেয়ে আছে,
চোখের উপরেতে দু'পর বয়ে যায়।
দীঘির-জল-ছাঁকা জালের মাছ
চিলের-চেয়ে-থাকা তালের গাছ।

ফাল্গুন : ১৩৫৯

এদিক—ওদিক

(এদিক)

জাগ জাগ দেশবাসিগণ !
শিয়রে শমন স্বয়ং করিছে
মহামারণের আয়োজন।
আরোহণ করি' সরকারী মোষে
উপোসী চাষীর রক্ত সে শোষে,
ব্রেকফাস্ট্ সেরে, মালকোঁচা ক'সে
তাই করি সবে আহ্বান,
ভুখারি ভিখারী হ'য়ে এক দিল্,
উঠাও আওয়াজ, সাজাও মিছিল,
আজ নয় কাল হবেই আকাল
ইন্ক্লাবী জয়গান।

ক্ষুধায় ক্ষুব্ধ বজ্রমুঠিতে
ধর ওর শিং চেপে
লাল ঝাণ্ডাটা উড়াও সামনে
মহিষটা যাক ক্ষেপে।
পিছনে পিটাও শত জয়ঢাক
আছাড়ে পটকা ছাড়,
নিড়েনি নরুন ইঁট পাটকেল
যে যা পার ছুঁড়ে মার।
কিছুদিন ধ'রে চলুক এমনি
শেষটা দেখিবে মজা,
যমপিঠে মোষ হবে দেশছাড়া
গুটায়ে ল্যাজের ধ্বজা।

তারপর, ভাই তারপর—
নূতন উষার রক্ত ছটায়
ভেসে যাবে সব ঘর পর।

খাটাখাটুনির ঘুচিবে বালাই,
দুর্ভিক্ষের মুখে দিয়ে ছাই
চারিধার খাসা রাতারাতি ভাই
ভরি' যাবে ধনে ধান্যে।
দেশ নয় যেন শ্বশুরের ঘর ;
দুবেলা পোলাও ক্ষীর ননী সর,
ঢেকুর তুলিছ এ ওরে বলিছ—
দোক্তা নে ভাই পান নে।

(ওদিক)

ঘুমাও ঘুমাও দেশবাসী।
যে মিছে বলিছে কুচক্রীদল
উড়াও সে কথা উপহাসি'

ও নহে শমন মহিষারোহণে,
উনি গণদেব মূষিক বাহনে,
ওর আগমন তব প্রয়োজনে
মাভৈঃ মাভৈঃ ভাই ;
দুর্ভিক্ষের নিবারণ লাগি'
কি দিন কি রাত রহিয়াছে জাগি',
আরও কি ফন্দী ফাঁদা হয়ে গেছে—
সেটা বুঝি দেখ নাই ?

মহাবটমূলে আটচালা তুলে
ঢেঁশকেল হ'ল গাঁথা,
ভজন হিসাবে বাবলাকাঠের
ঢেঁকিও হয়েছে পাতা।

বাবলাকাঠের ঢেঁকি সারে সার
ভিউলি পোয়ার খাঁজে
লোলায় ধুলোয় শক্ত মুষল
ঘা পাড়ে গড়ের মাঝে।
ঢেঁকির এ মুখে জোড়াপায়ে মুখে
ঘন ঘন পাড় পড়ে,
ঢেঁকির ওমুখে ঢেঁকুশ ঢেঁকুশ
ধান ভানা হয় গড়ে।
খুশ খুশ খুশ উড়াইয়ে তুষ
কুলো-ঝাড়া চাল হয়,
ঢেঁশকেলে যার এতগুলো ঢেঁকি
আকালে কি তার ভয়?
সব দুখে এই ঢেঁকিই জামিন,
ইহারই ভিতর ভরা ভিটামিন,
জমিদার প্রজা কুলী কি কামীন
ঢেঁকি সকলেরই মূলে,
আমাদের হেন ঢেঁকির মহিমা
ছিনু এতকাল ভুলে।
সে ভুল এবার সংশোধিবার
ব্যবস্থা সব ঠিক,
আরও কিছুকাল ঘুমাও তোমরা
রহিবে সকল দিক।
রাস্কেলি যত ধাপ্পাবাজিতে
বুঝমান যারা চাহে কি মজিতে?
ওদের কথায় প্রত্যয় কেউ
ক'রো না একটি বর্ণ।
জান তো অকালে জেগে উঠে মূঢ়
মরিল কুম্ভকর্ণ।

আগমনী

পথশ্রান্ত নিঃস্ব জীবন
নামিয়া পড়েছে ক্লান্তিভারে,
সহসা হেরিনু গৌরী কন্যা
দুটি হাত পেতে দাঁড়াল দ্বারে।
আস্তে ব্যস্তে খুলি' ভাণ্ডার
হাঁড়ি কুঁড়ি ভেঙে করি একাকার,
ওই করপুটে তুলিয়া দিবার
যোগ্য কোথাও পাই না কিছু ;
বুঝি না ছলনা, কোন অপরাধে
মেয়ে হ'য়ে মাথা করাবে নিচু।

মৃদু মধু হাসি' শুধায় আমারে—
চিনিবারে তারে পেরেছি কিনা ;
কহিনু,—চিনেছি, ছলনা করিতে
অন্নপূর্ণা অন্নহীনা।
নবধান্যের সৌরভময়
অঙ্গ ভরিয়া উঠে পরিচয়,
ঝাড়া দিয়ে তো ঢাকিবার নয়
করপদ্মের সুষমারাশি।
কহিনু, চিনেছি ছদ্মের মাঝে
শরৎ মেঘেতে চাঁদের হাসি।

কহিনু আবার—সীমন্তে তব
ওই অক্ষয় সিঁদুরসম,
শীর্ণ স্মৃতির সীমান্তে আঁকা
চিরদিন তুমি রয়েছ মম।

ভুলি নাই সেই স্নেহকলভাষ,
মেয়ের মাঝারে মায়ের আভাস
শতদলে আজি হয়েছে বিকাশ,
বিস্ময়ে তাই চাহিয়া আছি।
শিবের ঘরনী সবার জননী
দাঁড়াল দুয়ারে ভিক্ষা যাচি'!

সহসা তিমিরে ডুবিল ধরণী
কোথায় লুকাল গৌরী মেয়ে!
চির অনশন লেলিহ রসনা
কে ও বিবসনা আসিছে ধেয়ে?
কার খড়্গের ক্ষুধা-খরধারে
লুটায় মুণ্ড কাতারে কাতারে
কার খর্পরে অনিবার ঝরে
শিবাশকুনির মহোৎসব?
অট্ট হাসিয়া কে আসে করালী
চরণে দলিয়া শিবের শব!

সাঁঝ তন্দ্রায় ক্লান্ত কবি
হেরিল এ কোন্ কুহক ছবি?

ভাদ্র : ১৩৫৯

ভোর হ'য়ে এল

ভোর হ'য়ে এল কবি তোর।
নীড়ছাড়া বনপাখী
করে দূরে ডাকাডাকি,
খোপে খোপে কাঁদে কবুতর।

জীবন-রজনী শেষে
দাঁড়ায়ে শিয়র দেশে,
মরণ-অরুণ ওই
চাহিয়া নির্নিমেষে ;
তোরই ঘুম ভাঙাতে
তোরই পথ রাঙাতে
বাহিয়া তিমিরতরী এল সে।

যে-আলো নয়নাতীত
সেই আলো হাতে তার,
যে-বোঝা বহনাতীত
সেই বোঝা মাথে তার ;
তোরই জ্বালা সহিতে
তোরই বোঝা বহিতে
আজি বুঝি অবসর পেল সে।

রবি শশী জ্বেলে জ্বেলে
এই যে রজনী-জাগা,
কেঁদে হেসে ভালোবেসে
এই যত ভালোলাগা ;
কোজাগরী অভিনয়—
আর নয় আর নয়
ঘুরিয়ে দে এ-দুয়ারে চাবি রে !

আজ আর ডাকিস্‌নে
ভক্তের ভগবানে,
সুখে দুখে মুখে বুকে
কোথায় সে সেই জানে ;
এল যে-করুণাময়
আঁখিভরা বরাভয়,
নয়’ সে অবশ্যম্ভাবীরে।

ওরে কবি, নবপ্রভাতে,
রবি শশী তারা-জ্বালা
রজনীর দীপমালা
নিভিছে অরুণ-প্রভা-তে।

চৈত্র : ১৩৫৯

পরাভব

এ যে মরণের ভ্রূকুটি-ভয়াল
মুখোস আঁটিয়া মুখে,
চির জীবনের বন্ধু আমার
দাঁড়াইলে পথ রুখে।
সতিমির সংকীর্ণ সরণি,
বলহীন আমি একা,—
ভীম ভৈরব বীরপুঙ্গব,
তাই কি মিলিল দেখা?
আতঙ্কে আমি কাল-ঘাম ঘামি'
টলিয়া পড়িব পায়ে,
তখন তোমার পরশ-অমৃত
লাগিবে সে মৃত কায়ে।
জীবন থাকিতে বন্ধুর সাথে
দেখা বুঝি হ'তে নাই,
চির বুভুক্ষু তৃষিত জনেরও
খাবি খাওয়া চাই-ই চাই!

তাই বুঝি হেরি আজ,—
আপাদমস্তে, নমোনমস্তে,
যুদ্ধং দেহি সাজ!

কোথায় লুকালে ফোটা মালতীর
পরিমল মনোহর ?
কোথায় শুকালে ঝরা বকুলের
অফুরান নির্ঝর ?
নবনীল নভে শ্যামরূপাভাস
কুহু-কণ্ঠের ধ্বনি ?
শিশিরে শিশিরে ঝরানো ছড়ানো
অশ্রু-পরশমণি ?
সকলি ঘুচায়ে দাঁড়ালে আমার
ভুবন আঁধার করি',
বন্ধুর পাশে বন্ধু কি আসে
বিভীষিকা-রূপ ধরি' ?
দীর্ঘ দুখের পসরা মাথায়
জরাভারে দেহ কাঁপে,
হে নওজোয়ান এখন এসেছ
শক্তির পরিমাপে !
পুরুষ হইয়া হেন কাপুরুষে
বন্দি বন্ধু বলি'
সে দুঃখে এই ভিজে ভস্মও
উঠিতে চাহে যে জ্বলি' ।

জানি তা হবার নয়,—
এবারের সেই মুখোশধারীর
মায়াযুদ্ধেরই জয় ।

তবু যে যুঝেছি, আজও যুঝিতেছি
সেই মোর গৌরব ;
মানুষের মত মানুষেরই হয়
বারবার পরাভব ।

চৈত্র : ১৩৫৯

অন্ত

প্রে-মকো অন্ত নাহি পাই।
ত্রিকুড়ি ছাড়ায়ে এসে
দেখিতেছি দিনশেষে
যে দূরে সে ছিল আছে তাই।
কখনো ভেবেছি—ও তো
আমলকী করায়ত,
কখনো হেরেছি—মরীচিকা,
কভু ক্ষণপ্রভা-ভীতি
কভু বা ধ্রুবের সাথী,
কখনো সাঁজের দীপশিখা।

তাহারি আহ্বান পেয়ে,
তারি পানে চেয়ে চেয়ে ;
কানে খাটো, চোখে ছানি আজ ;
তারি ত্রিতাপের চাপে
মাজাভাঙা হাঁটু কাঁপে
কাঁধে ঘাঁটা, অপরূপ সাজ !

তারি শিখানোয় শিখি'
মামুলি কবিতা লিখি'
টাকা সিকি করি রোজগার,
হালে না মিলিলে পানি
দুই-হাতে দাঁড় টানি,
তথাপি প্রেমের নাহি পার।

যে কাঁদন কাঁদিলাম,
যে সাধন সাধিলাম,
আঁচড় কাটেনি তার মুখে,

আমারি বেপথুমান
ঘসা বুকে ক্ষয়া প্রাণ
এলোমেলো চক্‌মকি ঠুকে।

নদীর ভাঙনে ভাঙা
ওপারে পলাশডাঙা
দুচোখ রাঙায় ফুলে ফুলে;
চাহিয়া আকাশপানে
ভাবি,—শেষ কোনখানে?
ভাঙে ঢেউ ললাটের কূলে।

অস্ত গেল ক্লান্ত রবি,
সহসা ভবিষ্য ছবি
আঁকিয়া দেখাল সন্ধ্যাকাশ,
জরাজীর্ণ জড় আমি
কণ্টকশয়নে ঘামি
প্রেম করে কুলার বাতাস।

ভাদ্র : ১৩৬০

পেট ও মাটি

এখন বুঝেছি ভাই,—
পেট ছাড়া আর পূজা করিবার
দুনিয়ায় কিছু নাই।

আপাদ-মস্ত সাড়ে-ত্রিহস্ত,
তারি মাঝে রাজে পেট,
তারি নির্দ্দেশে দেশে ও বিদেশে
বারবার মাথা হেঁট।

আঁধার অতীতে ঋক্‌বেদীয়ারা
তারি ধান্দায় হ'ল ঘরছাড়া,
হ'য়ে মরুপার গিরি কান্তার
ভাঙে 'খাইবার' গেট্।
বুদ্ধ শুদ্ধ,—পেয়ে বোধিমূলে
পরমান্নের প্লেট্।

তারি টানে ঢেঁকি চ'ড়ে
নারদ আকাশে ওড়ে,
ধান ভেনে ভেনে সারা ত্রিভুবনে
যত ঢেঁশকেল ঢোঁড়ে।

সত্য দ্বাপর ত্রেতা
যা কিছু ঘটিল যেথা
একটু ভাবিলে পষ্ট হইবে
পেটই ছিল তার নেতা।
যত সিঁদুর তা গণেশের পেটে
তিন যুগই লেপা হয়,
গলিতে গলিতে ঘটিছে কলিতে
তারি পুনরভিনয়।

যা কিছু রকম-ফের—
সে শুধু বিধাতা উলটিয়া পাতা
টানিছে নূতন জের।

পেটের খোরাক ঠিক পেতে হ'লে
চিরকাল চাষা চাই ;
পেটের সুবাদে মানুষে মানুষে
সবই চাষতুতো ভাই।

তাই চারিদিকে চাষ ও চাষার
ঘন ঘন জয়রব,
তাই সংগ্রাম, তাই প্রস্তুতি,
তাই যত বিপ্লব।

বাদাড়ের বাঘ পাঁদারে কহিছে
শোন গো বিড়াল মাসি,
যে মাটি যেখানে আঁচড়াও তুমি
সে মাটি তোমারি দাসী।
ওরা সব কারা দেয় হাত নাড়া,
কী ওদের অধিকার?
যে যেখানে চষে খুঁটি গেড়ে বসে
সে জমিন খাস তার।

হ'য়ে একজোট দাসীটারে সব
ভাগাভাগি ক'রে নাও,
সহজে সে যদি না ভরায় পেট
নাড়ি ভুঁড়ি ছিঁড়ে খাও।
টিক্ টিক্ টিক্ যত টিকটিকি
বলে ঠিক ঠিক ঠিক,
চোখ গেল চোখ গেল রব তুলে
চ্যাচায় চতুর্দ্দিক।
শুধু, চার যুগ মড়ার মতন
বোবা মাটি আছে প'ড়ে',
যে যেমন খুশি চষে চোষে শোষে
কাটে ঘাঁটে ফাড়ে ফোঁড়ে।
সর্ব্বহরণ এ উৎপীড়ন
হবে না সহনাতীত?
সব জীবনের উৎস হ'য়েও
সত্যাই সে কি মৃত?

মুড়ির দন্তে মানুষ চাহে যে
প্রতি পেট হবে ভুঁড়ি,
তারি জোগান কি দেবে চিরকাল
হাবা কালা এই বুড়ি ?
কোন দিন সে কি স্রষ্টার কাছে
দাঁড়াবে না জুড়ি' কর—
"আর কত কাল বহিব ঠাকুর
মানব-দানব-ভর ?"

অগ্রহায়ণ : ১৩৬০

আসছে জন্মে

রোয়াবাঁধে খোলা বারান্দায়
শীতের সূর্য্য গড়ায়ে যায়।

পড়ন্ত রোদে পথের প্রান্তে
অশথের পাতা কাঁপছে,
কি শীত গ্রীষ্ম কেঁপেই আসছে তারা ;
বলি-বন্ধুর অশথের গুঁড়ি
একঠাঁয়ে খাড়া ভাবছে,
কি শীত গ্রীষ্ম সে শুধু ভেবেই সারা
একশ বছুরে উদ্ভট যত ভাবনা।
পড়ন্ত রোদে পিঠ পেতে শুয়ে
দুধোলো গাভীটি জাওরায়,
তন্দ্রিত চোখ ঠাওরায়—
সারা গোজন্মে কোথায় কিসের ভাবনা ?
চোয়ালে জাবর, গোয়ালে ফিরেই
কোঁয়ালে বাছুর ও জাবনা।

একই ঠাঁয়ে খাড়া একশ বছর দাঁড়ায়ে
অচল অশথগুঁড়ি
আঁধারের তলে অন্ধের প্রায়
শিকড়ে শিকড়ে রস হাতড়ায়,
করে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি।
একই ঠাঁয়ে খাড়া চিরনিদ্‌হারা
ঊর্দ্ধে আকাশ ফুঁড়ি'
পাতায় পাতায় আলো আঁকড়ায়,
শাখায় শাখায় পাখা ঝাপ্‌টায়,
ঝড়ে ঝড়ে মোড়ামুড়ি।
চিরচঞ্চল পায়ে-শৃঙ্খল
অচল অশথগুঁড়ি!

সদ্‌গোপেদের দুধোলো গাইটি ভালো,
নধর চিকন কালো;
অচল নয় সে চ'রে খেতে পারে,
লেজের বাড়িতে ডাঁশ মশা মারে,
ভুলেও ভাবে না দুষ্প্রাপ্যের ভাবনা:
অতীব সরল হিসাব তাহার
দুধের বদলে জাবনা।
উপরন্তু সে জাবর কাটে
পড়ন্ত রোদে ভরা পেট পেতে
ঢুলু ঢুলু আঁখি শীতের মাঠে।
গলার দড়াটা মাঝে মাঝে খোলা পায়,
তারি আনন্দে ঘন-রোমাঞ্চ-কায়।

এবারের মতো মনিষ্যি হ'য়ে
পুণ্যের ঘরে শূন্য;
সব কথা যদি খুলে বলি তবে
শত্রু হাসিবে
বন্ধুরা হবে ক্ষুণ্ণ।

সুতরাং সব চেপেই যাই,
রোঢ়াবাঁধে এসে বন্ধুবরের খবর নাই।
সে যে ছিল মোর সর্ব্বযামী,
দেখা পেলে তারে জিজ্ঞাসিতাম
আসছে জন্মে কী হব আমি ?
জানায়ে দিতাম আমারও দাবি—
পথের প্রান্তে অশথগাছ, না
সদ্‌গোপেদের দুধোলো গাভী ?
আমার মতন মনিষ্যিদের
খোলা আছে দুটি ভবিষ্যৎ,
হয় গোজন্ম নয় অশথ !

মাঘ ঃ ১৩৬০

মোহিতলাল

দেশলাই ঠুকে কেরোসিন ঘুঁটে
কয়লার যোগাযোগে—
যে আগুন জ্বলে উনোনে উনোনে
মোদের অন্নভোগে,
যা ফুটায় নিতি আফিসের ভাত
বার্লি ও সাগুদানা,
মৃদু আঁচে আঁচে দালদা পেঁয়াজে
বানায় মোদের খানা ;
উদরপোষণ সে পোষা আগুন
ঘরে ঘরে মোরা চিনি।
রসনা-রসন তারি রসায়ন
মোড়ে মোড়ে মোরা কিনি।

যে আগুন জ্বলে যজ্ঞকুণ্ডে
অরণি-সমুত্থিত
হবি ও সমিধে কভু প্রোজ্জ্বল
কখনো বা ধূমায়িত,
যার রসনায় অশনি—শাণিত
দৃপ্ত শিখার জ্বালা,
যার ধূমজালে গগনের ভালে
ছেয়ে আসে মেঘমালা।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু যম যার
প্রসাদ কামনা করে
স্বর্গশাসন সেই হুতাশন
কদাচিৎ চোখে পড়ে।
নিবিয়া গিয়াছে সারা বাংলার
সেই হুতাশন কবি,
পড়িয়া রহিল হোমের ভস্ম
আহুত সমিধ্ হবি।

ভাদ্র : ১৩৬৯

কবিবন্ধু কালিদাসের প্রতি

আমারও ডাক পড়েছে আজি তোমার অভিনন্দনে,
বুঝিছ সখা, প'ড়েছি তাহে কেমনই খইয়ে-বন্ধনে।
তোমার মানা না মেনে যারা
তোমারে টেনে ক'রেছে খাড়া
বনের পাখী খাঁচায় রাখি' সাজাতে স্রক্-চন্দনে,
তাদেরই দলে কর্ম্মফলে পড়িনু খইয়ে-বন্ধনে।

তুমি যে জান, ভালই জান, আমিও জানি কী এর দাম,
এ কলিযুগে কেন যে বড় হরির চেয়ে হরির নাম।

তোমারে ভালবাসে গো যারা
বেশী কি ভালবাসিবে তারা ?
মুফতে-সারা রসিকজন কিনিবে বই দিয়ে কি দাম ?
মজামারারা মারিবে মজা, শ্রদ্ধাহীন সিদ্ধকাম।

খ্যাতির পথে খাতির পেতে বন্ধু জানি এ পথ নয়,
জীবনে হয় যে লালায়িত করে না সে তো মৃত্যু জয়।
তবুও তব ভক্ত মোরা
অর্ঘ্য হানি কাগজ ছোড়া,
কবির ভালে যা হয় হোক, ভক্তি যেন তৃপ্ত হয়।
কথার হাওয়া লাগায়ে পালে যুগের খেয়া হুজুগে বয়।

যে নাম ধরি' তোমারে ডাকি মিত্রতার অহংকারে
বিনা পালে ও বিনা লগিতে সে নাম চলে যুগের পারে।
সে কথা যদি নীরবে স্মরি'
কবিরে ছেড়ে কাব্য পড়ি
এড়ায়ে যেতে পারি গো সখা জীবনে বহু লাঞ্ছনারে।
কবিও যদি কাঙাল হয় মানুষ যাবে কাহার দ্বারে ?

তবুও আমি বন্ধু আজ তোমার নামে কবিতা বাঁধি,
ক্ষম গো ক্ষম প্রলাপ মম পরস্পর-বিসংবাদী।
জানি গো তব মহৎ চিত
এ-সবে কত সংকুচিত,
স্তবের বাণী সময়োচিত জুটে না, মিছে ছন্দ ছাঁদি।
দেশের দশা, কবির দশা কাঁদায় তোমা, আমিও কাঁদি।

* কথাসাহিত্য, চৈত্র ১৩৫৭ : কবি কালিদাস রায়ের সংবর্দ্ধনা-সংখ্যার জন্য লিখিত

মিতা কবি যতীন্দ্রমোহন

অনেক বন্ধু এসেছে, বন্ধু, তব অভিনন্দনে,—
তোমার গানের আনন্দ শুধু জাগিছে সবার মনে।
গানের আড়ালে প্রাণের তন্ত্রী যে ব্যথার টানে কাঁপে,
এ হতভাগ্য নিবিড় গভীর সে বেদনাই মাপে।
তব সঙ্গীত সার্থক হ'ল যাদের বেদনা গাহি',
তোমার তরণী পৌঁছিছে তীরে যাদের অশ্রু বাহি',
এই আনন্দ দিনে
চেয়েছিল তারা অনিমন্ত্রিত আসিবে পন্থা চিনে।
নিষেধ ক'রেছি, কেহ বা শুনেছে, কেহ তাহা শুনে নাই,
তাদের হইয়া, বন্ধু, তোমার মার্জ্জনা আমি চাই।

কাঁটাবন হ'তে ব'লে পাঠায়েছে তোমার সাধের কেয়া,—
'বন্ধুরে ব'লো, মোর শিরে আজও সমান ঝরিছে দেয়া।
কত কবি এল, কত কবি গেল, নিল অভিনন্দন,—
কেয়ার অঙ্গে নিবিড় হ'ল যে কণ্টক-বন্ধন!
আজও পাঠালাম বাদল বাতাসে গন্ধের উপহার,
আনন্দ-দিনে কেয়ার কথা সে স্মরে যেন একবার।'

তোমার পথের ঝরা শেফালীরা এসেছিল আজ ভোরে;
বেলা হ'ল যেই, মলিন মাধুরী আরবার গেল ম'রে।
চ'লে গেল তারা ভোরের তারার সাথে সাথে হাত ধরি';
ব'লে গেল তারা;—'ব'লো বন্ধুরে আজিও অঝোরে ঝরি।'
দিয়ে গেল তারা মর্ম্মবৃন্তে ছোপানো উত্তরীয়;
ক'য়ে গেল তারা,—"শরতের শত শপথ স্মরিয়ো প্রিয়।"

হেরিনু বন্ধু,—বাদল-সন্ধ্যা বহি যায় কুল্ কুল্,
ভেসে' এল তায় কোন্ সাঁঝদীপ, কোথাকার ঝিঙাফুল!

ভেসে যেতে যেতে ব'লে গেল তারা,—'ব'লো ব'লো বন্ধুরে,
এক গাঁয়ে ছিল বসতি মোদের আজ চলি কোন দূরে !
ব'লো তারে—মোরা আলো ক'রেছিনু যে কুটীর যে আঙিনা,
আজ বাদলের আঁধারে হয়ত কঠিন হবে তা চিনা,
তবু ব'লো তারে ভাই ;
সে ঘর আঙিনা আঁধারই রহিল, মোরা যাই ভেসে' যাই'।

শুধা'ল নিশীথে তোমার গাঁয়ের চরের চক্রবাকী ;
'সন্ধান তার পেল কি বন্ধু, আমার হারানো পাখী ?
সে যে বলেছিল নিশি হ'লে ভোর আবার মিলিবি তোরা ;
এ জীবন ভোর হয় নিশি ভোর ; ভাঙা ত লাগেনি জোড়া।
ব'লো ব'লো ভাই, মোদের বন্ধু তোমার মিতারে ব'লো ;
তাদের গাঁয়ের অবুঝ পাখীর দিন-রাত এক হ'লো।'

এমনি কত না এল রবাহূত, তাদেরই বারতা বহি'
এসেছি বন্ধু, বল তো কেমনে নিজ আনন্দ কহি ?
এসেছি বন্ধু, মাথায় ধরিয়া আকাশের মেঘভার,
যার বুকে তুমি সাতরঙা ধনু টঙ্কারো বার বার ;
এসেছি বন্ধু, দুপায়ে দলিয়া ঝরা বকুলের রাশ,
যে বকুল আজও তোমার গানের যোগায় জীবন শ্বাস।
নিষেধ ক'রেছি শোনেনি বন্ধু, সঙ্গে এসেছে চলি'
তোমারই বুকের মালঞ্চ হ'তে কীটে কাটা ক'টা কলি।

আপনা হারায়ে যারা বাড়াইল তোমার গানের গতি,
আপনা ফুরায়ে যারা পুরাইল তোমার প্রাণের ক্ষতি,
তাদের পক্ষে তোমারে হে কবি, দিনু অভিনন্দন,
সুন্দর যেন তোমারি ছন্দে তুলে তার ক্রন্দন ॥ •

* রসচক্রের উদ্যোগে যতীন্দ্রমোহনের অভিনন্দন-সভায় পঠিত

কোজাগরী

রজনী গভীর হ'য়ে আসে,
ধ্রুবতারা জ্বলিছে আকাশে,
ধানক্ষেত কুয়াশায় হারা,
ঝিঁঝিঁভরা বেণুবনে চুপি চুপি চলেছে ইসারা।
প্রহরী পিটায় লোহা-কাঠের কাঁসর
প্যাগোডায় ঘণ্টার স্বর,
দূরে দূরে কৃষকেরা মেতেছে ক্রীড়ায়,
আরও দূরে কুটীরে কে গায়?

রজনী গভীর হ'য়ে আসে।
কথা ক'য়ে যাই মৃদুভাষে,
পাশাপাশি ব'সে দুজনায়,
জীবন মধুর লাগে রজনীর প্রায়।
পাহাড়ের গায়ে
উঠে আসে রাঙা চাঁদ গাছে গাছে আগুন ধরায়ে।

ওই ধ্রুবতারা
জ্বলিতেছে ফানুসের পারা।
লঘু বায়ুভরে
শিশিরের কণাগুলি মুখে এসে পড়ে,
আসে দূর মাদলের ধ্বনি,
দুজনে বসিয়া থাকি সারাটি রজনী।

চৈত্র : ১৩৫৪ । আনামের কবিতা ।

বাঁশ-বাগান

কুটীর আমার ঘেরিয়া রয়েছে পুরানো বাঁশের বন,
ঘরের মেঝেয় ছড়ানো ছিটানো কত পুঁথি পুরাতন ॥
মধুর তাহার ছায়ায় বসিয়া আরাম লভিতে চাই,
সাধ হয় যত বড় কবিদের কবিতা পড়িয়া যাই।

অমনি আমার মনে প'ড়ে যায়,—
সেই যে জেলেটি, প্রতি সন্ধ্যায়
পাঁচতারা হাতে বেতের ডোঙায় গাহিয়া চলেছে গান,
জাল দেখে ফিরে নদী জলে জলে,
ডোঙাখানি তার স্রোতে ভেসে চলে
আপন মনের খেয়াল খুশিতে গাহে সারা দিনমান।

পরিণয় ডোরে বাঁধিবে আমারে দিয়ে গেল তার কথা,
সেই যে জেলেটি, ফিরে তো এল না, না জানি রহিল কোথা?
ফেলিয়া গেল সে মাঝ গাঙে মোরে,
ভাসিয়া বেড়াই কত?
গড়ায়ে গড়ায়ে স্রোতের মুখের
বেতের ডোঙার মত।

চৈত্র : ১৩৫৪ । আনামের কবিতা ।

স্বচ্ছ নদীর বালিকা

স্বচ্ছ নদীটি ন'টি বাঁকে বেঁকে চলে,
স্বচ্ছ নদীটি, অগাধ জলের তলে
সবার নয়ন হইতে আপন সবুজ বালুরে ঢাকে।
স্বচ্ছ নদীর ভরি' দুই তীর সারাবেলা পাখী ডাকে;
ডিক্, ডিক্, ডিক্, ডিক্, ডিক্, ডিউ, ডিক্।

কে বালিকা তার পান্নার আঁখি মেলি'
দাঁড়ায়েছে ঐ মণ্ডপ দ্বারে হেলি' ?
হৃদয়ে তাহার চাঁদের উদয়, তন্ময় প্রেম-গানে,
যে প্রেমের গান নদীর উজান বহিয়া আসিছে কানে।

আঙিনার পারে বাঁশের দুয়ার-ধারে,
আপনি স্বপন বিভোর করেছে তারে।
বিলম্ব আর নহে ক্ষণকাল,
ছাড়িয়া চলিনু ছায়ার আড়াল,
কবিতার কথা প্রণয় বারতা শুনাইব বালিকারে।

চৈত্র : ১৩৫৪ । আনামের কবিতা ॥

একক শয়নে

আলো করি নিজ নিশীথ শয়ন
অকাতরে তুমি ঘুমাও যখন
আমি না দেখিতে পাই,
স্বপন হইয়া ক্ষণতরে এসে
খেলা ক'রে যাব তব কালোকেশে,
সে আশাও মোর নাই।
তবু মনে মনে আছে বিশ্বাস,
চিনি আমি তব পাশ-ফেরা শ্বাস
নির্ভরময় ললিত ভুজের
সর্ব্ব সমর্পণ :
যে রাত আমার হবে না প্রভাত
তুমি সে রাতেরি ধন।

চৈত্র : ১৩৫৪ । আরবীয় কবিতা।

মুঞ্জ তৃণ

আমরা ছিলাম দুই তীরে দুটি শ্যামল মুঞ্জ তৃণ,
ছোট্ট নদীটি মাঝখানে বহি' চলে।
পরস্পরের পরশ তো মোরা পেতাম না কোন দিনও
উপাড়িয়া যদি না নিত স্রোতের জলে
না আসিলে শীত কে বল বাঁধিত আমাদের দুই জনে
জমাট হিমের তুহিন-ঘুমের নিবিড় আলিঙ্গনে ?

চৈত্র : ১৩৫৪ । চীনদেশীয় কবিতা

উইলো পাতা

জানালায় ব'সে স্বপন দেখে যে
ভালবাসি সেই মেয়েটিরে।
শিল্প-বাহার সৌধ তাহার
আছে বটে পীত নদীতীরে,
শুধু সেই জন্যেই ভালবাসিনে সে
মেয়েটিরে।
উইলো পাতাটি তারি হাত হ'তে
খ'সে পড়েছিল নদীনীরে,
তাই ভালবাসি সেই মেয়েটিরে।
বড় ভালবাসি পূবে হাওয়া।
পূব্ পাহাড়ের ফুলে ফুলে সাদা
পীচের সুরভি যায় পাওয়া।
শুধু সেই জন্যেই ভালবাসিনে গো
পূবে হাওয়া।
উইলো পাতাটি সেই এনে দিল
চলছিল যবে তরী বাওয়া,
তাই বড় ভালবাসি পূবে হাওয়া।

উইলো পাতাটি বাসি ভালো।
তারি মুখে শুনি নব বসন্তে
কবে ফের ধরা হবে আলো,
শুধু সেই জন্তেই পাতাটিরে নাহি
বাসি ভালো,
ফুল তোলা স্থচে মোর নাম তাহে
মেয়েটি যে উৎকীর্ণা'ল
তাই উইলো পাতাটি বাসি ভালো।

চৈত্র : ১৩৫৪ । চীনদেশীয় কবিতা।

কম্‌লা পাতার ছায়া

একেলা কিশোরী ঘরে
তোলে ঘাগরার 'পরে
সারাবেলা রেশমের ফুল।
সহসা বাঁশীর ধ্বনি,
শুনিয়া শিহরে ধনি,
কে যেন কিশোর তার চুমে শ্রুতিমূল।
কম্‌লার পাতাগুলি
বাতাসে উঠিছে দুলি'
মোমজামি জানালার পিছে।
ছায়াগুলি জানু 'পরে
ছুটোছুটি খেলা করে
কে যেন ঘাগরাখানি টানিয়া ছিঁড়িছে।

চৈত্র : ১৩৫৪ । চীনদেশীয় কবিতা।

বিয়ের প্রস্তাব

তরমুজেরি বীজের মত তোমার আঁখি কালো।
তরমুজেরি শাঁসের মত ঠোঁট দুখানি রাঙা,
সুডৌল তরমুজেরি মত মোহন কটিদেশ,
তোমারে লাগে বেশ।
আমার প্রিয় অশ্বী হ'তে তুমি যে সুন্দর,
নিতম্বটি তাহারো চেয়ে নিটোল দৃঢ়তর,
হাল্‌কা তালে দুল্‌কি চালে চলন তারি সম ;
মহোৎসব করিব যদি এসো গো ঘরে মম।

এক্‌-এক্‌ দলে একশ' মেষ, একশ' হেন দল
চরছে তারা তরাই ছেয়ে হিমালয়ের তল।
তা থেকে বেছে আন্‌ব দুটি সব্‌সে-সেরা মেষ—
রেশ্‌মী লোম, নধর দেহ, গাঁট্টা-গোটা বেশ ;
পাণ্ডুঠাকুরের দেউলে দুজনে যাব চলি'
তোমার লাগি পুত্র মাগি' একটি দেব বলি।
আরেকটিরে জবাই করে, গোলাপ-ডালে বিঁধে
গোটাকে-গোটা ঝল্‌সে নেব কাবাব কোরে সিধে।
ভোজের দিনে নিমন্ত্রিয়া করব আমি জড়ো
দেখতে যারা খুবসুরৎ, ভোজনে পানে দড়।
চলবে যবে খানা ও পিনা সমানে তিন রোজ,
তোমারে ঘিরে আমার ঘরে চলবে যবে ভোজ।
পরাব হাতে রুপোর বালা, পায়েতে পাঁয়জোর,
গলায় দেবো সোনার মালা, এস গো ঘরে মোর।

[**Song of Kafiristan**] চৈত্র : ১৩৫৪

বসন্তে বাদল

কালকে বাদল ঝরেছিল সারারাত,
আজ ফিরে এল স্বচ্ছ সুপ্রভাত।
সিক্ত শ্যামল তালীকুঞ্জের সার,
বুক মেলে দিয়ে ছায়া ফেলিতেছে তার।
ব্যথার বাদল ঝরে তবু মোরে ঘিরে,
স্মৃতিভারাতুর ঘরটিতে মোর আসি যাই ঘুরে ফিরে।
আশপাশ হতে শ্যামল তরুর দল
শ্যাম ছায়া ফেলে জানালার পর্দায়,
শিশিরসিক্ত মখমলী শৈবাল
পরশে পরশে পুলকাঞ্চিত কায়,
কমলা রঙের জালি ওড়নার তলে
আংরাখাটির আবছায়া রাঙা গোলাপের বুকে টলে।
দেখি আর মনে হয়,—
চারিদিকে মোর সকলই আবার মধুর জীবনময়।
ছাদে গিয়ে বসি
করিবার কিছু নাই,
শুধু গুণে গুণে যাই,—
কত মাঠ,
কত পর্ব্বত,
কত উপত্যকা,
কত নদী দিয়ে মোর বসন্ত পড়িল ঢাকা।

চৈত্র : ১৩৫৪ । চীনদেশীয় কবিতা ।

সাদা-পাতা

মাথাটা রেখে হাতে
চেয়েই আছি খাতার সাদা পাতে,
তুলির মুখে শুকিয়ে ওঠে কালি
দেখছি তাই খালি।
ঘুমিয়ে গেল প্রাণ,—
জাগবে কিনা কে জানে সন্ধান ?

ঝরতি রোদ্দুরে
খানিক আসি ঘুরে
ফুলের গায়ে বুলিয়ে হাত উঁচু শাখার চূড়ে।

ঐ তো বন কোমল-ঘন শ্যামল শোভাময়ী,
ঐ তো দূরে তুষার-ভাঙা
উজল রবিকিরণে রাঙা
নিপুণ-আঁকা শৈলরেখা কী সুন্দর ওই !

মেঘেরা দেখি চলেছে ধীরে ভেসে,
কাকেরা করে ব্যঙ্গ—শুনি কানে।
বসিয়া পড়ি আবার ঘুরে এসে
চাহিয়া থাকি সাদা পাতার পানে ;
তুলি যে তবু আঁচড় নাহি টানে।

[Chang-Chi (770-850)] চৈত্র : ,৩৫৪ ০

গ্রন্থ-পরিচিতি

মরীচিকা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩০। প্রকাশক—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

উৎসর্গ : সুকবি শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বন্ধুবরেষু

খেয়ালের বশে হারাইলে পথ
এ মরুহিয়ার 'পরে ;—
দাহন রসের গহন সাধন,
উষর তৃষার সজল স্বপন—
মরুমর্ম্মের মরীচিকা ধন
বন্ধু, তোমারি তরে।

যতীন

মরুশিখা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৪। প্রকাশক—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচী, ১০।১ আরপুলি লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ : সুকবি শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী করকমলেষু,—

বন্ধু, মগজের মাঝে যতই ধোঁয়াক্ প্রতপ্ত মরুশিখা,—
কাগজে উঠিলে মূল্য তাহার বড় জোর পাঁচ সিকা!
তবু, জ্বলে' জ্বলে' জমিল যা প্রাণে, ফেলিতে সে সব ছাই,
তোমার মতন ভাঙা কুলো সখা আমার ত দুটি নাই।
তুমিই শোন গো চির-মরুচারী মরীচিকা-প্রিয় মিতা,
জীবন-মরুক্ষেত্রে শ্রীমদ্—দুর্ভাগবদ্ গীতা।

যতীন

মরুমায়া ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৭। প্রকাশক—শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচী, ৪৭ মনোহরপুকুর রোড, ঢাকুরিয়া পোঃ, কলিকাতা।

উৎসর্গ : জ্যোতি*

* জ্যোতি—কবিপত্নী

মাথার ঘাম ও প্রভুপদধূলি
গুলিয়া, ললাটে তিলক লেখি'
আমি আনি টাকা,—তুমি গো লক্ষ্মী
বাজাইয়ে দেখ খাঁটি কি মেকি
মনে, গৃহকোণে কি আবর্জ্জনা
নিত্যই কর সম্মার্জ্জনা!
সত্যই কহি, অয়ি মোর
বহিরন্তর-গৃহ-গৃহিণী!
তব মার্জ্জনা বিনা এ মূঢ়ের—
রহি' যেত সব শ্রীহীনই।
এ মরু-প্রাণের তুমি মেঘমায়া,
নিদাঘ-তরুর তুমি তলছায়া,—
ছায়ার মতন মায়ার মতন
তুমিও কি মোর ক্ষণিকা?—
—ক্ষণিক-তুষ্ট ভাগ্যদেবীর—
অমৃত-প্রসাদ-কণিকা?—
নিরুপায়, তবে নিরুপায়,
করিব না আর হায় হায়,—
মরীচি-বাঁধন বেঁধে ত্যায় যথা
তরুসাথে তরুছায়া,
এ মরুমায়ার বেদনে বাঁধিনু
মরু আর তার মায়া।

যতি।

সায়ম্‌॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৪৮। প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সারস্বত-মন্দির, ১ রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর কলিকাতা।

ত্রিযামা॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৫৫। প্রকাশক—মহাদেব সরকার, সমবায় পাবলিশার্স (বুক ফোরাম), ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

নিশান্তিকা॥ প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪। প্রকাশক—তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯